সীরাতুন নবী (সা.)
প্রথম খণ্ড
ইবন হিশাম (র.)

সীরাতুন নবী (সা)

প্রথম খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) (১ম খণ্ড)
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প

ইফা : অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৬
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৭৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0167-9

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ২০০৮
মাঘ ১৪১৪
মুহাররম ১৪২৯

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১১০.০০ টাকা

SIRATUNNABEE (1st Vol.) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree (R.) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. January 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 110.00 ; US Dollar : 4.00

মহাপরিচালকে কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ-মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইবন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্যে থেকে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন্নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে প্রথম খণ্ডটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন্নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
৪.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
৫.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আকরাম ফারূক
২. মাওলানা সাঈদ মেসবাহ
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনায়
অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

সীরাত গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা হলো রাহ্‌মাতুল্‌-লিল্‌ আলামীন খাতামুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর হুবহু অনুসরণের মাধ্যমে নিজের ব্যবহারিক জীবনকে সুমহান আদর্শের অনুসরণে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করা, ঈমান সতেজ ও সরস করা, দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করা।

বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব মুস্তফা (সা)-এর সুমহান চরিত্রের প্রশংসা করে পাক কুরআন মজীদের সূরা 'কালামের' চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ করেন : وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চারিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" সূরা আহ্‌যাবের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

আমাদের প্রতিপালক তাঁর রাসূলে পাকের সুমহান চরিত্রের মধ্যে আমাদের ইহ-পরকালীন সার্বিক সাফল্যের জন্যে উত্তম আদর্শ রেখেছেন। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই আমাদেরকে এ সুমহান চরিত্র ও উত্তম আদর্শের হুবহু অনুসরণ করা দরকার। পাক কুরআন মজীদ ও রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌ই হলো সে সুমহান চরিত্র ও উত্তম আদর্শের আক্ষরিক রূপ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে সকল মানুষের সামনে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেই মানুষ সবকিছু যাচাই করতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞানের আনাগোনা শুধু মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস নিয়ে। অর্থাৎ বস্তুজগত নিয়ে বিজ্ঞানের খেলা। কিন্তু মানুষ তো বস্তুজগতের একটি অংশ তথা কেবল দেহসর্বস্বই নয়, মানুষের যে আত্মা আছে। দেহ আর আত্মা এক নয়। দেহ জড় ও স্থুল, আর আত্মা সূক্ষ্ম ও অজড়। দেহ ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল। আত্মা চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, বিরাট-বিশাল। আত্মা মহাসত্য।

মওত, কবর, মীযান, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা, আমলনামা, আরশ-কুরসী, লওহ-কলম ইত্যাদির কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এসব বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ এসবই মহাসত্য।

সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহ্‌র। সৃষ্টি জগতের এক কণার রহস্যও এখনো উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যে বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার বিশাল সৃষ্টি জগতের এক কণার রহস্যও উদঘাটন করতে পারেনি, তা কি করে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক মহান আল্লাহ্‌র সত্তাকে যন্ত্রের মাধ্যমে ধরে ফেলবে! পরম গৌরবান্বিত মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ মানব কল্পনার অতীত, চিন্তা ও ধারণা সেখানে অবশ, জ্ঞান ও রূপের বাইরে। চিন্তালোকের শেষ সীমা পর্যন্ত বিচার করার শক্তি মানুষের নেই। মানুষের চিন্তা, জ্ঞান ও গবেষণা যেখানে যেয়ে অবশ হয়ে যায়, সেখানেই চিন্তালোকের শেষ নয়। পাক কুরআন মজীদ যে চিন্তালোকের দ্বার খুলে দিয়েছে, জড় বিজ্ঞান সেখানে অবোধ শিশুর ন্যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ হীন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ তার নেই।

এক শ্রেণীর লোক জড়বাদের ক্ষণস্থায়ী ও কৃত্রিম মোহে অন্ধ হয়ে মহান অস্তিত্বে সংশয়, পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাস করে ইসলাম ও ঈমানের মূলে কুঠারাঘাত

করছে। তারা বলে, বর্তমান সভ্য দুনিয়ার জন্য ইসলাম নয়; যুগের ভাবধারার সাথে ইসলামেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ যুগে নামায-রোযা ও পর্দা অচল। তাদের মতে নাচগান, মদ-জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদিতেই জীবন। কাজেই ইসলাম জীবনের পরিপন্থি।

আমাদের মতে, তাঁরা ইতিহাসের অবমাননা করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইবাদতের মাধ্যমেই মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাতেই ইহ-পরকালের মুক্তি নিহিত। আর এ সত্যের সন্ধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর মাধ্যমেই ইসলাম জগতে প্রচারিত হয়েছে। সকল পূর্ণতা তাঁর মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে তাঁকে মানবে, পথ পাবে, যে অমান্য করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। তাঁরই মুবারক জীবনী আলোচিত হয়েছে এ সীরাত গ্রন্থে। কাজেই এ সীরাত গ্রন্থ পাঠ করা সকলের অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক কেউই জানে না, আগামী দিন সে কোথায় থাকবে, কি আহার করবে, কবে ও কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধেই যখন অজ্ঞতা অপরিসীম, তখন পরকালের অনন্ত জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান কোথায় পাওয়া যাবে? নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব ব্যতীত পরকালের কোন স্পষ্ট ধারণাও মানুষ কল্পনায় আনতে সক্ষম হত না।

কাজেই যে নবী ও রাসূল ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে সম্যক অবগত, তাঁর আদেশ-উপদেশ, কর্মধারা ও ব্যবহারিক জীবনের আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত ইহ-পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বিতীয় পথ নেই। আর সেজন্যেই 'সীরাতুন্নবী' বা 'নবী-চরিত' অধ্যয়ন করা, সামাজিকভাবে চর্চা করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এ কর্তব্যবোধে সাড়া দিয়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামের আদি যুগের প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ অর্থাৎ প্রায় বারোশত বছর পূর্বের ইব্‌ন হিশাম (র) রচিত বিশ্বনন্দিত সীরাত গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন কঠিন আরবী ভাষা থেকে বাংলায় হুবহু রূপান্তরের জন্য এ দুরূহ কাজে আমাদের সম্মানিত অনুবাদকগণ সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁদের অনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানোর জন্য সম্পাদনা পরিষদও সচেতন থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপরও প্রকৃতিগত মানবিক দুর্বলতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুধী পাঠক এ ব্যাপারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রসারিত এবং পরবর্তী সংস্করণের পূর্বে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে আমরা সবাই উপকৃত হব।

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক আল্লাহ গাফূরুর রাহীমের দরবারে মুনাজাত করি, তাঁর হাবীব পাকের সীরাত পাঠ করে আমরা যেন সঠিকভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং তাঁর ব্যবহারিক জীবনের আদর্শের অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারি। আমীন! সুম্মা আমীন!

মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার
সভাপতি

ইব্ন হিশাম (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ রাসূল চরিত রচনায় ইব্ন হিশাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। সীরাতগ্রন্থ হিসাবে দু'টি গ্রন্থ সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমটি হলো ৮৫ হিজরীতে মদীনা তায়্যিবায় জন্মগ্রহণকারী ইব্ন ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর 'সীরাতুর-রাসূলুল্লাহ্ (সা)', অপরটি হল ইব্ন হিশাম (র)-এর 'সীরাতুন্নবী (সা)'।

'আস-সীরাতুন নববিয়াহ' একক গ্রন্থ হিসাবে পরবর্তীতে সংরক্ষিত হয়নি। ইবন হিশাম (র) 'আস্-সীরাতুন্-নববিয়্যাহ্'র সেসব অংশ বর্জন করেছেন, যেসব বর্ণনা সরাসরি হযরত নবী করীম (সা)-এর জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়নি। ইব্ন হিশাম (র)-এর বর্জিত অংশগুলো তাবারী (র) ও আযরাকীর লেখায় সংরক্ষিত হয়েছে।

ইবন হিশাম (র)-এর নাম ও বংশ পরিচয়

নাম আবদুল মালিক, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম হিশাম। দাদার নাম আইউব, হিম্‌ইয়ারী বংশের মুআফিরী শাখায় তাঁর জন্ম। তাঁর জন্ম বসরাতে কিন্তু বংশের সবাই মিসরে বাস করেনবিধায় তিনি বাল্যকালেই সেখানে চলে যান। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। মতান্তরে তিনি আদনান বংশের সন্তান।

শিক্ষাদীক্ষা ও সীরাত রচনা

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি মিসরে ইমাম শাফিঈ রাহ্মতুল্লাহ্ আলায়হি-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। যমানার মুজাদ্দিদ, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জমা'আতের অন্যতম ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির সাহচর্য তাঁর জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক (র)-এর রচিত 'সীরাতুর রাসূলুল্লাহ্'-র সংশোধনকারী হিসাবে ইব্ন হিশাম (র) জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্তে' বর্ণিত কতিপয় কবিতার সঠিক পাঠ লিপিবদ্ধ করেন। নতুন কবিতা তাতে যোগ করেন। কঠিন শব্দ ও বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংযোজন করেন এবং কোথাও কোথাও বংশ তালিকা সংশোধন করেন, অর্থাৎ গ্রন্থটির যা অপূর্ণতা ছিল, তিনি তা পূরণ করেন দেন। তাতে ইবন হিশাম (র)-এর সংস্করণের মাধ্যমে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্' গ্রন্থটি ভালভাবে পড়ার জন্য তিনি তৎকালীন কূফা নিবাসী যিয়াদ বাকায়ী (মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৯ খ্রি.)-এর নিকট ইরাকে গমন করেন।

ইব্নুল-বরকী, যাহাবী, তায্‌কিরাতুল্-হুফ্ফায, তাবাকাত ইত্যাদি গ্রন্থের বর্ণনামতে ইব্ন হিশাম (র)-এর অনবদ্য রচনা 'আস্-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ্' এক অমর কীর্তি। পরবর্তীকালে সীরাতে রাসূলের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সবগুলো গ্রন্থেরই মূল ভিত্তি ইব্ন হিশাম (র)-এর অমর এ গ্রন্থ। ঐতিহাসিক ধারা বিবরণীর সাথে পবিত্র কুরআন নাযিলের ধারা বিবরণী এতে সন্নিবেশিত হওয়ায় এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইব্ন হিশাম (র)-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের কতিপয় ব্যাখ্যা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন : (১) ইমাম সুহায়লীর-'রাওযুল-উনূফ, (২) আবূ যার খাশানীর-'শারহুস-সীরাতুন্-

নববিয়্যাহ্, (৩) ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর 'কাশ্‌ফুল-লিসাম **ফী শারহি সীরাতে** ইব্‌ন হিশাম।

এ অনন্য গ্রন্থের কতিপয় সংক্ষিপ্তসারও রচিত হয়েছে। যেমন : **(১) বুরহানুদ্দীন** ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ শাফিঈর-'যাখীরাহ্ ফী মুখাতসারিস্-সীরাহ', (২) **আবুল আব্বাস আহমদ** ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-ওয়াসিতীর 'মুখতাসার সীরাত ইব্‌ন হিশাম।' (৩) **আবদুস-সালাম** হারূন-এর 'তাহ্‌যীব সীরাত ইব্‌ন হিশাম।'

বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

ইব্‌ন হিশাম (র) যদিও 'সীরাতুর-রাসূল' বিশারদ হিসাবে জগতে **অপ্রতিদ্বন্দ্বী** ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তথাপিও তাঁর পাণ্ডিত্য শুধু সীরাত বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি একাধারে হাদীসবেত্তা, বংশ-লতিকা বিশারদ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আরবী ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবেও জগতে সমধিক খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন। কুলজী (বংশ লতিকা বিষয়ক) শাস্ত্র এবং আরবী ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

হিমাইয়ার গোত্রের ইতিহাস 'তারীখ সালাতীন হিমইয়ার' এবং দক্ষিণ আরবীয় পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'কিতাবুত-তীজান' আজও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হিসাবে সকল ঐতিহাসিকের নিকট সমাদৃত।

ওফাত

এ মহান 'সীরাতুর-রাসূল' বিশারদের জন্ম যেমন অজ্ঞাত, তেমনি তাঁর ওফাতের সঠিক তারিখও কোন ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে একমতে বর্ণিত আছে, ১৩ রবীউস-সানী ২১৮ হিজরী, মুতাবিক ৮ মে, ৮৩৩ খ্রি. সনে, মতান্তরে ২১ হিজরী মুতাবিক ৮২৮ খ্রি. সনে তিনি মিসরের ফুসতাত শহরে ওফাতপ্রাপ্ত হন। মিসর বিজয়ী বীর সেনানী হযরত আমর ইব্‌ন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফুসতাত' শহর স্থাপন করেন। বর্তমানে তা আধুনিক মিসরের রাজধানী কায়রোর উপকণ্ঠে অবস্থিত।

অনুবাদের ধারা

প্রায় ১২শ' বছর পূর্বেকার ইব্‌ন হিশাম (র)-এর এ মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ পৃথিবীর বহু ভাষায় বহু আগেই হয়ে গিয়েছে। ফারসী, উর্দু, ইংরেজী, ফ্রান্স, জার্মানসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় 'সীরাতুর রাসূলে'র সুখপাঠ্য গ্রন্থটি অনূদিত হওয়ায় নানা ভাষাভাষী বহু পূর্বেই এর আস্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মত অনুবাদ প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিদগ্ধ নবী প্রেমিকগণের প্রতি যে সুধা বিলাতে চেষ্টা করছেন, তা সত্যিই আনন্দদায়ক। এ অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদের সাথে সম্পাদনার কাজে শরীক থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, সেজন্য বিশ্বপালক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকরগুযারী করছি। এ গ্রন্থ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যাঁরাই এ মহতী কাজে জড়িত, সবাই বাংলা ভাষাভাষী বিদগ্ধ নবী-প্রেমিকের দু'আ পাওয়ার যোগ্য। সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহু তা'আলা গাফূরুর-রাহীমের দরবারে মাফ চাই; তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর পিয়ারা রাসূলের প্রতিটি সুন্নাতের ইত্তিবা করার তওফীক ইনায়েত করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল-আলামীন!

উৎসর্গ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা—যিনি তাঁর রাসূল (সা)-কে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যাতে তিনি এই সত্য দীনকে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন। যদিও তা কাফিররা অপসন্দ করে। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! হে আমার নেতা! আপনিই সে ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র বাণীকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, আমানতকে যথাযথভাবে আদায় করেছেন, সমগ্র উম্মাতের কল্যাণ সাধন করেছেন এবং আমাদের সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার নেতা! যখন কুপ্রবৃত্তির অন্ধকার গোটা পরিবেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, মনের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত হয়, পৃথিবীর প্রশস্ত প্রান্তরসমূহ সংকুচিত হয়ে পড়ে, তখন ঈমানদার লোকদের হৃদয় আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাদের চোখ আশার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠে এবং মানুষের মনে লজ্জা ও অনুশোচনা সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আশার আলো জ্বলে ওঠে এবং আপনার ভাবমূর্তিকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে। তখন দিশেহারা মানব জাতি অতীতের মতই হারানো পথ খুঁজে পায়। অতীতেও বিশ্ববাসীর দুর্গতি হয়েছিল। বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত মানব জাতি পথ-নির্দেশের আশায় ব্যাকুল হয়ে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। অবশেষে সেই ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি ঘটে। হঠাৎ বিশ্বজগতের পাতায় পাতায় অংকিত হয় আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদের নাম। জিবরাঈল আমীন চলে আসেন আসমান থেকে পরম সওগাত নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে। তা হলো :

"لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ"

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি খুবই কষ্ট পান। মু'মিনদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উচ্চ আশা পোষণ করেন। তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ও করুণাময়।" (৯ : ১২৮)

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হে আমার নেতা! আজকের বিশ্বে আপনার জীবন-চরিতের চর্চা অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। আপনার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব যে আদর্শ চরিত্রের মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং যে অনুপম জীবন বিধান আপনি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন, আজকের মুসলিম উম্মাহ্ পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় তার অধিকতর মুখাপেক্ষী। একমাত্র সেই জীবন বিধানই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে বিভ্রান্ত ও গুমরাহীর করাল গ্রাস থেকে।

অতএব, হে আমার নেতা! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হে সর্বোত্তম নবী! হে সৃষ্টির সেরা! আমি আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি, ইব্ন হিশাম রচিত এই সীরাত গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করার। কিয়ামতের দিন এ গ্রন্থ আলোকবর্তিকা হয়ে আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখাবে—এটাই আমার প্রত্যাশা।

ত্বাহা আবদুর রউফ সা'দ

ভূমিকা

প্রচলিত অর্থে ইতিহাস কি জিনিস আরবদের কাছে তা স্পষ্ট ছিল না। তাদের কাছে ইতিহাস বলতে বুঝাত কেবল বিভিন্ন গোত্রের পূর্বপুরুষদের নামের ধারাবাহিক তালিকা, তাদের বীরত্ব গাথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির বংশানুক্রমিক স্মৃতিচারণ। নিছক জনশ্রুতি-নির্ভর ইতিহাস সংরক্ষণের এ ধারাটি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেই অতিবাহিত হয়েছিল। তবে নবুওয়াতের সূচনাকালের ধারাটি আরো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের কেউ যে ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেননি, তার কারণ, তাঁরা জিহাদ ও দেশজয়ের কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। এ কাজে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন তাবিঈদের (সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম) একটি দল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে মুসলমানদের জীবনে যে সব ঘটনা এবং রাসূল (সা)-এর প্রত্যক্ষ তদারকীতে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে সাহাবীদের মধ্য থেকে কারা কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েই তাঁদেরকে এ কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের প্রচলিত ও বিস্তারিত রূপটি আত্মপ্রকাশ করে উমাইয়া যুগে। অবশ্য বনূ উমাইয়ার ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনার মূলে যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল, তা হল বনূ উমাইয়া আমলের প্রধান প্রধান প্রশাসকদের প্রশংসা অথবা এমন কোন বংশীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, যার সাথে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা লাভই ছিল এ সব তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত ও সাহিত্য গ্রন্থাবলীর অভ্যন্তরে বিবৃত কিছু কিছু তথ্য ছাড়া এ আমলের সংগৃহীত ইতিহাসের কোন উপাদানই আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এর কারণ এই যে, উমাইয়াদের শাসনামলে বিভিন্ন গোলযোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। এমনও হতে পারে যে, আব্বাসী শাসকরা উমাইয়া শাসনামলের নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই ঐসব উপাদান বিনষ্ট করে দিয়েছিল। অথবা আব্বাসীয়দের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ জনগণ ঐ আমলের রচিত গ্রন্থাবলীকে বর্জন করেছে। তাছাড়া এও একটি বাস্তব ব্যাপার যে, আব্বাসী যুগ না আসা পর্যন্ত ইসলামের সত্যিকার ইতিহাস প্রণয়নের পথ সুগমই হয়নি। এ যুগেই সাধারণ মানুষের ও শাসক শ্রেণীর জীবন বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে। সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ কথা এই যে, ঐতিহাসিক তত্ত্ব, তথ্য ও উপাদান নিয়ে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে, তা হলো মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরা এ গ্রন্থের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

এরপর যখন মুসলিম মনীষিগণ পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও হাদীস সংকলনের কাজে নিয়োজিত হন, আর এ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে যখন তারা কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিলের স্থান, কাল ও উপলক্ষ এবং এতদ্সংক্রান্ত ঘটনাবলীর রহস্য উদ্ঘাটনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, এমনকি হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়েও যখন তারা অনুরূপ প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন তাদেরকে বাধ্য হয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের জীবনী রচনার কাজেও ব্রতী হতে হয়। কেননা এটাই হচ্ছে উপরোল্লিখিত যাবতীয় বিষয়ের নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের একমাত্র ভাণ্ডার এবং প্রশস্ততম উৎস।

সীরাত কী

সীরাত বলতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের আগে নবুওয়াতের পটভূমি রচনাকারী ঘটনাবলী, তাঁর জন্মের আগে সংঘটিত রিসালাতের নিদর্শন সম্বলিত ঘটনাবলী, তাঁর জন্ম, জন্মের পর নবুওয়াতকাল পর্যন্ত তাঁর লালন-পালন, আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি মানব জাতিকে আহ্বান, আহ্বানের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বিরোধিতা, তাঁর ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংঘটিত বাকযুদ্ধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারীদের বিবরণসহ রাসূল (সা)-এর সমগ্র জীবন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া' নামে অভিহিত। তবে এসব যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরবীতে 'মাগাযী' পরিভাষাটির প্রয়োগ অধিকতর প্রচলিত। 'মাগাযী' শব্দটি ধাতুগত অর্থের দিক দিয়ে যুদ্ধসমূহ এবং যোদ্ধাদের বৃত্তান্ত এ দু'টিই প্রকাশ করে। এটি 'মাগযা'-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো একাধারে যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধকাল।

সীরাত গ্রন্থ রচনায় যাঁরা অগ্রণী

সীরাত গ্রন্থ রচনা ও সীরাত সংকলনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক খ্যাতিমান, তাঁরা হলেন : উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (ইন্তিকাল ৯৩ হি.), আব্বান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (ইন্তিকাল ১০৫ হি.), শুরাহবিল ইব্‌ন সা'দ (ইন্তিকাল ১২৩ হি.), ইব্‌ন শিহাব যুহরী (ইন্তিকাল ১২৪ হি.), তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-মাগাযী', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায্‌ম (ইন্তিকাল ১৩৫ হি.), মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (ইন্তিকাল ১৪১ হি.) তাঁর রচিত গ্রন্থের নামও 'মাগাযী' এবং বার্লিন লাইব্রেরীতে এই নামে এককপি বই রয়েছে। বইখানা ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর কর্তৃক সংগৃহীত এবং এতে নবী (সা)-এর আমলে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বিবরণ বিদ্যমান। এই গ্রন্থের একটি নির্বাচিত অংশ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে মুদ্রিত হয়েছে। মুয়াম্মার ইব্‌ন রাশিদ, (ইন্তিকাল ১৫০ হি.), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (ইন্তিকাল ১৫১ হি.), যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী (ইতিকাল ১৮৩ হি.), ওয়াকিদী, 'মাগাযী' নামক গ্রন্থের প্রণেতা (ইতিকাল ২০৭ হি.), ইব্‌ন হিশাম (ইন্তিকাল ২১৩ হি.) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থের প্রণেতা, (ইন্তিকাল ২৩০ হি.)।

সীরাতের আলোচ্য বিষয়

সীরাতের সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ পরিচয় দিয়ে। কিন্তু এই বংশ পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে আরবের নামকরা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বংশ পরিচয়, তাদের প্রাগৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেই সাথে অপরিহার্য হয়, তাদের আদত-অভ্যাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পূজা-উপাসনা এবং তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখও। এ সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম কর্তৃক যমযম কূপের পুনর্খনন। নবীর বংশ পরিচয় ছাড়াও তাঁর জীবনের অন্য যে

সব বিষয় সীরাতের আওতাভুক্ত, তা হলো : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম, তাঁর লালন-পালন, তাঁর নবুওয়াত লাভ, যারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের বিবরণ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে যে, যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেন তার বিবরণ, দীন রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফা হিজরত, তায়েফের বনূ সাকীফ ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত পেশ ও সহযোগিতার আহবান! ইয়াসরিববাসী কর্তৃক সর্বান্তকরণে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের সেখানে হিজরত, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, ইয়াহূদীগণ কর্তৃক সেই চুক্তি লংঘনের পরিণামে তাদের ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসা এবং তার ফলে ইয়াসরিবের মাটি থেকে ইয়াহূদীদের উচ্ছেদ ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়।

এরপর মদীনা শরীফ থেকে মুসলিম সেনাদলগুলো বিশ্বের দিক-দিগন্তে ছুটে যায় সত্য, ন্যায় ও ঈমানের পতাকা হাতে নিয়ে, দিকে দিকে দূত ও প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় শান্তির বার্তা ও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। আর এর ফলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে মহান বিজয় ও সাহায্য এবং আল্লাহ্‌র দীনের ভেতরে মানুষ প্রবেশ করে দলে দলে।

এরপর সীরাতের অঙ্গীভূত হয় রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণীদের বৃত্তান্ত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগগ্রস্ত হওয়া এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও অবশেষে ইন্তিকাল, এরপর সাকীফায়ে বানূ সায়েদায় সংঘটিত ঘটনা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুসলমানগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে রাসূলের খলীফা হিসাবে নির্বাচন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহ মুবারকের দাফন-কাফন ও কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত কর্তৃক তাঁর স্মরণে শোক কবিতা পাঠ।

ইব্‌ন হিশাম স্বীয় গ্রন্থ 'আস্-সীরাতুন নাবাবিয়া' (নবী জীবনী)-তে উল্লিখিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সীরাত বিশ্লেষকগণ

ইব্‌ন হিশামের পর এমন একটি দল সীরাতের বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান, যাদের আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত জ্ঞানে ও ঈমানে পূর্ণ দক্ষতা ও পরিপক্কতা দান করেন। তারা পূর্ব থেকে প্রণীত সীরাত গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা সংযোজন, গ্রন্থাবলী নিয়ে গবেষণা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশালাকায় গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপকরণের কাজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুহায়লী (৫০৮—৫৮১ হি.) এবং আবূ যার খুশানী (৫৩৫—৬০৪ হি.) শেষোক্ত ব্যক্তির পূর্ণ নাম হল : মুসয়াব ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ জাইয়ানী খুশানী। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুপণ্ডিত, হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী, বহু ভাষাবিদ, বিশিষ্ট কবি ও কাব্য সমালোচক এবং আরব ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর বহু সুবিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ইব্‌ন ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থের টীকা 'শারহুল গরীব মিন সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক।'

আর সুহায়লী সীরাতে ইব্‌ন হিশামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম হলো 'রওযুল উনূফ'। সুহায়লী তাঁর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন যে, এই গ্রন্থে তাঁর অনুসৃত

রীতি হল ইব্‌ন ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার ইব্‌ন হিশাম রচনা করেছেন (অর্থাৎ 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম'), তাতে যেখানেই কোন জটিল ও দুরূহ শব্দ কিংবা কোন অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ বক্তব্য রয়েছে, সেখানে তিনি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন। সুহায়লীর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের পক্ষে এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থে দেয়া সম্ভব নয়। সেটা দিতে হলে এ জন্য আলাদা এক জীবন চরিত লিখতে হবে।

আলোচ্য সীরাত গ্রন্থের কপি ও সংস্করণসমূহ

এই সীরাত গ্রন্থের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অনেক। এগুলোর বেশির ভাগ পাওয়া যায় ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে। তৈমুরী লাইব্রেরীতে একটি অসম্পূর্ণ কপি রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক রচিত মূল কপিটি কোথায় আছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিক ক্রেবসিক (Karabacek) মনে করতেন যে, ইস্তাম্বুলের কোপরিলী স্কুলের লাইব্রেরীতে 'আরশেদুক রেইনার প্রণীত মাজমুআতুল বুরদী' নামক যে গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে, তার ভেতরে ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের মূল কপির একটি অংশ বিদ্যমান। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে, ওটা আসলে 'সীরাতে ইব্‌ন হিশাম'-এরই একটি কপি। আর কিতাবুল মাগাযী বিভিন্ন গ্রন্থের ভেতরে আজও সংরক্ষিত রয়েছে, যেমন মাওয়ারদী প্রণীত 'আহ্‌কামুস সুলতানিয়া' এবং তাবারী প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থে।

সীরাত ইব্‌ন হিশাম একাধিকবার ছাপা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুদ্রণগুলো নিম্নরূপ :

১. গটেনজেন মুদ্রণ-১৮৬০ সালে জার্মানীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ প্রকাশনা। জার্মান প্রাচ্যবিদের সমালোচনা ও পর্যালোচনা সহকারে এ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এর সাথে তৃতীয় আর একটি খণ্ড সংযেজন করেন। এতে বিভিন্ন পর্যালোচনা, টীকা-টিপ্পনী ও পুস্তক তালিকা রয়েছে। এর শুরুতেই রয়েছে ইব্‌ন খাল্লিকান, ইব্‌ন কুতায়বা ও ইব্‌ন নাজ্জারের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ইব্‌ন ইসহাকের জীবন বৃত্তান্ত। সেই সাথে ইব্‌ন সাইয়িদুন্নাস ইয়াফিরী প্রণীত 'উয়ূনুল আসার' (عيون الاثر) নামক গ্রন্থ থেকে ইব্‌ন ইসহাকের প্রশংসা, সমালোচনা, সমালোচনার জবাব প্রভৃতি সম্বলিত নিবন্ধাবলীও উদ্ধৃত হয়েছে। ইব্‌ন সাইয়িদুন্নাস ইয়াফিরী হলেন হিজরী ৮ম শতাব্দীর জনৈক নামযাদা ঐতিহাসিক।

২. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম ১২৯৫ হিজরীতে বূলাকেও তিন খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

৩. ১২২৯ হিজরীতে মিসরের খায়রিয়া প্রেসেও তিন খণ্ডে ছাপা হয়।

৪. ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে লিপযিগে ছাপা হয়।

৫. 'আর-রওযুল উনূফ' গ্রন্থের টীকায় জামালিয়া প্রেসে ১৩৩২ হি./১৯১৪ খ্রি. ছাপা হয়।

৬. ১৩৩৩ হিজরীতে 'যাদুল মা'আদ ফী হাদীয়ে খায়রিল ইবাদ' গ্রন্থের টীকায়ও এ গ্রন্থ ছাপা হয়।

৭. মুস্তফা বাবী হালবী কোম্পানী ও তদীয় সন্তানদের প্রেসে এ গ্রন্থ দু'বার ছাপা হয়। প্রথম ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খ্রি. সালে এবং দ্বিতীয় ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খ্রি. সালে।

১৩৫৬ হি./১৯৩৭ খ্রি. সালে হেজাযী প্রেসে এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে ছাপা হয়।

সীরাত লেখক মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ পরিচয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ : (জন্ম-৮৫ হি., মৃত্যু ১৫১ হি.)

তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ মতান্তরে আবূ বকর। পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতা অনুসারে তিনি হচ্ছেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার ইব্ন যিয়ার। কারো কারো মতে তাঁর দাদা হলেন সাইয়ার ইব্ন কাওসান। 'উয়ূনুল আসার'-এর গ্রন্থকার ইব্ন সাইয়িদুন্নাস বলেন, তিনি হচ্ছেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার ইব্ন জিখয়ার। আবার কেউ কেউ ইয়াসারের পিতার নাম কাওসান মাদানী বলে উল্লেখ করেন। মুহাম্মদের পিতামহ ইয়াসার হলেন ইরাক থেকে মদীনায় আগত প্রথম যুদ্ধবন্দী। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ১২ হিজরী মুতাবিক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে ইরাকের আম্বারের নিকটবর্তী আইনুত্তামারের একটি খ্রিস্টীয় গীর্জা থেকে গ্রেফতার করেন। এরপর থেকে তিনি কুরায়শ বংশের আবদুল মানাফের পুত্র আবদুল মুত্তালিব, তদীয় পুত্র মাখরামা, তদীয় পুত্র কায়স, তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ্র পরিবারের ভৃত্য হিসাবে অবস্থান করেন। এই কারণে ইয়াসারকে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরের দাসত্বের কারণে মুত্তালিবী এবং বসবাসের কারণে মাদানী বলা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মদীনাতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সংক্রান্ত তথ্য ও ঘটনাবলী সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উমর ও আবূ বকর নামে তাঁর দুই ভাই ছিলেন এবং তারা উভয়েই হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

আলিম সমাজের কাছে তাঁর মর্যাদা

অধিকাংশ আলিমের মতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য এবং রাসূল (সা)-এর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে তিনি পথিকৃৎ। ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে উচ্ছুক, তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের শরণাপন্ন হতে হবে। ইমাম বুখারী স্বীয় ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফিঈ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক অভিযানসমূহ সম্পর্কে পারদর্শী হতে চায়, তাকে অবশ্যই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের ওপর নির্ভর করতে হবে। শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ বলেন : ইব্ন ইসহাক হাদীস শাস্ত্রে মুসলমানদের নেতা। সাজী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম যুহরীর শিষ্যগণের যখন যুহরীর বর্ণিত কোন হাদীসে সন্দেহ দেখা দিত, তখন তারা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের শরণাপন্ন হতেন। কারণ তারা তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থাশীল ছিলেন। বিশিষ্ট মনীষী ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন, আহমদ ইব্ন হাম্বল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাককে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। ইমাম মারবানী বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামরিক জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী যিনি সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

তিনি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক এবং সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের সাক্ষাত পেয়েছেন। আর তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পৌত্র কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ, উসমান (রা)-এর পুত্র আব্বাস, আলী (রা)-এর প্রপৌত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর পুত্র আবূ সালামা, আবদুর রহমান ইব্‌ন হরমুয আ'রায, ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত দাস নাফে' এবং যুহরী প্রমুখ মনীষী থেকে।

আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট আলিম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, সুফইয়ান সাওরী, ইব্‌ন জুরায়জ, শু'বা, হাম্মাদ, ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ, শুরাইক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাখ্‌ঈ, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না এবং তাঁদের পরবর্তী আরো অনেকে। এরা সবাই তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর সংকলিত সীরাত গ্রন্থে তিনি যে সব বর্ণনাকারী থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য দু'জন হলেন : ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (১৯৯ হি.) এবং যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী

যতদূর জানা যায়, ইব্‌ন ইসহাক দু'খানা গ্রন্থে নবী (সা)-এর জীবনী লিখেছিলেন।

১. একটির নাম ছিল 'কিতাবুল মুবতাদা', অথবা 'মুবতাদাউল খাল্‌ক' অথবা 'কিতাবুল মাবদা ওয়া কিসাসুল আম্বিয়া।' এ নামে যে গ্রন্থটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে হিজরতের পূর্ববর্তী নবী জীবনী সংকলিত হয়েছে। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র নুফায়লী (মৃ. ২৩৪ হি.), তাঁর বরাতে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।

২. 'কিতাবুল মাগাযী'। এটিই তাঁর সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্ভবত এ গ্রন্থটিকে ভিত্তি করেই আল্লামা মাওয়ার্দী তাঁর গ্রন্থ 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া' লিখেছেন।

৩. ইব্‌ন ইসহাকের তৃতীয় গ্রন্থখানির নাম 'কিতাবুল খুলাফা'। ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে উমাভী এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তবে 'কিতাবুল মাগাযী' প্রকাশিত হওয়ার কারণে গ্রন্থটির খ্যাতি কমে যায় এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ম্লান হয়ে যায়।

শিক্ষা সফরে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক

তৎকালীন মদীনার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হাদীস বিশারদগণের সংগে, বিশেষত মালিক ইব্‌ন আনাসের সংগে যখন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের মতান্তর ঘটল, তখন তিনি মদীনা ত্যাগ করে মিসরে চলে গেলেন। পরে তিনি সেখান থেকে ইরাকে চলে যান। সেখানে যখন আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদের সংগে থাকতেন তখন ইরাকবাসী তাঁর কাছ থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করে। হিরায় আবূ জা'ফর মানসূরের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তাঁর কাছে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামরিক অভিযানের তথ্য হস্তান্তর করেন। এ কারণে (মানসূরের মাধ্যমে) কূফাবাসীও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে। রায় অঞ্চলেও (মধ্য এশিয়ায়) তিনি যান এবং সেখানকার অধিবাসীরাও তাঁর কাছ থেকে সীরাতের জ্ঞান লাভ করে। এ কারণে মদীনার তুলনায় এ সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা বেশি। সবশেষে তিনি বাগদাদে আসেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইব্‌ন ইসহাকের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ এবং তার জবাব

সাযকানী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন এবং কাদারী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামরিক জীবনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহকারিগণ সাধারণ শী'আই হয়ে থাকেন, যেমন ইব্‌ন ইসহাক ও আবূ মা'শার প্রমুখ।

ইব্‌ন সাইয়িদুন্ নাস স্বীয় গ্রন্থ 'উয়ূনুল আসার'-এ উল্লিখিত অভিযোগসমূহের জবাব এরূপে দিয়েছেন যে, ইবন ইসহাকের নামে শী'আ ও কাদারীয়া মতবাদ অবলম্বী হওয়ার যে সব দুর্নাম রয়েছে, তা দ্বারা তাঁর বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য ও বর্ণনাসমূহ অগ্রহণযোগ্য বুঝায় না এবং তাতে বড় রকমের কোন দুর্বলতাও সৃষ্টি হয় না।

ইব্‌ন নুমায়র বলেন, ইব্‌ন ইসহাক অজানা-অচেনা লোকদের বরাত দিয়ে অসত্য তথ্য বর্ণনা করেন। এর জবাব এই যে, বিভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন ইসহাককে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বলে যদি আখ্যায়িত না করা হত, তা হলে বুঝা যেত না যে, অসত্য ভাষণের অভিযোগটা ইব্‌ন ইসহাকের ওপর বর্তায়, না যাদের বরাত দিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন তাদের ওপরে বর্তায়। যেহেতু ইব্‌ন ইসহাককে সত্যভাষী ও নির্ভরযোগ্য বলে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়েছে, তাই অসত্য ভাষণের অভিযোগটা ঐ সব অচেনা ও অজানা লোকদের ওপরই বর্তায়, ইব্‌ন ইসহাকের ওপরে নয়।

ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, ইব্‌ন ইসহাক একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, তবে তাঁর বর্ণনাকে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। জবাবে বলা যায় যে, ইয়াহ্‌ইয়া যে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন, এটুকুই তাঁর জন্য যথেষ্ট।

ইমাম মালিক তাঁর ওপর জীবনে একবারই অভিযোগ আরোপ করেছিলেন। তবে তার পেছনে একটা কারণ ছিল। ইব্‌ন ইসহাক মনে করতেন যে, ইমাম মালিক স্বীয় গোত্রের প্রাক্তন দাসদের বংশোদ্ভূত। পক্ষান্তরে মালিক নিজেকে গোত্রের আসল জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন। এই দ্বন্দ্ব থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা রেষারেষির সৃষ্টি হয়। পরে ইমাম মালিক স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' লিখলেন। তখন ইব্‌ন ইসহাক রসিকতাচ্ছলে বললেন, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার রোগের চিকিৎসক। (ইবন ইসহাক মূল যে আরবী শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন তার অর্থ পশু চিকিৎসক এবং কথাটা স্পষ্টতই ইমাম মালিককে পশু বলে অভিহিত করার ইংগিত বহন করে)। তাঁর এ মন্তব্য যখন ইমাম মালিকের কানে গেল, তখন তিনি বললেন, ইব্‌ন ইসহাক একজন দাজ্জাল (প্রতারক)। সে ইয়াহূদীদের বরাত দিয়ে ইতিহাস রচনা করে। মোটকথা সমাজের অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে ধরনের রেষারেষী থাকে, তাঁদের উভয়ের মধ্যেও তাই ছিল। এর পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ইব্‌ন ইসহাক ইরাকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে আপস নিষ্পত্তি হয়। বিদায়ের সময় ইমাম মালিক তাঁকে ৫০ দীনার এবং ঐ বছরের ফসলের অর্ধেক প্রদান করেন এবং ইব্‌ন ইসহাকের সাথে সাবেক সম্পর্ক পুনর্বহাল করেন। কারণ হিজাযে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কোন ইতিহাসবিদ ছিল না।

ইমাম মালিক ইব্‌ন ইসহাকের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপারে আপত্তিজনক কিছু দেখতেন না। তাঁর কাছে একমাত্র যে জিনিসটি আপত্তিজনক ছিল তা হলো : ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত যে

সকল নওমুসলিম তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে খায়বর, বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার ঘটনাবলী তখনো স্মরণ রেখেছিল, তাদের কাছ থেকে ইব্‌ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। অথচ ইব্‌ন ইসহাক তাদের কাছ থেকে এ সব তথ্য সংগ্রহ করতেন শুধু জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। এ সবের ওপর ভিত্তি করে তিনি কোন সিদ্ধান্ত, মতামত বা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন না। মুনযির ইব্‌ন যুবায়রের কন্যা এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের পুত্র হিশামের স্ত্রী ফাতিমার নিকট থেকে ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। শোনা যায়, হিশামের স্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলে ইব্‌ন ইসহাক দাবি করায় হিশাম তার ওপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, মিথ্যাবাদী। সে কিভাবে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল ? সে তাকে দেখল কোত্থেকে ? তবে হিশাম যাই বলুন, এ কাজটা অসম্ভব কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণও তো তাঁর সহধর্মিণীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। কেউ তাতে বাধা দেয়নি। এমনও তো হতে পারে যে, ইব্‌ন ইসহাক হিশামের স্ত্রীর কাছে যথারীতি অনুমতি চেয়েছেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন, তারপর পর্দার আড়াল থেকে অথবা তার কাছে কোন মুহ্‌রিম আত্মীয় থাকা অবস্থায় তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার এটাও বিচিত্র নয় যে, হিশাম ইব্‌ন ইসহাকের বিরুদ্ধে আদৌ এ ধরনের কোন মন্তব্যই করেননি।

ইন্তিকাল

ইব্‌ন ইসহাক ১৫১ হিজরীতে, মতান্তরে ১৫০, ১৫২ অথবা ১৫৩ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। একটি অসমর্থিত মতানুসারে তিনি ১৪৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। প্রথমটি হল বিশুদ্ধতম অভিমত। বাবুল খায়যারান কবরস্থানে ইমাম আবূ হানীফার কবরের পূর্বদিকে তাঁকে দাফন করা হয়। এখানে খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী খায়যারান সমাহিত থাকায় তাঁর নামানুসারে এই কবরস্থানকে 'খায়যারান কবরস্থান' নামে নামকরণ করা হয়।

সীরাত গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে খ্যাত ইব্‌ন হিশামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পুরো নাম

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আইয়ুব হিম্য়ারী মুআফিরী বাস্‌রী'। মুআফিরী বলতে বুঝায় মুআফির ইব্‌ন ইয়াফার নামক এক অসাধারণ ব্যক্তির বংশধর। এদের একটি বিরাট অংশ মিসরে এবং একাংশ ইয়ামানে বাস করে। ইব্‌ন হিশাম কোন্ গোত্রের লোক, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে, তিনি কাহতান গোত্রীয়, আবার কারো মতে তিনি আদনান গোত্রীয়, তবে হিময়ারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করায় আমাদের এই ধারণাই প্রবল যে, কাহতান গোত্রের হিময়ারী শাখার সাথে তিনি সম্পৃক্ত। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষালাভ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। তিনি এক পর্যায়ে মিসরে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক শাখায় খ্যাতি অর্জন করলেও বংশনামা ও আরবী ব্যাকরণে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। হিময়ার বংশ ও তার রাজাদের ইতিহাস সম্বলিত একখানি গ্রন্থ তাঁর রয়েছে। এর নাম 'কিতাবুত তিজান'।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ থেকে। গ্রন্থটি ১৩৪৭ হিজরীতে হিন্দুস্থানের হায়দরাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'শরহে আখবারুল গারীব ফিস্ সীরাহ' অর্থাৎ 'নবী জীবনী সংক্রান্ত বিরল তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ।

ইব্ন ইসহাক রচিত মূল সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনীর সার-সংক্ষেপ সংগ্রহ করে, যিনি 'সীরাতুন নববীয়াহ' নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তিনিই এই ইব্ন হিশাম। সীরাতে ইব্ন ইসহাকের এই গ্রন্থটি এখন জনসাধারণের কাছে 'সীরাতে ইব্ন হিশাম' নামে পরিচিতি।

মিসরের ফুসতাত নামক স্থানে ২১৩ হিজরীতে ইব্ন হিশাম ইন্তিকাল করেন। মিসরের ইতিহাস প্রণেতা আবূ সাঈদ আবদুর রহমান ইব্ন আহমদ ইব্ন ইউনুস ইব্ন হিশামকে মিসরে আগত বিদেশী নাগরিক হিসাবে উল্লেখ করেন এবং তার বর্ণনামতে ইব্ন হিশাম মারা যান ২১৮ হিজরীর ১৩ই রবীউল আউয়াল, মুতাবিক ৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে।

বিশিষ্ট সীরাত বিশ্লেষক সুহায়লীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ৫০৮ হি. মৃত্যু ৫৮১ হি. মুতাবিক ১১১৪ খ্রি.—১১৮৫ খ্রি.। তাঁর নাম আবুল কাসিম বা আবূ যায়দ আবদুর রহমান ইব্ন খাতীব, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতীব আবূ উমর আহমদ ইব্ন আবুল হাসান, আসবাগ ইব্ন হুসায়ন, ইব্ন সা'দুন ইব্ন রিযওয়ান ইব্ন ফাতুহ। তিনিই প্রথম স্পেনে আগমন করেন। হাফিয আবুল খাত্তাব ইব্ন দিহ্য়া বলেন, সুহায়লীর উল্লিখিত বংশ পরম্পরা বর্ণনাশেষে তাঁর মূল নামটি এরূপ বলা হয়েছে : খাস'য়ামী সুহায়লী। তিনি একজন প্রখ্যাত মনীষী।

যিরিকলী স্বীয় গ্রন্থ আল্-আলামে তাঁর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন : আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ খাস'য়ামী সুহায়লী।

একটি বিতর্কিত সূত্রে বলা হয় যে, খাস'য়াম ইব্ন আনসার নামক বৃহৎ গোত্রের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্যই তাঁর নামে খাস'য়ামী শব্দটি যুক্ত হয়েছে। আর স্পেনের বিরাট নগরী মালকার নিকটে অবস্থিত গ্রাম সুহায়লের অধিবাসী বুঝাতে সুহায়লী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে সুহায়ল নামক নক্ষত্রের নামানুসারে। কেননা এই গ্রামের নিকটবর্তী একটি পর্বতের ওপর থেকেই এই নক্ষত্রটি দেখা যায় ; সমস্ত স্পেনের আর কোথা থেকেও এটি দেখা যায় না।

সুহায়লী মালকাতে ৫০০ হি. মুতাবিক ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ইয়াতসুগ নামক ক্ষুদ্র শহরে তিনি নৈতিক সুখ্যাতি নিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হন এবং অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনপাত করেন। তারপর যখন তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে, তখন মরক্কোর রাজা তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতির কথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠান এবং সম্মানিত করেন। এরপর তিনি প্রায় তিন বছর মরক্কোতে অবস্থান করেন এবং তার গ্রন্থাবলী রচনা সম্পন্ন করে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

আরবী ব্যাকরণ, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এবং সীরাত শাস্ত্রে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর কবিতার সংখ্যাও অনেক এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী অত্যন্ত উপাদেয় ও তথ্য

সমৃদ্ধ। ইব্ন দিহ্য়া বলেন, সুহায়লী আমাকে কিছু কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি এই কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে যা-ই চেয়েছি, আল্লাহ্ আমাকে তা দিয়েছেন। এমনকি অন্য যারা এই কবিতা পাঠ করে দু'আ করেছেন, তারাও যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন। তাঁর বাহরুল কামিল নামক গ্রন্থে বর্ণিত এই কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :

"হে অন্তর্যামী সর্বশ্রোতা! তুমিই সকল আশা পূরণকারী। সকল বিপদ-মুসীবতে তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অভিযোগ তোমার কাছেই পেশ করা হয়। তোমার 'কুন' (হও) শব্দটি বলার মধ্যেই জীবিকার ভাণ্ডার নিহিত। তুমি বদান্যতা প্রদর্শন কর, কারণ তোমার কাছেই সকল কল্যাণ বিদ্যমান।

"আমার অভাব ও দারিদ্র্য ছাড়া, তোমার নৈকট্য লাভের আর কোন উপায় আমার নেই।

"তোমার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমেই আমি আমার দারিদ্র্য ঘুচাই।

"তোমার অনুগ্রহ থেকে যদি তোমার এই দরিদ্র বান্দাকে বঞ্চিত করা হয়।

"তাহলে তোমার দরজায় পুনঃপুন করাঘাত করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। তোমার মহানুভবতার পক্ষে কোন পাপীকেও হতাশ করা কল্পনাতীত।

"কেননা, তোমার অনুগ্রহ সীমাহীন ও করুণা অফুরন্ত।"

কথিত আছে যে, ফরাসীরা সুহায়ল এলাকায় আগ্রাসী হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করে এবং তার অধিবাসী ও সুহায়লীর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে। এ সময়ে সুহায়লী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরে তিনি এ খবর জানতে পেরে একটি ভাড়াটে বাহনের পিঠে আরোহণ করে স্বগ্রাম সুহায়লে আসেন এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে আমার আবাসভূমি! কোথায় সেই মুক্ত ভূমি এবং সাদা হরিণ, কোথায় আমার সম্মানিত প্রতিবেশিগণ? প্রিয়জনকে নিজ বাড়িতে জীবিত মনে হয়েছে, কিন্তু সালামের কোন জবাব আসেনি। আমার কাছে শুধু প্রতিধ্বনিই ফিরে এসেছে, বন্ধুর কোন কথা কানে আসেনি। সেই বাড়িগুলোর গোসলখানার দরজার সাথে করুণ সুরে, আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ও সাশ্রু নয়নে আমি কথা বলেছি। হে আমার আবাসভূমি! নয়া যামানা তোমার সাথে কী আচরণ করল, তোমাকে নিজের সাথে একীভূত করে নিল, অথচ কাল কখনো একীভূত হয় না।"

সুহায়লী একজন খ্যাতনামা ইমাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ 'রাওযুল উনুফে'র প্রণেতা। এ গ্রন্থটি বিভিন্ন উপকারী জ্ঞানের সমাহার। গ্রন্থটি রচনা করতে তিনি ১২০ খানার অধিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

৫৬৯ হিজরী সনের মুহাররম মাসে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ঐ সনের জমাদিউল আউয়ালে এ কাজ শেষ করেন। এ ছাড়া সুহায়লী রচিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন :

১. আত্-তারীফ ওয়াল ইলাম ফীমা উবহিমা ফিল কুরআন মিনাল আসমায়ি ওয়াল আলাম (কুরআনের দুর্বোধ্য নামসমূহের ব্যাখ্যা);

২. নাতায়েজুল ফিকর (চিন্তার ফসল);

৩. আল-ঈজানু ওয়াত্ তাবয়ীন লিমা উবহিমা মিন তাফসীরিল কুরআনুল কারীম (কুরআনের দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার স্পষ্ট বর্ণনা);

৪. মাসআলাতু রুয়াতুল্লাহ ফিল মানামে ওয়া রুয়াতুন্নবী [স্বপ্নে আল্লাহ্ ও নবী (সা)-এর দর্শন লাভ];

৫. মাস্আলাতুস সিররি ফী আউরে দাজ্জাল (কানা দাজ্জালের গোপন বিষয় প্রসংগে);

৬. শারহু আয়াতিল ওসীয়াতে (ওসীয়ত সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা);

৭. শারহুল জুমাল (তিনি এ গ্রন্থখানি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন নি);

এ ছাড়া তাঁর আরো অনেক লেখা রয়েছে। ২৬ শাবান, বৃহস্পতিবার, ৫৮১ হিজরী মুতাবিক১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মরক্কোতে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে ঐদিন যোহরের নামাযের সময় দাফন করা হয়।

ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিগুলোর উৎস

১. আল আলাম—খায়রুদ্দীন যিরিকলী।

২. বুগিয়াতুল মুলতামিস—যাবী।

৩. বুগিয়াতুল উয়াত—সুয়ূতী।

৪. তারীখ আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়া—জুর্জে যায়দান।

৫. তারীখ আদাবিল আরাবী—কার্ল ব্রোকেলমান।

৬. তারীখ বাগদাদ মদীনাতুস সালাম—খাতীব বাগদাদী।

৭. তুরাসুল ইনসানিয়াহ—১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

৮. দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়া।

৯. আর-রাওযুল উনূফ—সুহায়লী।

১০ দুহাল ইসলাম—আহমদ আমীন।

১১. উয়ূনুল আসার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ্ শামাইলি ওয়াস সিয়ার—ইবন সাইয়্যিদুন্নাস।

১২. আল-ফালাকাতু ওয়াল মুফাল্লিকূন—

১৩. আল-ফিহরিস্ত—ইবন নাদীম।

১৪. আল-মুতবির আশ'আরী আহলিল মাগরিব—ইবন দিহ্য়া।

১৫. মু'জামুল উদাবা—ইয়াকূত হামাভী।

১৬. আল-মুহরিব ফী হুলাল মাগরিব—আবূ মুহাম্মদ আল-হিজারী ও আলী ইবন মূসা ইব্ন সাঈদ (হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি)।

১৭. আন নুজূমুয যাহিরা—ইবনে তাগরী বিরদি।

১৮. ওফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান—আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ বকর ইব্ন খাল্লিকান।

সূচিপত্র

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلٰوتُهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের ওপর।

পবিত্র বংশধারা

হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত

বংশ : আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই গ্রন্থখানি হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের জীবন চরিত। আবদুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম শায়বা[১] ইব্‌ন হাশিম। হাশিমের আসল নাম আমর[২] ইব্‌ন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের আসল নাম মুগীরা[৩] ইব্‌ন কুসাই[৪] ইব্‌ন কিলাব[৫] ইব্‌ন মুররা[৬]

১. ইব্‌ন ইসহাকও বলেছেন যে, তাঁর নাম শায়বা এবং এটাই নির্ভুল বর্ণনা। তাঁর এই নাম রাখার কারণ এই যে, জন্মের সময়ই তাঁর মাথায় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব ছাড়া অন্য যে সব আরব ব্যক্তির নাম শায়বা রাখা হয়েছে, তাদের নামের পেছনে রয়েছে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা লাভের শুভ কামনা। হারম (বৃদ্ধ) ও কবীর (প্রবীণ) শব্দ দিয়েও একই কারণে নামকরণ করা হয়ে থাকে। আবদুল মুত্তালিব ১৪০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কবি উবায়দ ইব্‌ন আব্বাসের সমসাময়িক। কথিত আছে : তিনিই চুলে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করেন। রওযুল 'উনুফ' গ্রন্থে তার আসল নাম আমের বলা হয়েছে।

২. আমর ধাতুগত দিক দিয়ে চারটি অর্থ বহন করে : আয়ুষ্কাল, দাঁতের পাটি, জামার আস্তিনের একাংশ এবং কানের দুল।

৩. মুগীরা অর্থ শত্রুর ওপর প্রচণ্ডভাবে হামলাকারী, অথবা শক্তভাবে রশি দিয়ে বন্ধনকারী।

৪. কুসাই-এর আসল নাম যায়দ। কুসাই শব্দের ধাতুগত ও আভিধানিক অর্থ দূরবর্তী। তিনি তার মাতা ফাতিমার গর্ভে থাকা অবস্থায় তার পিতা রবিয়া ইব্‌ন হারাম তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী থেকে দূরে কাযাআ নামক স্থানে চলে যান। ফলে তার নাম হয়েছে কুসাই।

৫. কিলাব শব্দটির আভিধানিক অথ দু'টি : (১) কালব তথা কুকুরের বহুবচন। অর্থাৎ কুকুরগুলো, (২) পরস্পরকে আক্রমণ করা, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করা। এ শব্দটি দ্বারা কোন মানুষ বা গোত্রের নামকরণ করার তাৎপর্য প্রথম অর্থের আলোকে এই দাঁড়ায় যে, আরবরা হয়তো সংখ্যাধিক্য ও বংশ বিস্তারকে বেশি পসন্দ করতো। আর দ্বিতীয় অর্থের আলোকে তাৎপর্য এই যে, আরবরা যুদ্ধবাজ ও দাংগাবাজ মানুষ পসন্দ করে। কথিত আছে যে, আবূ রুকাইশ আরাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা আপনাদের ছেলেদেরকে কাল্‌ব (কুকুর), যিব (বাঘ) ইত্যাকার নিকৃষ্টতম শব্দাবলী দিয়ে নামকরণ করেন, অথচ দাসদেরকে সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা নামকরণ করেন-যেমন মারযূক (সচ্ছল) এবং রাবাহ্ (লাভজনক)-এর কারণ কি? আবূ রুকাইশ জবাবে বলেন, আমরা আমাদের ছেলেদের নাম রাখি আমাদের শত্রুদের জন্য এবং দাসদের নাম রাখি নিজেদের জন্য, অর্থাৎ ছেলেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের কলিজায় বিদ্ধ তীর স্বরূপ। এ জন্য তারা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা তাদের নামকরণ করে থাকে।

৬. মুররা শব্দের শাব্দিক অর্থ অতিশয় তিক্ত। মূল শব্দ মুরুরুন অর্থ তিক্ত। কারো কারো মতে মুররা এক ধরনের তরকারি যা মাটির নীচ থেকে তুলে তেল ও ভিনেগার দিয়ে খাওয়া হয়।

ইব্‌ন কা'ব[১] ইব্‌ন লুআঈ[২] ইব্‌ন গালিব, ইব্‌ন ফিহর[৩] ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাযর ইব্‌ন কিনানা, ইব্‌ন খুযায়মা[৪] ইব্‌ন মুদরিকা। মুদরিকার আসল নাম আমির ইব্‌ন ইলয়াস[৫] ইব্‌ন মুযার[৬] ইব্‌ন নিযার[৭] ইব্‌ন মায়াদ[৮] ইব্‌ন আদনান[৯] ইব্‌ন উদ্[১০] মতান্তরে উদাদ ইব্‌ন মুকাওয়াম, ইব্‌ন নাহুর[১১] ইব্‌ন তায়রা [১২] ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব[১৩] ইব্‌ন নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল[১৪] ইব্‌ন ইবরাহীম[১৫] ইব্‌ন তারেহ বা আযার[১৬] ইব্‌ন নাহুর[১৭] ইব্‌ন সারূগ, ইব্‌ন রাউ ইব্‌ন ফালিখ[১৮]

---

১. কা'ব শব্দটির ধাতুগত অর্থ দৃঢ়তা ও স্থিতি। পায়ের রগকে আরবীতে কা'ব বলা হয়। আরবী প্রবাদ রয়েছে ثبت ثبوت الكعب অর্থাৎ পায়ের গিরার মত শক্ত ও স্থিতিশীল। রাসূল (সা)-এর এই পূর্ব পুরুষ কা'বই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রথম আরব ঐক্যের ডাক দেন। তার পরে ইসলামের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত আরব কথাটা আর উচ্চারিত হয়নি। কারো কারো মতে, সপ্তাহের একটি দিনকে জুমুআ নামে অভিহিত করার প্রথম উদ্যোগ তিনি নেন। এই দিনে তিনি কুরায়শদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা আলোচনা করতেন। তিনি তাদের জানাতেন যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সন্তান এবং তিনি তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

২. লুআঈ : আভিধানিক অর্থ বুনো ষাঁড়।

৩. ফিহর : আভিধানিক অর্থে লম্বা আকৃতির পাথর। কারো কারো মতে, এটা তার উপাধি। আসল নাম কুরায়শ। আবার কেউ কেউ বলেন : ফিহর তার আসল নাম এবং কুরায়শ উপাধি।

৪. খুযায়মা শব্দটি খাযমা থেকে নির্গত। খাযমা শব্দের অর্থ কোন জিনিসকে শক্ত করে বাঁধা ও মেরামত করা। প্রতিবার বাঁধাকে বলা হয়—খুযায়মা।

৫. আম্বারীর মতে এটি নবী ইলয়াস (আ)-এর নামের মতই একটি নাম। অন্যদের মতে ইলয়াস অর্থ এমন বীর, যিনি কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন না। কবি আজ্জাজের কবিতায় এর প্রয়োগ এ অর্থেই হয়েছে। যেমন : اليس عن حوبائه سخى
আম্বারী ছাড়া অন্যদের মতে, এটি ইয়াস থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হতাশা।

৬ মূল মাযীরা থেকে নির্গত, যা দুধের তৈরি এক রকম খাদ্যকে বলা হয়।

৭. শাব্দিক অর্থ অল্প। এ ব্যক্তির জন্মের সময় তার দুই চোখের মাঝখানে নবূওয়াতের জ্যোতি দেখে তার পিতা কুরবানী ও লোকদের খাওয়ানোর আয়োজন করেছিল।

৮. মায়াদ অর্থ শক্তিমান।

৯ আদন অর্থ চিরস্থায়ী থেকেই আদনান।

১০. উদ্ বা উদাদের শাব্দিক অর্থ স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা।

১১. নাহুর অর্থ কুরবানীদাতা।

১২. তায়রা অর্থ দুঃখ ভারাক্রান্ত।

১৩. ইয়াশজুব অর্থ নিন্দুক।

১৪. ইসমাঈল শব্দের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগত।

১৫. ইবরাহীম শব্দটির মূল আকৃতি ছিল আবুন রাহীম (اب راحم) অর্থাৎ দয়ালু পিতা।

১৬. কেউ কেউ বলেন : এর অর্থ হে খোঁড়া ব্যক্তি।

১৭. নাহুর অর্থ কুরবানীদাতা।

১৮. মতান্তরে ফালিগ।

ইব্‌ন আয়বার[১] ইব্‌ন শালেখ[২] ইব্‌ন আরফাখশায[৩] ইব্‌ন সাম, ইব্‌ন নূহ[৪] ইব্‌ন লামাক, ইব্‌ন মাত্তু শালাখ[৫] ইব্‌ন আখনুখ। ইনি নবী হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলে অনেকের ধারণা। আদম সন্তানদের মধ্যে তিনিই প্রথম নবুওয়ত পান এবং কলম দিয়ে লেখার সূচনা করেন। ইদ্‌রীসের পিতা ইয়ারদ[৬] ইব্‌ন মাহলীল[৭] ইব্‌ন কায়নান[৮] ইব্‌ন ইয়ানিশ[৯] ইব্‌ন শীস[১০] ইব্‌ন আদম (আ)।[১১]

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী[১২] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর[১৩] বরাতে উপরোক্ত বংশনামা মুহাম্মদ (সা) থেকে আদম (আ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খাল্লাদ ইব্‌ন কুররা ইব্‌ন খালিদ সাদূসী শায়বান ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন শাকীক ইব্‌ন সাওর থেকে এবং শায়বান কাতাদা ইব্‌ন দিআমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইসমাঈল থেকে আদম (আ) পর্যন্ত বংশ তালিকা এরূপ :

ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন তারেহ্ (বা আযর) ইব্‌ন নাহুর ইব্‌ন আসরাগ ইব্‌ন আরগু ইব্‌ন ফালিখ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন লামাক ইব্‌ন মাত্তুশালাখ ইব্‌ন আখনুক ইব্‌ন ইয়ারদ ইব্‌ন মাহলাঈল ইব্‌ন কায়িন ইব্‌ন আনুশ ইব্‌ন শীস ইব্‌ন আদম (আ)।

---

১. মতান্তরে আবাবর। তাবারীর মতে ফালিগ ও আবিরের মাঝখানে 'কায়আন' নামক আরেক পুরুষ ছিলেন। তবে তিনি জাদুকর ছিলেন বলে তাওরাতে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

২. শালেখ অর্থ দূত অথবা প্রতিনিধি।

৩. এর অর্থ জ্বলন্ত প্রদীপ।

৪. নূহের আসল নাম আবদুল গাফ্‌ফার। নূহ শব্দের অর্থ কান্না। অনেকে বলেন, নূহ (আ) তাঁর ভুল-ত্রুটির কারণে অধিক কাঁদতেন বলে তাঁর এরূপ নামকরণ হয়েছে।

৫. মাত্তু শালাখ-এর শাব্দিক অর্থ 'দূত মারা গেছে'। তাঁর পিতা একজন দূত ছিলেন এবং এ ব্যক্তি মাতৃ-উদরে থাকতেই তাঁর পিতা মারা যান।

৬. এর অর্থ নিয়ন্ত্রক।

৭. এর অর্থ প্রশংসিত। কারো কারো মতে মাহলাইল।

৮. কায়নান অর্থ সমান।

৯. ইয়ানিশ অর্থ সত্যবাদী।

১০. শীস সুরিয়ানী শব্দ, এর অর্থ আল্লাহ্‌র দান।

১১. আদম শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে তিন রকম মত রয়েছে। কেউ বলেন : এটি সুরিয়ানী শব্দ এবং এর অর্থ অজ্ঞাত। কেউ বলেন, এটি আরবী শব্দ এবং এর অর্থ বাদামী বর্ণবিশিষ্ট। কেউ বলেন, এর মূল ধাতু আদিম অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ। তিনি ভূ-পৃষ্ঠের মাটি থেকে তৈরি বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে।

১২. ইনি কূফার প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী।

১৩. পূর্ণ নাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ। বিশেষত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাগদাদে ১৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর ও ইব্‌ন হিশামের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখুন।

সীরাত বর্ণনায় হিশামের অনুসৃত নীতি

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি ইনশাআল্লাহ্ এ গ্রন্থের শুরুতে ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আ) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য ইসমাঈল বংশোদ্ভূত পূর্বপুরুষদের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করব। আর ইসমাঈল (আ) থেকে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সরাসরি ঔরসজাত সন্তানদের নামও বর্ণনা করব। আর সেই সাথে তাঁদের জীবনের সমস্ত ঘটনাও তুলে ধরব। তবে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে ইসমাঈলের অন্যান্য সন্তান, যারা সরাসরি মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বপুরুষ নন, তাদের উল্লেখ করব না এবং এমন কিছু বর্ণনাও বাদ দেব, যা ইব্ন ইসহাক লিপিবদ্ধ করেছেন, কারণ এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখ নেই, এ সম্পর্কে কুরআনে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি, আর না এ গ্রন্থের অপর কোন তথ্যের সাথেও এর কোন মিল আছে। সেগুলো এ গ্রন্থে বর্ণিত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা বা প্রমাণের পর্যায়ে পড়ে না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থে কাব্যানুরাগীদের অজানা কিছু কবিতা, কিছু অশ্রাব্য ও অশোভন বক্তব্য এবং বুক্কায়ীর অসমর্থিত কিছু তথ্যও ছিল, যা আমি বর্জন করেছি। এ ছাড়া যা কিছু প্রকৃত ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য তথ্য ঐ গ্রন্থে ছিল, আমি তা পুরোপুরিভাবেই সংরক্ষণ করেছি।

ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের বংশ

ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবীর বরাত দিয়ে যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বুক্কায়ী আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস সালামের বারোটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম ছিলেন নাবিত। আর অন্য এগারোজনের নাম হলো : কাইদার, উযবুল, মা-বশা, মিসমা'আ, মাশী, দিম্মা, আযার, তায়মা, ইয়াতুর, নাবিশ ও কাইযুমা। এঁদের সকলের মাতা রা'আলা ছিলেন জুরহুম বংশীয় আমরের পুত্র মুযাযের কন্যা। ইব্ন হিশাম বলেন, ইসমাঈলের স্ত্রীর পিতৃপুরুষদের পরিচয় কারো কারো মতে এরূপ : মিযায এবং জুরহুমী ইব্ন কাহতান ইব্ন আমির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশায, ইব্ন সাম ইব্ন নূহ। এদের মধ্যে কাহতান হচ্ছে ইয়ামান দেশের অধিবাসীদের সকলেরই আদি পুরুষ। ইব্ন ইসহাক বলেন, জুরহুম হলেন ইব্ন ইয়াকতান ইব্ন আয়বার ইব্ন শালিখ। তবে ইয়াকতান আসলে কাহতানেরই বিকৃত উচ্চারণ।

ইসমাঈল (আ)-এর বয়স এবং তাঁর সমাধিস্থল

ইব্ন ইসহাক বলেন : জনশ্রুতি অনুসারে হযরত ইসমাঈল ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর তাঁর ইন্তিকাল হলে তাঁকে তাঁর মাতা হাজেরার কবরের পাশে হিজর[১] নামক স্থানে দাফন করা হয়।

১. এটি হিজরুল কা'বা নামে পরিচিত। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) নির্মিত ভিত্তির যে অংশটি কুরায়শরা কা'বা পুনর্নির্মাণের সময় অর্থাভাবের কারণে বাদ দিয়েছিল। তবে সেটুকু যে কা'বার অংশ, তা যাতে বুঝা যায়, সে জন্য তার মেঝে পাথর দিয়ে পাকা করে দিয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন, 'হাজর' বা হাজেরাকে আরবরা আজেরাও বলত। তিনি মিসরীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়ত

ইব্ন হিশাম বলেন : গুফ্রার[১] আযাদকৃত গোলাম উমর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহীআ এবং তাঁর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান, সাবধান, কালো কেশের কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট অমুসলিম নাগরিকদের সংরক্ষণে যত্নবান থেকো। অর্থাৎ (মিসরবাসী) কেননা তাদের সংগে আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।

আর একটি বর্ণনা

গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমর বলেছেন : এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবী ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হাজেরা মিসরীয় ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মিসরীয় দাসীকে নিজ দাসী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইব্ন লাহীআ বলেন : হযরত ইসমাঈলের মাতা হাজেরা 'উম্মুল আরব' নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন, যা মিসরের ফারমা[২] নামক শহরে নিকটবর্তী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাসী ও ইবরাহীমের মাতা মারিয়াও মিসরের আনসিবা[৩] জেলার হাফন[৪] নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে মিসরের শাসক মুকাওকিস[৫] উপহার স্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইরশাদ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব যুহরী আমার কাছে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

১. গুফরা হযরত বিলাল (রা)-এর বোনের, মতান্তরে মেয়ের নাম।

২. ফারমা মিসরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিরাট বন্দর, বর্তমানে তিল্লুল ফারমা নামে পরিচিত।

৩. আনসিবা মিসরের একটি জেলার নাম। কথিত আছে, এটি এক সময় জাদুকরদের শহর হিসাবে খ্যাত ছিল এবং লাবাখ নামক গাছের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, সেই খ্যাতি এখনো বিদ্যমান।

৪. হাফন মিসরের একটি গ্রামের নাম। হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত ইমাম হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর মাধ্যমে এই গ্রামের কর রহিত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়ত রক্ষা করা এবং তাঁর শ্বশুর বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

৫. মুকাওকিসের আসল নাম জুরায়জ ইব্ন মাইনা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মারিয়া নাম্নী দাসীকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠান। তাঁর আগে রাসূলুল্লাহ (সা) মুকাওকিসের নিকট হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ এবং আবূ রুহম গিফারীর আযাদকৃত দাস জিবরকে ইসলামী দাওয়াতের দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। সেই সাথে তিনি তাঁর কাছে স্বীয় দুলদুল নামক খচ্চর এবং নিজের কাঠের নির্মিত একটি পানপাত্র উপহার হিসাবে পাঠান। যার ফলে, মুকাওকিস ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন। (দেখুন রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন তার অধিবাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে। কারণ তারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিজিত অমুসলিম নাগরিক হিসাবে যেমন আইনানুগ নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তেমনি আত্মীয়তার সূত্রেও ভালো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য।" ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাদের সংগে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন' সেটি কী ? তিনি বলেন, হযরত ইসমাঈলের মাতা হাজেরা মিসরীয় ছিলেন।

আরব জাতির উৎসমূল

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বস্তুত সমগ্র আরব জাতিই ইসমাঈল (আ) ও কাহতানের বংশধর। কোন কোন ইয়ামানবাসী বলেন, কাহতান ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান। তারা আরো বলেন, ইসমাঈল (আ) গোটা আরব জাতির পিতা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। আর সামূদ এবং জুদায়স ইব্‌ন আবির ইব্‌ন ইরাম, ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। আর তাসাম, ইম্‌লাক ও উমায়ম -এরা তিনজন হযরত নূহের পুত্র সামের সন্তান। এরা সবাই আরব ছিল। নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল ইয়াশজুব ইব্‌ন নাবিত, ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব, তায়রাহ ইব্‌ন নাহুর, মুকাওয়াম ইব্‌ন নাহুর, উদাদ ইব্‌ন মুকাওয়াম, আদনান ইব্‌ন উদাদ। ইব্‌ন হিশামের মতে, আদনানের পিতা উদাদ নন বরং উদ্।

আদনানের বংশধর

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ আদনানের পর থেকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়। আদনানের দুই পুত্র : মুয়াদ ইব্‌ন আদনান এবং 'আক ইব্‌ন আদনান।

'আক গোত্রের বাসস্থান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আক ইয়ামানে চলে যান। তিনি আশয়ারী গোত্রে বিয়ে করে তাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ফলে তাদের বাসস্থান ও ভাষা এক হয়ে যায়।

আশয়ারী গোত্রের পরিচয়

এরা আশায়ার ইব্‌ন নাবত ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ হুমায়সা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আরিব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহ্‌লা ইব্‌ন সাবান্ ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহ্‌তান এবং বংশধর। মতান্তরে, আশয়ার হলেন : নাবত ইব্‌ন উদাদ। মতান্তরে আশয়ার হচ্ছেন : আশয়ার ইব্‌ন মালিক। আর মালিকের অন্য নাম হচ্ছে মাযহাজ ইব্‌ন উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হামায়সা। কারো কারো মতে আশয়ার হলেন : আশয়ার ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব।

আবূ মুহরিয খালফ আহমার ও আবূ উবায়দা আমাকে বনূ সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন গায়লান ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ ইব্‌ন আদনানের কবি আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসের একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যাতে তিনি 'আকের প্রশংসা করেছেন। কবিতাটি হলো :

وعك بن عدنان الذين تلقبوا × بغسان حتى طردواكل مطرد

"আদনানের পুত্র 'আকের সন্তানরা গাস্‌সান উপাধি অর্জন করলো, আর তারা বিতাড়িত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।"

উপরোক্ত চরণ দু'টি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

গাস্‌সানের পরিচয়

গাস্‌সান ইয়ামানের মারিব বাঁধের নিকট অবস্থিত একটি জলাশয়ের নাম। মাযিন ইব্‌ন আসাদ[১] ইব্‌ন গাওসের সন্তানেরা ও জলাশয় ব্যবহার করত। এজন্য বনূ মাযিন গাস্‌সান নামে পরিচিত হয়। মতান্তরে, জুহ্‌ফার নিকবর্তী মুশাল্‌লালের জলাশয়কে গাস্‌সান[২] বলা হয়। আর যারা এই জলাশয়ের পানি পান করত, তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়। ফলে মাযিনের বংশোদ্ভূত গোত্রগুলো গাসসান নামে অভিহিত হয়।

মাযিনের বংশ পরিচয়

মাযিন ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস ইব্‌ন নাব্‌ত ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহ্‌তান।

আনসারদের বংশ পরিচয়

আউস ও খাযরাজ নামক দুই ভ্রাতার বংশধরকে আনসার বলা হয়। এরা দু'জন হলো হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস-এর দুই পুত্র। আনসারী কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন : "যদি জানতে চাও, তা হলে শোনো, আমরা এক সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী, আসাদ আমাদের পূর্বপুরুষ এবং গাসসান আমাদের জলাশয়।" এ লাইনটি তার বহু সংখ্যক কবিতার অন্যতম। ইয়ামানবাসী এবং 'আকের বংশধরদের যে অংশ খুরাসানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা তাদের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আক ইব্‌ন আদনান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস। মতান্তরে উদসাম ইব্‌ন দিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন গাওস।

---

১. আসাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক আযদ উল্লেখ করে থাকেন।

২. জলাশয়টির নাম গাস্‌সান। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ দুর্বল। উক্ত কবিতার পরবর্তী লাইনটি হলো : "ওহে ফিরাসের বংশধরের বোন, জেনে রাখ আমি একটি গৌরবোদ্দীপ্ত বংশের সন্তান।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা'আদ ইব্‌ন আদনানের চার পুত্র : নিযার ইব্‌ন মা'আদ, কুযাআ ইব্‌ন মা'আদ, কুনুস ইব্‌ন মা'আদ ও ইয়াদ ইব্‌ন মা'আদ।

কুযাআর গোত্রটি হিময়ার ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতানের বংশধর বলে দাবি করে থাকে। সাবার আসল নাম আবদুশ্ শামস। সাবা নামকরণের কারণ এই যে, তিনিই প্রথম আরব যিনি যুদ্ধবন্দী হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসী ও কুযাআ গোত্রের দাবি অনুসারে কুযাআ হচ্ছে মালিক ইব্‌ন হিময়ারের পুত্র। বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইব্‌ন মুররা জুহানী[১] একটি কবিতায় বলেন :

"আমরা খ্যাতনামা প্রবীণ ব্যক্তিত্ব কুযাআ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিময়ারের বংশধর। এ বংশধারা অত্যন্ত পরিচিত। মোটেই অপরিচিত নয়। বরঞ্চ তা মিম্বরের নীচে পাথরে খোদিত।"[২]

জুহানী বংশটির উৎপত্তি জুহায়না থেকে। তিনি হলেন : যায়দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন সাওদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ।

কুনুস ইব্‌ন মা'আদ এবং নুমান ইব্‌ন মুনযিরের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুনুস ইব্‌ন মা'আদের বংশে হীরার বাদশাহ নুমান ইব্‌ন মুনযির এবং তার গোত্র ছাড়া আর কোন শাখা বেঁচে নেই বলে আরব বংশবিদদের ধারণা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নুমান ইব্‌ন মুনযির কুনুস ইব্‌ন মা'আদের বংশধর। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কুনুসকে কানাসও বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস যুরায়ক বংশোদ্ভূত জনৈক প্রবীণ আনসারীর কাছ থেকে জেনে আমাকে বলেছেন যে, যখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট নুমান ইব্‌ন মুনযিরের তরবারি[৩] আনা হয়, তখন তিনি জুবায়র ইব্‌ন মুতইমকে ডাকেন। জুবায়র ইবন মুতইমের বংশ পরিচয় হলো : জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নওফাল ইব্‌ন আব্‌দে মানাফ ইব্‌ন কুসাই। জুবায়র কুরায়শ বংশের এমন এক

১. এই সাহাবী দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের আলামত সংক্রান্ত, অপরটি হলো : যে ব্যক্তি শাসক হয়ে অভাবী মানুষের ফরিয়াদ শুনবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ও তার ফরিয়াদ শুনবেন না। (আর-রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ দ্রষ্টব্য)

২. কথিত আছে : এটি একটি রণোদ্দীপক কবিতার অংশ। এর পূর্ববর্তী অংশ হলো : "হে আহবায়ক ! আমাদেরকে ডাকো এবং সুসংবাদ নাও। কাযাআর লোক হও, নিযারের লোক হয়ো না।"

৩. যখন মাদায়েন বিজিত হয়, তখন এই তরবারি আনা হয়। বিজিত মাদায়েনে পারস্য সম্রাটের বহু নিদর্শন বিধ্বস্ত হয় এবং বহু মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করা হয়। তন্মধ্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ জিনিসগুলো গ্রহণ করা হয়। পাঁচটি তরবারি তন্মধ্যে অন্যতম। একটি সম্রট পারভেজের, একটি সম্রাট নওশেরওয়াঁর, একটি নুমান ইব্‌ন মুনযিরের, সম্রাট নওশেরওয়াঁ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে হত্যা করার সময় এটি ছিনিয়ে নেন। চতুর্থটি তুরস্কের সম্রাট খাকানের এবং পঞ্চমটি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের। পারস্য সম্রাট রোম সম্রাটকে যখন পরাভূত করেন, তখন এটি তাঁর হস্তগত হয়।

ব্যক্তি, যিনি শুধু কুরায়শের নয়, বরং সমগ্র আরব জাতির বংশ পরিচয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। জুবায়র বলতেন যে, আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট থেকে বংশধারা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছি। বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন আরব জাতির ভেতরে বংশধারায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। তিনিই জুবায়রকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করলেন : হে জুবায়র ! নুমান ইব্ন মুনযির কার বংশধর ছিলেন ? জুবায়র বললো : তিনি কুরয ইব্ন মা'আদের বংশধর ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : জনশ্রুতি এই যে, গোটা আরব জাতি রবীয়া' ইব্ন নাস্রের সন্তান-লুখামের বংশধর। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

লাখাম ইব্ন আদীর বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশামের মতে লাখামের বংশ পরিচয় এরূপ : ইব্ন আদী, ইব্ন হারিস ইব্ন মুররা ইব্ন উদাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন হামায়সা ইব্ন আমর ইব্ন আরীব ইব্ন ইয়াশজুব ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহলান ইব্ন সাবা। মতান্তরে : লাখাম ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন সাবা।

রবীআ ইব্ন নাস্‌র [১] -এর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে :

রবীআ ইব্ন নাসর ইব্ন আবূ হারিসা ইব্ন আমর ইব্ন আমির। আমর ইব্ন আমিরের ইয়ামান থেকে চলে যাওয়ার পর আবূ হারিসা সেখানেই থেকে যান।

আমর ইব্ন আমিরের ইয়ামান ত্যাগ এবং মারিব বাঁধের কাহিনী

ইয়ামান ত্যাগের কারণ

আবূ যায়দ আনসারীর বর্ণনা মুতাবিক আমর ইব্ন আমিরের ইয়ামান ত্যাগের কারণ এই ছিল যে, মারিবের যে বাঁধটি ইয়ামানবাসীর জন্য পানি সংরক্ষণ করত এবং তারা ইচ্ছামত সেই পানি দিয়ে সেচ দিত, একদিন তিনি দেখলেন সেই বাঁধে একটি বন্য ইঁদুর গর্ত খুঁড়ছে। এতে তিনি বুঝলেন যে, এই বাঁধ বেশি দিন টিকবে না। তাই তিনি ইয়ামান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বংশধর এ ব্যাপারে তার সাথে বিরোধ লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে তিনি তার ছোট ছেলেকে বললেন : আমি যখন তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তোমাকে চড় দেব, তখন তুমিও আমার উপর আক্রমণ করবে এবং আমাকে পাল্টা চড় দেবে। তখন ছেলে তাঁর নির্দেশ মত কাজ করল। তখন আমির বললেন : আমি এমন দেশে আর থাকব না, যেখানে আমার ছোট ছেলে আমাকে থাপ্পড় দেয়। তারপর তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেলেন। এ সময় ইয়ামানের কিছু গণমান্য ব্যক্তি দেশবাসীকে বলল, তোমরা

১. বিশেষজ্ঞদের মতে রবীআর বংশধারা হলো : রবীআ ইব্ন নাসর, ইব্ন হারিসা ইব্ন নামারা ইব্ন লাখাম। জুবায়রের মতে : রবীআ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন শাওয়ায ইব্ন মালিক। ইব্ন উজাম ইব্ন 'আমর ইব্ন নামারা ইব্ন লাখাম।

আমরের রাগকে স্বাগত জানাও। তারপর তারা তার সম্পত্তি কিনে নিল। আমর তার নিজের কিছু সন্তান ও পৌত্রদের সাথে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। এ সময় বনূ আযদ বললো, আমরাও আমর ইব্‌ন আমিরের সাথে চলে যাব—এখানে থাকব না। তারপর তারাও তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর সংগে চলে গেল। বহু এলাকা পেরিয়ে তারা 'আকের এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। 'আকের বংশধর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধে কখনো তারা জিততো এবং কখনো তারা হারতো। এই বিষয়টি নিয়েই আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসের আবৃত্তি করা কবিতাংশ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।[১] তারপর তারা সেখান থেকেও বের হলো এবং তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লো, হাফনা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমিরের বংশধর সিরিয়ায়, আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে, খুযাআ বংশধর মাররায় এবং আয্‌দের বংশধর সারাতে ও আম্মানে বসতি স্থাপন করলো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বন্যা দিয়ে মারিবের বাঁধ ধ্বংস করে দিলেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআনের সূরা সাবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ... ... سَيْلَ الْعَرِمِ

আবূ উবায়দার বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতে বর্ণিত আরিম শব্দের অর্থ বাঁধ। আয়াতের অর্থ : "সা'বা জাতির আবাসভূমিতে তাদের জন্য একটি নিদর্শন ছিল। তাদের ডানে ও বামে দুটো বাগান ছিল। তোমরা তোমাদের রবের দেয়া জীবিকা থেকে খাও, এবং তাঁর শোকর আদায় কর। বড়ই পবিত্র নগরী এবং অত্যন্ত ক্ষমাশীল রব। কিন্তু তারা তা মানল না। ফলে আমি তাদের ওপর বাঁধভাংগা বন্যা পাঠালাম।" কবি আশা বলেন :

"ইংগিত উপলব্ধিকারীর জন্য এতে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং বন্যা মারিব বাঁধটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হিময়ার সেটি পাথর দিয়ে নির্মাণ করেছিল, বন্যায় কখনো তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সেই বাঁধ তাদের ফসল ও আংগুরকে পানি দিয়েছে অকৃপণভাবে। যখন তা বণ্টিত হত, তখন তা সবার জন্য পর্যাপ্ত হত। এরপর তারা এমন অভাবগ্রস্ত হয় যে, তারা দুধ ছাড়ানো বাচ্চাকে এক চুমুক পানিও দিতে পারত না।"

এ সব কবিতা আশার কবিতার অংশবিশেষ।

উমাইয়া ইব্‌ন আবী সালত সাকাফী বলেছেন : "মারিবের নিকটে উপস্থিত সাবা জাতি যখন বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঁধ তৈরি করেছিল।" এটি একটি দীর্ঘ কাসীদার অংশ।

এ এক দীর্ঘ কাহিনী। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আমি এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকছি।

---

১. অর্থাৎ আদনানের পুত্র 'আকের বংশধর গাসসান নামে নিজেদের নামকরণ করল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

রবী'আ ইব্ন নাসর ইয়ামানের শাসক

রবী'আ ইব্ন নাসর ও তার স্বপ্নের কাহিনী

ইব্ন ইসহাক বলেন : (রোম সম্রাটের) অধীনতা স্বীকারকারী রাজাদের মধ্যে ইয়ামানের রাজা রবী'আ ইব্ন নাসর ছিলেন একজন দুর্বল রাজা। তিনি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেশের সকল জ্যোতিষী, জাদুকর প্রভৃতিকে ডেকে বললেন : আমি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পড়েছি। আমি কি দেখেছি এবং তার তাৎপর্য কি, তা তোমরা বলো। তারা তাকে বললো : আপনি স্বপ্নটা আমাদের বলুন। আমরা তার ব্যাখ্যা বলবো। রাজা বললেন : আমি যদি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দেই, তা হলে তোমাদের ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারবো না। কেননা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে শুধু সেই ব্যক্তি, যে আমার বলার আগেই আমার স্বপ্নটাও জেনে নিতে পারবে। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো : জাহাঁপনা যদি এটাই চান, তাহলে সাতীহ[1] ও শিক[2]-কে ডাকুন। কেননা স্বপ্নের ব্যাপারে তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। তারাই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

সাতীহের বংশ পরিচয়

সাতীহ ইবন রবী' ইব্ন রবীআ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন মাযিন ইব্ন যিব ইব্ন আদী ইব্ন মাযিন গাস্সান।

শিকের বংশ পরিচয়

শিক ইব্ন সাব ইব্ন ইয়াশকার ইব্ন রুহম ইব্ন আফ্রাক ইব্ন কাসর ইব্ন 'আব্কার ইব্ন আনমার ইব্ন নিযার। আর আনমার হচ্ছে বাজীলা ও খাসআমের পিতা।

বাজীলার বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসীর জনশ্রুতি অনুসারে বাজীলা হচ্ছে আনমারের বংশধর। আনমার ইব্ন ইরাশ ইব্ন লিহয়ান ইব্ন আমর ইব্ন গাওস ইব্ন নাবৃত ইব্ন মালিক ইব্ন

---

১. সাতীহ নামক এই লোকটির শুধু ধড় ছিল। অংগ-প্রত্যংগ ছিল না। সে বসতেও পারত না। তবে রাগ হলে শরীরটা ফুলে উঠত। তখন বসতে পারত। কথিত আছে যে, তার মুখ ছিল বুকে, তার কোন মাথা ও ঘাড় ছিল না। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ বলেন, সাতীহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কোথা থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছ ? সে বলত, আমার এক জ্বিন বন্ধু আছে। যখন আল্লাহ্ তূর পাহাড়ে মূসার সংগে কথা বলেছিলেন, তখন সে সেই কথোপকথন শুনেছিল এবং যা কিছু জানতে পেরেছিল, তাই আমাকে জানিয়েছে।

২. শিক অর্থ অংশ। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, সে আসলে আধা মানব ছিল। তার হাত একখানা, পা একখানা ও চোখ একটি ছিল। আমর ইব্ন আমিরের স্ত্রী হিময়ারী বংশোদ্ভূত খ্যাতনাম্নী জ্যোতিষী তারীফা বিনতে খায়ের যেদিন মারা যায়, শিখ ও সাতীহ সেই দিন জন্মগ্রহণ করে। তারীফা শিক্ ও সাতীহকে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কাছে উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়। তাদের উপস্থিত করার পর সে তাদের উভয়েরর মুখে থু-থু দিয়ে বলে, এরা দু'জন আমার জ্যোতির্বিদ্যার উত্তরাধিকারী হবে।

যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। মতান্তরে : ইরাশ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লিহইয়ান ইব্‌ন গাওস। বাজীলা ও খাসআমের বাসস্থান হচ্ছে ইয়ামানীয়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর রাজা সাতীহ ও শিককে ডেকে পাঠালেন। শিকের আগে সাতীহ উপস্থিত হলো। তখন রাজা তাকে বলল, ওহে সাতীহ ! আমি একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। কি দেখেছি বল তো ? তুমি যদি স্বপ্নটা বলতে পার, তা হলে তার সঠিক ব্যাখ্যাও দিতে পারবে। সাতীহ বলল : ঠিক আছে। বলছি শুনুন : আপনি স্বপ্নে দেখেছেন : অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা জ্বলন্ত অংগার বেরিয়ে এসে নিম্নভূমিতে নামল এবং সেখানে যত প্রাণী ছিল, সবাইকে গ্রাস করল।[১] রাজা বললেন : "বাহ্! হে সাতীহ ! স্বপ্নটা তো তুমি সঠিকভাবেই বলে দিয়েছ। এখন বলতো এর ব্যাখ্যা কি?"

সে বলল : দুই প্রস্তরময় দেশে যত সাপ আছে, তার শপথ! আবিসিনিয়াবাসী আপনার ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়বে এবং আবয়ান থেকে জুরাশ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে নেবে।[২]

রাজা বললেন : হে সাতীহ ! তোমার পিতার শপথ! এটা তো খুবই বেদনাদায়ক ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এটা কবে ঘটবে ? আমার আমলেই, না আমার পরে ? সে বলল : আপনার আমলের কিছু পরে। ষাট বা সত্তর বছর পর। রাজা জিজ্ঞেস করলেন : এই ভূখণ্ড কি চিরকালই তাদের অধিকারে থাকবে, না তাদের জবর-দখলের অবসান ঘটবে? সে বলল : সত্তর বছরের কিছু বেশিকাল উত্তীর্ণ হবার পর তাদের দখলের অবসান ঘটবে। তারপর তারা হয় নিহত হবে, নয়তো পালিয়ে যাবে। রাজা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : কে তাদেরকে হত্যা ও বহিষ্কার করবে ? সাতীহ বলল : তারা নিহত ও বহিষ্কৃত হবে ইরাম[৩] ইব্‌ন যী ইয়াযানের হাতে। তিনি এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ইয়ামানে তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। রাজা বলল : ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে, না ক্ষণস্থায়ী ?

সাতীহ বলল : তার আধিপত্য অস্থায়ী হবে।

রাজা বললেন : কার হাতে ক্ষমতার অবসান ঘটবে ?

সাতীহ বলল : এক পূত-পবিত্র নবীর হাতে। তিনি ঊর্ধ্ব জগত থেকে ওহী লাভ করবেন। রাজা বললেন : এ নবী কোন্ বংশোদ্ভূত ?

সাতীহ বলল : গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নযর -এর বংশধর হবেন। তাঁর জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে সৃষ্টিজগত ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

রাজা বললেন : সৃষ্টিজগতের আবার শেষ আছে নাকি ?

---

১. এ দ্বারা সুদান থেকে হাবশী সেনাবাহিনীর আগমনকে বুঝানো হয়েছে।

২. আবয়ান ও জুরাশ ইয়ামানের দুটো শহরের নাম। অর্থাৎ সমগ্র ইয়ামান।

৩. কথিত আছে, এই ব্যক্তি সায়ফ নামে খ্যাত। তবে ইরাম শব্দটি দ্বারা তার জ্ঞানের প্রশংসা অথবা বিশালকায় দেহাকৃতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

সে বলল : হ্যাঁ, যেদিন পৃথিবীর প্রথম ও শেষ মনুষ সকল একত্রিত হবে। যারা সৎকর্মশীল তারা সুখী হবে, আর যারা অসৎ কর্মশীল তারা দুঃখ ভোগ করবে।

রাজা বললেন : তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য ?

সে বলল : হ্যাঁ, রাতের আঁধার, ঊষার আলো ও সুবিন্যস্ত প্রভাত সাক্ষী, আমি যা তোমাকে বলেছি তা সত্য।

এরপর রাজার দরবারে এলো শিক। রাজা সাতীহকে যা যা বলেছিলেন, শিককেও তাই বললেন। কিন্তু সাতীহ্ রাজাকে যা যা বলেছিল, তা তিনি শিককে জানতে দিলেন না। কেননা তিনি দেখতে চাইছিলেন, তাদের উভয়ের বক্তব্য এক রকম হয়, না ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

শিক বলল : আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, অন্ধকার থেকে একটি জ্বলন্ত অংগার বেরিয়ে এসে একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে পড়ল। এরপর তা সেখানকার সকল প্রাণীকে গ্রাস করল।

যখন শিক এরূপ বলল, তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে, উভয়ে স্বপ্নের একই রকমের বিবরণ দিয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে, সাতীহ বলেছিল : জ্বলন্ত অংগারটি নিম্নভূমিতে পড়ল। আর শিক বলেছে : একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে পড়ল। তারপর তিনি শিককে বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এখন বল, এ স্বপ্নের তাৎপর্য কি ?

সে বলল : দুই পর্বতময় দেশের সমস্ত মানুষের শপথ করে বলছি, আপনার দেশে সুদানীরা আক্রমণ চালাবে। সকল দুর্বল লোক তাদের অংগুলি হেলনে চলতে বাধ্য হবে এবং আবয়ান থেকে নাজরান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাদের দখলে চলে যাবে।

তখন রাজা তাকে বললেন : ওহে শিক ! তোমার পিতার শপথ ! এটাই তো খুবই মর্মন্তুদ ও ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার। এ ঘটনা কবে ঘটবে ? আমরা জীবদ্দশাতেই, না আরো পরে? সে বলল : আপনার বেশ কিছুকাল পরে। এরপর একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি আপনাদের লোকদের হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করবে এবং তাদের ভীষণভাবে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করবে।

রাজা বললেন : এই পরাক্রমশালী ব্যক্তিটি কে ?

সে বলল : একজন তরুণ, যিনি নগণ্য ও দুর্বলচিত্ত নন। যী ইয়াযানের বংশ থেকে তার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি হানাদারদের একজনকেও ইয়ামানে টিকতে দেবেন না।

রাজা বললেন : এই ব্যক্তির আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে, না ক্ষণস্থায়ী ?

শিক বলল : একজন প্রেরিত রাসূলের আগমনে তার শাসনের অবসান ঘটবে। সেই রাসূল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। ধার্মিক ও সৎ লোকদের সাথে আনবেন। তাঁর জাতির আধিপত্য কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

রাজা বললেন : কিয়ামত কি ?

সে বলল : সেদিন শাসকদের বিচার হবে, আকাশ থেকে এমন আহবান আসবে যা জীবিত ও মৃত সকলেই শুনতে পাবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। সেদিন সংযত লোকদের জন্য হবে সাফল্য ও কল্যাণ।

রাজা বললেন : তুমি যা বলছ, তা কি সত্য ?

সে বলল : হ্যাঁ, আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল সমতল ও অসমতল স্থানের শপথ, আমি আপনার কাছে যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, তা সম্পূর্ণ সত্য।

রবীআ এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করে নিলেন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজনীয় পাথেয় দিয়ে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুর ইব্ন খুররাযাদকে চিঠি লিখে পাঠালেন। শাপুর তাদেরকে হিরাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

নুমান ইব্ন মুনযিরের বংশ সম্পর্কে ভিন্ন মত

রবীআ ইব্ন নাসরের বংশধরেরই সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছেন নুমান ইব্ন মুনযির। ইয়ামানবাসীর মতে তাঁর বংশ পরিচিতি হচ্ছে : নুমান ইব্ন মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন রবীআ, ইব্ন নাসর-ইয়ামানের তৎকালীন রাজা।

ইব্ন হিশাম বলেন : খালাফ আহমার আমাকে জানিয়েছেন, নুমানের পিতা মুনযির তদীয় পিতা মুনযির।

আবূ কারব হাস্সান ইব্ন তুব্বান আসআদ কর্তৃক ইয়ামান অধিকার ও ইয়াসরিব আক্রমণ

হাস্সান ইব্ন তুব্বান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রবীআ ইব্ন নাসরের মৃত্যুর পর সমগ্র ইয়ামানের রাজত্ব চলে যায় আবূ কারব হাসসান ইব্ন তুব্বান আসআদের[১] দখলে। তুব্বান আসআদ দ্বিতীয় তুব্বা নামেও পরিচিত। তার পিতা কালকি কারিব ইব্ন যায়দ। এই যায়দ প্রথম তুব্বা নামেও পরিচিত। তার পিতা হলেন আমর যুল-আযয়ার[২] ইব্ন আবরাহা যুল-মানার[৩] ইব্ন রায়শ। ইব্ন ইসহাক

---

১. তুব্বান আসআদ একই ব্যক্তির নাম। তুব্বান অর্থ বুদ্ধিমান।

২. যুল-আযয়ার অর্থ ভয়ংকর। মরক্কোতে হামলা চালিয়ে এক পরমা-সুন্দরী রমণীকে ধরে আনার পর লোকেরা তাকে ভয় করতে থাকে বলে এই নাম দেয়া হয়।

৩. যুল-মানার অর্থ অগ্নিকুণ্ডলীর অধিকারী। পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে একটি সামরিক অভিযান চালান বলে তার এই নাম হয়।

বলেন : রাইশ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাবা আল-আসগার ইব্‌ন কা'ব কাহ্‌ফ আয্‌ যুল্‌ম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আবদে শামস ইব্‌ন ওয়ায়েল ইব্‌ন গাউস ইব্‌ন কাতান আরীব ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আয়মান ইব্‌ন হামায়সা ইব্‌ন আরানজাজ ওরফে হিময়ার ইব্‌ন সাবা আকবর ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন কাহতান।

ইব্‌ন হিশামের মতে : ইয়াশজুবের পিতা ইয়ারুব এবং তদীয় পিতা কাহতান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কারব তুব্বান আসআদ সেই ব্যক্তি, যিনি মদীনায় আসেন এবং মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে দু'জন ধর্মীয় পণ্ডিতকে ইয়ামানে নিয়ে যান। তিনিই কা'বা শরীফের সংস্কার করেন ও গিলাফ পরান। রবীআ ইব্‌ন নাসরের আগেই তিনি ইয়ামানে রাজত্ব করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি কবিতার এই লাইনটি রচিত হয়েছে : "আবূ কারবের কল্যাণধর্মী কাজ যেমন তার বিপদ-আপদকে রোধ করেছিল, আহা তেমন সৌভাগ্য যদি আমারও হতো!

তুব্বানের মদীনায় আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তুব্বান আসআদ আগে থেকেই পূর্বদিক দিয়ে মদীনায় আসতেন এবং এভাবে মদীনাবাসীদের বিব্রত না করেই সুকৌশলে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। সেখানে তিনি নিজের এক পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত পুত্র গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হয়। এরপর তুব্বান মদীনা ধ্বংস ও তার অধিবাসীদের নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়ে আবার সেখানে আসেন। এরপর বনূ নাজ্জারের সদস্য আমর ইব্‌ন তাল্লার নেতৃত্বে এবং পরবর্তীতে বনূ আমর ইব্‌ন মাবযুলের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে অনুগত লোকদের একটি দল সংঘবদ্ধ হয়।[১] মাবযুলের আসল নাম 'আমির এবং তার বংশ পরিচয় হলো : আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। নাজ্জারের আসল নাম তায়মুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা, ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

আমর ইব্‌ন তাল্লা ও তার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশামের মতে 'আমর ইব্‌ন তাল্লার পূর্বপুরুষরা হলো : আমর ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। তাল্লা হলো আমরের মায়ের নাম।

---

১. কুতবী লিখেছেন যে, তুব্বান মদীনা আক্রমণ করতে চাননি, কেবল সেখানকার ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কারণ আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়ামান থেকে এসে মদীনায় ইয়াহূদীদের পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে এবং তাদের সাথে কিছু চুক্তি ও শর্ত সম্পাদন করে। ইয়াহূদীরা এই চুক্তি ভংগ করে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করে। এ জন্য আওস ও খাযরাজ তুব্বানের সাহায্য চায় এবং এ কারণেই তুব্বান আসেন।

তাল্লার বংশ পরিচয়

তাল্লা বিন্ত আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আবদে হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গাযাব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

মদীনাবাসীদের সাথে তুব্বানের যুদ্ধের ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জার গোত্রের বনূ আদী শাখার আহ্মার নামক এক ব্যক্তি তুব্বানের অনুসারীদের একজনকে মদীনায় অবস্থানকালে হত্যা করে। হত্যার কারণ ছিল এই যে, আহ্মার তুব্বানের অনুসারী লোকটিকে তার এক খেজুর বাগানে খেজুর পাড়তে দেখছিল। সে তখন তাকে নিজের দা দিয়ে কোপ দিয়ে খুন করে ফেলে এবং বলে : "খেজুর গাছের যে তত্ত্বাবধান করে, খেজুর পাড়ার অধিকার তারই।" তুব্বানের কাছে এ খবর পৌঁছামাত্রই যুদ্ধ বেধে যায়। কিন্তু মদীনাবাসী তুব্বানের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ চালায় যে, দিনের বেলায় তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং রাতের বেলায় তার আতিথেয়তা করে। তুব্বান তাদের এ আচরণ দেখে তাজ্জব হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের কাওম তো খুবই ভদ্র।

এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে বনূ কুরায়যা গোত্রের দু'জন ইয়াহূদী পণ্ডিত তুব্বানের সাথে দেখা করে। বনূ কুরায়যা গোত্রটি কুরায়যার বংশধর। এই কুরায়যা, নযীর, নাজ্জাম, 'আমর (আসল নাম হাদাল) এরা সবাই খাযরাজ ইব্ন সুরায়হ্ ইব্ন তাওসান ইব্ন সাবত ইব্ন ইয়াসা ইব্ন সাদ ইব্ন লাভী ইব্ন খায়র ইব্ন নাজ্জাম, ইব্ন তানহুম ইব্ন আযির ইব্ন ইয়ারা ইব্ন হারূন ইব্ন ইমরান ইব্ন ইয়াসহার ইব্ন কাহিস ইব্ন লাভী ইব্ন ইয়াকূব--অপর নাম ইসরাঈল ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম।

মদীনার এই দুই পণ্ডিত ছিলেন আল্লাহ্র কিতাবে বিশেষ পারদর্শী। তুব্বান মদীনা ও তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করতে চান, এ কথা শুনে তারা তার সাথে দেখা করে। তখন তারা তাকে বলে : হে রাজা ! আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। যদি যিদ ধরেন, তা হলেও আপনার সামনে বাধা আসবে। ফলে আপনি যা চান তা করতে পারবেন না। অথচ অচিরেই আপনার ওপর যে শাস্তি নেমে আসবে তা ঠেকানোর কোন উপায় আপনার থাকবে না। তুব্বান বললেন : কি কারণে আমার ওপর শাস্তি নেমে আসবে? তারা বলল : মদীনা শেষ যামানার নবীর হিজরতস্থল। কুরায়শদের দ্বারা তিনি পবিত্র স্থান থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং এখানে এসে বসবাস করবেন।

এ কথা শুনে রাজা থামলেন। তাঁর মনে হল, লোক দুটো সত্যিই বিজ্ঞ। তাঁদের কথায় রাজা মুগ্ধ হলেন। তিনি মদীনা ত্যাগ করলেন এবং ঐ পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ খবর পেয়ে কবি খালিদ ইব্ন আবদুল উযয্যা ইব্ন গাযীয়্যা ইব্ন আমর (ইব্ন আবদ) ইব্ন আউফ ইব্ন গন্‌ম ইব্ন নাজ্জার আমর ইব্ন তাল্লার প্রশংসা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন কবিতাটির কয়েকটি লাইনের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"তুব্বান কি স্বীয় পূর্বপুরুষ 'আমর ইব্ন তাল্লার স্মৃতি মুছে ফেলল, নাকি তার স্মরণ নিষিদ্ধ করে দিল, অথবা তাকে সানন্দে ত্যাগ করলো ? নাকি তুমি নিজের যৌবন কালকে স্মরণ করেছ, (হে তুব্বান) কিন্তু তোমার যৌবনকে স্মরণ করার স্বরূপ কি ?

আসলে এটা কোন নগণ্য যুদ্ধ নয়। তবে যুবকদের জন্য এ ধরনের যুদ্ধ সবক গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন।

তোমার পূর্বপুরুষ 'ইমরান বা আসাদকে জিজ্ঞেস কর, কেননা, শেষরাতের অন্ধকারে তাদের উপর যুদ্ধ চেপে বসেছিল। সে ধরনের যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া উচিত আবূ কারিবের, পূর্ণ যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে ও সুগন্ধিদ্রব্য মেখে। তারপর তারা বলল, আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাব ? বনূ আওফের, না বনূ নাজ্জারের। বনূ নাজ্জারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে যাব। কেননা তারা আমাদের অনেক মানুষকে অসহায়ভাবে হত্যা করেছে। অবশ্যই আমরা তাদের থেকে বদলা নেব। তরবারি নিয়ে তারা সরাসরি তাদের মুকাবিলা করেছে। আর তাদের তরবারি চালনা এত প্রচণ্ড ছিল, তা অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত ছিল।

তাদের সাথেই ছিল আমর ইব্ন তাল্লা। আল্লাহ্ তার সম্প্রদায়কে তার দীর্ঘায়ু দিয়ে উপকৃত করুন। তিনি এমন নেতা, যিনি রাজাদের ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। আর যে ব্যক্তি আমরের ক্ষতি বা মুকাবিলা করার চেষ্টা করত, সে সফলকাম হত না।

আনসার গোত্রের দাবি

আনসারদের এই দলটি মনে করে যে, তুব্বান তাদের প্রতিবেশি ইয়াহূদী গোত্রটির ওপরই রুষ্ট ছিলেন এবং সে তাদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। ফলে তিনি তাদের ত্যাগ করে চলে যান। এ জন্য তুব্বা তার কবিতায় বলেছিল : "ইয়াসরিবে বসবাসকারী গোত্র দু'টির ওপর আমার সমস্ত আক্রোশ। দুষ্কর্ম ও অরাজকতার কারণে এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ লাইনটি যে কবিতায় রয়েছে, তা আসলে তুব্বানের রচিত নয়। এ কারণেই আমি এ কবিতার সত্যতা স্বীকার করি না।[১]

তুব্বানের মক্কা গমন ও কা'বা প্রদক্ষিণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : তুব্বান ও তার স্বজাতির লোকেরা মূর্তি পূজারী ছিল। তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন আর ইয়ামান যেতে তাকে মক্কা হয়েই যেতে হতো। উসফান ও আমাজের মধ্যস্থলে পৌঁছলে তার কাছে হুযায়ল ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নিযার ইব্ন

১. ইব্ন হিশাম এ লাইনটি স্বীকার না করলেও তাঁর কিতাবুত্-তীজানে এক সুদীর্ঘ কবিতায় এটি উল্লেখ করেছেন। তার প্রথম লাইনটি হলো : "তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ? মনে হয় যেন বিষাক্ত কাল কেউটে সাপের বিষ দিয়ে ঐ চোখে সুরমা লাগিয়েছ।"

মা'আদ গোত্রের একটি দল উপস্থিত হলো। দলটি তুব্বানকে বললো : হে রাজা! আমরা কি আপনাকে এমন একটি গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দেব না, যার কথা আপনার আগের কোন রাজা-বাদশাহরা জানতেন না ? সেখানে মণি-মুক্তা, হীরা-চুনি, পান্না, ও সোনা-রূপা আছে ? তুব্বান বললেন : হ্যাঁ, বল। তারা বলল : "মক্কায় একটি ঘর আছে। মক্কার অধিবাসীরা তার ইবাদত করে এবং তার কাছে নামায পড়ে।"

আসলে হুযায়লীরা তুব্বানকে এভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানত যে, অতীতে যে রাজাই ঐ ঘরটি দখল করতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করেছে, বা তার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে, সেই ধ্বংস হয়েছে। তুব্বান হুযায়লীদের পরামর্শ মুতাবিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তার আগে পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিতদ্বয়ের কাছে লোক পাঠালেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইলেন। পণ্ডিতদ্বয় বলল : তোমাকে যারা এই পরামর্শ দিয়েছে, তারা তোমাকে ও তোমার সৈন্যসামন্তকে ধ্বংস করার ফন্দি এঁটেছে। আমাদের জানামতে পৃথিবীতে একমাত্র এই ঘরটিই রয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব ঘর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তোমাদের হুযায়লীরা যা করতে বলেছে, তা করলে তুমি এবং তোমার সহযাত্রীরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বললেন : তা হলে ঐ ঘরের কাছে গিয়ে আমার কি করা উচিত বলে তোমরা মনে কর ? পন্ডিতদ্বয় বলল : কা'বার আশপাশের লোকেরা যা করে, তুমিও তাই করবে। ঘরটির চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে, তার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করবে। তারপর মাথা কামাবে। যতক্ষণ সেখানে থাকবে, বিনয়ী থাকবে। তুব্বান বললেন : তোমরা দু'জনে এ কাজ কর না কেন ? তারা বলল : আল্লাহ্র কসম। ওটা আমাদের পিতা ইবরাহীমের ঘর। ঐ ঘর সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছি, তা সবই সত্য। কিন্তু মক্কাবাসী ঐ ঘরের চারপাশে মূর্তি স্থাপন করে এবং তার সামনে রক্তপাত করে আমাদের ওখানে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ওরা অপবিত্র মুশরিক। তুব্বান তাদের এ সব উক্তির সত্যতা এবং তাদের আন্তরিকতা হৃদয়ংগম করলেন। তারপর হুযায়লী দলটিকে ডেকে এনে তাদের হাত-পা কেটে শাস্তি দিলেন। তারপর মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা পৌঁছে তিনি কা'বা ঘরের তওয়াফ করলেন, ঘরের কাছে কুরবানী করলেন, মাথা কামালেন এবং ছয় দিন মক্কায় ঘরের অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি আরো কুরবানী করে মক্কাবাসীকে আপ্যায়ন করলেন। তাদেরকে তিনি মধু পান করালেন।

বায়তুল্লাহ -এ গিলাফ চড়ান

এ সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি কা'বাকে গিলাফ দিয়ে ঢাকছেন। তদনুসারে তিনি মোটা কাপড় দিয়ে কা'বায় গিলাফ চড়ালেন। পুনরায় স্বপ্ন দেখলেন যে, আরো ভালো কাপড় দিয়ে গিলাফ চড়াচ্ছেন। সে অনুসারে তিনি পুনরায় মূল্যবান ইয়ামানী কাপড় মায়াফির দিয়ে গিলাফ চড়ালেন। তৃতীয়বার স্বপ্ন দেখে তুব্বান পুনরায় আরো মূল্যবান ইয়ামানী কাপড় দিয়ে

কা'বায় গিলাফ চড়ালেন।[১] বস্তুত জনশ্রুতি অনুসারে, তুব্বানই প্রথম কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আবৃত করেন।[২] তিনি কা'বার মুতাওয়াল্লী জুরহুম গোত্রের লোকদের সময়মত কাবায় গিলাফ চড়াতে উপদেশ দেন। কা'বাকে মূর্তি পূজাসহ সকল কলুষতা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখতে, তার কাছে কোন রক্তপাত না করতে, মৃতদেহ ও ঋতুকালে ব্যবহৃত নেকড়া কা'বাঘরের কাছে না ফেলার নির্দেশ দেন। তুব্বান কা'বাঘরের জন্য একটি দরজা এবং চাবিও বানিয়ে দেন। সুবাইআ বিনতে আহাব ভিন্নমতে আজব ইব্ন যাবীনা ইব্ন জুয়ায়মা ইব্ন আওফ ইব্ন নাসর ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরামা ইব্ন[৩] খাসাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান নামক তাঁর নিজের এক পুত্রকে কা'বার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং মক্কাকে যে কোন বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করার উপদেশ দেন। আর তুব্বান কা'বার যে খিদমত করেন এবং এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তার স্মরণে সুবাইআ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন :

"হে প্রিয় পুত্র ! মক্কায় ছোট বা বড় কারো ওপরই যুলুম করো না।"

"হে আমার পুত্র ! মক্কার প্রতিটি সম্মানিত জিনিসকে রক্ষা করো এবং অহংকারে মত্ত হয়ো না।"

"হে আমার পুত্র ! মক্কায় যে ব্যক্তি যুলুম-নিপীড়ন চালাবে, সে সকল রকমের অকল্যাণের সম্মুখীন হবে।"

"হে আমার পুত্র ! এ ধরনের লোকের মুখ আগুনে দগ্ধ হবে।"

"হে আমার পুত্র ! তুমি এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। মক্কায় যুলুমকারীকে তুমি ধ্বংস হতে দেখেছ।"

"এ শহরটিকে এবং এর প্রান্তরে যে সব ভবন রয়েছে, আল্লাহ্ই তার রক্ষক।"

"আল্লাহ্ এর পাখিগুলোকেও নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং মক্কার সাবীর পাহাড়ের হরিণীও নিরাপদ।"

"তুব্বান মক্কায় ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং আল্লাহ্র ঘরে ইয়ামানী নকশীদার মূল্যবান কাপড় দিয়ে গিলাফ চড়িয়েছিল।"

---

১. কথিত আছে যে, তু'ব্বানের প্রথম দু'বারের গিলাফ চড়ানোমাত্রই কা'বা শরীফ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গিলাফ ফেলে দেয়। কেবল তৃতীয়বার রেশমী গিলাফ চড়ালেই তখন কা'বা স্থির থাকে এবং তা গ্রহণ করে।

২. ইব্ন ইসহাকের মতে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সর্ব প্রথম কা'বা শরীফে মূল্যবান রেশমী গিলাফ চড়ান। দারা কুতনী উল্লেখ করেছেন যে, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ছোটবেলায় একবার হারিয়ে গেলে তাঁর মা নাতীলা বিনতে জানাব এরূপ মানত করেন যে, আব্বাসকে খুঁজে পেলে কা'বা শরীফে রেশমের গিলাফ চড়াবেন। পরে তাকে পাওয়ার পর রেশমের গিলাফ চড়ান। মতান্তরে বংশনামা বিশারদ জুবায়র বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র প্রথম কা'বায় রেশমী গিলাফ চড়ান।

৩. বনূ সাবাক ইব্ন আবদুদ্দার এবং বনূ আলী ইব্ন সা'দ ইব্ন তামীম-এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে এই কুরায়শ বংশীয়া মহিলা অত্র কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। উক্ত দুটো গোত্রই যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

“আমার প্রভু তার রাজ্যের অধিবাসীদের তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। ফলে, তিনি তার মানত পূরণ করলেন।”

“তিনি খালি পায়ে কা'বায় আসলেন এবং এর খোলা প্রান্তরে দু'হাজার উট কুরবানী করলেন।”

“সেই সব হৃষ্টপুষ্ট উটের গোশ্ত তিনি মক্কাবাসীদের খাওয়ালেন।”

“আরো পান করালেন পরিচ্ছন্ন মধু এবং নির্মল যবের খাবার।”

হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে, আর লোকেরা দেখছিল যে, তাদের উপর ঐ জনপদে প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হচ্ছিল।”

তাদের বাদশাহ (আবরাহা)-কে মক্কার দূরবর্তী স্থানে ধ্বংস করা হয়েছে।”

“অতএব, যখন তোমাকে কিছু বলা হবে, তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে যে, ঘটনাবলীর পরিণতি কি রকম হয়ে থাকে।”

ইয়ামানে ইয়াহূদী জাতির প্রতিষ্ঠা

এরপর তুব্বান মক্কা থেকে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তার সাথে তার সৈন্য-সামন্ত এবং পণ্ডিতদ্বয়ও চললেন। অবশেষে ইয়ামানে পৌঁছে তিনি তার জাতিকে নিজের নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইয়ামানে অবস্থিত আগুনের কাছ থেকে মতামত না নিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে না বলে তাকে জানিয়ে দিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ মালিক ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আবূ মালিক কুরাযী জানিয়েছেন যে, তিনি ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে শুনেছেন : তুব্বান যখন ইয়ামানে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হলেন, তখন হিময়ার গোত্র তাকে বাধা দিল। তারা বলল : তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। কাজেই তুমি এ দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তুব্বান তাদেরকে স্বীয় ধর্মের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন : তোমাদের ধর্মের চাইতে এটা ভাল। তারা বলল : তা হলে আগুনের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত এনে দাও। তিনি বললেন : বেশ, তাই হবে। বর্ণনাকারী বলেন : ইয়ামানবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাস মুতাবিক তাদের মাঝে বিতর্কিত বিষয়ে আগুন ফয়সালা দিত। এই আগুন যালিমকে খেয়ে ফেলত, অথচ মযলূমের কোন ক্ষতি করত না। তখন ইয়ামানবাসী পৌত্তলিকগণ তাদের মূর্তিগুলো নিয়ে এবং যে সব জিনিস দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় বলে তাদের ধর্মের রীতি ছিল, সে সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আর ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তাদের আসমানী কিতাবকে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চললেন। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তারা আগুনের উৎসমুখে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আগুন তাদের দিকে বেরিয়ে এল। আগুনকে এগিয়ে আসতে দেখে পৌত্তলিকরা ভয় পেয়ে সরে পড়ল। উপস্থিত লোকেরা তাদের সাহস দিল, উৎসাহিত করল এবং ধৈর্যের সাথে যথাস্থানে বসে থাকতে বলল। তারা ধৈর্য ধারণ করে বসতেই আগুন তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল এবং

প্রতিমা ও অন্যান্য ধর্মীয় সাজ-সরঞ্জাম পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল। হিময়ার গোত্রের যে কয়জন পুরোহিত ধর্মীয় সাজ-সরঞ্জাম বহন করছিল, তারাও ভস্মীভূত হয়ে গেল। এই সময় ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তাদের কাঁধে ধর্মগ্রন্থ ঝুলিয়ে চক্কর দিতে লাগলেন। আগুনের তাপে তাদের কপাল সামান্য ঘেমেছিল, কিন্তু তাদের কোনই ক্ষতি হয়নি। এ দৃশ্য দেখে হিময়ার গোত্রের লোকেরা তুব্বানের ধর্ম গ্রহণ করল। সেই থেকে ইয়ামানে ইয়াহূদী ধর্মের পত্তন হলো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কথিত আছে যে, ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় এবং হিময়ার গোত্রের পুরোহিতরা প্রথমে স্থির করেন যে, যে পক্ষ আগুনকে থামাতে পারবে, সে পক্ষই সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে। তদনুসারে প্রথমে হিময়ারীরা মূর্তি সামনে নিয়ে আগুনের কাছে এগিয়ে গেল তা ঠেকানোর জন্য। কিন্তু তারা ঠেকানো তো দূরের কথা, দৌড়ে পালিয়েও আগুনের কবল থেকে রক্ষা পেল না। এরপর পণ্ডিতদ্বয় তাওরাত তিলাওয়াত করতে করতে আগুনের কাছে এগিয়ে যেতেই তা থেমে গেল। তখন হিময়ার গোত্র সকলে ঐ ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয়ের ধর্মকে গ্রহণ করল।

রিয়াম নামক ঘর ভাংগার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়ামানবাসীর রিয়াম নামক[১] একটা ঘর ছিল। এ ঘরটিকে তারা ভক্তি ও সম্মান করত, তার সামনে কুরবানী করত এবং তার সাথে কথা বলত। এ সব কিছুই তাদের পৌত্তলিকতার আমলের ব্যাপার। এ অবস্থা দেখে ইয়াহূদী পণ্ডিতদ্বয় তুব্বানকে বললেন : এ হচ্ছে শয়তানের একটা ফিতনা। এ দ্বারা সে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এ বিভ্রান্তি ঘুচানোর জন্য আমাদের সুযোগ দিন। তুব্বান বললেন : ঠিক আছে। তোমাদের সুযোগ দেয়া হল। ইয়ামানবাসীর জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, পণ্ডিতদ্বয় ঐ ঘরের ভিতর থেকে একটা কাল কুকুর বের করে তা হত্যা করে ফেলল। তারপর ঐ ঘরটিকে ভেংগে ফেলল। কথিত আছে যে, ঐ ঘরে যে রক্ত প্রবাহিত হত, তার চিহ্ন এখানো তাতে বিদ্যমান। ঐ ঘরে নানা রকমের বলি দেয়া হত বলেই সম্ভবত রক্তের এত দাগ সৃষ্টি হয়েছে।

হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বানের রাজত্ব লাভ এবং তার ভাই 'আমরের হাতে তার নিহত হওয়া প্রসংগে

হত্যার কারণ

তুব্বানের পর ইয়ামানের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ছেলে হাস্‌সান। তিনি ইয়ামানবাসীদের সাথে নিয়ে আরব ও অনাবর জগত দখল করার অভিপ্রায়ে এক বিজয়

১. রিয়াম অর্থ দয়া। এই ঘরে বন্দনাকারীরা বিশ্বাস করত যে, এতে দেবদেবীর দয়া পাওয়া যাবে। এ জন্য এ ঘরের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

অভিযান শুরু করেন। এভাবে ইরাকের একাংশ; ইব্‌ন হিশামের মতে, বাহ্‌রায়ন ভূখণ্ডে পৌঁছলে, হিময়ার ও অন্যান্য ইয়ামানী গোত্রগুলো তার সাথে আর সামনে এগুতে চাইল না, বরং তারা তাদের স্বদেশ ও স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তারা হাস্‌সানের ভাই আমরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলল। আমর ঐ বাহিনীতেই কর্মরত ছিল। তারা তাকে বলল : তুমি তোমার ভাই হাস্‌সানকে খুন কর এবং আমাদের সাথে দেশে ফিরে চল। আমরা তোমাকেই রাজা হিসাবে বরণ করে নেব। আমর এতে রাযী হয়ে গেল। যুরুআইন হিময়ারী নামক এক ব্যক্তি ছাড়া তার বাহিনীর অন্য সকলেও সম্মত হলো। যুরুআইন এর বিরোধিতা করল এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নিষেধ করল। কিন্তু আমর তার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করল।

যুরুআইন–এর কবিতা

"সাবধান ! নিজের নিদ্রা হারিয়ে নিদ্রাহীনতাকে বরণ করে নেবে, এমন বোকা কে আছে ? যে ব্যক্তি তার সুখময় জীবন নিয়ে রাত্র যাপন করে, সে-ই প্রকৃত ভাগ্যবান। হিময়ার যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে যুরুআইনের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্‌র কাছে সে অপরাধমুক্ত রইলো।"

যুরুআইন তার লেখা এই কবিতার লাইন দু'টি একটি চিরকুটে লিখে তাতে সীল মেরে তা আমরের কাছে নিয়ে গেল। তাকে বলল : "আমার লেখা এই চিরকুটটা আপনার কাছে রেখে দিন।" আমর সেটা রেখে দিল। তারপর সে তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যা করল এবং দলবল নিয়ে ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করল।

এ সময় হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি আবৃত্তি করলেন : আল্লাহ্‌র কসম, যে ব্যক্তির চোখ হাস্‌সানের মত ব্যক্তিকে নিহত হতে দেখেছে, সে যেন অতিক্রান্ত হয়েছে (অর্থাৎ মারা গেছে)।[১]

তাকে নেতৃস্থানীয় লোকেরা হত্যা করেছে, (অথচ) গ্রেফতারীর ভয়ে প্রাতঃকালে তারাই বলেছে, কোন ক্ষতি নেই।

তোমাদের মৃত ব্যক্তিরা যেমন আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তেমনি তোমাদের জীবিত লোকেরাও আমাদের প্রভু। তোমাদের সকলেই আমাদের প্রভু।"

আমরের মৃত্যু ও হিময়ার গোত্রের শতধা বিভক্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর ইব্‌ন তুব্বান যখন ইয়ামানে ফিরে গেল, তখন সে ঘোর অনিদ্রার রোগে আক্রান্ত হল। রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন সে জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী তাদেরকে ডাকল এবং তার রোগ সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইল। তাদের একজন তাকে বলল, "আপনি যেভাবে নিজের ভাইকে

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন রাওযুল উনূফ, ১-খ, পৃ. ৪৩।

হত্যা করেছেন, এভাবে আপন ভাই বা রক্ত সম্পর্কীয় আপনজনকে যখনই কেউ হত্যা করেছে, তাকে এ ধরনের নিদ্রাহীনতায় ভুগতেই হয়েছে।" এ কথা শোনার পর আমর তার ভাই হাস্‌সানকে হত্যার পরামর্শ দানকারী ইয়ামানের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হত্যা করা শুরু করল। একে একে তাদের সবাইকে হত্যা করার পর যখন যুরুআইনের কাছে এলো, তখন যুরুরাইন তাকে বলল : "আমি যে নির্দোষ, তার প্রমাণ আপনার কাছেই রয়েছে।" আমর বলল : সেটা কি? যুরুআইন বলল : আমার লেখা একটা চিরকুট, যা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। তখন আমর সেটা বের করে দেখল, তাতে দুটো পংক্তি লেখা রয়েছে। সে বুঝতে পারল যে, যরুআইন তাকে সদুপদেশই দিয়েছিল। তাই সে তাকে হত্যা থেকে অব্যাহতি দিল।

এরপর হঠাৎ আমর মারা গেল। তার মৃত্যুর পর হিময়ারী শাসনের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দিল এবং তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।

লাখানিআ ও যুনুয়াসের ঘটনা

হিময়ারীর কবিতা

এ সুযোগে ইয়ামানবাসীর ঘাড়ে চেপে বসল লাখানিআ ইয়ানুফ যুশানাতির নামক রাজ-পরিবার বহির্ভূত হিময়ার গোত্রীয় এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। সে তাদের সকল সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করল এবং রাজ-পরিবারের লোকদের অথর্ব করে ফেলল। এ পরিস্থিতি দেখে জনৈক হিময়ারী কবি লাখানিআকে বলল :

"তুমি রাজ-পরিবারের ছেলেদের হত্যা করছ এবং তাদের গণ্যমান্যদের নির্বাসনে পাঠাচ্ছ। হিময়ার গোত্র এভাবে নিজ হাতে নিজের লাঞ্ছনার উপকরণ তৈরি করছে। নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা তাদের পার্থিব জীবনকে ধ্বংস করছে। আর নিজেদের ধর্মের যে ক্ষতি সাধন করছে, তা আরো মারাত্মক।

এভাবে ইতিপূর্বেও বহু জাতি যুলুম ও অপকীর্তির মাধ্যমে নিজেদের খারাপ পরিণতি ডেকে এনেছে এবং নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে।"

লাখনিআর পাপাচার ও তার পরিণতি

লাখানিআ ছিল একজন ভয়ংকর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। তার সবচেয়ে জঘন্য পাপাচার ছিল সমকামিতা। রাজ-পরিবারের এক-একজন কিশোরকে সে ডেকে পাঠাত এবং আগে থেকে তৈরি করা একটি পানশালায় সে সেই কিশোরের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হত। এভাবে রাজ-পরিবারের পুত্র সন্তানদের বেছে বেছে সে এই জঘন্য লালসার শিকার বানাত এ উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন আর কখনো রাজা না হতে পারে। এরপর সে তার ঐ পানশালা থেকে বেরিয়ে একটি মিসওয়াক মুখে নিয়ে স্বীয় প্রহরী ও সৈনিকদের কাছে যেত। মিসওয়াক মুখে নেয়া দ্বারা সে

সবাইকে সুকৌশলে জানিয়ে দিত যে, সে তার ঐ অপকর্ম সমাপ্ত করেছে। একদিন তার এই বিকৃত লাম্পট্যের শিকার বানানোর জন্য ডাকা হয় হাস্‌সানের ভাই যুরআ যুনুয়াস ইব্‌ন তুব্বান আসআদকে। হাস্‌সান নিহত হওয়ার সময় যুনুয়াস ছিল শিশু। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সে একটি অনিন্দ্যসুন্দর, সুঠামদেহী ও বুদ্ধিমান কিশোরে পরিণত হয়। যখন লাখানিআর দূত তাকে ডাকতে এল, তখন সে তার কুমতলব আঁচ করতে পারল। সে একখানা তীক্ষ্ণ ধারালো হালকা ছুরি নিজের পায়ের তলায় জুতার ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে লাখানিআর কাছে গেল। লাখানিআ যেই যুনুয়াসকে নিভৃতে নিয়ে তার ওপর চড়াও হতে উদ্যত হল, অমনি যুনুয়াস তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলল।

হত্যা করার পর যুনুয়াস লাখানিআর মাথা কেটে আলাদা করে ফেলল এবং যে চিলেকোঠা থেকে লাখানিআ রাজধানী পর্যবেক্ষণ করত, মাথাটা সেখানে রেখে দিল। মিসওয়াকটাও তার মুখে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর সে জনসাধারণের সামনে বেরিয়ে এলো এবং সগর্বে জানাল যে, সে লাখানিআকে হত্যা করেছে। লোকেরা চিলেকোঠায় গিয়ে লাখানিআর ছিন্ন মস্তক দেখল। এরপর জনগণ যুনুয়াসের কাছে গিয়ে বলল : "তুমি আমাদের এ নরাধমের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সুতরাং তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমরা রাজা বানাতে পারি না।"

যুনুয়াসের রাজত্ব

হিময়ার গোত্র ও সমগ্র ইয়ামানবাসীর সম্মতিক্রমে যুনুয়াস ইয়ামানে দীর্ঘস্থায়ী পরাক্রমশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। তবে সে ছিল হিময়ার রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাট। কুরআনের সূরা বুরূজে পরিখার আগুনে বহু সংখ্যক ঈমানদার নরনারীকে হত্যা করার যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, এই ব্যক্তি সেই লোমহর্ষক গণহত্যার নায়ক। সে ইউসূফ নামে পরিচিত ছিল। তার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

নাজরানে খ্রিস্টধর্মের সূচনা

ইয়ামানের নাজরান প্রদেশে হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের আসল অনুসারীদের অবশিষ্ট একটি গোষ্ঠী তখনো অবশিষ্ট ছিল। তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী গুণী ও সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামির। একমাত্র নাজরানেই তখন হযরত ঈসা (আ)-এর দীন আসল ও অবিকৃত ছিল।

তৎকালে নাজরান ছিল আরব ভূখণ্ডের সবচাইতে উত্তম এলাকা। এখানকার অধিবাসী এবং গোটা আরববাদী ছিল পৌত্তলিক। তাদের ধর্মীয় পরিবর্তন আসার কারণ এই যে, ঈসা (আ)-এর একজন প্রবীণ অনুসারী যার নাম ছিল ফায়মিয়ূন, তিনি তাদের কাছে আসেন এবং তাদের খ্রিস্টধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তারা সে দীন কবূল করে।

ফায়মিয়ূনের[১] ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আখনাসের আযাদকৃত গোলাম মুগীরা ইব্‌ন আবূ লাবীদ নাজরানে ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ ইয়ামানীর বরাতে আমাকে জানিয়েছেন যে, নাজরানে খ্রিস্টান ধর্মের গোড়া পত্তনের কারণ এ ছিল যে, ঈসা (আ)-এর অবশিষ্ট অনুসারীদের মধ্যে ফায়মিয়ূন নামে একজন সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন্য অত্যন্ত সৎ, ন্যায়পরায়ণ , দুনিয়ার স্বার্থত্যাগী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি। তাঁর দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ছিল। তিনি দেশ থেকে দেশান্তর সফর করতেন এবং পল্লী অঞ্চলের মানুষের অতিথি হতেন। যে গ্রামে তিনি পরিচিত হয়ে যেতেন, সেখান থেকে এমন গ্রামে চলে যেতেন—কেউ তাকে চিনত না। তিনি কেবল নিজের উপার্জন থেকে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি মাটি দিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। রবিবারকে তিনি মর্যাদা দিতেন এবং সেদিন কোন কাজ করতেন না। একবার যখন তিনি সিরিয়ার একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে গোপনে নামায পড়েন। জনৈক গ্রামবাসী এটা টের পেয়ে যায়। লোকটির নাম ছিল সালিহ। সে ফায়মিয়ূনকে এত ভালোবাসল যে, জীবনে সে আর কখনো কাউকে অতটা ভালোবাসেনি। ফায়মিয়ূন যেখানে যেতেন সে তার সাথে সাথে সেখানে যেত, কিন্তু ফায়মিয়ূন তা টের পেতেন না। একদিন রবিবারে তিনি যথারীতি নির্জন জায়গায় গেলে তার অজান্তেই সালিহ তাঁর পিছু পিছু সেখানে যায়। সালিহ অতি সংগোপনে দূরে বসে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল, ফায়মিয়ূন নামায পড়ছেন। নামায পড়ার সময় সালিহ্‌ দেখল, তিন্নীন নামক সাতমাথাবিশিষ্ট একটা সাপ ফায়মিয়ূনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফায়মিয়ূন সাপকে দেখে বদ্‌দু'আ করতেই সাপটি মারা গেল। সালিহ্‌ সাপকে তার দিকে এগুতে দেখেছিল, কিন্তু সে যে মারা গেছে, তা সে বুঝতে পারেনি। সে ভয়ে চিৎকার করে বলল : "ফায়মিয়ূন ! তোমার দিকে সাপ এগিয়ে গেছে।" কিন্তু ফায়মিয়ূন তার চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি নামায অব্যাহত রাখলেন এবং শেষ করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এখানকার লোকেরা তাকে চিনে ফেলেছে। আর সালিহ্‌ও বুঝতে পারল যে, ফায়মিয়ূন তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। সে তাঁকে বলল : "হে ফায়মিয়ূন, আল্লাহ্‌র শপথ ! তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি আজ পর্যন্ত তোমার মত কাউকে ভালোবাসিনি। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।"

---

১. সুহায়লী স্বীয় গ্রন্থ 'রাওযুল উনুফ'-এ লিখেছেন যে ফায়মিয়ূন-এর আসল নাম ছিল ইয়াহ্‌ইয়া। তার পিতা রাজা ছিলেন। তার পিতা মারা গেলে দেশবাসী তাকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ফায়মিয়ূন দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে পর্যটক হিসাবে জীবন যাপন শুরু করেন।

ফায়মিয়ূন বললেন : "তোমার ইচ্ছাটা মন্দ নয়। তবে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। তুমি যদি মনে কর, এভাবে আমার সাথে টিকে থাকতে পারবে, তা হলে থাক।" সালিহ তার সহচর হয়ে গেল। গ্রামবাসী ফায়মিয়ূনের রহস্য প্রায় বুঝে ফেলেছিল।

দু'আ ও আরোগ্য

সে সময় কোন ব্যক্তির হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে, ফায়মিয়ূন তার জন্য দু'আ করতেন এবং তৎক্ষণাৎ সে ভালো হয়ে যেত। কিন্তু কোন বিপন্ন বা রুগ্ন ব্যক্তির বাড়িতে তাঁকে ডাকলে তিনি যেতেন না। একবার এক গ্রামবাসীর ছেলের অসুখ হল। সে ফায়মিয়ূনে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানল যে, কারো বাড়িতে তাকে ডাকা হলে তিনি যান না। তবে মজুরীর বিনিময়ে মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ করেন। লোকটি তার অন্ধ ছেলেকে নিজের ঘরে রাখল এবং তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর সে ফায়মিয়ূন কাছে গিয়ে বললো : ফায়মিয়ূন ! আমি নিজের বাড়িতে কিছু কাজ করাতে চাই। তুমি আমার সাথে চল, কি কাজ করতে হবে তা দেখে আসবে। ফায়মিয়ূন তার সাথে গেলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার এ ঘরে আপনি কি কাজ করাতে চান ? লোকটি কাজের বিবরণ দিয়ে বালকের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল এবং বলল : হে ফায়মিয়ূন ! এ আল্লাহ্‌র এক অসুস্থ বান্দা। তার ভাল হওয়ার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করতেই বালক সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফায়মিয়ূন বুঝলেন, এখানেও তিনি পরিচিত হয়ে গেছেন। তাই তিনি ঐ গ্রাম থেকে প্রস্থান করলেন। সালিহ তাঁর সাথে চলল। সিরিয়ার একটি অঞ্চল দিয়ে একটি বড় গাছের পাশ দিয়ে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন ঐ গাছ থেকে এক ব্যক্তি তাকে দেখে ডাকল : হে ফায়মিয়ূন ! ফায়মিয়ূন ডাকে সাড়া দিলেন। সে বলল : আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি এবং ভাবছি, কখন তুমি আসবে। সহসা তোমার আওয়াজ শুনে চিনলাম যে, তুমি এসেছ। তুমি যেওনা। আমি এক্ষুণি মারা যাচ্ছি। তুমি আমার জানাযা পড়াবে। লোকটি সত্যই মারা গেল। ফায়মিয়ূন তার জানাযা পড়ালেন এবং দাফন করলেন। তারপর আবার রওয়ানা হলেন এবং সালিহ তাঁকে অনুসরণ করল। সে সময় তারা কোন আরব ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করলেন।

গোলামী এবং কারামত

সহসা একটি আরব কাফেলা তাদের উভয়কে অপহরণ করে নাজরানে নিয়ে বিক্রি করল। নাজরানবাসী তখন আরবদের মত পৌত্তলিক ছিল। তারা তাদের সামনে অবস্থিত একটি দীর্ঘ খেজুর গাছের পূজা করত। প্রতি বছর তার কাছে মেলা বসত। মেলার সময় লোকেরা ঐ গাছকে সবচেয়ে সুন্দর কাপড় ও অলংকারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করত। কাফেলাটি ঐ গাছের কাছে গেল এবং সেখানে একদিন অবস্থান করল।

নাজরানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফেলার কাছ থেকে ফায়মিয়ূনকে এবং অপর একজন সালিহকে কিনে নিল। রাতে ফায়মিয়ূনকে তার মনিব যে ঘরে থাকতে দিত, তিনি সেখানে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাঁর ঘরটি কোন আলো ছাড়াই সারা রাত আলোকিত থাকত। তাঁর মনিব এটা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল। সে তাঁকে তাঁর ধর্ম কি জিজ্ঞেস করল। ফায়মিয়ূন তাকে তাঁর ধর্মের বিষয়ে অবহিত করলেন এবং বললেন : তোমরা গুমরাহীতে লিপ্ত আছ। এই খেজুর গাছ কারো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। আমি যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, তাঁকে যদি আমি গাছকে ধ্বংস করে দিতে বলি, তবে তিনি অবশ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি আল্লাহ্, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর মনিব বলল : বেশ, তুমি গাছটিকে ধ্বংস করে দেখাও তো দেখি। এটা করতে পারলে আমরা সকলে তোমার ধর্ম গ্রহণ করব এবং আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব। ফায়মিয়ূন উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ঐ গাছটি ধ্বংসের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ একটা ঝড় বইয়ে দিয়ে গাছটিকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেললেন। তখন নাজরানবাসী তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হল। তারা হযরত ঈসা (আ)-এর আসল ও অবিকৃত শরীআতের অনুসারী হলো। এরপর নাজরানবাসীর ওপর এমন কিছু আপদ নেমে আসে, যা দুনিয়ার সর্বত্র সত্য দীনের অনুসারীদের ওপর নেমে থাকে। সেই থেকে আরব ভূখণ্ডের নাজরানে ঈসায়ী ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ এ ঘটনা নাজরানবাসীদের কাছ থেকেই শুনেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সামিরের ঘটনা

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সামির ও ইসমে আযম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাযী থেকে এবং কিছু সংখ্যক নাজরানবাসীর কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, নাজরানবাসী প্রথমে মূর্তিপূজারী মুশরিক ছিল। নাজরানের কাছে একটি গ্রামে একজন জাদুকর বাস করত। সে নাজরানবাসী যুবক তরুণদের জাদু শেখাত। যখন ফায়মিয়ূন সেখানে গেলেন, তিনি নাজরান ও জাদুকর যে গ্রামে বাস করত, তার মাঝখানে একটি জায়গায় তাঁবু ফেলে বাস করতে লাগলেন। নাজরানবাসী যথারীতি তাদের ছেলেদের জাদুকরের কাছে জাদু শিখতে পাঠাতে লাগল। জাদুকর তাদের যাদু শিখাতে থাকল। সামির নামক নাজরানবাসীও তার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে অন্যান্য ছেলেদের সাথে জাদুকরের কাছে পাঠাল। আবদুল্লাহ্ তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফায়মিয়ূনের নামায ও ইবাদত দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। তার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বসত এবং তার কথাবার্তা শুনত। এভাবে শুনতে শুনতে একদিন সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। সে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগল এবং হযরত ঈসা (আ) আনীত ইসলামী শরীআতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখতে লাগল।

শরীআত সম্পর্কে খানিকটা পারদর্শিতা অর্জিত হবার পর সে ফায়মিয়ূনের কাছে ইসমে আযম শিখতে চাইল। ফায়মিয়ূন সেটা তার কাছ থেকে গোপন রাখলেন। তিনি তাকে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! তুমি ইসমে আযমের ভার সইতে পারবে না। আমার আশংকা, এ ব্যাপারে তুমি দুর্বল সাব্যস্ত হবে। ওদিকে আবদুল্লাহ্র পিতা সামির মনে করত, তার ছেলে অন্যান্য ছেলেদের মত জাদুকরের কাছেই যাতায়াত করছে।

আবদুল্লাহ্ যখন দেখল যে, তার উস্তাদ তার কাছ থেকে বিদ্যা গোপন রাখছেন এবং তার দুর্বলতার আশংকা করছেন, তখন সে কতকগুলো তীর সংগ্রহ করল। তারপর আল্লাহ্র যে কয়টি নাম সে জানত তার প্রত্যেকটি এক-একটি তীরে লিখে নিল। সব তীরের উপর যখন সে আল্লাহ্র নাম লেখা শেষ করল, তখন সে আগুন জ্বালিয়ে এক-একটি তীর সে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। যখন ইসমে আযম লেখা তীর এলো, সে তাও আগুনে নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপ করামাত্রই তীরটি আগুন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং তার কোনই ক্ষতি হল না। সে ঐ তীরটি নিয়ে তার উস্তাদ ফায়মিয়ূনের কাছে গেল এবং তাকে জানাল যে, সে ইসমে আযম শিখে ফেলেছে যা তিনি তার থকে গোপন রেখেছিলেন। ফায়মিয়ূন বললেন : সেটি কি ? সে ইসমে আযম জানিয়ে দিল। ফায়মিয়ূন বললেন : তুমি কিভাবে জানলে ? সে তার ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি তাকে জানাল। ফায়মিয়ূন বললেন : তুমি সঠিক জিনিসটিই পেয়ে গেছ। কাজেই নিজেকে সংযত রাখ। তবে আমার মনে হয়, তুমি তা পারবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামির ও তাওহীদের দাওয়াত

এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামির যখনই নাজরানে প্রবেশ করত, যে কোন রুগ্ন বা বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখলেই সে বলত : "ওহে আল্লাহ্র বান্দা ! তুমি কি আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করতে এবং আমার ধর্মে দীক্ষিত হতে রাযী আছ? তা হলে, আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করব। তিনি তোমাকে তোমার বিপদ থেকে মুক্ত করবেন।" এতে রুগ্ন বা বিপন্ন লোক বলত : হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। তারপর সে আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করত ও ইসলাম গ্রহণ করত। আর আবদুল্লাহ্ তার জন্য দু'আ করত এবং সে ভালো হয়ে যেত। এভাবে নাজরানে কোন বিপন্ন বা রুগ্ন লোক ইসলাম গ্রহণ করতে বাকী থাকল না। প্রত্যেকের জন্য সে দু'আ করল এবং সবাই একে একে আরোগ্য লাভ করল। এভাবে নাজরানের রাজার কাছে আবদুল্লাহ্র কৃতিত্বের খবর পৌঁছলে তিনি তাকে ডেকে বললেন : "তুমি আমার প্রজাদের বিপথগামী করেছ এবং আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। তোমাকে নাক-কান কেটে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব।" সে বলল : তুমি তা পারবে না। রাজা তাকে উঁচু পর্বতের চূড়ার ওপর থেকে নীচে ফেলে দিলেন। কিন্তু এতে আবদুল্লাহ্র কিছুই ক্ষতি হল না। তারপর তাকে নাজরানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সে সেখান থেকেও অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসল। এভাবে যখন আবদুল্লাহ্ বিজয়ী হল, তখন সে রাজাকে বলল : তুমি এক আল্লাহ্র আনুগত্য তথা

আমার ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যা করতে পারবে না। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তা হলে তোমাকে আমার ওপর পরাক্রান্ত করা হবে এবং তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

এ কথা শুনে রাজা আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করলেন এবং ইব্‌ন সামিরের ধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলে সে তাতে যখম হয় এবং মারা যায়। আর রাজাও ঐ সময় ঐ স্থানেই মারা যায়। তখন গোটা নাজরানবাসী হযরত ঈসা (আ)-এর দীন গ্রহণ করল। সেই থেকে নাজরানে ঈসায়ী ধর্মের পত্তন হয়।

যুনুয়াস কর্তৃক নাজরানবাসীদের ইয়াহূদী ধর্মের দিকে দাওয়াত প্রদান

যুনুয়াস তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নাজরানে চলে গেল এবং নাজরানবাসীদের ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণের জন্য আহবান জানাল। শুধু আহবান জানিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকল না, বরং এই বলে ভীতি প্রদর্শনও করল যে, এ ধর্ম গ্রহণ না করলে সবাইকে হত্যা করা হবে। নাজরানবাসী নিহত হতেও প্রস্তুত হয়ে গেল, কিন্তু ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করল না। ফলে, যুনুয়াস একটি দীর্ঘ পরিখা খনন করল। তারপর কতককে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এবং কতককে তরবারি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল। অনেককে হত্যা করার পর নাক-কান কেটে তাদের চেহারা বিকৃত করল, এভাবে সে প্রায় বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করল। এই যুনুয়াস ও তার সৈন্যদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর সূরা আল-বুরূজের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন :

"কুণ্ডের অধিপতিদের হত্যা করা হয়েছিল। ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি। যখন তারা এর পাশে বসে ছিল এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদের নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌তে" (৮৫ : ৪-৮)।

উখদুদের (কুণ্ডের) ব্যাখ্যা : ইবন হিশাম বলেন : উখদুদের অর্থ দীর্ঘ পরিখা যা খন্দক বা নালার মত। এর বহুবচন আখাদীদ। যুররুম্মা গায়লান ইবন উকবা। তিনি বনু আদী ইবন আবদ মানাফ ইবন উদ ইবন তাবিখ ইবন ইলয়াস ইবন নযর-এর সদস্য। তিনি তার একটি কবিতায় বলেন : "ইরাকী এলাকা থেকে প্রান্তর ও খেজুর গুচ্ছ পর্যন্ত উখদুদ দীর্ঘ নালা।"

---

১. বর্ণিত আছে যে, তিন ব্যক্তি পরিখা খনন করেছিল এবং তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে লোকদের নিক্ষেপ করেছিল। এরা হলো : ইয়ামানের রাজা তুব্বান, কাস্তান্তীন ইব্‌ন হাল্লানী, (তার মাতা) যখন সে খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ) আনীত আসল একত্ববাদ ও সত্য দীন থেকে লোকদের বিচ্যুত করে ক্রুশ পূজায় বাধ্য করেছিল এবং বাবেলের রাজা বুখতে নাসার, যখন সে নিজেকে সিজদা করার জন্য লোকদের আদেশ দেয়, কিন্তু নবী দানিয়াল ও তাঁর সংগীরা তা মানতে অস্বীকার করেন। তখন সে তাঁদের আগুনে নিক্ষেপ করে। তবে সে আগুন তাদের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিরের হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুনুয়াস যে বিশ হাজার নাজরানবাসীকে হত্যা করেছিল, তার মাঝে তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিরও ছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম থেকে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আমলে নাজরান প্রদেশের এক ব্যক্তি সেখানকার একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের তলদেশে বিশেষ প্রয়োজনে খননকার্য চালায়। এ সময় লোকেরা মাটির নীচে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিরকে বসা অবস্থায় দেখতে পায়। তারা দেখে যে, আবদুল্লাহ্ তার মাথার একটি যখমকে হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছেন। তাঁর হাত সে ক্ষতস্থান থেকে সরিয়ে নিলে অমনি তা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। আর হাত ছেড়ে দিলে তা আপনা থেকেই ক্ষতস্থানের ওপর চলে যায় এবং চেপে ধরে রক্ত থামায়। তারা আরো দেখল যে, তার হাতে একটি সীল রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে ربى الله অর্থাৎ আমার রব আল্লাহ্। খননকারী একটি চিঠি দ্বারা হযরত উমর (রা)-কে ঘটনা অবহিত করলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে ছিল সেভাবে রাখতে এবং তার কবর ঠিক করে দিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে খলীফার আদেশ বাস্তবায়িত হয়।[১]

যুনুয়াসের কাছ থেকে দাওস যু–সা'লাবানের পলায়ন ও রোম সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দাওস যু-সা'লাবান নামক সাবা গোত্রের এক ব্যক্তি যুনুয়াসের গণহত্যা থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে রোম সম্রাটের কাছে পালিয়ে যায় এবং তার কাছে যুনুয়াস ও তার সৈন্যদের প্রতিহত করার জন্য সামরিক সাহায্য চায়। সম্রাটকে সে যুনুয়াসের যুলুমেরও বিবরণ দেয়। সম্রাট বলল : তোমার দেশ আমাদের দেশ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তাই আমার পক্ষে সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমি হাবশার রাজাকে লিখছি। ধর্মের দিক দিয়েও তিনি তোমাদের দেশের মানুষের সমমনা, আবার তার

১. পবিত্র কুরআনের আয়াত : "যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছে থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (৩ : ১৬৯)। এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে। বর্ণিত আছে যে, উহুদের শহীদ এবং অন্যান্য অনেককে এভাবে পাওয়া গেছে। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের দেহ বিকৃত হয়নি। হযরত মুআবিয়ার শাসনকালে খাল খনন করতে গিয়ে হযরত হামযার লাশ একই রকম তরতাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। কোদালের আঘাত লেগে তাঁর আঙ্গুল থেকে রক্ত বের হয়। অনুরূপভাবে আবূ জাবির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারাম এবং আমর ইব্‌ন জামূহের লাশও অবিকৃত পাওয়া যায়। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহর মেয়ে আয়েশা স্বপ্নের আদিষ্ট হয়ে পিতার লাশ স্থানান্তরিত করতে গিয়ে দেখেন, ত্রিশ বছর পরও তা তরতাজা ও অবিকৃত রয়েছে। শোনা যায়, ফিলিস্তীন যুদ্ধে শাহাদাত লাভকারী অনেকের লাশ বহু বছর পর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

দেশও তোমাদের দেশের নিকটবর্তী। তিনি তাকে লিখে দিলেন যে, "দাওসকে সাহায্য দাও এবং তার ওপর যে যুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার প্রতিশোধ নাও।"

নাজাশী কর্তৃক দাওসকে সাহায্য প্রদান

দাওস রোম সম্রাটের চিঠি নিয়ে নাজাশীর দরবারে পৌঁছল। তিনি দাওসের সাহায্যের জন্য তার সাথে সত্তর হাজার আবিসিনীয় সৈন্য পাঠালেন। নাজাশী যে আবিসিনীয় সেনাবাহিনী পাঠালেন, আরিয়াত নামক জনৈক আবিসিনীয়কে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে দিলেন। এই বাহিনীতে আবরাহা আশরাম নামক একজন অধস্তন সেনাপতিও ছিল। আরিয়াত সমুদ্রপথে দাওসকে সংগে করে ইয়ামানের উপকণ্ঠে পৌঁছল।

যুনুয়াসের পতন

কালবিলম্ব না করে যুনুয়াস তার ইয়ামানী সৈন্য-সামন্ত ও অনুগত ইয়ামানী গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে আবিসিনীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধে যুনুয়াস পরাজিত হল। যুনুয়াস তখন নিজের ও নিজের জাতির শোচনীয় দশা দেখে স্বীয় ঘোড়া হাঁকিয়ে সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করল। ছুটতে ছুটতে সে সোজা সমুদ্রের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লা এবং ডুবে মারা গেল। এদিকে আরিয়াত ইয়ামানে প্রবেশ করে সেখানকার রাজা হয়ে গেল।[১]

এ পরিস্থিতি দেখে দাওস ও আবিসিনীয় সৈন্যের ইয়ামান অভিযানের ব্যাপারে জনৈক ইয়ামানবাসী মন্তব্য করলো :

"দাওসের মতও নয় এবং তার উৎকৃষ্ট বস্তুর মতও নয়, যার সুরাহা হতে পারে না।" পরবর্তীকালে এ কথা ইয়ামানে একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয় এবং তা আজও চালু আছে।

এ ঘটনা প্রসংগে যু-জাদান হিময়ারীর মন্তব্য

তিনি বলেন : "শান্ত হও, কারণ অশ্রু বিসর্জন দ্বারা হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায় না। যে মরে গেছে, তার জন্য আক্ষেপ করতে করতে নিজেও মরো না। বায়নূন ও সিলহীন এবং এর ভিত্তি ও নিদর্শনাবলী ধ্বংস হওয়ার পরও কি মানুষ আর ঘর নির্মাণ করবে ?"

---

১. এটি ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা। অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যুনুয়াস যখন দেখল যে, আবিসিনীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ করা তার সাধ্যের বাইরে, তখন সে একদিকে ইয়ামানের রাজধানী সানাকে আবিসিনিয়ার অংগীভূত করার প্রস্তাব দিল, আর অপরদিকে নিজের সৈন্যদেরকে গোপনে ডেকে অংগীকার নিল যে, তারা আবিসিনীয়দের বিরুদ্ধে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। সৈন্যরা নিজ নিজ দখলী সম্পত্তির ওপর নিজের মালিকানা বহাল রাখার শর্তে এ প্রস্তাবে রাযী হল। তারপর যুনুয়াস আবিসিনীয় সেনানায়কদের কাছে বিপুল সম্পদের উপঢৌকন নিয়ে হাযির হয়ে নিজের ও তার জনগণের নিরাপত্তা চেয়ে নিল। সেনানায়করা নাজাশীকে যুনুয়াসের সকর বক্তব্য জানালে নাজাশী সম্মতি দিলেন। এরপর যুনুয়াসের নির্দেশে তার সৈন্যরা গোপনে আবিসিনীয় সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। অধিকাংশ আবিসিনীয় সৈন্য নিহত হওয়ার পর নাজাশী আবরাহা ও আরিয়াতের কাছে আরো সৈন্য পাঠালেন এবং যুনুয়াসকে হত্যা, ইয়ামানের এক-তৃতীয়াংশকে ধ্বংস ও এক-তৃতীয়াংশ নারী ও শিশুকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। আবরাহা এ নির্দেশ পালন করল।

তৎকালে বায়নূন, সিলহীন ও গুমদান নামে ইয়ামানে তিনটি দুর্গ ছিল। আরিয়াতের নেতৃত্বে আবিসিনীয় বাহিনী সেগুলো ধ্বংস করে। যু-জাদান তার এই দীর্ঘ কবিতায় গুমদান দুর্গ বিধ্বস্ত হওয়া নিয়েও শোক ও বিলাপ প্রকাশ করেন এবং এত ধ্বংস ও রক্তপাত সত্ত্বেও নিজ জাতিকে নব উদ্যমে বলীয়ান হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন :

"আমাকে বাধা দিও না, আর সত্যি বলতে কি তোমার বাধার আমি পরোয়াও করি না -তুমি আমাকে ঠেকিয়ে কখনো রাখতে পারবে না, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। তুমি আমার শক্তি খর্ব করে দিয়েছ, যখন আমরা গান-বাদ্যকারিদের গান-বাজনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়েছিলাম এবং উত্তম বিশুদ্ধ শরাব পান করছিলাম। আর মদপান আমার জন্য কোন লজ্জার ব্যাপার নয়, যতক্ষণ না আমার কোন সংগী সে ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

"মৃত্যুকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না যত রকমের ওষধু-ই সে সেবন করুক না কেন। এমনকি কোন সংসারত্যাগী দরবেশও স্বীয় নির্জন ধ্যানের কক্ষে মৃত্যু থেকে রেহাই পায় না, যে কক্ষের দেয়াল দুষ্প্রাপ্য পাখির ডিমের আশ্রয়স্থল। আর যে গুমাদানের (ইয়ামামার রাজা হাউযা ইব্ন আলীর দুর্গ) কথা আমি শুনেছি, যা পর্বতের উঁচু শিখরে লোকেরা বানিয়েছে, তাও মৃত্যুকে ঠেকাতে পারবে না। সে দুর্গটি সংসার বিরাগী দরবেশদের জায়গায় অবস্থিত, যার নিচে রয়েছে কালো পাথর এবং কাদামাটি মিশ্রিত পিচ্ছিল ও মসৃণ পাথর, সেখানে রাতে তেলের প্রদীপসমূহ বিদ্যুত চমকানোর মত চকমক করে। আর সেখানে যে খেজুর গাছ লাগানো হয়েছে, তা কাঁচা খেজুরের ভারে নুয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুর্গের সকল নতুন শোভা-সৌন্দর্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর যু-নুয়াস দুর্বলতার কারণে আত্মসমর্পণ করল এবং স্বজাতিকে সংকট সম্পর্কে সাবধান করল।"

এই নৃশংস গণহত্যা সম্পর্কে আরো বহু কবি বিলাপ ও শোক প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করেন। এর মাঝে রবীআ ইব্ন যিবা সাকাফী এং আমর ইব্ন মা'দীকারব যুবায়দী অন্যতম। ইব্ন হিশাম বলেন : রবীআর মায়ের নাম হলো যিবা এবং তার নিজের নাম হলো রবীআ ইব্ন আবদী ইয়ালীল ইব্ন সালিম ইব্ন মালিক ইব্ন হুতায়ত ইব্ন জুশাম ইব্ন কাসী।

রবীআ ইব্ন যিবা সাকাফী এ সম্পর্কে বলেন : তোমার জীবনের শপথ! মৃত্যু ও বার্ধক্য থেকে মানুষের রেহাই নেই। এ দুটো তাকে আক্রমণ করবেই। এর বাইরে তার কোন প্রশস্ত জায়গা নেই, কোন আশ্রয়স্থল নেই। হিময়ারের বহুসংখ্যক গোত্রের পর অন্যান্য গোত্রও কি প্রাতকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার যোদ্ধার কারণে, ঠিক যেমন বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বের আকাশ। সেই সব যোদ্ধার চিৎকারধ্বনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ঘোড়াগুলোকে বধির করে দেয় এবং (শরীরের) বিকট দুর্গন্ধ দ্বারা হানাদার শত্রু বাহিনীকে দূরে হটিয়ে দেয়। (দূরে হটিয়ে দেয়) মাটির স্তূপের ন্যায় দুর্ভেদ্য জিন বাহিনীকেও, যাদের কারণে গাছের কাঁচা ফলও শুকিয়ে যায়।"

আমর ইব্‌ন মা'দীকারব যুবায়দী[১] এবং কায়স ইব্‌ন মাকশুহ মুরাদীর মাঝে কোন ব্যাপারে বিরোধ ছিল। এক পর্যায়ে তার কাছে খবর পৌঁছে যে, কায়স তাঁকে হুমকি দিচ্ছে। তখন তিনি কায়সকে লক্ষ্য করে এ কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি হিময়ার ও তার প্রতাপের উল্লেখ করে বলেন : "হে কায়স, তুমি কি যুরুআয়ন অথবা যুনুয়াসের মত শক্তিমান যে, আমাকে হুমকি দিচ্ছ। আর তোমার পূর্বে লোকদের মধ্যে বিপুল সম্পদ ও স্থিতিশীল রাজত্ব ছিল, যা আদ জাতির চেয়েও প্রাচীন, দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী ছিল। অথচ সেই রাজ্যের অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, আর সেই রাজ্য একটি মানবগোষ্ঠী থেকে আর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে।"

যুবায়দ গোত্রের বংশনামা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুবায়দ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন সা'দ আশীরাহ্ ইব্‌ন মাযহিজ। মতান্তরে যুবায়দ ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন সা'দ আশীরাহ্, অন্যমতে যুবায়দ ইব্‌ন সা'ব ইবন সা'দ। মুরাদের নাম ইহাবির ইবন মাযহিজ।[২]

আমর ইব্‌ন মা'দীকারব কোন উপরোক্ত কবিতা রচনা করেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আরমানিয়ায় যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সালমান ইব্‌ন রবীআ বাহিনীকে হযরত উমর (রা) এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তার সৈনিকদের ভিতরে যাদের ঘোড়ার পিতামাতা উভয়ে আরব, তাদেরকে যেন শংকর জাতীয় ঘোড়ার অধিকারী সৈনিকদের চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দেয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী যখন ঘোড়া পর্যবেক্ষণ করা হল, তখন 'আমর ইব্‌ন 'মাদীকারবের ঘোড়া দেখে সালমান বলল : "এক সংকর আর এক সংকরকে দেখে চিনেছে।" এ কথা শুনে কায়স তার ওপর চড়াও হন এবং তাকে হত্যার হুমকি দেন। এ হুমকি শুনেই 'আমর উপরোক্ত কবিতা রচনা করেন।

শিক ও সাতীহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবিসিনীয় সৈন্যদের আগ্রাসন সম্পর্কে সাতীহ এবং সুদানী সৈন্যদের আগ্রাসন সম্পর্কে শিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা আরিয়াত ও আবরাহার নেতৃত্বে প্রেরিত নাজাশী বাহিনীর ধ্বংসলীলা ও নাজরান দখলের ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়।

---

১. তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ সাওর। তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। মা'দীকারব অর্থ কৃষকের চেহারা।

২ ইনি মুরাদ বংশীয় নন, বরং মুরাদের মিত্র। তাঁর বংশ বাজীলা গোত্রের বনু আহমাস শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ইয়ামান সম্পর্কে আরিয়াত ও আবরাহার কোন্দল

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আরিয়াত বহু বছরব্যাপী ইয়ামানে অবস্থান করেন ও শাসন করেন। তারপর আবরাহা হাবশী তার সাথে হাবশার ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করতে আরম্ভ করে। ফলে আবিসিনীয় সেনাবাহিনীও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। একাংশ আবরাহা এবং অপরাংশ আরিয়াতের অনুগত থাকে। এক সময় উভয় বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। এ পরিস্থিতিতে আবরাহা আরিয়াতের কাছে বার্তা পাঠায় যে, "দুই বাহিনীতে লড়াই-এর পরিণামে কারো কোন লাভ হবে না, বরং উভয় বাহিনী সমূলে ধ্বংস হবে। তার চেয়ে আমরা দু'জনে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হই। যে জিতবে, তার অধীনে উভয় বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হবে। আরিয়াত এ প্রস্তাবে সম্মত হল। তারপর উভয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হল। আবরাহা ছিল অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু খ্রিস্টান এবং মোটা ও বেঁটে। আর আরিয়াত লম্বা, সুদর্শন ও বিশালদেহী ছিল। আরিয়াতের হাতে ছিল একটি বর্শা। আবরাহা তার পৃষ্ঠদেশকে রক্ষা করার জন্য তার আতওয়াদাহ নামক ক্রীতদাসকে পিছনের দিকে রাখল। আরিয়াত তার বর্শা দিয়ে আবরাহার মাথায় আঘাত করল। কিন্তু তা লাগল তার কপালে। এতে আবরাহার নাক ও ভ্রূ কেটে গেল এবং ঠোঁট ও চোখ আহত হল। এ কারণে তাকে 'আবরাহা আশরাম' অর্থাৎ 'নাক কাটা আবরাহা' বলা হয়। পরক্ষণে, আতওয়াদাহ আবরাহার পেছন থেকে এসে আরিয়াতকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এরপর আরিয়াতের অনুগত আবিসিনীয় সৈন্যরা আবরাহার দলে ভিড়ে গেল এবং আবরাহা আবিসিনীয় সৈন্যদের সেনাপতি ও ইয়ামানের শাসক হিসাবে কাজ চালাতে লাগল।

আবরাহার ওপর নাজাশীর ক্রোধ

সমস্ত খবর শুনে নাজাশী আবরাহার ওপর ভীষণভাবে চটে গেলেন। তিনি বললেন : আমার নিযুক্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাকে হত্যাকারী এ আবরাহাকে আমি ক্ষমা করব না। তিনি এই বলে শপথও নিলেন যে, "আমি তার শাসিত ইয়ামানকে পদদলিত করব এবং আবরাহার মাথার চুল কামিয়ে অপমানিত করব।" নাজাশীর এই প্রতিক্রিয়া ও শপথের খবর শুনে আবরাহা নিজেই নিজের মাথা কামাল এবং ইয়ামান থেকে একব্যাগ ভর্তি মাটিসহ নাজাশীকে চিঠি লিখল :

'হে রাজন! আরিয়াতও আপনার ক্রীতদাস ছিল, আমিও আপনার ক্রীতদাস। আমরা আমাদের ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছি। আমার সকল আনুগত্য তো আপনারই জন্য নিবেদিত। তবে আবিসিনীয় সৈন্যদের সেনাপতিত্বের জন্য আমিই ছিলাম অধিকতর যোগ্য,

শক্তিশালী ও কর্তৃত্বশীল। আপনার শপথের কথা শোনামাত্রই আমি নিজের সমস্ত মাথা কামিয়েছি এবং আপনার পায়ে দলনের জন্য ইয়ামানের এক ব্যাগ মাটি পাঠিয়েছি, যাতে আপনার শপথ এখানে না এসেই পূর্ণ হয়।

নাজাশী এতে প্রীত হলেন এবং তাকে লিখলেন : আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ইয়ামানের শাসক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাও। ফলে আবরাহা ইয়ামানের শাসক হিসাবে থেকে গেল।

আবরাহার গীর্জা কুলায়স্ প্রসংগে

এরপর আবরাহা ইয়ামানের সানা নগরীতে কুলায়স[১] নামে এমন একটি গীর্জা নির্মাণ করল, যার সমতুল্য কোন ঘর তৎকালীন বিশ্বে ছিল না। তারপর সে নাজাশীকে লিখল : হে রাজন ! আমি আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা নির্মাণ করেছি, যার সমতুল্য কোন গীর্জা ইতিপূর্বে আর কোন রাজার জন্য নির্মাণ করা হয়নি। আরবদের হজ্জকে আমি এ গীর্জার এলাকায় স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। নাজাশীর কাছে লেখা আবরাহার এ চিঠির কথা আরবদের মধ্যে ফাঁস হয়ে গেলে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বনূ কিনানার অন্তর্ভুক্ত বনূ ফুকায়ম ইব্ন আদী ইব্ন আমির ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলিয়াস মুযার গোত্রের একটি লোক সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয় আবরাহার ওপর। বছরে যে চারটি মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ চলে আসছিল, সেই চারটি মাসকে রদবদল করে রক্তপাত বৈধ করার প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী একটি গোষ্ঠী তৎকালে আরবে সক্রিয় ছিল। এই গোষ্ঠীর নাম ছিল নাস্‌সাআ। বনূ কিনানার ঐ বিক্ষুব্ধ লোকটি ছিল এ গোষ্ঠীভুক্ত। নাস্‌সাআ হলো : জাহিলিয়াত যুগে রজব, মুহাররম, যিলকদ ও যিলহজ্জ এ চারটি মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল এবং আবরাহা তা মেনে চলত। এ চারটি মাসে রক্তপাতকে হালাল করার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরই নাম নাস্‌সাআ। তারা এ মাসগুলোর একটিকে হালাল ঘোষণা করে রক্তপাত ঘটাত। তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে নিষিদ্ধ মাসে রূপান্তরিত করত। এতে হারাম মাসটি বিলম্বিত হতো এবং তার সংখ্যাও ঠিক থাকত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ সূরা তওবার এ আয়াত নাযিল করেন : "নাসি (বিলম্বিত করা) হল আরো জঘন্যতর কুফরী কাজ। কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করার এটি একটি অপকৌশল। এক বছরে তারা

---

১. এটাই সেই ঐতিহাসিক গীর্জা যাকে আবরাহা পবিত্র কা'বার বিকল্প হিসাবে নির্মাণ করেছিল এবং চেয়েছিল যে, আরবরা কা'বার পরিবর্তে ঐ গীর্জাকে হজ্জের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করুক এবং ঐ গীর্জার এলাকায় হজ্জ স্থানান্তরিত হোক। এ গীর্জাটি ছিল এত উঁচু যে, এর ওপরে উঠে সে এডেন বন্দরকে দেখার অভিলাষী ছিল। আবরাহা এ গীর্জা নির্মাণে ইয়ামানবাসীদের বাধ্যতামূলক শ্রম ও সহযোগিতা আদায় করেছিল। গীর্জার অদূরেই অবস্থিত রাণী বিলকিসের প্রাচীন প্রসাদ থেকে রকমারি কারুকার্য খচিত ও স্বর্ণের নক্শা অংকিত শ্বেত মর্মর পাথর আনিয়ে এতে স্থাপন করা হয়। তাছাড়া হাতির দাঁত ও মূল্যবান আবলূস কাঠের তৈরি বহু মঞ্চ ও বেদী এবং স্বর্ণের তৈরি ক্রুশ তৈরি করে এতে বসান হয়। রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠায় এই গীর্জার আরো বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

রক্তপাতকে হালাল করে এবং আর এক বছরে তা হারাম করে। এভাবে আল্লাহ্‌র হারাম করা মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে।" (৯ : ৩৭)

ইবন হিশাম বলেন : 'নিইউয়াতিউ' অর্থ সম্মান করা। যেমন আজ্জাজ উরফে আবদুল্লাহ ইবন বূইয়া বনু সা'দ ইবন যায়ধ মানাত ইবন তামীম ইবন যুর ইবন উদ ইবন তাবিখা ইবন ইলয়াস ইবন মুবার ইবন নিযার একটি কবিতায় বলেছেন।

নাসী প্রথার প্রথম প্রবর্তনকারী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ শা'সা কালাম্মাস ওরফে আজাজ ওরফে হুযায়ফা ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন ফুকায়ম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা হচ্ছে হারাম মাসকে হালাল করার উক্ত প্রথার প্রথম প্রবর্তক। তার পরে তার বংশধরেরা এটিকে চালু রাখে। সর্বশেষ ব্যক্তি এই বংশেরই আবূ সুমামা জুনাদা ইব্‌ন আওফ। এ ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে।[১] আরবরা হজ্জশেষে এ ব্যক্তির কাছে সমবেত হত। তারপর যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এ চার মাসকে প্রথমে হারাম বলে ঘোষণা করত। তারপর এ ব্যক্তি যদি কোন মাসকে হালাল করতে চাইত, তবে মুহাররমকে হালাল করত এবং তার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম ঘোষণা করত। সমবেত জনতাও তার এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাত। তারপর হাজীরা যখন ঘরে ফেরার ইচ্ছা করত। তখন সবাইকে একত্র করে বলত :

"হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার জন্য দু'টি সফর মাসের একটিকে হালাল করলাম এবং অপরটিকে পরবর্তী বছরে পিছিয়ে দিলাম।"[২]

---

১. সুহায়লী বর্ণনা করেন যে, আবূ সুমামা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত উমর (রা)-এর আমলে সে হজ্জে হাযির হয়। সে সমবেত হাজীদের সম্বোধন করে বলল : ওহে হাজীগণ ! আমি তোমাদের কাছে এ মাস ভাড়া দিয়েছি (অর্থাৎ সে এ মাসে রক্তপাত বৈধ মনে করত এবং এজন্য হাজীদের কাছ থেকে ভাড়া তথা এক ধরনের চাঁদা আদায় করতে চাইছিল)। তখন হযরত উমর (রা) তাকে এক থাপ্পড় দিয়ে বললেন : চুপ কর ব্যাটা ! আল্লাহ্ এসব জাহিলী কাজকর্ম বাতিল করে দিয়েছেন।

২ জাহিলী যুগে এ হারাম মাস পেছানোর প্রক্রিয়া ছিল দু'রকমের : একটি হলো- যেটি এখানে ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মুহাররম মাসকে সফরে পিছিয়ে দেয়া। কারণ লুটপাট করা ও খুনের প্রতিশোধ নিতে তারা এতদিন অপেক্ষা করতে চাইত না। অপরটি হলো—হজ্জকেই তারা নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে দিত। তারা এটা করত সৌর বছরের হিসাবের নিরিখে। প্রতি বছর তারা এগার দিন বা তার সামান্য বেশি সময় পেছাত। এভাবে তেত্রিশ বছরে সমস্ত বছর ঘুরে আসত এবং তেত্রিশ বছর পর হজ্জ আগের সময়ে অনুষ্ঠিত হত। এজন্য রাসূল (সা) বিদায় হজ্জে বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিন সময় যেভাবে চলছিল, এখন আবার সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ একচক্র ঘুরে আগের সময়ে এসেছিল। রাসূল (সা) মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে ঐ হজ্জ ছাড়া আর কোন হজ্জ করেননি। কেননা মক্কা বিজিত হওয়ার আগে কাফিরদের নিয়ন্ত্রণাধীন হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হত এবং উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত।

এ সময়ে বনূ ফিরাস ইব্ন গানামের উমায়র ইব্ন কায়স[১] ওরফে জয্লুত্-তা'আন নাসী সম্পর্কে গর্ব প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করেন। এর কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

"বনূ মা'দ জানে যে, আমার গোত্র খুবই সম্ভ্রান্ত ও উদারমনা,
এমন কে আছে, যাকে আমরা অসহায় ছেড়ে দিয়েছি ?
এমন কে আছে, যে আমাদের সাহচর্য পায়নি ?
মা'আদ গোত্রকে কি আমরা হারাম মাস পিছিয়ে দিয়ে সাহায্য করিনি ?
তাদের জন্য কি হারাম মাসকে হালাল করিনি ?"

ইব্ন হিশাম বলেন : প্রথম নিষিদ্ধ মাস হল মুহাররম।[২]

বিক্ষুব্ধ কিনানী কুলায়স গীর্জায় পায়খানা করল

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ কিনানার সেই বিক্ষুব্ধ লোকটি সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ল এবং কুলায়স গীর্জায় গিয়ে পায়খানা করে দিল। তারপর নিজ বাসস্থানে ফিরে গেল। আবরাহা এ খবর জানতে পেরে সকলকে জিজ্ঞেস করল, এ কাজটি কে করেছে ? তাকে জানানো হল যে, আপনি হজ্জ অনুষ্ঠানকে মক্কার কা'বাঘর থেকে এখানে নিয়ে আসবেন বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা শুনে মক্কার কা'বাঘরের নিকট বসবাসকারী জনৈক আরব রাগান্বিত হয়েছে এবং এ কাজটি করে সে বুঝাতে চেয়েছে যে, এ ঘর হজ্জের উপযুক্ত নয়।

কা'বা ধ্বংস করতে আবরাহার অভিযান

আবরাহা একথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে শপথ করল যে, কা'বাঘরে আক্রমণ চালিয়ে তাকে ধ্বংস না করে সে ছাড়বে না। তারপর সে আবিসিনীয় সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল। তারা প্রস্তুতি নিল এবং একপাল হাতি নিয়ে তারা রওয়ানা দিল। আরবরা এ খবর শুনে এটিকে গুরুতর বিপদ মনে করল এবং আতংকিত হয়ে পড়ল। তারা যখন শুনল যে, আবরাহা আল্লাহ্র ঘর মহাপবিত্র ও মহাসম্মানিত কা'বা ধ্বংস করতে সংকল্পবদ্ধ, তখন এর রক্ষার জন্য জিহাদ করাকে তারা জরুরী মনে করল।

ইয়ামানের প্রভাবশালী লোকদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা

যু-নাফর নামক জনৈক প্রভাবশালী ও রাজ বংশোদ্ভূত ইয়ামানবাসী আবরাহাকে রুখে দাঁড়াল। সে ইয়ামনসহ সমগ্র আরবের সচেতন লোকদের আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাকে

---

১. উমায়র অত্যন্ত দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিল। যুদ্ধে অবিচল থাকার জন্য তাকে জযলুত তাআন বলা হত।

২. অন্যদের মতে প্রথম নিষিদ্ধ মাস যিলকদ। কেননা রাসূল (সা) হারাম মাসের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে যিলকদ মাস দিয়ে শুরু করেছেন। মুহাররমকে প্রথম নিষিদ্ধ মাস বলার যুক্তি এই যে, ওটা বছরের প্রথম মাস। এ দ্বিমতের ফল দেখা দেবে এভাবে যে, যখন কেউ নিষিদ্ধ মাসে রোযা থাকার মানত করবে, তখন মুহাররমকে যারা প্রথম নিষিদ্ধ মাস বলেন, তাদের মতে মানতের রোযা মুহাররম থেকে শুরু এবং যিলহজ্জে শেষ করতে হবে। আর যিলকদকে প্রথম নিষিদ্ধ মাস ধরে নিলে যিলকদ থেকে শুরু এবং পরের বছর রজবে শেষ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র ঘর কা'বার ওপর হামলা চালানো ও তা ধ্বংস করা থেকে প্রতিহত করার ডাক দিল। কিছু লোক তার ডাকে সাড়া দিল এবং ইয়ামান ভূখণ্ডেই আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কিন্তু যু-নফর ও তার সৈন্য-সামন্ত পরাজিত হল। যু-নাফরকে গ্রেফতার করে আবরাহার কাছে আনা হল, সে তাকে হত্যা করতে চাইল। যু-নাফর তাকে বলল : হে রাজা ! আমাকে হত্যা করবেন না। আমাকে হত্যা করার চেয়ে আপনার সাথে নিয়ে যাওয়া অধিকতর উপকারী হতে পারে। আবরাহা তাকে হত্যা না করে বেঁধে নিজের সাথে রেখে দিল। আবরাহা সহনশীল স্বভাবের লোক ছিল।

আবরাহার বিরুদ্ধে খাসআমের যুদ্ধ

যু-নাফরের বাহিনীকে পরাজিত করে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হল। এখানে খাসআম[১] গোত্রের দু'টি শাখা—বনূ শাহরান ও বনূ নাহিস নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব খাসআমীর নেতৃত্বে আবরাহাকে রুখে দাঁড়াল। তাদের সাথে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও যোগ দিল। আবরাহা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের পরাজিত করে। নুফায়লকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে বলল : হে রাজা ! আমাকে হত্যা করবেন না। আরব ভূমিতে আমি আপনার পথ প্রদর্শক হব। আর আমার ডান হাত ও বাম হাত স্বরূপ খাসআম গোত্রের এই দু'টি শাখা আপনার অনুগত থাকবে। এ কথা শুনে আবরাহা তাকে মুক্তি দিল।

নুফায়ল আবরাহার সাথে সাথে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তায়েফের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বনূ সাকীফ গোত্রের মাসউদ ইব্‌ন মুআত্তব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন সাকীফ-এর[২] নেতৃত্বে কিছু লোক তার সাথে দেখা করতে গেল।

বনূ সাকীফ গোত্রের পরিচয়

বনূ সাকীফ গোত্রের প্রধান ছিলেন সাকীফ। তাঁর বংশ পরিচয় হলো : সাকীফ ইব্‌ন কাস্‌সী ইবন নাবীত ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইয়াকদুম ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন দু'মী ইব্‌ন ইয়াদ ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাআদ ইব্‌ন আদনান।

---

১. খাসআম একটি পাহাড়ের নাম। বনূ ইফরিস ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন আফতাল ইব্‌ন আন্মার এই পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত বলে তাদের নাম হয়েছে খাসআম। কারো কারো মতে খাসআম অর্থ রক্তপাত। এই গোত্রটি নিজেদের ভেতরে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়ে রক্তপাতে লিপ্ত হয় বলে এ নামকরণ হয়েছে। আবার কারো কারো মতে খাসআমের তিনটি শাখা। তৃতীয়টির নাম আকলাব।

২. সাকীফ গোত্রটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, এরা ইয়াদের বংশধর। আবার কারো কারো মতে কায়সের বংশধর। আবার অন্যদের মতে তারা সামূদ জাতিরই একটি অংশ। মাআমার ইব্‌ন রাশিদ কর্তৃক তাঁর জামে' গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবূ রিগাল নামক যে লোকটি আবরাহার পথ প্রদর্শক হয়ে গিয়েছিল, সে ছিল সামূদ বংশোদ্ভূত।

কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবুস সাল্‌ত সাকাফী তার বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : "আমার গোত্র ইয়াদের বংশধর, যদি তারা কাছে থাকত (এবং হিজায পরিত্যাগ করে এ উদ্দেশ্যে ইরাকে[১] না যেত যে, হিজায ভূখণ্ড তাদের পশুদের জন্য যথেষ্ট ছিল না); যদি তারা নিজ দেশে থাকত, চাই তাদের পশু খাদ্যাভাবে দুর্বল ও কৃশ হয়ে যেত – তা হলে কতই না ভাল হত।"

গোত্রটি এমন যে, তারা সবাই যখন ইরাকে চলে গেল, তখন ইরাকের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং কাগজ-কলম[২] অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষায় নেতৃত্ব তাদেরই দখলে চলে গেল।

তিনি আরো বলেন : "হে লুবায়না ! তুমি যদি আমাকে আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস কর, তবে আমি তোমাকে এমন এক সঠিক খবর দেব যে, আমরা হলাম কাস্‌সী ইব্‌ন নাবীত এবং মানসূর ইব্‌ন ইয়াকদুমের বংশধর।

ইব্‌ন হিশাম অবশ্য সাকীফ গোত্রের বংশ পরিচয় দেন এভাবে : সাকীফ ইব্‌ন কাস্‌সী ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন হাওয়াযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ ইব্‌ন আদনান। উপরোক্ত কবিতাংশ দু'টি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালত রচিত দু'টি দীর্ঘ কবিতা থেকে গৃহীত।

আবরাহার সাথে বনূ সাকীফের আঁতাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাসউদের নেতৃত্বে বনূ সাকীফের যে দলটি আবরাহার সাথে মিলিত হল, তারা আবরাহাকে বলল : হে রাজা ! আমরা আপনার দাস মাত্র। আমরা আপনার সব কথা শুনব ও মানব। কোন কথার বিরোধিতা করব না। এখানকার এই 'আল্লাত' আমাদের উপাসনার ঘর তথা লাত দেবীর ঘর তো আপনার লক্ষ্য নয়, আপনি তো চাইছেন মক্কার উপাসনালয়ে হামলা চালাতে। ঠিক আছে, আমরা আপনার পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন লোক সাথে দিচ্ছি। সে আপনাকে কা'বাঘরের পথ দেখাবে। আবরাহা তাদের কথায় সন্তুষ্ট হল এবং তাদের উপর কোন বিরূপ মনোভাব দেখাল না।

উল্লেখ্য যে, 'আল্লাত' হচ্ছে তায়েফবাসীর একটি উপাসনালয়। তারা কা'বার মতই এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ফিহরীর কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি আমাকে আবূ উবায়দা নাহভী শুনিয়েছেন (বংগানুবাদ) :

"সাকীফ গোত্র তাদের দেবী লাতের কাছে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আশ্রয় নিল।"

---

১. অভাবের কারণে তারা ইরাকে চলে যায় এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে।

২. অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষা। কুরায়শদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, তোমরা কোথা থেকে লেখাপড়া শিখলে? তারা বলতো হীরাত থেকে। আর হীরাতবাসী শিখেছিল ইরাকের আম্বার অঞ্চল থেকে।

আবূ রিগাল ও তার কবরে পাথর নিক্ষেপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর বনূ সাকীফ আবরাহার সাথে আবূ রিগালকে পাঠাল, যাতে সে মক্কার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নেয়। আবরাহা আবূ রিগালকে সাথে নিয়ে অভিযানে এগিয়ে গেল। আবরাহা ও তার দলবল আবূ রিগালের সাথে মুগাম্মাসে এসে যাত্রা বিরতি করল। তখন আবূ রিগাল সেখানে মারা গেল। পরবর্তীকালে আরবরা আবূ রিগালের কবরে পাথর নিক্ষেপ করত এবং আজও মুগাম্মাসে[১] যে কবরটিতে লোকজন পাথর নিক্ষেপ করে থাকে, সেটা আবূ রিগালেরই কবর।

মক্কায় আসওয়াদ ইব্ন মাকসূদের লুটপাট

আবরাহা মুগাম্মাসে যাত্রা বিরতি করার সময় আসওয়াদ ইব্ন মাকসূদ[২] নামক জনৈক আবিসিনীয় সৈনিককে কতিপয় ঘোড়সওয়ার সমেত পাঠাল।[৩] সে মক্কা পর্যন্ত গিয়ে থামল এবং ফেরার সময় তিহামা উপত্যকার চারণভূমিতে কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের যে সব গবাদিপশু বিচরণ করছিল, তা ধরে নিয়ে এল। এসব পশুর মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের [রাসূল (সা)-এর দাদা] দু'শ উটও ছিল। তিনি ঐ সময় কুরায়শের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও শীর্ষস্থানীয় সরদার ছিলেন। গবাদি পশু ধরে নিয়ে আসার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ঐ এলাকার কুরায়শ, কিনানা ও হুযায়ল গোত্র আবরাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে তারা সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।

মক্কায় আবরাহার দূত প্রেরণ

আবরাহা হুনাতা হিময়ারীকে মক্কায় পাঠাবার সময় তাকে বলে দিল যে, প্রথমে মক্কায় সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা যিনি, তাঁকে চিনে নিও। তারপর তাঁকে বলেন : "রাজা আপনাকে জানাচ্ছেন যে, আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি শুধু কা'বাঘর ধ্বংস করতে। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে বাধা না দেন এবং আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হন, তাহলে আপনাদের রক্তপাতের আমার কোন দরকার নেই। তিনি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে না চান, তবে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।"

---

১. মুগাম্মাস শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'গুপ্ত' বা গোপন। এটি তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা। উঁচুনিচু মাটির ঢিবির মাঝে এবং কাঁটাযুক্ত গাছের ঝোপঝাড়ের আড়ালে জায়গাটা অবস্থিত বলে সম্ভবত এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আলী ইব্ন সাকান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) মক্কায় অবস্থানকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কখনো কখনো এখানে আসতেন। স্থানটি মক্কা থেকে তিন ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

২. আসওয়াদ ইবন মাকসূদ ইবনুল হারিস ইবন মুনাব্বিহ ইবন মালিক ইবন কা'ব ইবন আবূ আমর ইবন ইল্লাহ, মতান্তরে উলাহ ইবন খালিদ ইবন মাসহিদ।

৩. ১৩টি হাতি ও একটি বাহিনী সহকারে এই ব্যক্তিকে নাজাশী পাঠিয়েছিলেন। এই ১৩টি হাতির মধ্যে নাজাশীর নিজস্ব হাতি মাহমূদ ছাড়া আর সবকটি ধ্বংস হয়। মাহমূদকে কোনক্রমেই কা'বা অভিমুখে নেয়া সম্ভব হয়নি।

হুনাতা মক্কায় প্রবেশ করে খোঁজ নিয়ে জানল যে, মক্কায় সবচেয়ে সম্মনিত ও মর্যাদাবান নেতা হলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম। সে আবদুল মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত হল এবং আবরাহা তাকে যা যা বলতে বলেছিল, তা তাকে বলল। তখন আবদুল মুত্তালিব বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা এবং সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। এটা আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর। এটা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ঘর। ঘরের মালিক সেই আল্লাহ্‌ যদি তাকে বাধা দেন, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। এটা তাঁর নিজের ঘর ও সম্ভ্রমের ব্যাপার। আর যদি তিনি বাধা না দেন, তাহলেও আমাদের কিছু বলার থাকবে না।"

তখন হুনাতা বলল : "আপনি আমার সাথে রাজার কাছে চলুন। কারণ, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আপনাকে সংগে করে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।" আবদুল মুত্তালিব তাঁর এক পুত্রকে সাথে নিয়ে হুনাতার সাথে আবরাহার নিকট চললেন। আবরাহা বাহিনীর কাছে পৌঁছেই তিনি তাঁর পুরানো বন্ধু যু-নফর সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। বন্দী যু-নফরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। আবদুল মুত্তালিব তাকে বললেন : হে যু-নফর ! আমাদের ওপর যে বিপদ নেমে এসেছে, তার প্রতিকারে তোমার দ্বারা কি কোন সাহায্য হতে পারে ? যু-নফর বলল : আমি এমন একজন রাজবন্দী, যে প্রতি মুহূর্তে প্রহর গুণছে, কখন তাকে হত্যা করা হয়। এমন এক রাজবন্দীর কাছ থেকে কি সাহায্যই বা আশা করা যেতে পারে ? আমার সত্যিই তোমাদের এ মুসীবতে কিছু করার নেই। তবে উনায়স নামক একজন মাহুত আছে। সে আমার বন্ধু। তার কাছে আমি বলে পাঠাচ্ছি। তোমার উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাকে অবহিত করব এবং রাজার কাছে তোমার বক্তব্য পেশের অনুমতি চেয়ে দিতে তাকে অনুরোধ করব। এমনকি সম্ভব হলে সে যাতে তোমার জন্য সুপারিশও করে, সে জন্য তাকে আবেদন জানাব। আবদুল মুত্তালিব বলল : "এটুকুই যথেষ্ট হবে।" এরপর যু-নফর উনায়সকে বলে পাঠাল : "আবদুল মুত্তালিব হলেন কুরায়শের একচ্ছত্র নেতা, মক্কার বণিক সমাজের সরদার। উপত্যকার মানুষের এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে তিনি খ্যাত। সম্প্রতি যেসব পশু রাজার হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে দু'শ উট আবদুল মুত্তালিবের। সুতরাং তুমি রাজার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাঁর দরবারে তাকে যতটা উপকার করতে পার, কর।" উনায়স বলল : ঠিক আছে। আমি যতটা সম্ভব সাহায্য করব। এরপর উনায়স আবরাহাকে বলল : "হে রাজা ! কুরায়শ প্রধান আপনার দরবারে উপস্থিত। তিনি আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি মক্কার বণিকদের দলপতি, উপত্যকার মানুষের এবং পাহাড়-পর্বতের বন্য পশুর খাদ্য সরবরাহকারী। অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যে পেশ করতে দিন।" এতে আবরাহা তাঁকে অনুমতি দিল।

আব্‌রাহা ও আবদুল মুত্তালিব

রাবী বলেন : আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে সুদর্শন, গণ্যমান্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। আবরাহা তাঁকে দেখেই এত অভিভূত হয়ে গেল যে, নিজে উচ্চ আসনে

বসে তাঁকে নিচে বসাতে পারল না। আবার আবিসিনীয়রা তাঁকে রাজার সাথে একই আসনে উপবিষ্ট দেখুক এটাও সে ভালো মনে করল না। অগত্যা আবরাহা নিজের রাজকীয় আসন থেকে নেমে নিচের বিছানায় বসল এবং আবদুল মুত্তালিবকে নিজের বিছানার উপর নিজের পাশে বসাল। অতঃপর স্বীয় দোভাষীকে বলল : তাঁকে বক্তব্য পেশ করতে বল। দোভাষী আদেশ পালন করল। আবদুল মুত্তালিব বললেন : "আমার অনুরোধ শুধু এই যে, আমার যে দুশো উট রাজার কাছে আনা হয়েছে, তা ফেরত দেয়া হোক।" দোভাষী যখন এ কথা আবরাহাকে জানাল, তখন আবরাহা দোভাষীর মাধ্যমে বলল : "তোমাকে প্রথম দৃষ্টিতে যখন দেখেছিলাম, তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি আমার বীতশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, তুমি আমার সাথে কেবলমাত্র আমার হস্তগত দুশো উটের দাবি নিয়ে কথা বলছ। অথচ তোমার ও তোমার বাপদাদার ধর্মের কেন্দ্র যে কা'বাঘর, সেটাকে আমি ধ্বংস করতে এসেছি–এ কথা জেনেও তুমি সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলছ না!" আবদুল মুত্তালিব তাকে বললেন : আমি শুধু উটেরই মালিক। কা'বাঘরের মালিক আর একজন। তিনিই তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন। আবরাহা বলল, আমার আক্রমণ থেকে তিনি এ ঘরকে রক্ষা করতে পারবেন না। আবদুল মুত্তালিব বললেন : "সেটা আপনার আর কা'বাঘরের মালিকের ব্যাপার।"

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আবদুল মুত্তালিবের সাথে যে প্রতিনিধি দলটি আবরাহার কাছে গিয়েছিল, তাদের মাঝে বনূ বাকর গোত্রের প্রধান ইয়ামার ইব্‌ন নুফাসা ইবন আদী ইবন দুইল ইবন বকর ইবন মনাত ইবন মিনাজ এবং বনূ হুযায়ল গোত্রের প্রধান খুয়ায়লিদ ইব্‌ন ওয়াসিলা হুযালীও ছিলেন। তারা আবরাহাকে সমগ্র তিহামার (আরব উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূলবর্তী উর্বর সমভূমি অঞ্চল) এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়ার প্রস্তাব দিল এ শর্তে যে, সে কা'বাঘর ধ্বংস না করে চলে যাবে কিন্তু আবরাহা তা মানলো না। তবে এ প্রস্তাবের কথাটা কতদূর সত্য, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। যা হোক, আবরাহা আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফিরিয়ে দিল।

আবরাহার বিরুদ্ধে কুরায়শদের আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা

আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সংগীরা আবরাহার কাছ থেকে ফিরে আসলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের কাছে গেলেন এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারটা অবহিত করলেন। তিনি তাদের মক্কা থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় ও গোপন গুহাগুলোতে আশ্রয় নিয়ে আবরাহার সৈন্য–সামন্তের সম্ভাব্য অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব স্বয়ং কুরায়শের একটি দলকে সাথে নিয়ে কা'বার দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে আবরাহা ও তার সৈন্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাঁর সাহায্য চেয়ে দু'আ করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব কা'বার চৌকাঠ ধরে বলতে লাগলেন :

"হে আল্লাহ্ ! একজন সাধারণ দাসও তার দলবলকে রক্ষা করে থাকে। অতএব তুমি তোমার বিধিসম্মত ও ন্যায়সংগত সম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা কর। ওদের ক্রুশ ও বলবিক্রম

যেন তোমার শক্তি ও পরাক্রমের ওপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কিবলাকে তুমি যদি শত্রুর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে চাও, তা হলে যা খুশি তা কর।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার এ কয়টা পংক্তিই আমার কাছে বিশুদ্ধভাবে পৌঁছেছে।[১]

ইকরামা ইব্‌ন আমির কর্তৃক আসওয়াদকে অভিসম্পাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'বার চৌকাঠ ধরে আবদুল মুত্তালিবের ভাতিজা ইকরামা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন আবদিদ্দার ইব্‌ন কুসাই বলেন :

"হে আল্লাহ্ ! আসওয়াদ ইব্‌ন মাকসূদকে লাঞ্ছিত কর। কেননা গলায় কুরবানীর চিহ্ন লাগানো একশটি উট সে লুটে নিয়ে গেছে। হিরা ও সাবীর পর্বতের মাঝখান থেকে এ লুণ্ঠন সম্পন্ন হয়েছে। এখন একমাত্র বিশাল মরুভূমির চৌহদ্দীতেই ওগুলো আটক থাকতে পারে, যদিও ওগুলো নিয়ে এখন নিছক জুয়ার তামাশাই চলছে। সে এগুলোকে কৃষ্ণকায় অনারব কাফিরদের হাতে সমর্পণ করে ফেলেছে। ওর সকল অভিলাষ তুমি ব্যর্থ করে দাও–হে প্রভু!"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজার চৌকাঠ ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ও তাঁর কুরায়শ সহচরবৃন্দ পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে তাঁরা দেখতে লাগলেন আবরাহা মক্কায় ঢুকে কি করে।

আবরাহার কা'বা আক্রমণ

পরদিন প্রত্যুষে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। সে তার হস্তীবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীকেও সুসংহত করল। তার হাতির নাম ছিল মাহমূদ। আবরাহার সংকল্প ছিল, কা'বাকে ধ্বংস করে ইয়ামানে ফিরে যাওয়া। হস্তী বাহিনীকে মক্কা অভিমুখে পরিচালিত করলে নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব এগিয়ে এলো এবং আবরাহার হাতির পাশে দাঁড়াল। তারপর সে হাতির কান ধরে বলল : "হে মাহমূদ, হাঁটু গেড়ে বসে পড়, নচেৎ যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। জেনে রেখ, তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র নগরীতে রয়েছ।" তারপর তার কান ছেড়ে দিতেই হাতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নুফায়ল ইব্‌ন হাবীব বহু কষ্টে আবরাহার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠল। সৈন্যরা হাতিকে দাঁড় করাতে অনেক মারপিট করল, কিন্তু হাতি দাঁড়াল না। তারপর লোহার হাতিয়ার দিয়ে মাথায় আঘাত করা হল। তাতেও হাতি নড়ল না। তারপর তাঁর শুঁড়ের ভেতর মতান্তরে পেটের ভেতরে আঁকাবাঁকা লাঠি ঢুকিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়া হল। তাতেও হাতিকে উঠানো গেল না। তারপর যেই তাকে ইয়ামানের দিকে ফিরতি যাত্রা করার জন্য ধাক্কা দেয়া হল, অমনি সে জোর কদমে ছুটতে লাগল। সিরিয়ার দিকে চালালেও জোরে জোরে চলতে লাগল। আবার যেই মক্কায় দিকে চালানো হল, অমনি বসে পড়ল।[২]

১ সুহায়লী এরপর আরো একটি পংক্তি উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে : "ক্রুশের পূজারী ও তার ভক্তদের মুকাবিলায় আজ তোমার পূজারী ও ভক্তদের বিজয় দান কর।"

২ হাতি হাঁটু গেড়ে বসতে পারে না। এখানে হাঁটু গেড়ে বসার অর্থ হচ্ছে মাটিতে শুয়ে পড়া। তবে সুহায়লীর মতে : হাতির একটা বিরল প্রজাতি আছে, উটের মত যা হাঁটু গেড়ে বসতে পারে।

আবরাহা ও তার বাহিনীর ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি

ঠিক এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রের দিক থেকে এক ধরনের পাখি পাঠালেন। প্রতিটি পাখির সাথে তিনটি করে পাথরের নুড়ি ছিল। একটা তার ঠোঁটে এবং দুটো দুই পায়ে। পাথরগুলো ছিল মটর কলাই ও ডালের মত ছোট। যার গায়েই পাথর পড়তে লাগল, সেই তৎক্ষণাৎ মরতে লাগল। কিন্তু সবার গায়ে তা পড়েনি। অনেকেই পালিয়ে যেখান থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে লাগল। সবাই নুফায়ল ইব্‌ন হাবীবকে খুঁজতে লাগল, যাতে সে তাদের ইয়ামানের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। নুফায়ল আল্লাহ্‌র আযাব নামতে দেখে বলল :

"এখন আল্লাহ্ নিজেই অপরাধীকে খুঁজছেন, কাজেই পালাবার উপায় নেই। নাক-কাটা আবরাহা আজ আর বিজয়ী হতে পারবে না, তাকে হারতেই হবে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নুফায়ল আরো আবৃত্তি করল :

"হে রুদায়না (মহিলার নাম), তুমি আমাদের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ নাও। সকালবেলা আমরা তোমার ও তোমার লোকদের সাথে সুখেই ছিলাম।

"ওহে রুদায়না ! আমরা মুহাস্‌সাবের কাছে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যদি তুমি দেখতে, তাহলে আমি যা করেছি তার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে না, বরং প্রশংসা করতে। আর আমরা যা হারিয়েছি সেজন্য আক্ষেপও করতে না।

"এক-একটি পাখি যেভাবে আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল, তা দেখে আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম এবং আমি ভয়ও করছিলাম যে, আমাদের ওপরও পাথর নিক্ষেপ হয় কিনা !

"বাহিনীর সকলে কেবল নুফায়লকে খোঁজে। ভাবখানা এমন, যেন আবিসিনীয়দের কাছে আমি ঋণী।"

এরপর আবরাহার সৈন্যরা পড়ি কি মরি করে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল এবং যত্রতত্র মরে পড়ে থাকতে লাগল। আবরাহার শরীরে একটা পাথর লাগলে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ পচে পচে খসে পড়তে লাগল। এক-এক টুকরো খসে পড়ে গেলে, বাকী অংশ থেকেও রক্ত ও পুঁজ পড়তে থাকল। তার সৈন্যরা তাকে ইয়ামানে নিয়ে গেল। সে যখন সানায় পৌঁছল, তখন একটা পাখির শাবকের চেয়ে বেশি মাংস তার দেহে অবশিষ্ট ছিল না। এরপর তার বুক ফেটে যখন হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে পড়ল, তখনই তার মৃত্যু হল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা জানিয়েছেন যে, ঐ বছরই সর্ব প্রথম আরব ভূখণ্ডে হাম ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ঐ বছরই সর্বপ্রথম হানযাল, হারমাল ও উশার প্রভৃতি গাছে তিক্ত স্বাদযুক্ত ফল ধরে।

আল্লাহ্ হাতির ঘটনা ও কুরায়শদের ওপর নিজের কৃপার কথা স্মরণ করিয়ে দেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে নবুয়ওত দান করেন, তখন তিনি কুরায়শদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আবিসিনীয়দের আগ্রাসন থেকে তাদের রক্ষা করে তিনি তাদের উপর বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ করেছেন এবং কুরায়শদের নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহাল রাখতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ط اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ لا وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ لا تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ لا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْ كُوْلٍ ع

"তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন ? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করে। তারপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণের মত করেন।" (১০৫ : ১-৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ لا اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ج فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ لا الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ لا وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ع

"যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের। তারা ইবাদত করুক এ ঘরের রক্ষকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।" (১০৬ : ১-৪)

অর্থাৎ এই ব্যাপারে নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তারা আগে যে অবস্থায় ছিল, তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। আর এটা করেছেন এ জন্য যে, তাদের জন্য অচিরেই যে কল্যাণের ব্যবস্থা করেছেন, তা যেন তারা ভোগ করতে সক্ষম হয়, যদি তা তারা গ্রহণ করে (অর্থাৎ নবুয়ওত ও ইসলাম)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবাবীল শব্দের আভিধানিক অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। এটি বহুবচন। এ শব্দটির একবচন ব্যবহৃত হয় না। আর সিজ্জীল অর্থ মাটি ও পাথর মিশ্রণে যে পাথর তৈরি হয় তার ভীষণ শক্ত রূপ। কোন কোন তাফসীরকার বলেন ফার্সীতে এটি সাহাজ ও জীল দুটি শব্দ, আরবিতে এক শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আবূ উবায়দা বলেন : আসকে উসাফা ও আসীফাও বলা হয়। বনু রবী'আ ইবন মালিক ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীমের আলকামা ইবন আবাদা বলেন : "আসীফা বা পাতার ভারে নতমুখী শাখা পানি সিঞ্চিত করে।" রাজিয তাকে 'আস-সিমাকুল' বা ভক্ষিত তৃণের মত করেছেন। এটি তার একটি কবিতার অংশ। ইবন হিশাম বলেন : নাহু শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। 'ইলাফ' অর্থ গ্রীষ্মে ও শীতকালের দুই সফরে

সিরিয়া যাত্রা। আবু যায়দ আনসারী বলেন : "আররা আলিফাত ও ইলাফ একই অর্থে ব্যবহার করেন। "যুর-রুম্মা বলেন : "বালুর আকর্ষণ পাথুরে ভূমিতে দুপুরের রোদে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।" এটি তার এক কবিতার অংশ। মাতরূদ ইবন কা'ব খুযায়ী ইলাফের আরেক অর্থ হলো : নি'আমতপ্রাপ্তরা বলল তারাগুলো পরিবর্তিত হয় এবং পসন্দনীয় সফরের জন্য কাফেলাগুলো যাত্রা করে। বনূ যায়দ ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিকা ইবন ইলয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা'আদের কুমায়ত ইবন যায়দ বলেন : "এ বছরেই এক হাজার উটের আগ্রহীরা (উটের দুর্বলতার জন্য) পায়ে হেঁটে চলে। কুমায়তের আরেকটি কবিতায় গোত্রের সংখ্যা এক হাজারে উন্নীত হওয়াকে 'ইলাফ' বলেছেন। এটি তার এক অংশবিশেষ। ইলাফের আরেক অর্থ দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। এর আরেকটি অর্থ এক লক্ষের চেয়ে কম হওয়া। আর আস্‌ফ হচ্ছে শস্য বৃক্ষের পাতা, যা কাটা হয়নি। আর ইলাফ অর্থ আসক্ত হওয়া। কারো কারো মতে : ইলাফ অর্থ আল্‌ফ অর্থাৎ হাজার উটের মালিক হওয়া। বিশিষ্ট কবি যুররুম্মা প্রথম অর্থে এবং কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ দ্বিতীয় অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। বইয়া ইবন আজ্জাজ বলেন : "হাতির বাহিনীর ওপর যা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের প্রতিও তাই নিক্ষেপ করা হয়। তাদের ওপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করা হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাদেরকে নিয়ে খেলছিল।" এটি তার একটি কবিতার অংশ।

হাতির মাহুত ও সেনাপতির পরিণতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবরাহার হাতির মাহুত ও হাতিবাহিনীর সেনাপতি এ দু'জনকে আমি অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কায় মানুষের কাছ থেকে খাবার চেয়ে চেয়ে খেতে দেখেছি।

হাতির ঘটনা সম্পর্কে আরব কবিদের কবিতাসমূহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আবিসিনীয় সৈন্যদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করলেন এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন, তখন সমগ্র আরব জাতির চোখে কুরায়শদের মর্যাদা বেড়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, কুরায়শ গোত্র আল্লাহ্‌র প্রিয়। আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং শত্রুদের থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে আরব কবিরা বহু কবিতা রচনা করেছেন, যার প্রধান বক্তব্য ছিল, আবিসিনীয়দের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতরণ এবং কুরায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের সকল দুরভিসন্ধি নস্যাৎ হয়ে যাওয়া।

কবি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবআরীর কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ

"দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ আল্লাহ্‌র ঘরের দুশমনরা বিতাড়িত হয়েছে। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার অধিবাসীদেরকে কেউ পদানত করতে পারেনি। নিষিদ্ধ রাতগুলোতে শে'রা

নক্ষত্র সৃষ্টি হয়নি। কেননা ঐ সব নিষিদ্ধ রাতকে সৃষ্টিজগতের কোন পরাক্রান্ত সত্তাই করায়ত্ত করতে পারে না। সেনাপতি (আবরাহা)-কে জিজ্ঞেস কর, সে কি দেখেছে ? যারা জানে, তারা অজ্ঞলোকদের জানাবে। ষাট হাজার হানাদার (আবরাহার সৈন্য) স্বদেশে ফিরে যেতে পারেনি, আর যে রুগ্ন লোকটি (অর্থাৎ আবরাহা নিজে), সেও বাঁচতে পারেনি। এ ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে 'আদ ও জুরহুম বাস করেছে। সকল বান্দার উপরে থেকে আল্লাহ্ এ ভূখণ্ডকে দেখাশুনা করেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উল্লিখিত কবিতায় 'রুগ্ন ব্যক্তি' বলে আবরাহাকে বুঝানো হয়েছে। সে পাখির পাথরে আহত হয় এবং সৈন্যরা তাকে সানায় নিয়ে গেলে সেখানে সে মারা যায়।

আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত ইবন জুশাম ইবন ওয়ায়ল ইবন যায়দ ইবন কায়স ইবন মুররাহ্ ইবন মালিক ইবন আওস যার নাম ছিল সায়ফী, তিনি বলেন

আবিসিনীয়দের হাতির পালের আগমনের বিশেষ ঘটনা এই যে, হাতিটাকে যতই উঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ততই সে মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছে। এ বাহিনীর আঁকা বাঁকা লাঠি দিয়ে তার পেটে আঘাত করা হয়েছ, তার নাককে আহত করা হয়েছে, তথাপি সে অনড় অবস্থায় রয়েছে। সৈন্যরা ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করে আহত করেছে। অবশেষে সে পিছু হটে গেছে। আর যালিম শাস্তি লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাদের ওপর আকাশ থেকে এক আযাব পাঠালেন, ছোট ছোট ভেড়ার পালকে যেমন মেরে স্তূপ করা হয়, সেভাবে তাদের স্তূপ করা হল। তাদের ধর্মীয় গুরুরা তাদের ধৈর্যধারণ করতে বলে, কিন্তু তারা (আল্লাহ্‌র আযাবে দিশাহারা হয়ে) ভেড়ার মত চেঁচায়।

ইবন হিশাম বলেন : উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালতও এ ব্যাপারে কবিতা লিখেছেন।

ইবন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাতের আর একটি কবিতা নিম্নরূপ :

"ওঠো তোমাদের রবের জন্য সালাত আদায কর এবং কঠিন পর্বতের মাঝে অবস্থিত ঘরের বরকতময় কোণা স্পর্শ কর। কারণ এ ঘরের জন্য তোমাদের নিশ্চিতভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আবূ ইয়াকসুম (অর্থাৎ আবরাহা) বহু সৈন্যের পথ-প্রদর্শক। তার ঘোড়সওয়ার বাহিনী সমতলভূমিতে আর পদাতিকরা পাহাড়-পর্বতের শীর্ষদেশে। এরপর যেই আরশের অধিপতির সাহায্য তোমাদের কাছে এল, অমনি রাজার বাহিনীকে তা বিতাড়িত করল। কতককে মাটির নীচে চাপা দিল। আর কতককে পাথর দিয়ে আঘাত করল। তারপর তারা দ্রুত পেছন ফিরে পালাল। কিন্তু তারা তাদের আবিসিনীয় স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারল না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতায় উল্লিখিত আবূ ইয়াকসুম আবরাহার উপনাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের বড় ছেলে তালিবের (ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা জানা যায় না) কবিতার একাংশ নিম্নরূপ :

"তোমরা কি জান না, দাহিসের যুদ্ধে এবং আবূ ইয়াকসুমের সেনাবাহিনীতে কি ঘটেছিল? যখন তারা অসংখ্য সৈন্য দিয়ে পার্বত্য উপত্যকাগুলো ভরে দিয়েছিল ?

একমাত্র আল্লাহ্ যদি রক্ষা না করতেন, তাহলে তোমরা একটা মেষ শাবকও রক্ষা করতে পারতে না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করেন, এটি তারই অংশবিশেষ।

কবি উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত ইব্ন আবূ রবীয়া সাকাফী হাতি বাহিনীর আগ্রাসন সম্পর্কে যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একত্ববাদী মতাদর্শেরও উল্লেখ রয়েছে। তার কবিতা হলো :

"আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এত উজ্জ্বল যে, সে সম্পর্কে কট্টর কাফির ছাড়া আর কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। তিনি দিন ও রাতকে সৃষ্টি করেছেন, দুটোরই অস্তিত্ব সুস্পষ্ট এবং উভয়ের হিসাব-নিকাশ সুনিয়ন্ত্রিত।

"পরম দয়ালু রব সূর্য দিয়ে দিনকে দেদীপ্যমান করেন, সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দেন। তিনিই মুগাম্মাসে হাতিকে আটকান; এমনকি মনে হতে লাগল যে, তার পা কাটা গেছে। (আটকা পড়ার কারণে) হাতি কাবকাব পর্বতের পাথর যেমন নিচে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি মাটির উপর নেতিয়ে পড়ল। তার চারপাশে কিন্দার দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান রাজারা ঈগলের মত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা সবাই হাতিকে (ঐ অবস্থায় রেখে) ভয়ে পালিয়ে গেল। ত্রস্ততার কারণে সকলের পায়ের হাড় ভেংগে গেছে।

"কিয়ামতের দিন সকল ধর্মই আল্লাহ্র কাছে বাতিল, হযরত ইবরাহীমের একত্ববাদী ধর্ম ছাড়া।"

কবি ফারাযদাক কবিতার একাংশ :

"হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ প্রাচূর্যের অহংকারে স্বৈরাচারী সেজে বলল : আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাব। কিন্তু তার সে উক্তি হযরত নূহের ছেলে কিনানের সে কথার মতই যে, আমি পাহাড়ে চড়ে পানি থেকে বেঁচে যাব। আল্লাহ্ কিনানের দেহকে এমনভাবে ছুঁড়ে মেরেছেন, যেভাবে অহংকারী হাতির বাহিনীকে খড়কুটোর মত ছুঁড়ে মেরেছেন। হাতি পরিচালনাকারী বাহিনীকে আল্লাহ্ ধ্বংস করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের ধুলোতে পরিণত করলেন, অথচ তারা ছিল ভীষণ অহংকারী। তোমাকে (সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে) সাহায্য করা হয়েছে, যেমন কা'বা শরীফকে সাহায্য করা হয়েছিল।"

ফারাযদাক হলেন হাম্মাম ইব্ন গালিব। তিনি মুজাশি' ইব্ন দারিম ইব্ন মালিক ইব্ন হানযালা ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম বংশোদ্ভূত। তিনি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রশংসা, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফের কুৎসা, আবরাহা এবং তার হস্তীবাহিনীর কথা উল্লেখ করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবরাহার নিন্দা করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স আর-রুকিয়াতও একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ইনি বনূ আমির ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিবের বংশোদ্ভূত। তিনি আবরাহার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন :

"কা'বার নিকটবর্তী হয়েছিল আশরাম (আবরাহা) হাতি নিয়ে, কিন্তু সে পালাল এবং তার বাহিনী পরাভূত হল। তাদের ওপর পাথর নিয়ে পাখি জানদাল নামক স্থানে আক্রমণ করল। ফলে সেই বাহিনী প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। বস্তুত কা'বার ওপর যে মানুষই হামলার অপচেষ্টা চালায় তাকে ধিক্কৃত, নিন্দিত ও পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়।"

এ কবিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের কাসীদা থেকে গৃহীত।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্রদ্বয়ের রাজত্ব

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবরাহার মৃত্যুর পর ইয়াকসুম ইব্ন আবরাহা এবং তারপর তার ভাই মাসরূক ইব্ন আবরাহা ইয়ামানে হাবশীদের বাদশাহ হন।

সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের বিদ্রোহ ও ওহরিযের রাজত্ব লাভ

ইয়ামানবাসীর ওপর আবিসিনীয় শাসকদের যুলুম-নির্যাতন যখন দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিল, তখন সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযান হিময়ারী ওরফে আবূ মুররাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে রোম সম্রাট সীজারের কাছে উপস্থিত হয়ে আবিসিনীয়দের যুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সে সম্রাটকে বলল : আমাদের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি নিজেই ওদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং রোম থেকে অন্য যে কোন লোককে ইয়ামানের শাসক করে পাঠান। কিন্তু রোম সম্রাট তার অভিযোগে কর্ণপাত করলেন না। ফলে, সে নুমান ইব্ন মুনযিরের কাছে গেল। তিনি হীরাতে ইরান সম্রাটের গভর্নর ছিলেন এবং সেই সাথে এর সন্নিহিত ইরাকী অঞ্চলও তার শাসনাধীন ছিল। নুমানের কাছে আবিসিনীয়দের যুলুমের কথা জানালে নুমান বলল : আমি প্রতি বছর একবার ইরান সম্রাটের সাথে দেখা করে থাকি। তুমি এখানে অবস্থান কর ও সেই সময়ের অপেক্ষা কর। সায়ফ তাই করল। তারপর যথাসময়ে তাকে নিয়ে পারস্য সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হল। পারস্য সম্রাট স্বীয় রাজসভায় বসতেন। সেখানে তার বিশালকায় মুকুট[১] থাকতো। এই মুকুট ৩৩মণ (অর্থাৎ ২৬০ দিরহাম) ওজনের জিনিস মাপার 'কানকাল'-এর সমান ছিল বলে কথিত আছে। তাতে মণি-মুক্তা ও সোনা-রূপা খচিত ছিল। একটি সোনার শিকল দিয়ে তা লটকানো থাকত এবং তা ঐ মজলিসের একটি

---

১. কথিত আছে : এ মুকুটটি সম্রাট ইয়াদগিরদ ইব্ন শাহরিয়ারের পরাজয়ের পর তার কাছ থেকে ছিনিয়ে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে অর্পণ করা হয়। ইয়াযদগিরদ এটি পেয়েছিল তার দাদা নওশেরওয়াঁ থেকে। হযরত উমর (রা) এই মুকুট বিশিষ্ট সাহাবী সুরাকা ইব্ন মালিক মুদলিজীর মাথায় পরিয়ে দেন। তারপর তাকে বলেন : বল, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাটের মুকুট ছিনিয়ে আনলেন এবং তা বনূ মুদলিজের বেদুঈন সুরাকার মাথায় স্থাপন করলেন। আর এটা ইসলামের গৌরব ও বরকত, আমাদের শক্তিতে নয়। হযরত উমর (রা) এটা সুরাকাকে এজন্য দিলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুরাকাকে বলেছিলেন : "হে সুরাকা, ইরান সম্রাটের মুকুট যদি তোমার মাথায় পরানো হয়, তাহলে তোমার কেমন লাগবে?"

তাকের সাথে যুক্ত ছিল। সম্রাট এই মুকুটের ভার মাথায় বহন করতে সক্ষম ছিলেন না। মজলিসে বসার সময় তিনি কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন। তারপর নিজের কাপড়ে ঢাকা মাথাকে ঝুলন্ত মুকুটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতেন। তারপর মজলিসের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু হলে তিনি মাথার কাপড় খুলে ফেলতেন। তখন তাকে এমন ভয়ংকর দেখাত যে, যে ব্যক্তি তাকে আগে কখনো দেখেনি, সে দেখামাত্র ভয়ে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করত। সায়ফ ইব্‌ন যূ-ইয়াযানও তার দরবারে গিয়ে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল।

সায়ফের প্রতি পারস্য সম্রাটের সাহায্য

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, যখন সায়ফ ইব্‌ন যূ-ইয়াযান পারস্য সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করল, তখন মাথা নিচু করল। সম্রাট তা দেখে বললেন : এই নির্বোধ লোকটা এত উঁচু দরজা দিয়ে আমার দরবারে প্রবেশ করার সময়ও কেন মাথা নিচু করল? সায়ফকে সম্রাট যা বলেছেন, তা জানান হলে সে বলল : আমার দুশ্চিন্তার কারণেই এটা করেছি। কারণ মনে দুশ্চিন্তা থাকলে দুনিয়ার সব কিছুই ছোট ও সংকীর্ণ মনে হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর সে সম্রাটকে বলল : হে সম্রাট! আমাদের দেশে বিদেশী হানাদাররা চড়াও হয়েছে। পারস্য সম্রাট বললেন : তারা কোন দেশী, আবিসিনীয়, না সিন্ধী? সে বলল আবিসিনীয়। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। আমার দেশকে আপনি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিন। সম্রাট বললেন : তোমার দেশ আমার সাম্রাজ্যের সীমানা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত; অথচ তা তেমন সম্পদশালী নয়। এমতাবস্থায় আমি সুদূর পারস্য থেকে আরবে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। তারপর তাকে দশ হাজার দিরহাম সাহায্য দিলেন। কিছু উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদও দিলেন। সায়ফ এ দশ হাজার দিরহাম নিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে সেখানেই জনসাধারণের মধ্য বিতরণ করা শুরু করল। এ খবর সম্রাটের কানে গেলে তিনি বললেন : এতো একটা অসাধারণ মানুষ দেখছি! তারপর তাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : তুমি রাজার কাছ থেকে সাহায্য নিতে এসেছ, অথচ সাহায্য পেয়ে তা রাজার লোকদের মধ্যেই বন্টন করছ? সায়ফ বলল : এসব দিয়ে আমি কি করব ? আমি যে দেশ থেকে এসেছি তার পাহাড়-পর্বত সোনা-রূপায় পরিপূর্ণ। আমি সেই সম্পদের প্রতিই অধিকতর আগ্রহী। এ কথা শুনে সম্রাট তার উযীর-নাযীর ও সভাসদদের ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন : এই লোক যে পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং যে উদ্দেশ্যে এসেছে, সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তাদের একজন বললেন : হে সম্রাট! আপনার কারাগারে অনেক বন্দী আছে, যাদেরকে আপনি হত্যা করার জন্য আটকে রেখেছেন। ওদেরকে এ ব্যক্তির সাথে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। ওরা যদি যুদ্ধ করে মারা পড়ে, তাহলে আপনি

ওদের যে পরিণতি চেয়েছিলেন, সেটাই সফল হবে। আর যদি তারা বিজয়ী হয়, তা হলে আপনার রাজ্যের সীমানা কিছুটা বাড়বে। পারস্য সম্রাট এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সমস্ত কারাবন্দীকে সায়ফের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। এদের মোট সংখ্যা ছিল আটশত।

সায়ফের বিজয়

সম্রাট ওয়াহরিয নামক একজন বন্দীকে অন্য সকল বন্দীর সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। সে ছিল সকলের মাঝে প্রবীণ এবং সম্ভ্রান্ত। তারা আটটি জাহাজে করে রওয়ানা দিল। পথে দুটো জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল। বাকী ছয়টি জাহাজ এসে উপকূলে ভিড়ল।[১] তারপর সায়ফ নিজের গোত্রের যত বেশি সম্ভব লোকজনকে ওয়াহরিযের হাতে ন্যস্ত করল এবং তাকে বলল : আমার জনশক্তিকে তোমার জনশক্তির সাথে সংযুক্ত করে দিলাম; যতক্ষণ না আমরা সবাই বিজয়ী হব অথবা সবাই মারা যাব। ওয়াহরিয বলল : ঠিকই বলেছেন। এ সময় ইয়ামানের রাজা আবরাহার ছেলে মাসরূক সসৈন্যে এসে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। ওয়াহরিয তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিজের এক ছেলেকে পাঠাল। তার উদ্দেশ্য ছিল মাসরূকের বাহিনীর রণদক্ষতা পরখ করা। কিন্তু ওয়াহরিযের ছেলে যুদ্ধে নিহত হল। এতে তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। তারপর যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল, তখন ওয়াহরিয বলল : প্রতিপক্ষের রাজাকে দেখিয়ে দাও। সৈন্যরা বলল : হাতির পিঠে এক ব্যক্তিকে দেখছেন না, যার মাথায় মুকুট রয়েছে এবং তার দুই চোখের মাঝখানে একটি লাল মুক্তা রয়েছে? সে বলল : হ্যাঁ, দেখেছি। সৈন্যরা বলল : ঐ লোকটিই ওদের রাজা। এরপর সে সৈন্যদের বলল : তোমরা ওকে এড়িয়ে চল। ফলে, সৈন্যরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল। এরপর সে জিজ্ঞেস করল : এখন দেখ তো, সে কিসের উপর আরোহণ করে আছে? সৈন্যরা বলল : সেতো এখন ঘোড়ার পিঠে। ওয়াহরিয বলল : তোমরা ওকে এড়িয়ে চল। এরপর সৈন্যরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় রইল। কিছুক্ষণ পর ওয়াহরিয বলল : এখন দেখ তো, সে কিসের পিঠের ওপর? তারা বলল, এখন সে খচ্চরের পিঠে বসে রয়েছে। ওয়াহরিয বলল : খচ্চর তো গাধার বাচ্চা, সে যখন গাধার বাচ্চার পিঠে চড়েছে, তখন তার পতন ও তার রাজত্বের অবসান আসন্ন। আমি তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ব। এরপর যদি দেখ, ইয়ামানরাজের সহচররা ছুটাছুটি করছে না, তাহলে তোমরা আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকবে। কেননা রাজার সহচরদের স্থির থাকার অর্থ এই যে, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আর যদি দেখ যে, রাজার বাহিনী তার চারপাশে বৃত্তের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে, তাহলে বুঝবে যে, আমার তীর লক্ষ্যভেদ করেছে এবং তোমরা তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। এরপর সে ধনুক সংযোজন

১. ঐতিহাসিক ইব্‌ন কুতায়বা লিখেছেন যে, সায়ফের বাহিনীতে সাড়ে সাত হাজার সৈনিক ছিল। এর সাথে বহু আরব গোত্র যোগ দিয়েছিল।

করল এবং আবরাহার ছেলে ইয়ামান রাজ মাসরূকের দুই চোখের মধ্যবর্তী মুক্তাটি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। তীরটি মাথার অভ্যন্তরে ঢুকে পেছনে দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাসরূক তার সওয়ারী জন্তুর পিঠের ওপর থেকে পড়ে গেল এবং আবিসিনীয় সৈন্যরা তাকে ঘিরে মাতম করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর পারসিক বাহিনী হামলা চালাল। ফলে হাবশীরা পরাজিত হল। তাদের অনেকে নিহত হল এবং অন্যরা দিগ্বিদিক দিশেহারা হয়ে পালাল। এরপর ওয়াহরিযের নেতৃত্বে তার বাহিনী সানা শহরের প্রবেশদ্বার ভেংগে সেখানে প্রবেশ করল এবং তাদের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিল।

এ ঘটনা উপলক্ষে সায়ফ ইবন যূ-ইয়াযান হিময়ারী বিজয়গাথা রচনা করেন। যা নিম্নরূপ :

"লোকেরা ভেবেছিল রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। অথচ এ গুজবের কারণে ক্ষোভ আরো বেড়েছে। আমরা মাসরূক রাজাকে হত্যা করেছি এবং উপত্যকাকে রক্তে রঞ্জিত করেছি। এখন জনগণের রাজা হলেন ওয়াহরিয। তিনি পানি মিশ্রিত মদ পান করেন, যতক্ষণ বন্দী ও সম্পদ হস্তগত না করেন :

ইবন হিশাম বলেন : আমার নিকট খাল্লাদ ইবন কুরবাতুস সাদূসী-এর শেষের অংশ বনূ কায়স ইবন সালাবা গোত্রের আশা-র। তবে অন্যান্যরা তা অস্বীকার করেন।

কবি আবূ সালত যে কবিতা রচনা করেন, তাতে তিনি সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের কাছে গিয়ে সাহায্য আনার সাহসী ভূমিকা এবং পারসিক বাহিনীর রণনৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ইব্ন ইসহাকের মতে কবি আবূ সালত ইব্ন আবূ রবীআ সাকাফী এবং ইব্ন হিশামের মতে উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত বলেন :

"সায়ফ ইব্ন যূ-ইয়াযানের মত লোকদের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করা শোভা পায়, যিনি শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের পাড়ে লুকিয়ে থাকেন। যখন তার ভ্রমণের সময় সমাগত হল, তখন তিনি রোম সম্রাটের কাছে গেলেন, কিন্তু তার কাছে যা চাইলেন তার কিছুই পেলেন না। এর দশ বছর পর তিনি পারস্যের সম্রাটের দিকে ঝুঁকলেন, নিজের ব্যক্তিগত সম্মান ও আর্থিক ক্ষতির বিনিময়ে। অবশেষে সেই চির স্বাধীনদের বংশধরদের কাছে গেলেন তাদেরকে শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে। আমার জীবনের শপথ! আপনি খুবই দ্রুত প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। সেই বাহিনীটি তখন বিস্ময়করভাবে অভিযানে বেরুল যে, মনুষ্য সমাজে আমি তাদের সমতুল্য কাউকে দেখিনি। তারা সম্ভ্রান্ত, মহানুভব, লৌহ কঠিন সংকল্পে উজ্জীবিত, দুর্ধর্ষ দক্ষ তীরচালক, ঘন জংগলে শাবকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দানকারী শার্দুলের দল, এমন বিশাল বিশাল দেহ নিয়ে তারা লড়াই করে যে, মনে হয় শুকনো বাঁশের ওপর হাওদার কাঠ যা অতি দ্রুততার সাথে লক্ষ্যভেদ করছে। আপনি (হে ইবন যু-ইয়াযান), একদল সিংহ পাঠিয়েছেন কালো কুকুরগুলোর ওপর। ফলে তাদের পলায়নপর বাহিনী ভূমিতে পরাভূত হয়েছে। অতত্রব আপনি সানন্দে

হেলান দিয়ে মাথায় মুকুট পরে গুমদানের[১] শীর্ষে গিয়ে মদ পান করুন, যা আপনার একান্ত বৈধ ভবনে পরিণত হয়েছে! তুমি সানন্দে মদ পান কর, কারণ শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি উল্লাস কর ও গর্ব কর। এ হলো মহৎ গুণাবলী, পানি মিশ্রিত দুধের সেই দু'টি পাত্র নয়, যা একটু পরে পেশাবের পাত্রে পরিণত হয়ে গেছে।"

ইব্ন হিশামের মতে শেষোক্ত লাইনটি অর্থাৎ "এ হলো মহৎ গুণাবলী ... ... আবূ সালতের নয় বরং নাবেগা জা'দীর রচিত। নাবেগার আসল নাম হলো কায়স ইবন আবদুল্লাহ, অন্যমতে : হিব্বান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স। তিনি বনূ জা'দা ইব্ন কা'ব ইব্ন রবীআ ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বাকর ইবন হাওয়াযিনের অন্তর্ভুক্ত এবং কবিতার এ লাইনটি তার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আদী ইব্ন যায়দ হীরী, যিনি বনূ তামীমের লোক ছিলেন, নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

ইব্ন হিশামের মতে : তিনি বনূ তামীমের বনূ ইমরুল কায়স ইব্ন যায়দ মানাত শাখার অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে, আদী হীরার অধিবাসীদের মধ্য থেকে ইবাদ নামক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

"সানা শহর তৈরির পর কী হলো, যা প্রচুর প্রতিভার অধিকারী শাসকবর্গ গড়ে তুলেছিল? যারা এগুলো নির্মাণ করেছিলেন, তারা এগুলোকে আকাশের বিক্ষিপ্ত মেঘমালা পর্যন্ত উন্নীত করেছিলেন এবং এখন তার সুউচ্চ কক্ষগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বিরাজমান। সেই কক্ষগুলো চারদিক থেকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ। আর সেগুলোর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায় না। হুতুম পেঁচার ডাকও সেখানে ভালো লাগে, যখন সন্ধ্যাবেলায় তার পাশাপাশি সাইরেন বাজানো হয়। এখানকার সকল উপকরণ, স্বাধীনচেতা বাহিনীর লোকদের এদিকে আকৃষ্ট করেছে। আর অশ্বারোহীরা এর শোভা বর্ধন করেছে।

"মৃতপ্রায় ভারবাহী খচ্চরগুলোকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে, আর গাধার বাচ্চাগুলো তাদের সাথে ছুটে চলেছে। অবশেষে রাজণ্যবর্গ দুর্গের ওপর থেকে তাদের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা অশ্বরোহী বাহিনীকে দেখতে পেলেন। যেদিন বর্বর ও ইয়াকসুমীদের এ বলে ডাকা হচ্ছিল যে, তাদের কোন পলায়নকারী পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। আর সেদিনটি ছিল এমন, যা (সায়ফ ও পারসিকদের) অবশিষ্ট রেখেছে এবং যারা আগে ক্ষমতায় ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের ধ্বংস করেছে। আর সেদিন ব্যক্তি দলে পরিণত হয়েছিল এবং দিলগুলো বহু আজব ঘটনার

---

১. গুমদান-ইয়াশরাহ ইব্ন ইয়াহসাব কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন রাজ প্রাসাদ। এর চারটি অংশ চার রঙের—সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ। ভেতর সাতটি ছাদের ওপর আরো একটি প্রাসাদ ছিল। সবার ওপরে ছিল রঙিন মর্মর পাথরে নির্মিত একটি বৈঠকখানা, এর প্রতিটি খুঁটির ওপর সিংহের মূর্তি ছিল। বাতাস এলে এ সিংহমূর্তির পেছনে দিয়ে ঢুকে তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। এতে হিংস্র প্রাণীর গর্জনের মত শব্দ শোনাত। কারো মতে, এটি হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত। এ প্রাসাদ সম্পর্কে আরব কবিরা বহু কবিতা লিখেছেন। হযরত উসমান (রা)-এর আমলে এটি ধ্বংস করা হয়।

সাক্ষীতে পরিণত হয়েছিল। সম্মানিত বনূ তুব্বার পর, এ দুর্গে পারস্যের নেতা স্বস্তির সাথে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এ কবিতা উক্ত কবির একটি কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। তবে "যেদিন বর্বর ও ইয়াকসুমীদের এ বলো ডাকা ... ...", এ লাইনটি আমাকে আবূ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছে এবং সে তা মুফাযযাল যাব্বীর কাছ থেকে শুনে আমাকে শুনিয়েছে।

সম্ভবত সাতীহ ও শিকের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেই সফল হল। সাতীহ বলেছিল, "এডেন থেকে বেরিয়ে আসবে যূ-ইয়াযানের বাহিনী। তারা আবিসিনীয়দের কাউকে ইয়ামানে অবশিষ্ট রাখবে না।" আর শিক বলেছিল, "একজন তরুণ, যিনি নগণ্যও নন, নীচাশয়ও নন, যূ-ইয়াযানের বংশ থেকে আসবেন।"

ইয়ামানে পারসিকদের অবস্থানকাল

ইব্ন ইসহাক বলেন : ওয়াহরিয ও পারসিকরা ইয়ামানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং আজকের ইয়ামানবাসী তাদেরই বংশধর। আরিয়াতের ইয়ামানে প্রবেশ থেকে শুরু করে মাসরূক ইব্ন আবরাহার নিহত হওয়া এবং হাবশীদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত মোট ৭২ বছর তাদের রাজত্ব সেখানে স্থায়ী ছিল। তাদের মোট চারজন এ রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়। আরিয়াত, আবরাহা, ইয়াকসুম ইব্ন আবরাহা এবং মাসরূক ইব্ন আবরাহা।

ইব্ন হিশাম বলেন : ওয়াহরিযের মৃত্যুর পর পারস্য সম্রাট ওয়াহরিযের পুত্র মারযুবানকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। মারযুবানের মৃত্যুর পর মারযুবানের পুত্র তাইনুজানকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন।[১] তাইনুজানের পরে তার ছেলেকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরে তাকে পদচ্যুত করে বাযানকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই বাযানের আমলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি যুহরী থেকে জানতে পেরেছি যে, পারস্য সম্রাট ইয়ামানের শাসক বাযানকে লিখেছিলেন যে, শুনতে পেলাম মক্কায় কুরায়শ বংশে এক ব্যক্তি আবির্ভূত

১. এ সময়কার পারস্য সম্রাট ছিলেন সম্রাট নওশেরওয়াঁর পৌত্র এবং সম্রাট হুরমুযের পুত্র পারভেজ। পারভেজ শব্দের অর্থ হলো সৌভাগ্যশালী বা বিজেতা। সূরা রূমের প্রথম আয়াতে পারস্য কর্তৃক রোম জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং এ সূরা নাযিল হবার সময় পারভেজই রোম জয় করেছিল। কথিত আছে যে, পারভেজ একদিন স্বপ্ন দেখল, সে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত এবং তিনি তাকে বলছেন : তোমার যথাসর্বস্ব লাঠিধারীর কাছে সোপর্দ করে দাও। এ স্বপ্ন দেখার পর থেকে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যখন নুমান ইব্ন মুনযির তাকে জানলেন যে, আরবের তিহামা অঞ্চলে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তখন সে বুঝল যে, তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একদিন ঐ নবীর হাতেই চলে যাবে। সে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। তার কাছেই নবী (সা) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। পারভেজের পৌত্র ইয়াযদগিরদ ছিল পারস্যের শেষ সম্রাট। হযরত উমর (রা)-এর হাতে তার রাজত্বের অবসান ঘটে এবং হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে প্রথমদিকে পারস্যের 'মারব' নামক স্থানে পলাতক থাকা অবস্থায় নিহত হয়।

হয়েছে, যে নিজেকে নবী মনে করে। তুমি তার কাছে যাও এবং তাকে তাওবা করতে বল। যদি সে তাওবা করে, তবে তো ভাল। অন্যথায় আমার কাছে তার মাথা কেটে পাঠিয়ে দাও। বাযান পারস্য সম্রাটের এ চিঠি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিঠির জবাব এভাবে দিলেন : "আল্লাহ্ আমার কাছে ওয়াদা করেছেন যে, পারস্য সম্রাট অমুক মাসের অমুক দিন নিহত হবে।" বাযান চিঠি পেয়ে কি ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল। সে বলল : এ ব্যক্তি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তা হলে সে যা বলেছে তা অচিরেই ঘটবে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দিনের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে দিনই আল্লাহ্ কিসরাকে হত্যা করান। ইব্ন হিশাম বলেন : খসরু পারভেজ নিজ পুত্র শেরাওয়াই-এর হাতে নিহত হন। কবি খালিদ ইব্ন হিক শায়বানী পারস্য সম্রাটের হত্যাকাণ্ড[1] সম্পর্কে বলেন : "গোশত যেমন টুকরো টুকরো করা হয়, তেমনিভাবে পারস্য সম্রাটকে তার ছেলেরা তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু আছে, কাজেই তার কাছেও মৃত্যু এলো।"

বাযানের ইসলাম গ্রহণ

যুহ্রী বলেন, পারস্য সম্রাটের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন বাযানের কাছে পৌঁছল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার নিজের এবং তার ইরানী সাথীদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দিল। তার দূতেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কাদের সংগে যুক্ত হব? তিনি বললেন, তোমরা আমাদের তথা আমার পরিবারেরই সাথে যুক্ত হবে। ইব্ন হিশাম বলেন, আমি যুহরী থেকে জানতে পেরেছি যে, এ কারণেই হযরত সালমান ফারসীকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : "সালমান আমার পরিবারেরই একজন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সম্পর্কেই সাতীহ্ এ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, একজন পূণ্যবান নবী, যাঁর কাছে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ওহী আসবে।" আর শিক বলেছিল : "একজন নবীর আগমনে এ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটবে, যিনি সত্য ও ন্যায় সহকারে আবির্ভূত হবেন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও গুণবান ব্যক্তি হবেন, তাঁর জাতি কিয়ামত পর্যন্ত রাজত্ব তথা শাসন ক্ষমতা ভোগ করবে।"

ইয়ামানে পাথরে খোদিত ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন : অতি প্রাচীনকালের যবুর গ্রন্থের উক্তি ইয়ামানের একটি পাথরে খোদিত ছিল : "ইয়ামানের রাজত্ব কার? ধর্মপ্রাণ হিময়ার গোত্রের।[2] ইয়ামানের রাজত্ব কার?

১. সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল সোমবার দিবাগত রাতে পারস্য সম্রাট পারভেজ তার ছেলেদের হাতে নিহত হয়। অপরদিকে বাযান ১০ম হিজরীতে ইয়ামানে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানকার ইরানী বংশোদ্ভূত লোকদের এ বছরেই ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মাঝে ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ, ইবন মারহ ইবন যুকরাব, তাউস, যাদাওয়াহ এবং ফীরোয অন্যতম। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ইয়ামানের ভণ্ড নবী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন।

২ ইতিপূর্বে ফায়মিয়ূন ও ইব্ন সামিরের ঘটনা থেকে জানা গেছে যে, হিময়ারীরা ধর্মপ্রাণ ছিল।

দুর্জন হাবশীদের?[১] ইয়ামানের রাজত্ব কার? চির স্বাধীন পারসিকদের।[২] ইয়ামানের রাজত্ব কার? বণিক কুরায়শ গোত্রের।"

কবি আ'শা শিক ও সাতীহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়া সম্পর্কে তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : ইয়ামামার কবি যারকা যেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, সাতীহ্ও তেমন ছিল। উল্লেখ্য যে, যারকা তিন মাইল দূর থেকে সকলকে চিনতে পারত।

হাযরের বাদশাহর কাহিনী

নু'মানের বংশসূত্র, হাযর সম্পর্কিত আলোচনা ও আদীর কবিতা

ইব্ন হিশাম বলেন : 'জান্নাদ'-এর সূত্রে অথবা বংশসূত্রবিদ্যা বিশারদ, কূফাবাসী জনৈক আলিমের সূত্রে খাল্লাদ ইব্ন কুররা ইব্ন খালিদ সাদূসী আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, নু'মান ইব্ন মুনযির ছিলেন হাযরের বাদশাহ সাতিরূনের বংশধর। 'হাযর' হচ্ছে ফুরাত নদীর তীরে শহরতুল্য বিশাল এক দুর্গ। এ দুর্গের কথাই আদী ইব্ন যায়দ তার কবিতার উল্লেখ করেছেন :

"হাযরবাসীরা যখন এ দুর্গটি নির্মাণ করেছিল, দিজলাহ ও খাবূর নদীর পানি তার কাছে এসে আছড়ে পড়ত।

"মর্মর নির্মিত এ বিশাল কেল্লা চুনার আস্তরে শোভিত ছিল। কিন্তু এখন আর তার চূড়ায় পাখির বাসা ছাড়া কিছুই নেই।

"নিয়তির নির্মম পরিহাস, নির্মাতারা সেখানে থাকতে পারেনি। বাদশাহকে ছেড়ে যেতে হল এ সাধের কেল্লা। এখন এর দ্বার পরিত্যক্ত।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিগুলো 'আদী ইব্ন যায়দের কবিতার অংশবিশেষ।

এই হাযরের কথাই বলেছেন আবূ দুআদ ইয়াদী তাঁর এক কাসীদার এই উক্তিতে :

وارى الموت قد تدلى من الحضر على رب أصله الساطرون –

"আমি দেখতে পাচ্ছি, 'হাযর'- অধিপতি সাতিরূনের উপর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে হাযরের (শাসন ক্ষমতার)-ই কারণে।"

---

১. ইয়ামানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাংগা-হাংগামা ও রক্তপাত ঘটানোর জন্যই হাবশীদের দুর্জয় বলা হয়েছে। তারা কা'বা শরীফকেও ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। শেষ যামানায় কুরআন উঠে যাওয়ার পর তারা কা'বাকে ধ্বংস করবে। তখন মানুষের হৃদয় থেকে ঈমানও উঠে যাবে। আবূ দাউদ শরীফে দুর্বল সনদে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হাবশীদের এড়িয়ে চল, যতক্ষণ তারা তোমাদের এড়িয়ে চলে। কেননা কা'বার গুপ্তধন কেবল একজন হাবশীই বের করবে।

২. চির স্বাধীন পারসিক বলার কারণ এই যে, পৃথিবীতে মানব বসতির সূচনা থেকেই পারস্যে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র চলে আসছে। ইরানীরা দাবি করে যে, জিয়োমিরতের আমল থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত তারা কোন বিদেশী রাজার অধীনও হয়নি এবং কোন বিদেশী শাসককে করও দেয়নি।

অনেকের মতে আলোচ্য কবিতা পংক্তি খালাফ আহমারের অথবা 'কাব্য বর্ণনা' বিশারদ হাম্মাদের ।

সাপুরের হাযর দখল

পারস্য সম্রাট সাপুর (যুল-আকতাফ) হাযর অধিপতি সাতিরূনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে দীর্ঘ দু'বছর তাকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। সাতিরূন কন্যা একদিন দুর্গ থেকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত এবং মহামূল্যবান রত্ন-মুক্তা খচিত স্বর্ণ মুকুট পরিহিত সুদর্শন সাপুরকে দেখতে পেয়ে তার প্রতি আসক্তা হল এবং এই মর্মে তার নামে বার্তা পাঠাল যে, হাযর দুর্গের দরজা খুলে দিলে তুমি কি আমাকে বিবাহ করবে? সাপুর তাতে ইতিবাচক সাড়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে সাতিরূন যখন মদে চুর হয়ে পড়েছিলেন আর সাতিরূন নেশা অবস্থায়ই ঘুমাতেন—তখন তার কন্যা মাথার নিচে থেকে চাবি হস্তগত করে তার জনৈক সুহৃদের মাধ্যমে দরজা খুলে দিল। সাপুর দুর্গে প্রবেশ করে সাতিরূনকে হত্যা করলেন এবং হাযর দুর্গ ছারখার করে দিলেন। তারপর সাতিরূন কন্যাকে তুলে নিয়ে বিবাহ করলেন।

সাতিরূন কন্যার পরিণতি

এক রাত্রে সাতিরূন কন্যা শয্যায় অস্বস্তিবোধ করছিল, নিদ্রা হচ্ছিল না। আলো জ্বেলে দেখা গেল, বিছানায় একটি ফুলের পাতা পড়ে আছে। সাপুর বলল, এজন্যই কি তোমার ঘুম হয়নি? সে বলল, হ্যাঁ। সাপুর বললেন, তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কিভাবে রাখতেন? সাতিরূন কন্যা বলল, তিনি আমাকে রেশমী শয্যায় শোয়াতেন, রেশমী বস্ত্র পরাতেন, অস্থিমজ্জা খাওয়াতেন আর শরাব পান করাতেন। সাপুর বললেন, তুমি যা করলে তাই কি তোমার পিতার প্রতিদান! তাহলে আমার সঙ্গে তো তুমি আরো দ্রুত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার? এরপর সাপুরের আদেশে তার মাথার খোপা ঘোড়ার লেজে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে হত্যা করা হল।

এ ঘটনারই চিত্র এঁকেছেন আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবাহ্। হাযরের কাহিনী সম্পর্কে আশা কায়সের উক্তি :

"তুমি কি দেখনি হাযরের পরিণতি? তার অধিবাসীরা আনন্দ-উল্লাসে মেতেছিল। আর আনন্দ-উল্লাস কখনো স্থায়ী হয় না।

"সাপুর বাহিনী দীর্ঘ দু'বছর 'হায্‌র' অবরোধ করে তার গোড়ায় শুধু কুড়াল চালিয়ে গেল।

"এরপর আপন প্রতিপালকের ডাক পেয়ে তার কাছেই ফিরে গেল। শত্রু থেকে কোন প্রতিশোধ পর্যন্ত নিল না।"

আদী ইব্‌ন যায়দ-এর উক্তি

এ প্রসঙ্গে আদী ইব্‌ন যায়দ বলেন :

"হাযরের উপর নেমে আসল মহাবিপদ। ভোগ-বিলাসে লালিতা রাজকন্যা পিতাকে মৃত্যুর সময় বাঁচাল না। হাযরের রক্ষাকারীই তা ধ্বংস করে দিল।"

"পিতার হাতে সে তুলে দিল ফেনিল মদ। আর মদ তো মদ্যপকে মাতালই করে। রাজরাণী হওয়ার স্বপ্নে সে আপনজনদের বিপদের মুখে ঠেলে দিল।"

"ভোর না হতেই 'নববধূর' ভাগ্যে যা জুটল, তা হল ওড়না থেকে প্রবাহিত শোণিতধারা।"

"'হাযর' বিরান হলো এবং তথায় গণহত্যা চালান হল। আর অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনীদের বস্ত্র জ্বালান হল।"

এগুলো আলী ইব্‌ন যায়দের কবিতায় অংশবিশেষ।

নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর তিন পুত্র : মুযার, রাবী'আহ ও আনমার। কিন্তু, ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে ইয়াদ নামে তার আরেক পুত্র ছিল।

হারিস ইব্‌ন দাওস ইয়াদী নিম্নোক্ত কবিতা বলেছেন। মতান্তরে এ কবিতা আবূ দুওয়াদ ইয়াদীর, যার নাম জারিয়াহ ইব্‌ন হাজ্জাজ।

"ইয়াদ ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মা'আদ-এর রয়েছে সুদর্শন ও যুবক পুত্র সন্তান।"

এ পংক্তিটি তার কবিতার অংশবিশেষ।

মুযার আর ইয়াদ-এর মা হল সাওদাহ বিন্‌ত 'আক ইব্‌ন আদনান আর রাবি'আহ্ ও আনমার-এর মা হল শুকায়ক্বাহ বিন্‌ত আক ইব্‌ন আদনান। তাকে জু বিন্‌ত 'আক ইব্‌ন আদনানও বলা হয়।

আনমারের সন্তানগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আনমার হলো আবূ খাসআম ও বাজীলা গোত্র।

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী বলেন, আর তিনি ছিলেন বাজীলার নেতা এবং তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন :

لولا جرير هلكت بجيلة × نعم الفتى وبئست القبيلة

"জারীর না হলে বাজীলাহ্ ধ্বংস হয়ে যেত। কতই না উত্তম যুবক আর কতই না মন্দ গোত্র।"

এই জারীর আকরা' ইব্‌ন হাবিস আত্-তামীম-এর কাছে 'ফুরাফিসাহ্ আল-কালবীর বিচার চেয়ে বলেন, হে আকারা' ইব্‌ন হাবিস! তুমি তোমার ভাইকে পরাজিত করলে তুমিও পরাজিত হবে। তিনি আরও বলেন :

হে নিযারের পুত্রদ্বয়! আপন ভাইয়ের সাহায্য কর। আমরা তো একই পূর্বপুরুষের সন্তান যে ভাই তোমাদেরকে ভালবেসেছে সে আজ কিছুতেই পরাজিত হবে না।

আনমারের বংশধররা ইয়ামানে গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করে স্থানীয় হয়ে গিয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইয়ামানবাসীর মতে বাজীলাহ্র বংশসূত্র হলো : আনমার ইব্ন ইরাশ ইব্ন লিহ্য়ান ইব্ন 'আমর ইব্নুল গাওস ইব্ন নাব্ত ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহলান ইব্ন সাবা। মতান্তরে ইরাশ ইব্ন আমর ইব্ন লিহ্য়ান ইব্নুল গাওস। বাজীলাহ্ ও খাসআম বংশীয়রা ইয়ামানের অধিবাসী।

মুযারের সন্তানগণ

ইব্ন ইস্হাক বলেন : মুযার ইব্ন নিযারের দুই পুত্র : ইল্য়াস্ ও আয়লান। ইব্ন হিশাম বলেন, এদের মা ছিলেন জুরহুম বংশীয়।

ইল্য়াসের সন্তানগণ

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : ইলয়াস ইব্ন মুযারের তিন পুত্র : মুদরিকাহ, তাবিখাহ্ ও কামাআহ্। ইয়ামানের খিনদফ নাম্নী জনৈক মহিলা হলেন এদের মা। ইব্ন হিশাম বলেন, তিনি ইমরান ইব্ন ইল্হাফ ইব্ন কুযা'আহ্র কন্যা ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুদরিকার নাম আমির আর তাবিখাহ্র নাম উম্র বা আমর। প্রচলিত ধারণামতে এরা দু'জন নিজেদের উটপাল চরাত এবং সেখানেই থাকত। একদিন তারা শিকার করে। শিকারের গোশ্ত রান্না করার সময় তাদের উট চুরি হয়ে গেল।

আমির তখন আমরকে বলল : উটের খোঁজে যাবে, না রান্না নিয়েই বসে থাকবে? আমর বলল, আমি রান্নাই করব। আমির তখন নিজেই উট খুঁজে আনল।

বিকালে তারা পিতার কাছে এসে তাদের ঘটনা বলল। ঘটনা শুনে পিতা আমিরকে বলল, তুমি হলে মুদরিকা-সন্ধান লাভকারী আর আমরকে বলল, তুমি তাবিখা-রন্ধনকারী।

কামা'আহ্ সম্পর্কে মুযারের বংশ বিশারদরা মনে করেন যে, খুযাআহ্ হলো আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহ ইব্ন ইল্য়াস-এর সন্তান।

আমর ইব্ন লুহাই ও আরবের প্রতিমার বর্ণনা

আমর ইব্ন লুহাই তার নাড়িভুঁড়ি জাহান্নামে হেঁচড়াচ্ছে।

ইব্ন ইস্হাক বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্ম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি আমর ইব্ন লুহাইকে তার নাড়িভুঁড়ি জাহান্নামে হেঁচড়াতে দেখেছি। আমি তাকে আমার ও তার মাঝের বিগত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, তারা সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস তায়মী বলেছেন, তাঁকে বলেছেন আবু সালিহ সাম্মান, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ হুরায়রা (রা)-এর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির। মতান্তরে

আবদুর রহমান ইবন সাখার। তিনি [আবূ হুরায়রা (রা)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আকসাম ইব্ন জাওন খুযাঈকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি :

"হে আকসাম! আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহ্ ইব্ন খিনদফকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়াতে দেখেছি। আর তার সাথে তোমার এবং তোমার সাথে তার যে অদ্ভুত সাদৃশ্য, তা আর কোন দুইজনের মাঝে আমি দেখিনি।"

হযরত আকসাম (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সাদৃশ্য আমার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না তো?

বললেন, না, তুমি হলে মু'মিন আর সে ছিল কাফির। সেই প্রথম ব্যক্তি যে দীনে ইসমাঈলীকে বিকৃত করেছিল এবং দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করছিল। বাহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসীলাহ ও হামী (ইত্যাদি বিভিন্ন নামের উট মানতের) প্রথা চালু করেছিল।

সিরিয়া থেকে মক্কায় দেবদেবীর আমদানী

ইব্ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন লুহাই একবার তার কোন প্রয়োজনে মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে বের হয়। সে যখন বালকা অঞ্চলের মা'আব নামক স্থানে পৌঁছল–তখন সেখানে আমালীক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল-এরা ছিল ইমলাকের বংশধর। মতান্তরে আমলীক ইব্ন লাবিয ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্। সে তাদের দেবদেবীর পূজা করতে দেখল। সে তাদের বলল, আমি তোমাদের যে দেবদেবীর পূজা করতে দেখছি, এগুলো কি? তারা তাকে বলল, আমরা এসব দেবদেবীর উপাসনা করে থাকি, এদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করি। তারা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে। আর আমরা তাদের কাছে সাহায্য চাই এবং তারা আমাদের সাহায্য করে। এরপর সে তাদের বলল, তোমরা এ থেকে আমাকে একটি মূর্তি দেবে কি, যা নিয়ে আমি আরবে যাব এবং তারা এর উপাসনা করবে! তখন তারা তাকে 'হুবাল' নামক একটি মূর্তি দিল। সে সেটি মক্কায় এনে স্থাপন করল এবং লোকদের তার উপাসনা ও সম্মান করার নির্দেশ দিল।

বনূ ইসমাঈলে পাথর পূজার সূচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আরবদের ধারণামতে ইসমাঈলীয়দের মধ্যে পাথর পূজার সূচনা হয় এভাবে, মক্কাবাসীরা অর্থিক সংকটের কারণে যখন সচ্ছলতার সন্ধানে কোন দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করত, তখন তারা হারাম শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেখানে থেকে একখণ্ড পাথর সাথে নিয়ে যেত এবং যেখানে তারা অবতরণ করত, পাথরখণ্ডটি সেখানে সেখানে রেখে তারা কা'বা শরীফের তাওয়াফের ন্যায় সেটির তাওয়াফ করত। এমনকি তাদের তা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, তারা যে কোন সুন্দর ও আকর্ষণীয় পাথর পেলেই তার পূজা আরম্ভ করত।

এভাবে অনেক যুগ পেরিয়ে গেল এবং তারা তাদের আসল ধর্ম বিস্মৃত হল এবং ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন প্রবর্তন করল এবং দেবদেবীর

পূজা শুরু করল আর পূর্ববর্তী জাতির ন্যায় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। তবে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মান, তার তওয়াফ, হজ্জ, উমরাহ্‌, মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানী, হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম— ইবরাহীমী যুগের কিছু রীতিনীতি চলে আসছিল। তবে তারা এতে অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছিল।

সুতরাং কিনানা ও কুরায়শ গোত্রের লোকেরা ইহ্‌রামের তালবিয়াহ এভাবে পাঠ করত :

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك الا شريك هولك تملكه وماملك

"আমরা আপনার সামনে উপস্থিত হে আল্লাহ্‌ ! আমরা আপনার সামনে উপস্থিত! আমরা আপনার সামনে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নেই। সেই শরীক ছাড়া, যে আপনারই অধীন, আপনি তার ও তার সম্পদের মালিক, আর সে মালিক নয়।"

মোটকথা, তালবিয়াতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর সংগে দেবদেবীর শরীকানা মেনে নিত। তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতেই মনে করত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন :

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা তাঁর শরীক করে।" (১২ : ১০৬)।

অর্থাৎ আমার পরিচয় জেনে আমার একত্ববাদ স্বীকার করা সত্ত্বে তারা আমার সৃষ্টি থেকে আমার সংগে আমার শরীক স্থাপন করে।

নূহ (আ)-এর কাওমের দেবদেবী

নূহ (আ)-এর কাওমের অনেক দেবদেবী ছিল, যেগুলোর তারা নিষ্ঠার সাথে পূজা করত। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর কাছে সেগুলোর খবর বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا -

"এবং তারা বলেছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেবদেবীকে, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্‌, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাস্‌রকে। অথচ এগুলো বহুজনকে পথভ্রষ্ট করেছে।" (৭১ : ২৩)

বিভিন্ন গোত্র এবং তাদের দেবদেবী সম্পর্কে

ওয়াদ্দ ও সওয়া' : ইসমাঈল (আ) বংশীয় ও অন্যান্য গোত্রের যারা দীনে ইসমাঈলীকে বর্জনকালে উপরোক্ত দেবদেবী গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের নামে সেগুলোর নামকরণ করছিল তারা হলো : হুযায়ল ইব্‌ন মুদ্‌রিকাহ ইব্‌ন ইল্‌য়াস ইব্‌ন মুযার (-এর বংশধর)। এরা

সুওয়া'কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সে দেবমূর্তি রূহাতে[১] ছিল। কূযা'আর উপগোত্র কালব ইব্‌ন ওয়াব্‌রা। এরা দুমাতুল জান্দাল অঞ্চলে ওয়াদ্দ দেবমূর্তি স্থাপন করেছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) আনসারী তাঁর কবিতায় বলেছেন, আমরা 'লাত', 'উয্‌যা', 'ওয়াদ্দ' মূর্তিগুলো ভুলে যাব এবং সেগুলোর গলা ও কানের গয়নাগুলো ছিনিয়ে নেব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি কা'ব ইব্‌ন মালিকের এক কবিতায় অংশবিশেষ, যা আমরা ইন্‌শাআল্লাহ্ যথাস্থানে উল্লেখ করব।

কাল্‌ব ইব্‌ন ওয়াব্‌রার বংশ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের অভিমত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কালব হলো 'ওয়াব্‌রাহ' ইব্‌ন তাগলিব ইব্‌ন হুলওয়ান ইব্‌ন 'ইম্‌রান ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ-এর পুত্র।

ইয়াগূসের উপাসকরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনী তাঈ-এর আন'উম আর বনী মাযহাজ গোত্রীয় জুরাশবাসীরা জুরাশে[২] ইয়াগূস মূর্তি স্থাপন করেছিল।

আনউম ও তাঈ বংশ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের অভিমত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আন'উম-এর পরিবর্তে আন'আমও বলা হয়। আর 'তাঈ' হলো উদাদ ইব্‌ন মালিকের পুত্র। আর মালিক হলো-মাযহাজ ইব্‌ন উদাদ। ভিন্ন মতে 'তাঈ' হলো উদাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহ্‌লান ইব্‌ন সাবা-এর পুত্র।

ইয়াউক ও তার উপাসকরা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামদানের শাখা গোত্র খায়ওয়ানরা ইয়ামানের হামদান এলাকায় ইয়াউক নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল।

হামদান এবং তার বংশ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হামদানের নাম হলো আওসালাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন রাবি'আহ্ ইব্‌ন আওসালাহ্ ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলান ইব্‌ন সাবা। ভিন্ন মতে আওসালাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওসালাহ ইব্‌ন খিয়ার। অন্য মতে, হামদান ইব্‌ন আওসালাহ্ ইব্‌ন রাবি'আহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহ্‌লান ইব্‌ন সাবা।

---

১. ইয়ান্‌বু অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান।

২. ইয়ামানের একটি স্থানের নাম।

ইব্ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্ন নামত হামদানী তা কবিতায় বলেছেন : "আল্লাহ্-ই দুনিয়ায় উপকার বা ক্ষতি করার মালিক। ইয়াউক ক্ষতি বা উপকারের মালিক নয়।"

চরণটি মালিকের এক কবিতার অংশবিশেষ।

নাসর ও তার উপাসকরা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিময়ার গোত্রের শাখা গোত্র যুলকুলা হিময়ারী অঞ্চলে নাসর নামক মূর্তি স্থাপন করেছিল।

উময়ানিস ও তার উপাসকরা

খাওলানীদের ও তাদের এলাকায় উময়ানিস নামক এক উপাস্য ছিল। নিজেদের খাদ্যশস্য ও পশুকে তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী দেবতা 'উময়ানিস ও আল্লাহ্র মাঝে বন্টন করত। এ বন্টনে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশ থেকে কিছু 'উময়ানিসের অংশে চলে গেলে তারা তা মূর্তির জন্যই রেখে দিত। পক্ষান্তরে 'উময়ানিসের অংশ থেকে কিছু আল্লাহ্র অংশে এসে গেলে, তারা তা তাকে ফিরিয়ে দিত! এরা খাওলানের আদীম নামক একটি উপগোত্র। তাফসীরকারকগণ বলেন, এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন :

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۰

"আল্লাহ্ যে শস্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য, আর এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না। আর যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।" (৬ : ১৩৬)

খাওলানের বংশ

ইব্ন হিশাম বলেন : খাওলান হলো আমর ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কুযাআ-এর পুত্র। ভিন্ন মতে, 'আমর ইব্ন মুররাহ ইব্ন উদাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন মিহসা' ইব্ন 'আমর ইব্ন আরীব ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহলান ইব্ন সাবা-এর পুত্র। অন্য মতে আমর ইব্ন সাআদুল 'আশীরাহ্ ইব্ন মাযহিজ-এর পুত্র।

সা'দ ও তার উপাস্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ মিলকান ইব্ন কিনানাহ ইব্ন খুযায়মাহ ইব্ন মুদরিকাহ ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুযার-এর সা'দ নামক একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। সেটা ছিল তাদের এলাকার এক

মরুপ্রান্তরে বিদ্যমান দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড। বনূ মিলকান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একবার তার ধারণামতে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নিজস্ব পালিত কিছু উট উপাস্য সা'দ-এর নিকট নিয়ে আসল। উটগুলো ছিল চারণভূমিতে পালিত। তাতে আরোহণ করা হত না। আর উপাস্য প্রস্তরখণ্ডটির উপর পশু বলি দেয়া হত! উটগুলো প্রস্তরখণ্ডটি দেখে ভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটে গেল। উটের মালিক মিলকান গোত্রীয় লোকটি তাতে ক্রোধান্বিত হল এবং উপাস্য মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে একটি পাথর ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, আল্লাহ্ তোমার মাঝে কোন কল্যাণ না রাখুন। আমার উটগুলো তুমি ছত্রভঙ্গ করে দিলে! তারপর সে ভেগে যাওয়া উটগুলো খুঁজে একত্র করল এবং এই কবিতা বলল :

"সা'দের কাছে এসেছিলাম, আমাদের সে ঐক্যবদ্ধ করবে এ আশায়; কিন্তু সে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। সুতরাং সা'দের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

"উষর প্রান্তরে পড়ে থাকা পাথর ছাড়া কিছু নয় ওটা। পথ দেখানো, পথ ভুলানো কোনটাই তার আয়ত্তে নেই।"

দাওস গোত্রের মূর্তি

দাওস গোত্রে আমর ইব্ন হুমামাহ দাওসীর একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। ইব্ন হিশাম বলেন, ইন্শাআল্লাহ্ যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

দাওস গোত্র

দাওস হল, উদসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাহরান ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিস ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন নাযর ইব্ন আসাদ ইব্নুল গাওস-এর পুত্র। মতান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাহ্রান ইব্ন আসাদ ইব্নুল গাওস-এর পুত্র।

হুবল

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'বাঘরের ভেতরে একটি কূপের মধ্যে কুরায়শরা 'হুবল' নামে একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

ইসাফ ও নায়েলা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা যম্‌যম্ কূপের কাছে ইসাফ ও নায়েলা (নামক দু'টি মূর্তি) স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা কুরবানী করত। ইসাফ ও নায়েলা ছিল জুরহুম গোত্রের দুই নারী-পুরুষ। ইসাফ হল বাগঈ-এর পুত্র আর নায়েলা হল 'দীক'-এর মেয়ে। ইসাফ কা'বাঘরের ভেতরে নায়েলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়কে পাথরে পরিণত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমরাহ বিন্‌ত আবদুর রহমান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুরারাহ্ বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা তো এই শুনে এসেছি যে, ইসাফ ও নায়েলা বনূ জুরহুমের একজন পুরুষ একজন মহিলা ছিল। তারা কা'বা শরীফে অভাবিতপূর্ব এক অপকর্ম করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাথরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব বলেছেন :

وَحَيْثُ يُنِيخُ الأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ × بِمُفْضَى السُّيُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ

"ইসাফ—নায়েলার নিকটস্থ জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে, যেখানে আশআরী সম্প্রদায় নিজেদের উট বসায়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে তা উল্লেখ করব।

আরবরা মূর্তি নিয়ে যা করত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়িতে এতটি করে মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা তার পূজা করত। তাদের কেউ যখন সফরের ইচ্ছা করত, তখন তারা বাহনে আরোহণ করার সময় মূর্তিটি স্পর্শ করত। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এটাই ছিল তাদের শেষ কাজ। ফিরে এসেও ঘরে প্রবেশের পূর্বে এটাই ছিল তাদের সর্বপ্রথম কাজ। তারপর আল্লাহ্ যখন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তওহীদসহ প্রেরণ করলেন, তখন কুরায়শরা বলাবলি করল :

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

"ইনি কি সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত বিষয়।" (৩৮ : ৫)

আরবরা কা'বা শরীফের পাশাপাশি কয়েকটি 'তাগূত' তথা মূর্তিঘর স্থাপন করে, এগুলোকে তারা কা'বা শরীফের মতো সম্মান করত। এগুলোর সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক দল ছিল এবং কা'বা শরীফের মতো এগুলোর জন্যও পশু প্রেরণ করত এবং কা'বা শরীফের তওয়াফের মত সেগুলোরও তারা তওয়াফ করত এবং সেখানেও বলি দিত। অবশ্য সেগুলোর ওপর ক'বার শ্রেষ্ঠত্ব তারা স্বীকার করত। কেননা তারা জানত যে, কা'বা শরীফ হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর নির্মিত ঘর এবং তাঁর মসজিদ।

উয্যা ও তার সেবকগণ

নাখলাহ্ নামক এলাকায় কুরায়শ ও বনূ কিনানাহ্র উয্যা নামক একটি উপাস্য মূর্তি ছিল। বনূ হাশিমের মিত্র সুলায়ম গোত্রের শাখা গোত্র বনূ শায়বান ছিল তার সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক।

ইব্ন হিশাম বলেন : তারা ছিল কুরায়শের শুধু বনূ আবূ তালিবের মিত্র। আর সুলায়ম হল মানসূর ইব্ন ইকরাম ইব্ন খাসাফাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লানের ছেলে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এর সম্পর্কেই জনৈক আরব কবি বলেন :

"আসমার বিবাহের যৌতুক ছিল লাল বর্ণের এক দুর্বল গাভীর মস্তক - গানাম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি যা বলি দিয়েছিল।"

গাভীটিকে দেবমূর্তি উয্যার 'বলিক্ষেত্রে' নিয়ে যাওয়ার সময় তার দৃষ্টির দুর্বলতা পরিলক্ষিত হল। তখন ভাগের গোশত বাড়ানোর জন্য সেটাকেও বলি দেয়া হলো। পশু বলির পর তার গোশত উপস্থিত লোকদের বন্টন করে দেয়াই ছিল তাদের রীতি।

গাবগাব (غبغب) অর্থ, 'বলিক্ষেত্রে'।

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতার পংক্তি দুটো আবূ খারাশ হুযালীর। তার নাম ছিল খুওয়ায়লিদ ইব্ন মুররাহ্। سدنة অর্থ হলো বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধায়ক। রুবাহ্ ইব্ন আল-আজ্জাজ বলেন :

"বায়তুল্লাহ্র সেবকদের গৃহে এবং 'বলিক্ষেত্রে' রক্ষিত নিরাপদ প্রাণীগুলোর প্রতিপালকের শপথ! এটা কিছুতেই হবে না।"

লাত ও তার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন : তায়েফের সাকীফ গোত্রে 'লাত' নামে একটি মূর্তি ছিল, তার তত্ত্বাবধানে ছিল সাকীফের শাখা গোত্র বনূ মুআত্তাব।

ইব্ন হিশাম বলেন : লাত প্রসঙ্গ যথাস্থানে ইন্শাআল্লাহ্ আলোচনা করব।

মানাত ও তার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুশাল্লালের দিকে কুদায়দ অঞ্চলের সমুদ্র তীরে আওস, খায্রাজ ও তাদের স্বধর্মীয় ইয়াসরিব (মদীনা) বাসীদের মানাত নামে একটি উপাস্য মূর্তি ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ ইব্ন মুদরিকাহ্ গোত্রের কবি কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেন :

"অথচ, কতিপয় গোত্র শপথ করেছিল যে, মানাতের দিকে পিঠও ফিরাবে না।" এই পংক্তিটি তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব মতান্তরে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে পাঠিয়ে মানাত মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যুলখালাসাহ ও তার সেবায়েত

ইব্ন ইসহাক বলেন : তাবালাহ অঞ্চলে দাওস, খাসআম ও বাজীলাহ গোত্রসমূহ এবং স্থানীয় অন্যান্য আরবদের যুলখালাসাহ নামে একটি উপাস্য মূর্তি ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকে ذُو الْخَلَصَةِ ও বলতো। জনৈক আরব কবি বলেন :

"হে যুলখুলুস! তুমিও যদি আমার মত মযলূম হতে এবং তোমারও যদি কোন পূর্বসূরি দাফন হত, তাহলে শত্রু হত্যায় লোক দেখানো বাধাও দিতে না।"

কবি নিহত পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় উপাস্য মূর্তি যুলখালাসাহ্র কাছে তীর দ্বারা শুভাশুভ জানতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অশুভ ইংগিত পেয়ে ক্ষুণ্ণ কবি এই কবিতা বলেছেন। অনেকের মতে এটা ইমরাউল কায়স ইব্ন হুজর কিন্দীর কবিতা।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালীকে সেখানে পাঠান। তিনি সে মূর্তিটি ধ্বংস করে দেন।

উপাস্য মূর্তি ফিলস ও তার সেবকগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'সালমা' এবং 'আজ' নামক পাহাড়দ্বয়ের মাঝে বনূ তাঈ ও তাদের সাথে বসবাসরত লোকদের উপাস্য মূর্তির নাম ছিল ফিলস।

ইব্ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমাকে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে পাঠিয়ে সে মূর্তিটি ধ্বংস করে দেন। সেখানে 'রাসূব' ও 'মুখযাম' নামে দু'টি তরবারি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি হযরত আলী (রা -কে উভয় তলোয়ার দান করে দেন। এগুলোই ছিল হযরত আলী (রা)-এর তরবারি।

রিআম উপাসনালয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : সানা'আ এলাকায় রিআম নামে হিময়ারী ও ইয়ামানীদের একটি উপাসনালয় ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইতিপূর্বে এর আলোচনা হয়েছে।

'রুযা' উপাসনালয় ও তার সেবায়েত

ইব্নে ইসহাক বলেন : বনূ রবী'আহ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম -এর 'রুযা' নামক একটি উপাসনালয় ছিলো। ইসলামের যুগে তা ধসিয়ে দেয়া হয়। সে উপলক্ষেই মুসতাওগির ইব্ন রবী'আহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ বলেন :

"রুযা উপাসনালয়ে এমন কঠিন আঘাত হেনেছিলাম যে, তাকে কালো বিরানভূমি বানিয়ে ছেড়েছিলাম।"

ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন : পংক্তিটি বনূ সা'দের জনৈক ব্যক্তির নামেও বর্ণিত হয়েছে।

মুসতাওগির ও তার যুগ

কথিত আছে, মুসতাওগির তিনশ ত্রিশ বছর বয়স পেয়েছিল। মুযার বংশে সেই ছিল বয়সে প্রাচীন ব্যক্তি। সে বলত :

"এতশত বছরের সুদীর্ঘ জীবনে আমার অরুচি ধরে গেছে।

"দু'শ-এর পরে আরও একশ তারপরও মাসে যতদিন তত বছর (মোট ৩৩০ বছর) পার হয়ে এসেছি।

"আগামী দিন কি বিগত দিনেরই মত নয়? অর্থাৎ দিন অতিক্রম করছে আর রাত মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

অনেকে এই কবিতাগুলো যুহায়র ইব্‌ন জানাব কালবীর নামে বর্ণনা করেছেন।

যুল-কা'আবাত ও তার সেবায়েত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সান্‌দাদ এলাকায় ওয়াইল ও ইয়াদের দু'ছেলে বাকর ও তাগলিব-এর যুল-কা'আবাত নামে একটি উপাসনালয় ছিল।

এই উপাসনালয় সম্পর্কে বনূ কায়স ইব্‌ন সালাবাহ গোত্রের আ'শা বলেন :

"খাওয়ারনাক,' 'সাদীর' ও 'বারিক' নামক এলাকায় মাঝে সানদাদ এলাকার চতুষ্কোণ ঘরের কসম।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াফুর নাহ্‌শালীর একটি কবিতার অংশবিশেষ। নাহ্‌শাল হল দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হানযালাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম-এর পুত্র।

আবূ মুহরিয খালাফ আহমার-এর কাছে পংক্তিটি এভাবে শুনেছি :

"তারা খাওয়ারনাক, সাদীর, বারিক ও সিন্দাদ এলাকার সম্মানিত ঘরের মালিক।"

'বাহীরাহ্ 'সাইবাহ্' 'ওয়াসীলাহ' ও 'হামী'-এর বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক-এর মতে 'বাহীরাহ্ হলো সাইবাহ নামক উটনীর মাদী শাবক। যে উটনী পরপর দশটি শুধু মাদী (একটিও নর নয়) শাবক প্রসব করে, তাকে سائبة বলে। 'সাইবাহ্' উটনীকে খোলা ছেড়ে দেওয়া হত। তাতে আরোহণ করা হত না, তার লোম আহরণ করা হত না এবং মেহমান ছাড়া কেউ তার দুধ পান করত না। এরপর মাদী বাচ্চা হলে তার কান ফেড়ে মা উটনীটির সাথে ছেড়ে দেয়া হত এবং মা উটনীটির মতই তার উপর আরোহণ করা হত না, তার লোম কাটা হত না এবং মেহমান ছাড়া কেউ তার দুধ পান করত না। 'সাইবাহর' এই মাদী বাচ্চাটিই হল 'বাহীরাহ্'।

'ওয়াসীলাহ্'

কোন বকরী পরপর পাঁচবার দশটি শুধু মাদী (একটিও নর নয়) শাবক প্রসব করলে তারা বলতো (قد وصلت) অর্থাৎ পরপর মাদী প্রসব করেছে। ফলে সেই বকরীকে وصيلة বলা হত। পরবর্তীতে এই বকরী যা কিছু প্রসব করত, সেগুলোর মালিকানা হত শুধু পুরুষদের। স্ত্রীলোকেরা তাতে কোন হিস্সা পেত না। অবশ্য কোনটি মরে গেলে নারী-পুরুষ উভয়েই খেত।

ইব্ন হিশাম (র) বলেন, এমন বর্ণনাও আছে যে, وصيلة-এর পরবর্তীগুলো শুধু ছেলেদের হত, কন্যাদের নয়।

'হামী'

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'হামী' এমন উট যার বীর্য থেকে পরপর দশটি মাদী শাবক (একটিও নর নয়) জন্ম নিয়েছে। তাকে আরোহণমুক্ত করা হত, তার লোম আহরণ করা হত না, তাকে উটের পালে ছেড়ে দেয়া হত। 'প্রজনন' ছাড়া আর কোন কাজ তার দ্বারা নেয়া হত না।

ইব্ন হিশাম (র) ও ইব্ন ইসহাক (র)-এর মতপার্থক্য

ইব্ন হিশাম বলেন : 'হামী'র পরিচয় প্রসংগে ইব্ন ইসহাকের মত ঠিক হলেও অন্যগুলোর ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত পরিচয় কিন্তু সঠিক নয়। কেননা আরবদের মতে 'বাহীরাহ্' হল সেই উটনী, যার কান ফেড়ে দেয়া হত। তা বাহনরূপে ব্যবহার করা হত না এবং লোম আহরণ করা হত না। আর মেহমান ছাড়া কেউ আর তার দুধ পান করত না। অথবা তা সাদকা করে দেবদেবীর জন্য ছেড়ে দেয়া হত।

আর সাইবাহ্ হল, সেই উট বা উটনী যা উদ্দেশ্য সিদ্ধির শর্তে মানত করা হত এবং রোগমুক্তির বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর দেবদেবীরদের নামে ছেড়ে দেয়া হত। ফলে মুক্তভাবে চরে বেড়াত। এর দ্বারা কোন কাজ নেয়া হত না।

ওয়াসীলাহ-এর পরিচয়

কোন উটনী প্রতি গর্ভে দু'টি করে বাচ্চা প্রসব করলে মালিক নরগুলো নিজের জন্য রেখে মাদীগুলো দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। সেগুলোকেই وصيلة বলা হতো। আর একই গর্ভে নর ও মাদী একসাথে জন্ম নিলে তারা এই বলে নরটিকেও ছেড়ে দিত যে, (وصلت اخاها) "সে তার ভাইয়ের সাথে মিলে এসেছে" এবং ভাইটি দ্বারাও কোন কাজ নিত না।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ তথ্য আমাকে বর্ণনা করেছেন ইউনূস ইব্ন হাবীব নাহবী ও অন্যান্যগণ। তবে প্রত্যেকের বক্তব্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلاَ سَائِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَحَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ، وَاَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ –

"আল্লাহ্ 'বাহীরাহ্', 'সাইবাহ্' 'ওয়াসীলাহ্' এবং 'হামী'-কে শরী'আতসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশের বিবেক-বুদ্ধি নেই।" (৫ : ১০৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও নাযিল করেন :

وَقَالُوْا مَافِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ –

"আর তারা বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের এরূপ বর্ণনার জন্য শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।" (৬ : ১৩৯)।

তিনি তাঁর প্রতি আরও নাযিল করেন :

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلاَلاً ۖ قُلْ اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ –

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা যে সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ ? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমাদেরকে কি আল্লাহ্ তার নির্দেশ দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহ্ উপর অপবাদ আরোপ করছ"? (১০ : ৫৯)।

তিনি তাঁর প্রতি আরও নাযিল করেন :

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ – اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۖ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

اِذَ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا - فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

"(তিনি) আট জোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। ভেড়ার দু'টি, আর ছাগলের দু'টি। (হে রাসূল!) আপনি জিজ্ঞেস করুন। তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন না উভয় মাদীকে, নাকি যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের দু'টি এবং গরুর দু'টি (হে রাসূল!) আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, নাকি যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? কাজেই, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে মানুষকে অজ্ঞানতার কারণে পথভ্রষ্ট করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" (৬ : ১৪৩-১৪৪)।

আরবী সাহিত্যে 'বাহীরাহ্', 'ওসীলাহ্' ও 'হামী'

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি বলেন :

"শরীফ' এলাকায় ওয়াসীলাহ্ (একাধারে মাদী জন্মদানকারিণী)-এর চারপাশে চার বছর বয়সী উটনী ও উট রয়েছে যারা আরোহণমুক্ত।"

সা'সা'আহ্ গোত্রের তামীম ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন মুকবিল বলেন :

"সেখানে চিত্রালী গাধার আওয়াজ এভাবে আসতে থাকে যেন 'দিয়াফ' অঞ্চলের শতেক উটের ডাক যারা যবেহ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত বিচরণশীল।

بحيره-র বহুবচন بحائر ও ابحر ; وصيلة-এর বহুবচন وصائل ও وصل ; سائبة বহুবচন অধিকাংশ সময় سَوائب ও سُيَّب এবং حام-এর বহুবচন অধিকাংশ সময় حوام ব্যবহার হয়।

বংশ পরিচয়ের পরিশিষ্ট

খুযা'আহ বংশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ প্রসঙ্গে তাদের নিজেদের উক্তি হল : আমরা ইয়ামান প্রদেশের আমর ইব্‌ন আমিরের বংশধর।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাদের উক্তি হল : আমরা 'আমর ইব্‌ন রাবী'আহ ইব্‌ন হারিসাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন হারিসাহ ইব্‌ন ইমরুউল্ কায়স ইব্‌ন সা'লাবাহ্ ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আল্-আসাদ ইব্‌ন আল্-গাওস-এর বংশধর। আবূ উবায়দাহ্ প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমাকে এ তথ্য শুনিয়েছেন।

মতান্তরে 'খুযা'আহ্' হল : হারিসাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমিরের বংশধর।

'খুযা'আহ্' নামকরণের কারণ মূল শব্দে ছিন্ন হওয়ার অর্থ রয়েছে (تخزع অর্থ ছিন্ন হওয়া)। তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে 'আমর ইব্ন আমির-এর সন্তানদের থেকে ছিন্ন হয়ে 'মাররুয্ যাহ্রান' এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

'আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গানাম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামাহ্ খাযরাজ বংশের 'আওফ ইব্ন আয়্যূব আনসারীর ইসলাম গ্রহণের পর তার এক কবিতায় বলেন :

"মারর উপত্যকায় আমরা অবতরণ করলে বহু পরিবারবিশিষ্ট কতগুলো দল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

তারা 'তিহামা'র সব কয়টি উপত্যকা সুরক্ষিত করল। নিজেরাও শক্ত বর্শা ও সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে নিরাপদ হল।"

হারিসাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন 'আমর ইব্ন আওস বংশের আবুল মুতাহ্হার ইসমাঈল ইব্ন রাফি আনসারী বলেন :

"আমরা যখন মক্কা মু'আয্যমার উপত্যকায় অবতরণ করলাম, 'খুযাআহ্' গোত্রীয়রা প্রশংসনীয় মেহমানদারী করল।

"তারা দলে দলে অবতরণ করল এবং একেকটি দল পর্বত ও উপকূলের মধ্যবর্তী সকল গোত্র ও পশুপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"জুরহুম গোত্রকে মক্কা মু'আয্যমা উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করে শক্তিশালী খুযাআহ সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান অর্জন করে ক্ষান্ত হল।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এসব তাদের প্রশংসামূলক কবিতা। ইনশাআল্লাহ্ আমি যথাস্থানে জুরহুম বংশ সম্পর্কে বর্ণনা করব।

মুদরিকাহ্ ও খুযায়মাহর সন্তানগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুদরিকাহ ইব্ন ইল্য়াসের দু'ছেলে খুযায়মাহ্ ও হুযায়লের মা ছিলেন বনী কুযাআ গোত্রীয়।

খুযায়মার চার ছেলে কিনানা, আসাদ, আসাদাহ্ ও হুন। কিনানার মা হল সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান ইব্ন মুযার -এর কন্যা আওয়ানা।

ইব্ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে খুযায়মার চতুর্থ ছেলে 'হুন' নয়, হাওন।

কিনানার সন্তান -সন্ততি ও তাদের মাতাগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কিনানা ইব্ন খুযায়মারও চার ছেলে-নযর, মালিক, আবদে মানাত ও মিল্কান।

নযরের মা হলেন, বার্রাহ বিন্ত মর্‌ব ইব্ন 'উদ্দ ইব্ন তাবিখাহ ইব্ন ইল্য়াস ইব্ন মুযার। আর তিন ছেলে অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত।

ইব্ন হিশাম বলেন : নযর, মালিক ও মিল্কানের মা হলেন বাররা বিন্ত মুররা আর আবদে মানাতের মা হলেন আযদ শানু'আ বংশীয়া হালা বিন্ত সুআয়দ ইব্ন গিতরীফ। শানু'আর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন নসর ইব্ন আসাদ ইব্ন গাওস। শানু'আ নামকরণের কারণ, তাদের পরস্পরে শত্রুতা। উল্লেখ্য যে, شنئان শব্দের অর্থ শত্রুতা।

কুরায়শ গোত্রের আত্মপ্রকাশ

ইব্ন হিশাম বলেন : নযরের নামই ছিল 'কুরায়শ'। কাজেই একমাত্র নযরের সন্তানরাই হল কুরায়শী। যারা তার সন্তান নয়, তারা কুরায়শী নয়।

বনী কুলায়ব ইব্ন ইয়ারবু ইব্ন হানযালাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন মানাত ইব্ন তামীম গোত্রীয় জনৈক জারীর ইব্ন আতিয়্যাহ, হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন :

فما الام التى ولدت قريشًا × بمقرفة النَّجَار ولا عقيم

وما قرم بأنجب من ابيكم × وما خال باكرم من تميم

"যে নারী কুরায়শকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তার বংশে ত্রুটি থাকতে পারে না, এবং তিনি বন্ধ্যাও হতে পারেন না।

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের পিতৃকুলের চেয়ে অভিজাত এবং তোমাদের মাতৃকুল তামীমের চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেউ হতে পারে না।"

কবি এখানে তামীম ইব্ন মুররাহ্র বোন ও নযরের মা বাররাহ্ বিন্ত মুররাহ্র প্রতি ইংগিত করেছেন। এ দুটি পংক্তি তার এক কাসিদার অংশ। মতান্তরে ফিহর ইব্ন মালিক হলেন কুরায়শ। কাজেই ফিহরের সন্তানরাই কেবল কুরায়শী। কুরায়শ নামকরণ হয়েছে تقرش (ব্যবসা ও উপার্জন) শব্দ থেকে । কেননা তারা ব্যবসায়ী গোত্র।

রু'বাহ্ ইব্ন আজ্জাজ বলেন :

"অব্যাহত ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য তাদের ছিল পর্যাপ্ত চর্বিদার গোশ্ত ও খাঁটি তাজা দুধ। ফলে তাদের গম ও নূপুরের প্রয়োজন ছিল না।" অর্থাৎ দুধে-মাংসে তাদের চেহারা এমনিতেই ছিলো এমন তেলতেলে সুন্দর যে, অলংকার-সৌন্দর্যের প্রয়োজন তাদের ছিল না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : شغوش এক প্রকার গম। خشل বালা, নূপুর ইত্যাদির উর্ধাংশ ; قروش অর্থ ব্যবসা ও উপার্জন। বলা হয়, এ সবের দ্বারা মানুষ ধনী হয়। محض অর্থ খাঁটি দুধ। আবু জালাদাহ ইয়াশকুরী বলেন, ইয়াশকুর হলো বাকর ইব্ন ওয়ায়লের ছেলে :

"ভাই হয়েও তারা আমাদের শৈশবের ও জন্ম-পূর্বকালের কথিত বিভিন্ন অপবাদ আমাদের নামে রটিয়েছে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ নামের কারণ এই যে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছিলো। تقرش অর্থ একত্রিত হওয়া।

নযরের সন্তান-সন্তুতি

নযর ইব্‌ন কিনানার দুই পুত্র-মালিক ও ইয়াখলুদ। মালিকের মা হলেন, 'আতিকাহ্ বিন্ত আদওয়ান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আয়লান। আর ইনিই ইয়াখলুদের মা ছিলেন কিনা জানা নেই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ 'আমর মাদানীর মতে আস্-সালত হলেন নযরের ছেলে। আর তাদের সকলের মা হলেন সা'দ ইব্‌ন যারিব আদওয়ানীর কন্যা। আর আদওয়ান হলেন 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আলানের ছেলে। বনূ খুযা'আহ গোত্রের শাখা গোত্র মুলায়হ্ ইব্‌ন 'আমর-এর সদস্য। কুসায়্যির ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে কুসায়্যর আয্‌যাহ্ বলেন :

"সালত কি আমার পিতা নন? আর আমার ভাই কি নযর গোত্রের অভিজাত শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত নয়?

"তুমি দেখবে, আমাদের ও তাদের ইয়ামানী চাদর এবং হাযরামী জুতার (যার মাধ্যাংশ সরু) মূল ও সূত্র এক। আর যদি তুমি বনূ নযর গোত্রের না হও, তাহ্‌লে তাজা পিলু বৃক্ষের জঙ্গলকে নদীর শেষ মাথায় ছেড়ে দাও।" এগুলো তার কাসিদার অংশ।

খুযা'আহ গোত্রের যারা নিজেদেরকে সালত ইব্‌ন নযরের বংশধর দাবি করেন, তারা হলেন কুসায়্যির আয্‌যাহ্‌রই একটি দল বনূ মূলাহ্ ইব্‌ন 'আমর।

মালিক ইব্‌ন নযরের ছেলে ও তার মা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মালিক ইব্‌ন নযরের ছেলে হলেন ফিহ্‌র, তার মা হলেন 'জান্দালাহ' বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ইব্‌ন মুযায আকবর নন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিকের চার ছেলে-গালিব, মুহারিব, হারিস ও আসাদ। এঁদের মা হলেন লায়লা বিন্‌ত সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল ইব্‌ন মুদ্‌রিকাহ্।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ফিহ্‌রের জান্দালাহ্ নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি ইয়ার বূ'ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের মা। আর জান্দালার মা হলেন, লায়লা বিনতে সা'দ। জারীর ইব্‌ন 'আতিয়্যাহ্ ইব্‌ন হাতাফী বলেন (হাতাফীর নাম ছিল হুযায়ফাহ্ ইব্‌ন বদর ইব্‌ন সালামাহ্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন ইয়ারবূ ইব্‌ন হানযালা) :

"আমি ক্রুদ্ধ হলে জান্দালার পাষাণদৃঢ় ছেলেরা আমার সামনে থেকে (শত্রুর উপর) পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।" এটিও তার একটি কাসিদার অংশ।

গালিবের সন্তান-সন্ততি

ইব্ন ইসহাক বলেন : গালিবের দুই ছেলে -লুআঈ ও তায়ম। এদের মা হলেন, সালমা বিন্ত আমর খুযাঈ। আর বনূ তায়মই বনূ আদরাম নামে পরিচিত।

ইব্ন হিশাম বলেন : কায়স নামে গালিবের আরেক ছেলে ছিল। তার মা হলেন সালমা বিন্ত কা'ব ইব্ন আমর খুযাঈ। ইনিই ছিলেন গালিবের অপর দুই ছেলে লুআঈ ও তায়মের মা।

লুআঈ-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : লুআঈ ইব্ন গালিবের চার ছেলে -কা'ব, আমির, সামাহ ও আওফ।

কুযা'আ গোত্রের মাবিয়াহ বিন্ত কা'ব ইব্ন কায়ন ইব্ন জাসর হলেন কা'ব, আমির ও সামাহ-এর মা।

ইব্ন হিশাম বলেন : কথিত আছে, হারিস নামে লুআঈর আরেক পুত্র ছিল। লুআঈর এই পুত্রের বংশধররাই হল বনূ জুশাম ইব্ন হারিস। তারা রবীআহ্ গোত্রের হিয্যান উপগোত্রীয়।

জারীর বলেন : "হে বনূ জুশাম তোমরা হিয্যান গোত্রীয় নও। কাজেই লুআঈ-ইব্ন গালিবের উর্দ্ধতন মহান ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের বংশ সম্পৃক্ত কর আর যাওর ও শুকায়স গোত্রে কন্যা প্রদান করো না। কেননা 'পর' কখনো ভাল নয়।"

সা'দ ইব্ন লুআঈ

লুআঈর আরেক ছেলে হল সা'দ। তারা সকলে রবীআহ্ গোত্রে শায়বান ইব্ন সা'লাবাহ্ ইব্ন উকাবাহ্ ইব্ন সা'আব ইব্ন আলী ইব্ন বাকর ইব্ন ওয়ায়ল শাখার বুনানাহ্ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত।

'বুনানাহ্' উক্ত গোত্রের ধাত্রী ও প্রতিপালিকা। তিনি কায়ন ইব্ন জাসর ইব্ন শায়উল্লাহ্। মতান্তরে সায়উল্লাহ্ ইব্ন আসাদ ইব্ন ওয়াবরাহ ইব্ন সা'লাবাহ্ ইব্ন হুল্ওয়ান ইব্ন ইমরান ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কুযা'আ গোত্রীয়। মতান্তরে, তিনি ছিলেন আন্-নামীর ইব্ন কাসিতের কন্যা। অন্য মতে, জারম ইব্ন রাব্বান ইব্ন হালাওয়ান ইব্ন ইমরান ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কুযা'আহ্-এর কন্যা।

খুযায়মাহ লুআঈ-এর আরেক ছেলে। তারা সবাই শায়বান ইব্ন সা'লাবাহ্ গোত্রের শাখা 'আইযার সাথে সম্পৃক্ত। আইযাহ ইয়ামানের মেয়ে এবং উবায়দা ইব্ন খুযায়মাহ্ ইব্ন লুআঈ-এর সন্তানদের মা। 'আমির ইবন লুআঈ ব্যতীত লুআঈ-এর অন্য সব সন্তানের মা মাবিয়াহ্ বিন্ত কা'ব ইব্ন কায়ন ইব্ন জাসর আর আমির ইব্ন লুআঈর মা মাখশিয়াহ্ বিন্ত শায়বান ইব্ন মুহারিব ইব্ন ফিহ্র, মতান্তরে লায়লা বিন্ত শায়বান ইব্ন মুহারিব ইব্ন-ফিহ্র।

সামাহ ইব্ন লুআঈ

(ভাইয়ের ভয়ে ওমানে পলায়ন ও মৃত্যুবরণ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : সামাহ ইব্ন লুআঈ ওমানে গিয়ে বাস করেন। আরবদের ধারণা, পারস্পরিক তিক্ততার কারণে তার ভাই আমির ইব্ন লুআঈ তাকে দেশছাড়া করেছিলেন। একবার ঝগড়ার সময় সামাহ্ আমিরের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছিলেন। তখন আমির তাকে চরম হুমকি দিলে তিনি ওমানে চলে যান। কথিত আছে যে, ওমান যাওয়ার পথে সামাহ-এর উটনী চরছিল। এমন সময় এক সাপ তার ঠোঁট কামড়ে দেয়। ফলে উটনী ঢলে পড়ে। তখন সামাহ্ও সর্প দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আসন্ন মৃত্যু টের পেয়ে সামাহ্ এই কবিতা বলেছিলেন :

"কাঁদো হে চোখ! সামাহ্ ইব্ন লুআঈর শোকে কাঁদো। এক ভয়ংকর আক্রমণকারী তাকে আজ পাকড়াও করে ফেলেছে। যেদিন লোকজন এখানে অবতরণ করে, সেদিন উটনীর জন্য মৃত্যুবরণকারী সামাহ্ ইব্ন লুআঈর মত আর কাউকে আমি দেখিনি। আমির ও কা'বকে এ খবর বলো যে, আমার আত্মা তাদের জন্য অধীর।"

"ওমান আমার বাসস্থান হলেও আমি গালিবের বংশধর। পেটের তাগিদে আমি ঘরছাড়া হইনি।

"হে লুআঈ সন্তান! মৃত্যুর ভয়ে এমন কোন পেয়ালা তুমি উপুড় করেছ যা উপুড় করা উচিত ছিল না।

"হে লুআঈ সন্তান! তুমি মৃত্যুকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলে অথচ এমন ইচ্ছা করে কেউ মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পায়নি।

"নিরন্তর চেষ্টা ও তীর নিক্ষেপের পর ধীর শান্তগতিতে যাত্রারত উটনীকে তুমি মরণ কামড় দিয়েই বসলে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি এ মর্মে সংবাদ পেয়েছি যে, সামাহ্ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বংশ পরিচয় দিয়ে বলল, আমি সামাহ্-এর বংশধর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

"সেই কবি সামাহ্? জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি এই কবিতার কথা বলছেন :

رب كأس هرقت يا ابن لؤ × حذر الموت لم تكن مهراقه

"হে ইবন লু'আঈ মৃত্যুর ভয়ে তুমি বহু পেয়ালা ঢেলেছ।"

তিনি বললো, হ্যাঁ।

আওফ ইব্ন লুআঈ ও তার বিদেশ ভ্রমণ

(গাতফান গোত্রের সাথে তার অন্তর্ভুক্তির কারণ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : আরবদের ধারণামতে আওফ ইব্ন লুআঈ কুরায়শের এক কাফেলার সাথে সফরে গেল। কিন্তু গাত্ফান ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান-এর

এলাকায় এসে সে কাফেলার পিছনে পড়ে গেল। ফলে তার স্বগোত্রীয় সাথীরা তাকে ফেলে চলে গেল। তারপর সা'লাবাহ্ ইব্‌ন সা'দ তার কাছে আসে। এবং সে হল বংশ সূত্রে যুবয়ান গোত্রের ভাই অর্থাৎ সা'লাবাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাত্‌ফান। আর এদিকে 'আওফ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন বাগয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাত্‌ফান।

যা হোক, সা'লাবাহ্ এসে তাকে আটকে রাখল এবং সেখানেই তার বিয়ে দিল এবং তাকে আপন বংশভুক্ত ও ভ্রাতৃভুক্ত করে নিল। এখানে থেকেই আওফের যুবয়ানী বংশ পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ধারণা যে, আওফের বংশীয় লোকেরা যখন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন সা'লাবাহ্ই তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল :

"হে লু'আঈ পুত্র! তোমার উট আমার কাছেই বেঁধে রাখ। কেননা গোত্রের লোকেরা তো তোমাকে ছেড়ে গিয়েছে, তোমার তো আর কোন ঠাঁই নেই।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র অথবা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসায়ন বলেছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি যদি আরবের কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অথবা কোন গোত্রকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করার দাবিদার হতাম, তবে আমি বনূ মুররাহ্ ইব্‌ন আওফের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করতাম। কেননা আমরা তাদের মাঝে বহু মিল খুঁজে পাই। তাছাড়া 'আওফ ইব্‌ন লুআঈ কোথায় কি অবস্থায় গিয়ে পড়েছে, তা আমরা জানি না।

মুররাহ্ বংশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুররাহ্ হল গাতফান বংশোদ্ভূত। যেমন, মুররাহ্ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন বাগীয (بغيض) ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান। যখন তাদের কাছে এ বংশনামা আলোচনা করা হত, তখন তারা বলত, আমরা এ বংশ পরিচয় অমান্য এবং অস্বীকার করি না, বরং এটা আমাদের কাছে প্রিয়তম বংশ পরিচয়।

হারিস ইব্‌ন যালিম ইব্‌ন জাযীমা ইব্‌ন ইয়ারবূ (ইব্‌ন হিশামের মতে তিনি হলেন বনূ মুররা ইব্‌ন 'আওফ-এর একজন) যখন নু'মান ইব্‌ন মুনযিরের ভয়ে পালিয়ে কুরায়শে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন এ কবিতা বলেছিলেন :

"আমার গোত্র সা'লাবাহ্ ইব্‌ন সা'দ নয়, নয় বনূ ফাযারা; যাদের ঘাড়ে রয়েছে প্রচুর লোম (অর্থাৎ যারা সিংহের মত কঠোর ও শক্তিশালী)।

"তুমি জানতে চাইলে শুনে নাও, বনূ লুআঈ হল আমার গোত্র, যারা মক্কাতে বনূ মুযারকে অসি চালনা শিক্ষা দিয়েছিল।

"আমরা কতই না নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি বনূ বাগীযের অনুসরণ করে এবং আমদের নিকটাত্মীয়দের থেকে বংশ পরিচয় ছিন্ন করে।

"এ যেন সেই নির্বুদ্ধিতা যে নিজের কাছে রাখা পানি ফেলে দিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটে যায়।

"তোমার জীবনের শপথ, আমি তাদের অনুগত হয়ে থাকলে আজীবন তাদের মাঝেই থাকতে পারি, ঘাস পানির সন্ধানে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

"রাওয়াহা কুরায়শী বিনিময় ছাড়াই আমার বাহনরূপে নিজের তেজস্বী উটনী সাজিয়ে দিয়েছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমাকে এ কবিতা থেকে শুনিয়েছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন হুমাম আল-মুর্‌রী গাত্‌ফান বংশভুক্ত হওয়ার দাবিদার বনূ সাহম ইব্‌ন মুররা গোত্রের একজন হারিস ইব্‌ন যালিমের বক্তব্য খন্ডন করে বলেছেন :

"জেনে রাখ, তোমরা আমাদের থেকে নও এবং আমরাও তোমাদের থেকে নই। লুআঈ ইব্‌ন গালিবের সাথে বংশ সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

"আমরা ছিলাম হিজাযের উঁচু এলকায়, আর তোমরা ছিলে পাহাড়ের মাঝে বালুকাময় নিচু উপত্যকার কষ্টদায়ক স্থানে।"

এখানে কুরায়শ বংশই হলো কবির লক্ষ্য। তারপর হুসায়ন হারিস ইব্‌ন যালিমের কথা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয় এবং কুরায়শ বংশভুক্ত হওয়ার কথা মেনে নিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে বলে :

"আমি ইতিপূর্বে যা বলেছিলাম, তাতে আমি লজ্জিত। নিঃসন্দেহে আমার আগের বক্তব্য ছিলো মিথ্যা—

"হায়! যদি আমার জিহ্‌বা দু'টুকরা হয়ে যেত যার এক টুকরা বোবা হয়ে থাকত এবং অপর টুকরা কুরায়শের প্রশংসায় তারকালোকে পৌঁছে যেত (তবে কতই না ভাল হতো)!

"আমাদের পূর্বপুরুষ কিনানা বংশেরই ছিলেন, যার কবর ছিলো মক্কা শরীফের দু'পাহাড়ের মাঝে বালুকাময় উপত্যকায় কষ্টদায়ক স্থানে।

"ওয়ারিস সূত্রে বায়তুল হারামের এক-চতুর্থাংশ এবং ইব্‌ন হাতিবের বাড়ির কাছে বালুকাময় উপত্যকার এক -চতুর্থাংশ আমাদের।"

লুআঈ-এর চার ছেলে ছিল-কা'আব, আমির ও সামাহ্ এবং আওফ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য দিয়েছেন যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বনূ মুররার কতক লোককে বলেছিলেন, যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের নিজেদের বংশের দিকে ফিরে যেতে পার।

মুররাহ্ বংশের নেতৃবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরা ছিল বনূ গাতফানের নেতৃস্থানীয়। তাদের মধ্যেই ছিলেন হারাম ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আবূ হারিসাহ্, খারিজাহ্ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আবূ হারিসাহ্, হারিস ইব্‌ন আওফ, হুসায়ন ইব্‌ন আল-হুমাম এবং হাশিম ইব্‌ন হারমালাহ্, যার সম্পর্কে কবি বলেন :

"হাবাআত ও ইয়ামালাহ্ যুদ্ধের দিন হাশিম ইব্ন হারমালাহ্ তার পিতৃনাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"তুমি দেখবে রাজা-বাদশাহ সবাই তার সামনে জড়সড়। অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে সে কতল করে।

"এবং তার বল্লম মাকে সন্তান শোকে কাতর করে ছাড়ে।"

তার কাছে আমি আরও শুনেছি যে, হাশিম একবার আমিরকে বলেছিল, কোন উৎকৃষ্ট কবিতায় তুমি আমার প্রশংসা কর। যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হবে। তখন আমির তাকে একে একে তিনটি পংক্তি শুনাল কিন্তু কোন্‌টিই তার পসন্দ হল না। চতুর্থবারে যখন সে বলল :

"সে অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে কতল করে" তখন সে খুশি হয়ে তাকে পুরস্কৃত করল।

ইব্ন হিশাম বলেন : এদিকে ইংগিত করেই কবি কুমায়ত ইব্ন যায়দ বলেছেন : "মুররাহ বংশীয় হাশিম সেই বীরশ্রেষ্ঠ, যার হাতে অপরাধী ও নিরপরাধ সবাই কতল হয়।" আর আমিরের কবিতায় يوم الهبات শব্দটি আবূ উবায়দাহ্ ছাড়া ভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে।

মুর্‌রাহ ও বাস্‌ল বংশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : গাতফান ও কায়স বংশে এদের সুখ্যাতি বিরাজমান ছিল। আর এরা নিজস্ব বংশধারার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল বাস্‌ল।

বাস্‌ল প্রসংগে

('বাস্‌ল'-এর পরিচয় এবং কবি যুহায়র-এর বংশ পরিচয়) : পণ্ডিতদের মতে 'বাস্‌ল' হল সম্মানিত আটটি মাস। এ মাসগুলো আরবরা সর্বসম্মতভাবেই সম্মান করত। তখন তারা আরবের যে কোন এলাকায়ই ইচ্ছা, নির্ভয়ে যাতায়াত করত। যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা বনূ মুররাহ্ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন হিশাম বলেন, যুহায়র হলেন বনূ মুযায়নাহ্ ইব্ন উদ্দ ইব্ন তাবিখাহ ইব্ন ইলিয়াস ইব্ন মুযার বংশের। মতান্তরে যুহায়র ইব্ন আবূ সালমা হলেন গাত্‌ফান বংশের। অন্য মতে তিনি ছিলেন গাতফান গোত্রের মিত্র।

"ভেবে দেখ, মারাওয়া এলাকা এবং তার বাড়িঘরগুলো কখনো তাদের থেকে শূন্য থাকে না। এগুলো শূন্য হলেও 'নাখল' এলাকা তাদের থেকে শূন্য হবে না।

"আমি যে সব শহরে এদের সাথে অবস্থান করেছি, তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল, সে সব এলাকায় তারা না থাকলেও ভয়ের কারণ নেই, কেননা তারা সম্মানের অধিকারী (বাস্‌ল)।"

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : এই পংক্তি দুটো তার একটি কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : কায়স ইব্ন সা'লাবা গোত্রের কবি আ'শা বলেন :

"বাস্‌ল-এর উসীলাতেই তোমরা আশ্রয় পেলে যা আমাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত। আর আমরা আমাদের প্রতিবেশী যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি, তারা তোমাদের জন্য হালাল এবং তাদের স্ত্রীও। "ইব্ন হিশাম বলেন, এ পংক্তিটি তার এক কবিতায় অংশবিশেষ।"

কা'ব-এর সন্তান-সন্তুতি এবং তাদের জননী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর তিন ছেলে-মুররা ইব্‌ন কা'ব, আদী ইব্‌ন কা'ব এবং হুসায়স ইব্‌ন কা'ব। আর তাদের মা হলেন ওয়াহশিয়্যা বিন্‌ত শায়বান ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নযর।

মুররা-এর সন্তান-সন্তুতি এবং জননী

মুররা ইব্‌ন কা'ব-এর তিন পুত্র-কিলাব ইব্‌ন মুররা, তায়ম ইব্‌ন মুররা, ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা। কিলাবের মা হলেন হিন্দ বিন্‌ত সুরায়র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা। আর ইয়াকাযার মা হলেন ইয়ামানের আসদ বংশের বারিক গোত্রের 'বারিকিয়্যা' নাম্নী এক মহিলা। অনেকের মতে তিনি তায়ম-এর মা ছিলেন। মতান্তরে, তায়ম কিলাবের মা হিন্দ বিন্‌ত সুরায়রের ছেলে।

বারিকের বংশ পরিচিতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বারিক হলেন, আদী ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আসদ ইব্‌নুল গাওসের বংশধর। এরা হলেন, শানুআ বংশের অন্তর্ভুক্ত। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ বলেন :

"আযদ শানুআ শিংবিহীন মাথা নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ধারণা যে, তাদের শিং রয়েছে।

"আমরা বনূ বারিককে বলিনি যে, তোমরা অন্যায় করেছ। আর আমরা তাদের এও বলিনি যে, তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দাও।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তি দু'টো কুমায়তের এক কবিতার অংশবিশেষ। আর 'বারিক' নামে তাদের নামকরণের কারণ এই যে, তারা বারিক (বিদ্যুৎ)-এর অনুসরণ করেছিল।

কিলাবের সন্তানদ্বয় এবং তাদের মাতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কি'লাব ইব্‌ন মুররার দু'ছেলে -কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব এবং যুহরা ইব্‌ন কিলাব। এদের মা হলেন ফাতিমা বিনত সা'দ ইব্‌ন সায়াল। সায়াল হলেন, ইয়ামানের আযদ নামক স্থানের জু'সুমা বংশের জাদারা গোত্রের এক ব্যক্তি। বনূ জু'সুমা হল বনূ দায়ল ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কিনানার মিত্র।

জু'সুমার বংশ পরিচিতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে জু'সুমাকে জু'সুমাতুল আসদ এবং অন্যরা জু'সমাতুল আযদ বলেন। আর ইনি হলেন জু'সুমা ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন মুবাশশির ইব্‌ন সা'আব ইব্‌ন দুহমান ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন যাহরান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন আস্‌দ ইব্‌নুল গাওস।

অনেকে এ বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন : জু'সুমা ইব্‌ন ইয়াশকুর ইব্‌ন মুবাশশির ইব্‌ন সা'আব ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন যাহরান ইব্‌ন আস্‌দ ইব্‌ন গাওস।

এদের জাদারা নামে অভিহিত হওয়ার কারণ এই যে, আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জু'সুমা হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমীর মেয়েকে বিয়ে করে। আর জুরহুম বংশীয়রা ছিল কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। আমির বায়তুল্লাহ্ শরীফের একটি দেয়াল নির্মাণ করেছিল। ফলে তার নাম হল জাদের (দেয়াল নির্মাণকারী), আর তার সন্তানদের নাম হল জাদারা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সা'দ ইব্‌ন সায়ালের প্রশংসায় কবি বলেন :

"আমরা যাদের জানি, তাদের মাঝে কাউকে সা'দ ইব্‌ন সায়ালের মত দেখিনি।"

"সে এমন অশ্বারোহী যে, সে যুদ্ধের সময় দু'হাতেই অস্ত্র চালনা করে। আর যখন সে নিজের সমপর্যায়ের কোন যোদ্ধার সম্মুখীন হয়, তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে।"

فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحر القطا مى الحجل

"সে এমন অশ্বারোহী যে, সে ধীরে ধীরে শত্রুদের আস্তানায় পৌঁছে যায়। যেমন বাজপাখি তিতিরের নিকটবর্তী হয়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার (كما استدرج الحر) কাব্য অংশটি কতক কবিতা বিশেষজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত।

কিলাবের অন্যান্য সন্তান-সন্তুতি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কিলাবের নু'ম নাম্নী এক মেয়ে ছিল। সে ছিল সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসাইস ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর পুত্রদ্বয় আস্‌আদ ও সু'আয়দের মা, 'আর নু'ম-এর মা হলেন ফাতিমা বিন্‌ত সা'আদ ইব্‌ন সায়াল।

কুসাই-এর সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতা

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : কুসাই ইব্‌ন কিলাবের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই, আব্দুদ্দার ইব্‌ন কুসাই, আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই এবং আবদে কুসাই ইব্‌ন কুসাই। আর মেয়েরা হল : তাখমুর বিন্‌ত কুসাই এবং বাররা বিন্‌ত কুসাই। এদের মা হলেন হুববায় বিনত হুলায়ল ইব্‌ন হাবাশিয়্যাহ ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আম্‌র খুযাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে হাবাশিয়্যাকে হুবশিয়্যাহ ইব্‌ন সালূল বলেছেন।

আবদে মানাফের সন্তানগণ এবং তাদের মাতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদে মানাফ ওরফে মুগীরা ইব্‌ন কুসাই-এর চার পুত্র-হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ, আবদে শামস্ ইব্‌ন আবদে মানাফ, মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ। এদের মা হলেন 'আতিকা বিন্‌ত মুররা ইবন হিলাল ইব্‌ন ফালিজ ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন বুহসা ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা এবং চতুর্থ ছেলে হলেন নওফল

ইব্‌ন আবদে মানাফ। তার মা হলেন ওয়াকিদাহ্ বিন্‌ত 'আমর মাযিনিয়্যাহ্। মাযিন হলেন মানসূর ইব্‌ন ইকরামার পুত্র।

উতবা ইব্‌ন গাযওয়ানের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই বংশধারার কারণেই উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা তাদের বিরোধিতা করেছিল।

আবদে মানাফ-এর অন্যান্য সন্তানগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ 'আমর, তুমাযির, কিলাবা, হাইয়া, রায়তা, উম্মুল আখসাম, উম্মু সুফইয়ান এরা সব আবদে মানাফেরই সন্তান। এদের মাঝে আবূ 'আমরের মা হলেন সাকীফ গোত্রের রায়তা। এছাড়া অন্যান্য মেয়েদের মা হলেন 'আতিকা বিন্‌ত মুররাহ্ ইব্‌ন হিলাম, ইনি হাশিমেরও মা। আতিকার মা হলেন সফিয়্যা বিন্‌ত হাওযাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন সা'সা'আ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন হাওয়াযিন। সফিয়্যার মা হলেন আইয়ুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ 'আশীরাহ্ ইব্‌ন মাযহাজ্জ-এর কন্যা।

হাশিমের সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতাগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাশিম ইব্‌ন 'আবদে মানাফের চার ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে। চার ছেলে হলেন : 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম, আসাদ ইব্‌ন হাশিম, আবূ সায়ফী ইব্‌ন হাশিম এবং নায্‌লা ইব্‌ন হাশিম। আর মেয়েরা হলেন : শিফা, খালিদা, যাঈফা, রুকায়্যা ও হাইয়া। আবদুল মুত্তালিব ও রুকায়্যার মা হল সালমা বিন্‌ত 'আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাবীদ (ইব্‌ন হারাম) ইব্‌ন খিদাশ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাজ্জার। আর নাজ্জারের নাম হল তায়মুল্লাহ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

আর সালমার মা হলেন উমায়রা বি্‌নত সখ্‌র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার। উমায়রাহ্‌র মা হলেন, সালমা বিন্‌ত আবদুল আশ্‌হাল নাজ্জারিয়্যাহ।

আসাদের মা হলেন কায়লা বিন্‌ত আমির ইব্‌ন মালিক খুযাই। আবূ সায়ফী এবং হাইয়া-র মা হলেন হিন্‌দ বিন্‌ত আমর ইব্‌ন সা'লাবা খাযরাজিয়াহ।

নাযলা ও শিফার মা হলেন কুযাআ গোত্রের এক মহিলা।

খালিদা ও যাঈফার মা হলেন ওয়াকিদা বি্‌নত আবূ আদী মাযিনিয়াহ্।

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের সন্তানগণ

(তাদের সংখ্যা ও মাতাগণ) ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের দশ ছেলে এবং ছয় মেয়ে। ছেলেরা হলেন : আব্বাস, হামযা, 'আবদুল্লাহ, আবূ তালিব ওরফে

আবদে মানাফ, যুবায়র, হারিস, জাহল, হাজল ভিন্নমতে মুকাব্বম, যিরারা, আবূ লাহাব ওরফে আবদুল উয্যা। আর মেয়েরা হলেন : সফিয়্যা, উম্মে হাকীম বায়যা, 'আতিকা, উমায়মা, আরওয়া এবং বাররাহ্।

আব্বাস ও যিরারের মা হলেন নুতায়লা বিন্ত জানাব ইব্ন কুলায়ব ইব্ন মালিক ইব্ন আম্র ইব্ন আমির ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন আমির। তার উপাধি ছিল যাহ্ইয়ান ইব্ন সা'দ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন তায়ম লাত ইব্ন নামির ইব্ন কাসিত ইব্ন হিন্ব ইব্ন আফসা ইব্ন জাদীলা ইব্ন আসাদ ইব্ন রবীআ ইব্ন নিযার।

অনেকের মতে আফসা হলেন দু'মী ইব্ন জাদীলার ছেলে।

হামযা, মুকাব্বম, জাহল ও সাফিয়্যার মা হলেন হালা বিন্ত উহায়ব ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন যুহ্রা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই।

অধিক পুণ্যবান ও ধনবান হওয়ার কারণে হাজলকে গায়দাক (সম্মানের অধিকারী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহ্, আবূ তালিব, যুবায়র এবং সফিয়্যা ছাড়া সকল মেয়ের মা ছিলেন ফাতিমা বিন্ত 'আমর ইব্ন আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক্ ইব্ন নযর।

ফাতিমার মা হলেন, সাখরা বিন্ত আব্দ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখ্যূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নয্র।

সাখরার মা হলেন : তাখমূর বিন্ত আবদ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নযর।

হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের মা হলেন : সামরা বিন্ত জুন্দুব ইব্ন জুহায়র ইব্ন রিআব ইব্ন হাবীব ইব্ন সুওয়াআ ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বাক্র ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরামা।

আর আবূ লাহাবের মা হলেন, লুবনা বিনতে হাজির ইব্ন 'আব্দে মানাফ ইব্ন যাতির ইব্ন হুবশিয়্যা ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর খুযা'ঈ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মাতা

ইব্ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হলেন মানবকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (صلى الله عليه وسلم) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব।

তাঁর মা হলেন : আমিনা বিন্ত ওয়াহব ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন যুহ্রা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ন নয্র। আমিনার মা

হলেন : বার্‌রা বিন্‌ত 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন 'উসমান ইব্‌ন 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নয্‌র। বাররার মা হলেন : উম্মু হাবীব বিনত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইবন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নযর। উম্মু হাবীবের মা হলেন : বার্‌রা বিন্‌ত 'আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উওয়ায়জ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নয্‌র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পিতামাতা উভয় দিক থেকে মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

যমযম খনন প্রসঙ্গে

(যমযম সম্পর্কে কিছু কথা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম একবার কা'বা সংলগ্ন হাতীমে[১] ঘুমিয়েছিলেন। তখন স্বপ্নে তিনি যমযম খননের নির্দেশ পেলেন। যমযম কুরায়শদের দু'টি মূর্তি ইসাফ ও নায়েলার মধ্যবর্তী স্থানে, তাদের পশুবলির জায়গায় মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে বিদায়কালে এটা মাটির নিচে চাপা দিয়ে যায়। এ কুয়াটি ছিল মূলত ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর। ছোটবেলায় যখন তিনি তৃষ্ণার্ত হন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে এই কুয়ার পানি পান করান। ঘটনার বিবরণ এই :

তিনি যখন তৃষ্ণার্ত হলেন, তখন তার মা হাজেরা বহু খোঁজাখুজি করে পানি না পেয়ে প্রথমে 'সাফা' পাহাড়ে তারপর 'মারওয়া' পাহাড়ে চড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইসমাঈলের জন্য বৃষ্টির ফরিয়াদ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে পাঠালেন। তিনি যমীনে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি বের হতে লাগল। এমন সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা হিংস্র জন্তুর আওয়াজ শুনে পুত্রের জীবনাশংকায় তার দিকে দৌড়ে আসলেন। দেখতে পেলেন তার গন্ডদেশের নীচ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে, আর তিনি হাতে পানি পান করছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মা সেখানে একটি ছোট গর্ত তৈরি করে নিলেন।

জুরহুম গোত্র ও তাদের যমযম কুয়া মাটি চাপা দেওয়া প্রসঙ্গে

বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়কগণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মক্কা থেকে জুরহুম গোত্রের গমন, জুরহুম গোত্রের (পবিত্র) যমযম কূপ মাটিচাপা দেয়া এবং তারপর থেকে আবদুল মুত্তালিবের যমযম কূপ পুনঃখনন পর্যন্ত মক্কার

১. হাতীম হল কা'বাঘরের দক্ষিণদিকের দেয়াল ঘেরা অতিরিক্ত অংশ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবূয়াতপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরায়শরা যখন কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিল, তখন তারা অর্থ সংকটের কারণে এ অংশটুকু ছেড়ে দিয়েছিল। চিহ্নিত করার জন্য এ অংশটুকু বর্তমানে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

শাসকবর্গ সম্পর্কিত যে সকল তথ্য যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর বরাতে শুনিয়েছেন তা হল : ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীমের ইন্তিকালের পর থেকে আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ছিল, ততদিন তার ছেলে নাবিত ইব্‌ন ইসমাঈল ছিলেন বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক। এরপর বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়ক হন মুযায ইব্‌ন আমর জুরহুমী।

জুরহুম ও কাতুরা প্রসঙ্গে

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে মিযায ইব্‌ন 'আমর জুরহুমী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ ইসমাঈল, বনূ নাবিত তাদের নানা মুযায্ ইব্‌ন আমর এবং তাদের মামারা ছিলেন জুরহুম গোত্রের। আর সে সময় জুরহুম ও কাতুরা গোত্রের লোকেরাই ছিল মক্কার বাসিন্দা, বনূ জুরহুম ও বনূ কাতুরা ছিল পরস্পর চাচাতো (মামাতো) ভাই। এরা কাফেলাযোগে ইয়ামান থেকে এসেছিল। বনূ জুরহুমের নেতা ছিলেন মুযায্ ইব্‌ন আমর। কাতুরা গোত্রের নেতা ছিলেন তাদেরই গোত্রভুক্ত জনৈক সামায়দা'। ইয়ামান ত্যাগের সময় সর্বদা তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শাসক নিযুক্ত করে নিতেন। উভয় গোত্র মক্কায় এসে সেখানকার পানি ও গাছপালাময় পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করল। মুযায ইব্‌ন আমর ও তার জুরহুমী সাথীরা মক্কার উঁচু এলাকার কু'আয়কি'আন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করল। আর সামায়দা-এর নেতৃত্বে বনূ কাতুরা মক্কার নিম্নভূমি আজয়াদ ও তার আশেপাশে বসতি স্থাপন করল। তখন থেকে উঁচু এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশকারীদের থেকে বনূ মুযায উশর আদায় করত। আর নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবেশকারীদের থেকে সামায়দা উশর আদায় করত। এরা নিজ নিজ এলাকায় থাকত। কেউ কারো এলাকায় হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু পরবর্তীতে জুরহুম ও কাতুরা গোত্রের লোকেরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একে অপরের উপর চড়াও হল। বনূ ইসমাঈল এবং বনূ নাবিত তখন মুযাযের পক্ষে ছিল এবং বায়তুল্লাহর কর্তৃত্ব মুযাযের হাতেই ছিল, সামায়দার হাতে নয়। তারপর তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। মুযায ইব্‌ন 'আমর কু'আয়কি'আন থেকে বর্ম, বর্শা, ঢাল ও তীর-তলোয়ার যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তর্জন-গর্জন করতে করতে সামায়দার দিকে অগ্রসর হয়। কথিত আছে যে, সেখান থেকেই কু'আয়কি'আন নামকরণ হয়। অন্যদিক থেকে সামায়দা পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে আজয়াদ থেকে বের হয়। কথিত আছে যে, তাদের সাথে উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছিল বলেই তাদের এলাকার নাম হয়েছে আজয়াদ। ফাযিহ নামক এলাকায় উভয় দল মুখোমুখি হল। তুমুল যুদ্ধের পর সামায়দা' নিহত হলেন এবং কাতুরা গোত্র বিপর্যস্ত হল। কথিত আছে যে, এখান থেকেই এ এলাকার নাম ফাযিহ তথা অপদস্থকারী হয়েছে। তারপর সন্ধির উদ্দেশ্যে মক্কার উঁচু অঞ্চলের মাতাবিখ নামক এলাকায় উভয় গোত্রের সকল শাখার লোকেরা মিলিত হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব মুযাযের হাতে অর্পণ করল। মুযায তখন সকলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে রান্নাবান্না হয়েছে

বলেই সে জায়গাটি মাতাবিখ নামে পরিচিত হয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে এ এলাকার নাম মাতাবিখ হওয়ার কারণ হল তুব্বা সম্প্রদায় জন্তু যবেহ করে লোকদের আপ্যায়নের পর এখানেই বসতি স্থাপন করেছিল।

কথিত আছে যে, মুযায ও সামায়দা'র যুদ্ধই ছিল মক্কার বুকে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ।

মক্কায় ইসমাঈল ও জুরহুমের সন্তান-সন্তুতি

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে ইসমাঈল (আ)-এর বংশ বেশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধান এবং শাসনভার তাদের মামা জুরহুম গোত্রের কাছেই থেকে যায়। আত্মীয়তা ও হারাম শরীফের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে জুরহুম গোত্রের সাথে তাঁরা এ বিষয়ে কখনো বিরোধ-লড়াইয়ে লিপ্ত হয়নি। তারপর মক্কায় স্থান সংকটের কারণে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের লোকেরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল এবং যাদের সাথে তাদের লড়াই হত, তাদের দীনদারীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে জয়ী করতেন।

কিনানা ও খুযা'আ গোত্রের বায়তুল্লাহ্র উপর আধিপত্য এবং জুরহুমের অত্যাচার ও বিদ্রোহ

(মক্কায় জুরহুম গোত্রের বিদ্রোহ এবং বনূ বাকর কর্তৃক তাদের বিতাড়ন) তারপর জুরহুম বংশীয়রা বিদ্রোহী হয়ে হারামের পবিত্রতা বিনষ্ট করল। বহিরাগতদের উপর অত্যাচার এবং বায়তুল্লাহ্র নামে প্রেরিত অর্থ আত্মসাৎ করতে লাগল। ফলে তাদের অবস্থা নাজুক হয়ে গেল। বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানাহ ও খুযা'আ গোত্রের গুবশান শাখা এ অবস্থা দেখে তাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে তারা তাদের পরাজিত করল এবং মক্কা থেকে বের করে দিল। জাহিলী যুগে মক্কায় যুলুম-অত্যাচার করে কেউ টিকতে পারত না, বরং বিতাড়িত হত। এজন্যই মক্কার আরেক নাম ছিল নাস্‌সা। তদ্রূপ মক্কার পবিত্রতা বিনষ্টকারী কোন হানাদারও রেহাই পেত না, স্বস্থানেই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই মক্কার আরেক নাম ছিল বাক্কা। কেননা মক্কা পরাক্রমশালীদের ঘাড় ভেঙ্গে দিত—যখন তারা মক্কার বুকে কোন অনাচার করত।

বাক্কার আভিধানিক অর্থ

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বাক্কা হল, মক্কার একটি উপত্যকার নাম। কেননা মানুষ সেখানে সমবেত হত, এজন্য তার নাম হয়েছে বাক্কা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করেছেন :

"যখন পানি পান করানকারী কোন বিপদে পড়ে, তখন তুমি তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার উট পানির কাছে গিয়ে ভিড় জমাতে পারে।

বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদের স্থান হল বাক্কা।"

এই পংক্তিটি আমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আম্‌র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুযায জুরহুমী কা'বার স্বর্ণ হরিণ[১] দু'টো এবং হাজরে আসওয়াদকে যমযমে দাফন করে এবং জুরহুম গোত্রকে সাথে নিয়ে ইয়ামানে চলে যায়। মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং মক্কার কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার বেদনায় আমির ইব্‌ন হারিস (ইব্‌ন আমর) ইব্‌ন মুযায নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন : (মুযায আকবার নামে যিনি পরিচিত, ইনি সেই মুযায নন)।

"বহু বিলাপকারীর অবস্থা এই ছিল যে, প্রবল ধারায় তাদের অশ্রু ঝরছিল। কারো চোখে অশ্রু টলমল করছিল।

"যেন 'হাজুন' ও সাফা পাহাড়ের মাঝে আমাদের আপন বলতে কেউ ছিল না। আর মক্কায় কখনো কোন নৈশ গল্পকারী গল্প করেনি।

"আমি আমার প্রিয়াকে বললাম, তখন আমার মন এত চঞ্চল ছিল, যেন একে পাখি দু'পাখার মাঝে ঝাপ্টাচ্ছে।

"হ্যাঁ, আমরা তো মক্কারই অধিবাসী ছিলাম, কিন্তু কালের আবর্তন ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আমরা বিতাড়িত হয়েছি।

"নাবিতের পর আমরাই ছিলাম বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক। আমরা এ ঘরের তাওয়াফ করতাম, আর কল্যাণই প্রকাশ পেত।

"নাবিতের পর মর্যাদার সাথে আমরা বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান করেছিলাম। সুতরাং আমাদের কাছে সম্পদশালীদের কি মর্যাদা হতে পারে।

"আমরা সেখানে রাজত্ব করেছি এবং রাজত্বকে মহিমান্বিত করেছি। আমরা ছাড়া আর কোন গোত্রের এ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।

"তোমরা কি আমার জানামতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-কে কন্যাদান করনি। কাজেই তার সন্তানরা তো আমাদেরই এবং আমরাই তো তার শ্বশুরকুল।

"দুনিয়ার পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূল হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা দুনিয়াটা পরিবর্তনশীল ও সংঘাতময়।

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে সেখান থেকে বের করেছেন। হে মানুষ! শোন, এমনই হল ভাগ্যের লীলাখেলা।

"মানুষ যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন ছিল, তখন আমি বিনিদ্র অবস্থায় ফরিয়াদ করছিলাম। হে আরশের অধিপতি! সুহায়ল ও 'আমির'[২] থেকে যেন বিতাড়িত না হই।

"তাদের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এমন কিছু সামনে এসেছে, যেগুলো আমি পসন্দ করি না।

---

১. কাবার জন্য প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে স্বর্ণের তৈরি দুটো হরিণও ছিল।

২. মক্কার দু'টি পাহাড়।

"এখন আমরা বিগত কাহিনীতে পরিণত হয়েছি, অথচ এক সময় আমরা ছিলাম ঈর্ষণীয়। আসলে এই ঈর্ষণীয় অবস্থার কারণেই অতীত আমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছে।

"সেই পবিত্র ভূমির স্মরণে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, যেখানে আছে শান্তির 'হারাম' হজ্জের পবিত্র স্মৃতিসমূহ।

"সেই পবিত্র ঘরের জন্য আমার মন কাঁদে, যেখানে কবুতর ও চড়ুই পাখিকে কষ্ট দেয়া হয় না, বরং তারা সেখানে নিরাপদে বাস করে। এমনকি সেখানকার বন্য পশুদেরও শিকার করা হয় না। মানুষের সাথে তাদের এমন নিবিড় সম্পর্ক যে, যদি তারা সেখান থেকে বের হয়, তাহলে আবার ফিরে আসে, বিশ্বাস ভঙ্গ করে না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবির কথা "কাজেই তার সন্তানরা তো আমাদেরই" আমর ও বনূ জুরহুমের এ বক্তব্যটি ইব্ন ইসহাক ব্যতীত অন্যের বর্ণনার মধ্যে আছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বাকর, গুবশান ও জুরহুম গোত্রের লোকদের চলে যাওয়ার পর মক্কার অবশিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে আমর ইব্ন হারিস বলেন :

"হে লোক সকল ! তোমরা সময় থাকতে চলে যাও। কেননা ভোরে হামলা হলে তোমরা তোমাদের দালান-কোঠা ছেড়ে পালাবার সুযোগ পাবে না।

"তোমরা মৃত্যু আসার আগে তোমাদের বাহন নিয়ে দ্রুত পালাও, আর যা কিছু করার তা তোমরা করে নাও।

كنا اناسًا كما كنتم فغيرنا × دهرفانتم كما كنا تكونونا

"আমরাও একদিন তোমাদের মত ছিলাম। কিন্তু সময়ের বিবর্তন আমাদের সবকিছু উলট-পালট করে দিয়েছে। তোমাদেরও তাই ঘটবে, যা আমাদের ভাগ্যে ঘটেছে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশারদের মতে এটাই আরবী ভাষায় রচিত প্রথম কবিতা। ইয়ামানের একটি পাথরে খোদাই অবস্থায় তা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কবিতাটির বর্ণনাকারী কে, তা জানা যায় নি।

খুযাআ গোত্রের দখলে কা'বাঘরের কর্তৃত্ব

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর বনূ খুযাআর শাখা গোত্র গুব্শানের আমর ইব্ন হারিস গুবশানী বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধায়ক হন ; বনূ বাকর ইব্ন আবদে মানাফের কেউ হতে পারেনি। কুরায়শ তখন স্ব-গোত্রীয় বনূ কিনানার মাঝে বিভিন্ন দল ও পরিবার আকারে শতধা বিভক্ত ছিল। বায়তুল্লাহ্র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব 'খুযাআ' গোত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক হলেন, হুলায়ল ইব্ন হাবাশিয়্যাহ্ ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর খুযাই।

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকে হুলায়ল ইব্ন হাবাশিয়্যাকে হুলায়ল ইব্ন হুব্শিয়্যা বলেছেন।

কুসাই ইব্‌ন কিলাবের হুব্বায় বিনতে হুলায়লের সাথে বিবাহ

(কুসাই-এর সন্তান-সন্ততি) ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কুসাই ইব্‌ন কিলাব হুলায়ল ইব্‌ন হুবশিয়্যার কাছে তাঁর কন্যা হুব্বায়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর কন্যাকে কুসাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। হুব্বায়ের গর্ভে 'আবদুদ্দার, 'আবদে মানাফ, 'আবদুল উয্‌যা ও 'আবদ জন্মগ্রহণ করেন। তারপর কুসাই যখন ধনেজনে প্রচুর প্রতিপত্তি অর্জন করলেন, তখন হুলায়লের মৃত্যু হল।

কুসাই কর্তৃক বায়তুল্লাহর কর্তৃত্ব লাভ এবং এ ব্যাপারে রিযাহের সাহায্য

হুলায়লের অবর্তমানে কা'বাঘরের তত্ত্বাবধান ও মক্কার কর্তৃত্বের জন্য কুসাই নিজকে খুযা'আ ও বাকর গোত্রের চেয়ে অধিক যোগ্য মনে করলেন। তাছাড়া কুরায়শরা হলেন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যক্ষ ও শ্রেষ্ঠ বংশধর। তারপর তিনি কুরায়শ ও বনূ কিনানার গণ্যমান্যদের সাথে আলোচনা করে বনূ খুযা'আ ও বনূ বাকরকে মক্কা থেকে বিতাড়নের জন্য তাদেরকে রাযী করলেন। এর পূর্বের ঘটনা হল : 'উযরা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ বংশের রাবীআ ইব্‌ন হারাম, কিলাবের মৃত্যুর পর মক্কা এসে ফাতিমা বিনতে সা'দ ইব্‌ন সায়ালকে বিবাহ করেন। তখন ফাতিমার (পূর্ব স্বামীর পক্ষের) পুত্র যুহ্‌রা ছিলেন যুবক এবং কুসাই ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। রাবী'আ, ফাতিমা ও তার দুগ্ধপোষ্য সন্তান কুসাইকে নিয়ে দেশে চলে যান। আর যুহরা মক্কাতেই থেকে যান। নতুন স্বামীর ঔরসে ফাতিমার গর্ভে রিযাহ্-এর জন্ম হয়। কুসাই যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন পুনরায় মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন। যখন কুসাই স্ব-গোত্রীয়দের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পেলেন, তখন তিনি তার বৈপিত্রেয় ভাই রিযাহ্ ইব্‌ন রাবী'আকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখলেন। রিযাহ্ ইব্‌ন রাবীআ তার বৈমাত্রেয় ভাই হুন্না ইব্‌ন রাবী'আ, মাহমূদ ইব্‌ন রাবীআ, যুলহুমা ইব্‌ন রাবী'আসহ বনূ কুযাআর হজ্জযাত্রীদের সাথে নিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। এঁরা সকলে কুসাই-এর সাহায্যের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু বনূ খুযাআর দাবি হল হুলায়ল ইব্‌ন হুবশিয়্যার কন্যার গর্ভ থেকে যখন কুসাই-এর বহু সন্তান জন্ম নিল, তখন হুলায়ল কুসাই-এর অনুকূলে মক্কার কর্তৃত্ব ও কা'বার তত্ত্বাবধানের ওসীয়ত করে বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে বনূ খুযাআর চেয়ে তুমিই অধিক যোগ্য। সে কারণেই কুসাই এ দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি বনূ খুযাআ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে শুনি নি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন, কোনটি সঠিক।

হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রা তদারকের দায়িত্বে গাওস ইব্‌ন মুররা

আরাফাতে অবস্থানের পর আরাফার ময়দান থেকে যাত্রার তদারকি ও অনুমতি প্রদানের দায়িত্ব ছিল গাওস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন উদ্দ ইব্‌ন তাবিখাহ্ ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন মুযারের এবং

পরবর্তীতে তার সন্তানদের। তাকে এবং তার সন্তানদেরকে সূফা (صُوفَةَ) বলা হত। এ সম্মান লাভের প্রেক্ষাপট হল, তাঁর মা জুরহুম গোত্রীয়া জনৈকা মহিলা গর্ভধারণে বিলম্ব হওয়ায় মানত করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র সন্তান হলে কা'বাঘরের খিদমত ও ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করে দিবেন। এরপর তিনি তার সন্তান গাওসকে প্রসব করেন। প্রথমদিকে তিনি আপন মাতৃকুল জুরহুম গোত্রের সাথে মিলে কা'বাঘরের খিদমত করতেন। কা'বাঘরের সাথে তার বিশেষ সম্পর্কের কারণে হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রা তদারকি ও অনুমতি দানের সৌভাগ্য তিনি ও পরবর্তীতে তার সন্তানরা লাভ করেন এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাদের মাঝে এ সৌভাগ্য বিদ্যমান ছিল। গাওস ইব্ন মুররা ইব্ন উদ্দ তাঁর মাতার নিম্নোক্ত মানত পূর্ণ করা সম্পর্কে বলেন :

"হে পালনকর্তা! আমি আমার পুত্রকে পবিত্র কা'বাঘরের খিদমতের জন্য 'ওয়াকফ' করে দিলাম।

"তাকে আমার জন্য সেখানে বরকত দান করুন এবং আমার জন্য তাকে সৃষ্টির সেরা করে দিন।"

কথিত আছে যে, গাওস ইব্ন মুররা লোকদের নিয়ে আরাফা থেকে যাত্রার সময় বলতেন : "হে আল্লাহ্! আমি তো পুরাপুরি আনুগত্য করে যাচ্ছি। যদি কোন গুনাহ্ হয়, তবে তার জন্য কুযা'আ গোত্র দায়ী।"

সূফা ও কংকর নিক্ষেপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, 'সূফা গোত্রের লোকেরা আরাফা থেকে লোকদের যাত্রা করাত এবং মিনা থেকে (মক্কার দিকে) যাওয়ার অনুমতি দিত। এমনকি লোকেরা যখন কংকর নিক্ষেপের জন্য সমবেত হত তখন সূফা গোত্রের জনৈক লোক কংকর নিক্ষেপের সূচনা করত, পরে অন্যরা নিক্ষেপ করত। তাদের আগে কেউ নিক্ষেপ করত না। যাদের ব্যস্ততা থাকত, তারা তাঁর কাছে এসে বলত, আপনি উঠুন এবং নিক্ষেপ করুন, যাতে আপনার সাথে আমরা নিক্ষেপ করতে পারি। তিনি বলতেন, না, আল্লাহ্র কসম! সূর্য ঢলার আগে কংকর নিক্ষেপ করা যাবে না। সূর্য ঢলার পর তিনি উঠে কংকর নিক্ষেপ করতেন, তারপর অন্য লোকেরা কংকর নিক্ষেপ করত।

সূফার পরে সা'দ গোত্রের কর্তৃত্ব লাভ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কংকর নিক্ষেপের পর মিনা থেকে ফেরার সময় সূফা গোত্রের লোকেরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের লোকেরা সম্পূর্ণ যাওয়ার আগে অন্যদের যেতে দিত না। যতদিন তাদের কর্তৃত্ব ছিল, ততদিন তারা এরূপ করে। তারপর নিকটতর পৈতৃক সূত্রের সুবাদে তাদের উত্তরসূরী বনূ সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম এর

উত্তরাধিকারী হয়। তারপর হয় বনূ সা'দ এদেরই একটি শাখা বংশ—সাফওয়ান ইব্‌ন আল-হারিস ইব্‌ন শিজনা উত্তরাধিকার লাভ করে।

সাফওয়ানের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সাফওয়ান ছিল জানাব ইব্‌ন শিজনা ইব্‌ন উতারিদ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের পুত্র।

সাফওয়ান ও তার পুত্রগণ এবং হজ্জ মওসুমে তাদের অনুমতি প্রদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হজ্জ মওসুমে আরাফা থেকে যাত্রার অনুমতি দানের দায়িত্ব ছিল সাফওয়ানের এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের। এই অনুমতি প্রদানের সর্বশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন কারিব ইব্‌ন সাফওয়ান, যার সময় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে।

আওস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন মিগরা সা'দী বলেন, "যতদিন লোকেরা আরাফার ময়দানে হজ্জ আদায় করবে, ততদিন বলা হবে : হে সাফওয়ানের বংশ! তোমরা (যাত্রার) অনুমতি দাও।" ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই পংক্তিটি আওস ইব্‌ন মিগরা রচিত একটি কাসীদার অংশবিশেষ।

আদওয়ান গোত্রের মুযদালিফা থেকে যাত্রা

(এ সম্পর্কে যুল-ইসবা-এর কবিতা) হুরসান ইব্‌ন আমর ওরফে যুল-ইসবা আদওয়ানী বলেন (যুল-ইসবা নামের কারণ এই যে, তিনি হাতের অতিরিক্ত একটা আংগুল কেটে ফেলেছিলেন) :

"এই আদওয়ান গোত্রের নামে কে ওযর পেশ করতে পারে, তারা হল এই ভূখণ্ডের অজগর। তারা নিজেরাও পরস্পরে যুলুম করে থাকে; কেউ কাউকে খাতির করে না।

"কিন্তু তাদের মাঝে এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোক রয়েছে, যারা কাজের প্রতিদান পুরাপুরি দান করে থাকে। .

"তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মানুষের হজ্জ বিষয়ক সুন্নত, ফরয (অর্থাৎ আরাফা ও মিনা থেকে যাত্রার) অনুমতি দেয়।

"তাদের মাঝে এমন বিচারকও রয়েছেন, 'যার বিচারে চুল পরিমাণও রদবদল হয় না।"

এই পংক্তিগুলো তাঁর একটি কবিতার অংশবিশেষ।

আবূ সায়্যারা-এর লোকদের নিয়ে যাত্রা

যুল-ইস্‌বার কথা, আর আওসের কথায় আপাতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন বিরোধ নেই। কেননা, যুল-ইসবা বর্ণিত আদওয়ান গোত্রের যাত্রার অনুমতি দানের দায়িত্ব ছিল মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে। যেমন যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্‌ন

ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদওয়ান গোত্র উত্তরাধিকার সূত্রে এ অনুমতি দানের দায়িত্ব পেয়ে আসছিল। সর্বশেষ অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যার যুগে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন আবূ সায়্যারা উমায়লা ইব্ন আযাল। তাঁর সম্পর্কে জনৈক আরব কি বলেন :

حتى اجاز سالما حماره * مستقبل القبلة يدعو جاره

"আমরা আবূ সায়্যারা ও তার চাচাত ভাই ফাযারা গোত্রের পক্ষে লড়েছি। ফলে, আবূ সায়্যারা গাধীকে সংযত করে কিবলামুখী হলেন, আল্লাহ্র পানাহ্ কামনা করে লোকদের যাত্রার অনুমতি দিলেন।"

আবূ সায়্যারা নিজ গাধীর উপর বসে লোকদের যাত্রা পরিচালনা করতেন। এজন্য কবি سالماحماره বলেছেন।

আমির ইব্ন যারিব ইব্ন আমর ইব্ন ইয়ায ইব্ন ইয়াশকুর ইব্ন আদওয়ান

(জনৈক নপুংসক সম্পর্কে তাঁর ফয়সালা এবং এ ব্যাপারে তাঁর দাসী সুখায়লার সঙ্গে পরামর্শ)

কবি বিজ্ঞ বিচারক বলে 'আমির ইব্ন যারিব ইব্ন আমর ইব্ন ইয়ায ইব্ন ইয়াশকুর ইব্ন আদওয়ান আল-আদওয়ানীকে বুঝিয়েছেন। আরবরা তাঁকে তাদের সকল সমস্যার সমাধানকারী মনে করত এবং তাঁর দেয়া সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিত। একবার তাদের মাঝে একজন নপুংসক নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। যার মধ্যে নারী-পুরুষের উভয় আলামত বিদ্যমান ছিল। তারা বলল : আপনি কি তাকে পুরুষ না নারী হিসাবে গণ্য করবেন ? এর চাইতে জটিল কোন সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে তারা আর কখনো তাঁর কাছে আসেনি। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে এ ব্যাপার চিন্তা করার সময় দাও। আল্লাহ্র শপথ হে আরবের অধিবাসী ! ইতিপূর্বে তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে এমন জটিল সমস্যা আর উত্থাপিত হয়নি। এ কথা শুনে তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। তখন তিনি সারারাত চিন্তা করেও কোন সুরাহা করতে পারলেন না। সুখায়লা নামে তাঁর এক দাসী ছিল। সে তার বকরী চরাত। দাসী সব বকরী নিয়ে চারণক্ষেত্রে যেত এবং চারণক্ষেত্র থেকে ফিরতে বিলম্ব করত। এ কারণে তাকে তার মনিবের তিরস্কার শুনতে হত। সে রাত্রে দাসী তাঁকে বিষণ্ন ও অস্থির দেখে এর কারণ জানতে চাইল। তখন মনিব বললেন, সর, বিরক্ত কর না। তুমি শুনলে কি লাভ হবে ? সে পুনরায় অনুরোধ করল। তখন মনিব এই ভেবে বিস্তারিত জানালেন যে, হয়ত তার কাছে কোন সমাধান পেয়ে যেতে পারেন। তখন মনিব বললেন, নপুংসকের মীরাসের ব্যাপারে আমার কাছে একটি সমস্যা পেশ করা হয়েছে। আমি কি তাকে পুরুষ হিসাবে গণ্য করব, না নারী হিসেবে ? বিষয়টি শুনে সুখায়লা বলল : সুবহানাল্লাহ্! এটাও কি একটি সমস্যা! এর সমাধান এই যে, পেশাবের অঙ্গকে মাপকাঠি হিসাবে ধরুন। তাকে বসান, সে যদি পুরুষের মত পেশাব করে, তবে সে

পুরুষ। আর যদি সে স্ত্রীলোকদের মত পেশাব করে, তাহলে সে নারী। আমর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আজকের পর তুমি বকরী চরাতে যেতে বা আসতে যতই বিলম্ব কর না কেন, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তুমি আমাকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করলে। তারপর আমির সকালবেলা সুখায়লার পরামর্শমত লোকদের সমাধান জানিয়ে দিলেন।

কুসাই ইব্‌ন কিলাবের মক্কা অধিকার এবং কুরায়শদের একত্রীকরণ এবং কুযাআ গোত্র কর্তৃক তাঁকে সাহায্য করা

(সূফা গোত্রের পরাজয়) ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর প্রতি বছরের মত উল্লিখিত বছরও সূফা গোত্রের লোকেরা যথারীতি কাজ করে গেল। আরবদের কাছে তাদের এ অধিকার স্বীকৃতও ছিল। বনূ জুরহুম ও বনূ খুযাআর কর্তৃত্বের সময় থেকেই বিষয়টি তাদের মনে ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য হয়ে আসছিল। কুসাই ইব্‌ন কিলাব আপন জাতি কুরায়শ, বনূ কিনানা, বনূ কুযাআকে সাথে নিয়ে আকাবার কাছে এসে ঘোষণা দিলেন যে, এ বিষয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। তারপর তুমুল যুদ্ধের পর কুসাই বনূ সূফাকে পরাজিত করে যাবতীয় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন।

খুযা'আ ও বাকর গোত্রের সাথে কুসাই-এর যুদ্ধ এবং ইয়া'মার ইব্‌ন 'আওফের সালিসী

এ পরিস্থিতি দেখে বনূ খুযা'আ ও বনূ বাকর আশংকা করল যে, কা'বাঘর ও মক্কার অন্যান্য বিষয়ে কুসাই অচিরেই আমাদের জন্যও বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সূফার অন্যরা, তাই তারা কুসাই-এর সংগ ত্যাগ করল। তখন কুসাই সকলকে একত্র করে নিজেই প্রথমে আক্রমণ করে বসলেন। তাঁর ভাই রিযাহ ইব্‌ন রাবিআহ কুযাআ গোত্রের সকল সাথীকে নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিল। অপরদিকে খুযাআ ও বাকর গোত্র কুসাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। তখন তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর সৈন্যক্ষয় হওয়ার পর তারা সন্ধি করার মনস্থ করল এবং আরবেরই এক ব্যক্তি ইয়া'মার ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানাকে সালিস মনোনীত করল। তিনি ফায়সালা করলেন যে, পবিত্র কা'বা এবং মক্কার যাবতীয় বিষয়ে খুযা'আ গোত্রের চেয়ে কুসাই অধিক হকদার। এ যুদ্ধে কুসাই কর্তৃক খুযা'আ ও বাকর গোত্রের নিহত লোকদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে কুরায়শ বংশের খুযা'আ ও বাকর গোত্রের এবং কিনানা ও কুযা'আ গোত্র কর্তৃক নিহতদের পূর্ণ দিয়ত (রক্তপণ্য) দিতে হবে। আর কা'বা ও মক্কার ব্যাপারে কুসাই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ইয়া'মারের শাদ্দাখ নামকরণের কারণ

সেদিন হতে ইয়া'মার ইব্‌ন আওফ শাদ্দাখ উপাধি লাভ করেন। কেননা তিনি সেদিন রক্তপণ নাকচ করে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকে 'শাদ্দাখ'-এর স্থলে 'শুদাখ' বলেছেন।

মক্কার শাসকরূপে কুসাই এবং তাঁর মুজাম্মি' নামকরণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর কুসাই বায়তুল্লাহ্ ও মক্কার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং স্ব-গোত্রের লোকদের নিজ নিজ এলাকা থেকে মক্কায় এনে আবাদ করলেন ও তাদের সম্মতিক্রমে স্ব-গোত্রের ও মক্কাবাসীদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তবে তিনি সাফওয়ান, আদওয়ান, নাসা'আ এবং মুররা ইব্‌ন আওফ-এর বংশধর তথা গোটা আরববাসীকে তাদের পূর্ব রীতিনীতিতে বহাল রাখলেন। কেননা তিনি নিজেও এগুলোকে অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় বিষয় বলে মনে করতেন। অবশেষে ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ সব কিছু নির্মূল করে দেন। কা'ব ইব্‌ন লুআই বংশে কুসাই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি শাসন ক্ষমতা এবং স্ব-গোত্রের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ করেছিলেন। তিনি কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো ও আপ্যায়ন, পরামর্শ সভা পরিচালনা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা বহন করা ইত্যাদি মক্কার যাবতীয় মর্যাদাপূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মক্কাকে তিনি স্ব-গোত্রের মাঝে চার ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। কুরায়শের প্রত্যেক শাখা গোত্রকে তিনি তাদের পূর্বমর্যাদা প্রদান করেছিলেন। লোকদের ধারণা এই যে, কুরায়শরা হারামে অবস্থিত নিজেদের বাড়ির গাছগুলো কাটতে ভয় পাচ্ছিল। তখন কুসাই নিজের সহযোগীদের নিয়ে নিজ হাতে সেগুলো কেটেছিলেন। কুসাই মক্কার যাবতীয় মর্যাদাজনক কাজ সমন্বিত করেছিলেন। তাই কুরায়শরা তাকে (مُجَمِّع) বা একত্রকারী আখ্যা দিয়েছিল। তাঁর শাসন ছিল লোকদের জন্য কল্যাণপ্রসূ। তাই তাঁর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কুরায়শদের কোন বিবাহ মজলিস অনুষ্ঠিত হত না, কোন পরামর্শ সভা হত না, শত্রু গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করা হত না। কেবলমাত্র কুসাই-এর কোন ছেলেই তা কারো হাতে তুলে দিত। কোন কুরায়শী কন্যার কাঁচুলি পরার বয়স হলে তাঁর ঘরেই সে অনুষ্ঠান হত। সেখানেই কাঁচুলি তৈরি করে তাকে পরিয়ে দেয়া হত। তারপর তিনি নিজে তার বাড়িতে চলে যেতেন। সে কন্যাকে নিয়ে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতেন। এগুলো তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর কুরায়শদের মাঝে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কাজ হিসাবে চালু ছিল। কুরায়শদের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য কা'বার মসজিদের দিকে মুখ করে তিনি একটি পরামর্শ সভা ঘর তৈরি করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবির ভাষায় :

قصى لعمرى كان يدعى مجمعا × به جمع الله قبائل من فهر

"আমার জীবনের কসম! কুসাইকে যথার্থই মুজাম্মি' ডাকা হত। কেননা তার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক ফিহ্‌র বংশের সকল গোত্রকে একত্র করেছিলেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল মালিক ইব্‌ন রাশিদ তার পিতার সূত্রে আমাকে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি সাইব ইব্‌ন খাব্বাব (রা) (صاحب المقصورة খাস কামরার অধিকারী)-কে

বলতে শুনেছি যে, জনৈক ব্যক্তি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর কাছে কুসাই ইব্ন কিলাবের প্রসংগ, তার আপন কওমকে ঐক্যবদ্ধ করা, খুযাআহ ও বাকর বংশীয়দের মক্কা থেকে বিতাড়িত করা, বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান ও মক্কার শাসন ক্ষমতা অর্জনের কথা আলোচনা করলে হযরত উমর (রা) তা নাকচ করেননি, তা অস্বীকারও করেননি।

কুসাইয়ের সাহায্যে রিযাহের কবিতা এবং কুসাইয়ের পক্ষ হতে এর জবাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে অবসর হলে তার ভাই রিযাহ ইব্ন রাবি'আ তাঁর স্ব-গোত্রীয় সাথীদের নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। রিযাহ কুসাই-এর আহ্বানে সাড়া দেয়া সম্পর্কে বলেন :

"কুসাই-এর দূত যখন এসে বলল, বন্ধুর ডাকে সাড়া দাও,

তখন আমরা নিরলসভাবে তার দিকে ঘোড়া দৌড়ালাম।

"আমরা ঘোড়ায় চড়ে সারারাত, এমনকি ভোর পর্যন্ত চলতে থাকি, আর দিনের বেলা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে থাকি।

"কুসাই প্রেরিত দূতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলো এমন দ্রুত চলছিল, যেমন পাথর ভক্ষণকারী মুরগী পানির দিকে ছুটে যায়।

"আমরা 'আশমায' গোত্রদ্বয়সহ, প্রত্যেক বড় গোত্র থেকে উত্তম ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দল গঠন করেছিলাম।

"হে ঘোড়ার দল! তোমাদের কি হল, তোমরা অন্যান্য ঘোড়ার তুলনায় দ্রুত চলেও একরাতে হাজার মাইলের বেশি অতিক্রম করতে পারলে না?

"তারপর ঘোড়াগুলো যখন আসজাদ এলাকা অতিক্রম করল, মুস্‌তানাখ এলাকা থেকে সহজ পথ ধরল এবং 'ওয়ারিকান' এলাকার এক অংশ থেকে অতিক্রম করে আরজ উপত্যকা অতিক্রম করল, যেখানে একটি গোত্র অবতরণ করেছিল—

"তখন সে ঘোড়াগুলো কাঁটাবন দিয়ে অতিক্রম করছিল, যা ইতিপূর্বে কোনদিন চোখে দেখিনি। আর এই ঘোড়াগুলো মাররুয-যাহ্‌রান থেকে মনযিল অভিমুখে রাতভর চলতে লাগল।

"আমরা প্রসূতি উটের কাছে তার বাচ্চাকে রাখছিলাম, যাতে সেগুলো ডাক শিখে নেয়।

"তারপর আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন প্রতিটি গোত্রের বীর যোদ্ধাদের শোণিতধারা বইয়ে দিলাম।

"সেখানে আমরা ধারালো তরবারির সাহায্যে প্রতি চক্করে এক-এক আঘাতে তাদের মগজ উড়িয়ে দিয়েছি।

"আমরা তাদেরকে এমন দ্রুতগামী ঘোড়ার সাহায্যে এভাবে তাড়িয়ে নিচ্ছিলাম, যেমন পরাক্রমশালী বিজেতা পরাজিতদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

"আমরা খুযা'আ গোত্রের লোকদের তাদের ঘরেই হত্যা করেছি এবং বাকর গোত্রের লোকদেরও। আর আমরা একের পর এক অন্যান্য গোত্রের লোকদেরও হত্যা করেছি।

"আমরা তাদের আল্লাহ্‌র শহর থেকে এমনভাবে নির্বাসিত করেছি, যেন তারা (এখানকার) সমতল ভূমিতে কখনো অবতরণ করেনি।

"অবশেষে তাদের বন্দীরা সব আবদ্ধ হল লোহার শিকলে। আর প্রত্যেক গোত্র থেকে আমরা আমাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করেছি।"

সা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম কুযাঈ কুসাই-এর ডাকে সাড়া দেয়া প্রসঙ্গে বলেন :

"আমরা জিনাব এলাকার উঁচু ভূমি থেকে দুর্বল পাতলা ঘোড়া নিয়ে তিহামার নিচু ভূমির দিকে রওয়ানা হয়ে উষর শুষ্ক এক মরুভূমিতে পৌঁছলাম।

"কাপুরুষ সূফা গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের ভয়ে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাল।

"আর বনূ আলীর লোকেরা যখন আমাদের দেখল, তখন তারা তরবারির দিকে এমনভাবে দৌড়ে গেল, যেমন উট তার বাথানের দিকে দ্রুত দৌড়ে যায়।"

কুসাই ইব্‌ন কিলাব বলেন : আমি মক্কার রক্ষক লুআই বংশের সন্তান, মক্কায় আমার বাড়ি। সেখানেই আমি লালিত-পালিত হয়েছি।

বাত্‌হা উপত্যকা পর্যন্ত মা'আদ বংশের লোকেরা আমাকে ভালোভাবেই জানে। আর মারওয়া পাহাড়ের প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এখানে 'কায়যার' ও নাবীত-এর সন্তানগণ একত্র না হলে আমি কখনো জয়ী হতে পারতাম না।

রিযাহ ছিল আমার সাহায্যকারী আর তার জন্য আমি গর্বিত। মৃত্যু পর্যন্ত কোন অত্যাচারের ভয় আমার নেই।

'রিযাহ' 'নাহদ' ও 'হাওতিকা'র ঘটনা এবং কুসাই-এর কবিতা

তারপর রিযাহ ইব্‌ন রাবী'আ নিজ এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এবং হুন্ন-এর সন্তান-সন্ততি বেশ ছড়িয়ে দিলেন। এদের সন্তানরাই হল বনূ উযরার দুই গোত্র। রিযাহ দেশে ফিরে আসার পর, তার সাথে কুযা'আ বংশের দুই গোত্রের—বনূ নাহদ ইব্‌ন যায়দ এবং বনূ হাওতিকা ইব্‌ন আসলুম-এর সাথে কিছুটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, রিযাহ তাদেরকে হুমকি দিলে তারা এদেশ ছেড়ে ইয়ামানে চলে যায়। আজও তারা ইয়ামানেই আছে। কুসাই ইব্‌ন কিলাবের যেহেতু বনূ কুযা'আর সাথে হৃদ্যতা ছিল, তাই তাঁর কামনা ছিল, তারা নিজ এলাকাতেই থেকে উন্নতি লাভ করুক। কিন্তু রিযাহ্‌র-এ আচরণে কুসাই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অন্যদিকে আবার রিযাহের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তিনি ছিলেন

তাঁর বিপদের বন্ধু। কারণ যখন তিনি ডেকেছিলেন, তখন রিযাহ সাড়া দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেন :

"কে আছে যে আমার এ বার্তা রিযাহ্কে পৌছে দেবে। দু'টি কারণে আমি তোমাকে তিরস্কার করছি। প্রথমত বনূ নাহদ ইব্ন যায়দের ব্যাপারে তোমাকে তিরস্কার করছি, কেননা তুমি তাদের এবং আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ। দ্বিতীয়ত আর ভর্ৎসনা করছি বনূ হাওতিকা ইব্ন আসলুমের ব্যাপারে। তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা মানে আমার সাথেই মন্দ আচরণ করা।"

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে কবিতাগুলো যুহায়র ইব্ন জানাব কালবীর।

কুসাই-এর বার্ধক্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই-এর প্রথম সন্তান ছিল আবদুদ্দার। কিন্তু 'আবদে মানাফ পিতার আমলেই মর্যাদায় ও সর্ব অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন। আবদুল 'উয্যা ও আবদ নামে তার আরও দু'ছেলে ছিল। কুসাই বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি আবদুদ্দারকে বললেন : বৎস, আল্লাহ্র শপথ, তারা তোমাদের থেকে যতই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক না কেন, আমি তোমাকে তাদের পিছনে থাকতে দেব না। তুমি দরজা খুলে না দিলে তাদের কেউ কা'বাঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরায়শের কোন যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তা নিজ হাতে কারো হাতে তুলে দাও। মক্কাতে তোমার পাত্র ছাড়া কেউ যমযমের পানি পান করবে না। হাজীদের কেউ তোমার যিয়াফত ছাড়া অন্য কারো যিয়াফত খাবে না। কুরায়শদের কোন সমস্যার মীমাংসা তোমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও হবে না।

কুসাই নিজের 'দারুন্ নাদওয়া' নামের ঘরটি তাকে প্রদান করলেন। সেখানেই কুরায়শরা তাদের নিজেরদের যাবতীয় বিয়য়ের ফয়সালা করত। কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো, মেহমানদারী, পরামর্শ সভা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদান ইত্যাদির সব কর্তৃত্ব তিনি তাঁর হাতে সঁপে দিলেন।

রিফাদা

রিফাদা হল কুরায়শদের উপর ধার্যকৃত এক প্রকার চাঁদা, যা তারা হজ্জের সময় কুসাই ইব্ন কিলাবের হাতে দিত। তা দিয়ে তিনি অসহায় ও দরিদ্র হাজীদের জন্য খানা তৈরি করতেন। কুসাই কুরায়শের উপর এ চাঁদা ধার্য করতে গিয়ে বলেছিলেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র প্রতিবেশী, আল্লাহ্র ঘর এবং তাঁর হারামের কাছে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভকারী। আর হাজীরা হল আল্লাহ্র মেহমান এবং তারা আল্লাহ্র ঘর যিয়ারতকারী শ্রেষ্ঠ মেহমান। কাজেই হজ্জের সময় তাদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত রাখবে। সুতরাং কুরায়শ তাঁর কথা অনুসারে প্রতিবছর অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে কুসাই-এর

হাতে দিত। তিনি মিনায় অবস্থানকালে হাজীদের খাবার প্রস্তুত করতেন। তাঁর এ নির্দেশ জাহিলী যুগ থেকে নিয়ে ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বযুগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইসলামের যুগেও আজ পর্যন্ত সে প্রথা জারী রয়েছে। বাদশাহ্ বর্তৃক মিনার দিন থেকে হজ্জের শেষ পর্যন্ত যে খাবার প্রস্তুত করা হয়, এটা সে খাবার।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই ইব্ন কিলাব প্রসঙ্গে এবং যাবতীয় কর্তৃত্ব আবদুদ্দারকে প্রদানকালে তার বক্তব্য, আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি শুনেছেন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের কাছে।

ইসহাক বলেন : আমি হাসান ইব্ন মুহাম্মদকে বনূ আবদুদ্দারের জনৈক ব্যক্তি নুবায়হ্ ইব্ন ওয়াহব ইব্ন 'আমির ইব্ন ইকরামা ইব্ন আমির ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার ইব্ন কুসাইকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি। হাসান (রা) বলেন : কুসাই তার যাবতীয় কর্তৃত্ব আবদুদ্দারকে প্রদান করেন। আর কুসাই-এর কোন ব্যাপারে কেউ মতবিরোধ করত না।

কুসাই-এর পরে কুরায়শদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আতর ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের হলফ (বনূ আবদুদ্দার ও তাঁর চাচাত ভাইদের মাধে আত্মকলহ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুসাই-এর মৃত্যুর পর স্বগোত্রের ও অন্যান্যদের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ছেলেরা সামাল দিলেন। তারা কুসাই-এর অনুসরণে মক্কাকে চার ভাগে বিভক্ত করে নিলেন। তারা নিজ নিজ অংশ স্ব-গোত্রের মাঝে এবং মিত্রদের মাঝে দান করতেন এবং বিক্রয়ও করতেন। কুরায়শরা পরস্পর এভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। তারপর আবদে মানাফ ইব্ন কুসাই-এর ছেলেরা অর্থাৎ আবদে শামস, হাশিম, মুত্তালিব ও নাওফাল এ ব্যাপারে একজোট হয় যে, তারা কুসাই-এর পুত্র আবদুদ্দারকে কা'বাঘরের চাবি সংরক্ষণ, হাজীদের যমযমের পানি পান করানো, হাজীদের মেহমানদারী করা, যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদানের যে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, তা তাঁর ছেলেদের থেকে ছিনিয়ে নেবে। কেননা তাদের ধারণা তারাই তাদের চাইতে এর অধিক যোগ্য। কাওমের মাঝে বনূ আবদুদ্দারের তুলনায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি। তখন কুরায়শরা দু'দলে বিভক্ত হল ; একদল বনূ আবদে মানাফের পক্ষে, আরেক দল বনূ আবদুদ্দারের পক্ষে।

উভয় দলের সহযোগিগণ

বনূ আবদে মানাফের নেতা ছিলেন আবদে শামস ইব্ন আবদে মানাফ। কেননা তিনি তাদের মাঝে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন। আর বনূ আবদুদ্দারের নেতা ছিলেন আমির ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার। বনূ আবদে মানাফের সহযোগী ছিলেন বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই, বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব, বনূ তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন

কা'ব ও বনূ হারিস ইব্ন ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ন নাযার। অন্যদিকে বনূ আবদুদ্দারের সঙ্গে ছিলেন বনূ মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা, বনূ সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব, বনূ জুমাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ও বনূ 'আদী ইব্ন কা'ব। আর আমির ইব্ন লুআই ও মুহারিব ছিলেন নিরপেক্ষ।

প্রত্যেক দলের লোকেরা এ মর্মে দৃঢ় শপথ করল যে, যতদিন সাগর পানিশূন্য না হবে, ততদিন আমরা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকব—কেউ কাউকে ত্যাগ করব না।

যারা আতর ব্যবহারকারীদের হলফে শামিল ছিলেন

বনূ আবদে মানাফ আতরের কৌটা বের করলেন। অনেকের মতে বনূ আবদে মানাফের জনৈক মহিলা তাদের জন্য এ কৌটা এনেছিল। যাই হোক, তারা কা'বাঘরের পাশে শপথ করার জন্য কৌটা রেখেছিলেন। তারপর বনূ আবদে মানাফ এবং তাদের মিত্ররা তাতে হাত ভরিয়ে শপথ করলেন, তারপর আতরমাখা হাতে কা'বাঘর স্পর্শ করে এ শপথ আরও দৃঢ় করলেন। এ অঙ্গীকারকারীরা مطيبين (আতরমাখা) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অন্যদিকে বনূ আবদুদ্দার এবং তাদের মিত্ররাও কা'বাঘরের পাশে এসে পরস্পরের সঙ্গ না ছাড়ার দৃঢ় শপথ করলেন। এ অঙ্গীকারকারীদের নাম হল আহলাফ (احلاف) বা মৈত্রী সংঘ। তারপর প্রত্যেক গোত্র মুকাবিলার জন্য বিপক্ষ গোত্রকে নির্ধারিত করে নিল। বনূ আবদে মানাফ মুকাবিলা করবে বনূ সাহমের, বনূ আসাদ মুকাবিলা করবে বনূ আবদুদ্দারের, বনূ যুহরা মুকাবিলা করবে বনূ জুমাহের, বনূ তায়ম মুকাবিলা করবে বনূ মাখযূমের এবং বনূ হারিস ইব্ন ফিহ্র মুকাবিলা করবে বনূ আদী ইব্ন কা'ব-এর। এরপর তারা বলল, প্রত্যেক গোত্রকে তার বিপক্ষ গোত্র নির্মূল করতে হবে।

সন্ধি এবং এর বিষয়বস্তু

যুদ্ধের প্রস্তুতি সমাপ্ত হওয়ার পর লোকদের পক্ষ থেকে সন্ধির ডাক উঠল এবং এই শর্তে সন্ধি হল যে, বনূ আবদে মানাফের দায়িত্বে দেয়া হবে—সিকায়া (যমযমের পানি পান করানো) ও রিফাদা (হাজীদের মেহমানদারী করা)। পক্ষান্তরে চাবি সংরক্ষণ, ঝাণ্ডা উত্তোলন ও পরামর্শ সভা পরিচালনার দায়িত্ব যথারীতি বনূ আবদুদ্দারের কাছেই থাকবে। উভয় পক্ষ সন্ধি করল এবং বর্ণিত চুক্তি মেনে নিল, যুদ্ধ বিরতি হল। আর উভয় পক্ষের মৈত্রী বন্ধন অটুট রইল। অবশেষে ইসলামের আবির্ভাব হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "জাহিলী যুগের যাবতীয় মৈত্রী চুক্তিকে ইসলাম সুদৃঢ়ই করেছে।"

হিলফুল ফুযুল (এরূপ নামকরণের কারণ)

ইব্ন হিশাম বলেন : হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শদের কতক গোত্র একে অপরকে একটি

'হিলফ' তথা সহযোগিতা সংগঠন গঠনের জন্য আহবান করলেন এবং তাঁরা সকলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর ঘরে একত্রিত হলেন। কেননা তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সামনে বনূ হাশিম, বনূ মুত্তালিব, আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা, যুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব ও তায়ম ইব্‌ন মুররাহ্ এ মর্মে হলফ ও অঙ্গীকার করলেন যে, মক্কায় স্থানীয় ও বহিরাগত যে কোন মযলূমকে তাঁরা সাহায্য করবেন। তারা যে-ই যুলুম করবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এবং মযলূমের হক ফিরিয়ে দেবেন। কুরায়শরা এ অঙ্গীকারের নাম রাখলেন 'হিলফুল ফুযুল'।[১]

হিলফুল ফুযুল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয তায়মী বর্ণনা করেন যে, তিনি তালহা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফ যুহ্‌রীকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلنا ما آحب ان لى به حمر النعم ولوأدعى به فى الاسلام لاجبت -

"আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদ'আন-এর ঘরে সম্পাদিত অঙ্গীকারের সময় উপস্থিত ছিলাম। এর বদলে অনেকগুলো লাল উট অর্জন করাও আমি পসন্দ করব না। ইসলামেও যদি এ জাতীয় কোন অঙ্গীকারে আমাকে ডাকা হয় তবে অবশ্যই তাতে আমি সাড়া দেব।"

হুসায়ন ও ওয়ালীদের মাঝে বিরোধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদী লায়সী বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান কর্তৃক নিয়োজিত মদীনার তৎকালীন প্রশাসক ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান-এর মাঝে যুল-মারওয়াহ[২] নামক স্থানে অবস্থিত একটি সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ছিল। ক্ষমতার কারণে ওয়ালীদ হুসায়নের সাথে বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন : 'আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাকে অবশ্যই আমার হকের ব্যাপারে ইনসাফ করতে হবে, অন্যথায় আমি তরবারি হাতে মসজিদে নববীতে দাঁড়াব এবং হিলফুল ফুযুলের দোহাই দিয়ে সাহায্যের জন্য ডাক দিব।"

তখন উপস্থিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম, আমিও তরবারি নিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দেব এবং আমাদের একজনও বেঁচে থাকতে তার উপর অবিচার হতে

১. ইবন কুতায়বা বলেন, কুরায়শের পূর্বে জুরহুম গোত্র অনুরূপ শপথ করেছিল, তাদের নাম ছিল ফযল ইবন ফাযালা, ফযল ইবন ওয়াদা ও ফযল ইবন কুযা'আ। ফুযুল হল ফযলের বহুবচন।

২. যুল-মারওয়াহ-ওয়াদিল কুরার একটি গ্রামের নাম।

দেব না। বর্ণনাকারী বলেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন নাওফল যুহরী এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ তায়মী এ সংবাদ পেয়ে একই উক্তি করলেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা অবস্থা আঁচ করতে পেরে হুসায়ন (রা)-এর হকের ব্যাপারে ইনসাফ করলেন। ফলে তিনি রাযী হয়ে গেলেন।

বনূ আবদে শামস্ ও বনূ নাওফলের হিলফুল ফুযুল ত্যাগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদী লায়সী-মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করার পর লোকেরা যখন তার কাছে সমবেত হল, তখন কুরায়শের শ্রেষ্ঠতম আলিম মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফ আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন আবদুল মালিক তাকে বললেন : হে আবূ সাঈদ ! আমরা ও আপনারা অর্থাৎ বনূ আব্‌দে শামস্ ইব্‌ন আবদে মানাফ আর বনূ নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফ কি হিলফুল ফুযুলে শামিল নই ? তিনি বললেন, আপনিই ভাল জানেন। তখন আবদুল মালিক বললেন : হে আবূ সাঈদ ! এ ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই আমাকে সঠিক তথ্য দিতে হবে। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা ও আপনারা উভয়ই নিজেদের চুক্তি ভংগ করেছি। তখন আবদুল মালিক বললেন : "আপনার কথাই সত্য।"

হজ্জের মওসুমে হাশিমের হাজীদের আপ্যায়ন ও পানি পান করানোর দায়িত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফাদা ও সিকায়া-এর দায়িত্ব হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফ-এর উপর ন্যস্ত ছিল। কেননা আব্‌দে শামস সাধারণত সফরেই থাকতেন এবং খুব কম সময়ই মক্কাতে থাকতেন। তাঁর আয় ছিল সীমিত, অথচ পোষ্যসংখ্যা ছিল অধিক। পক্ষান্তরে হাশিম ছিলেন বিত্তবান। কথিত আছে যে, হজ্জ মওসুমে হাশিম কুরায়শদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে কুরায়শরা ! তোমরা আল্লাহ্‌র পড়শী, তাঁর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। হজ্জের মওসুমে তোমাদের কাছে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে হাজীগণ এসে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র মেহমান, সুতরাং সকল মেহমানের মাঝে তাঁরাই অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কাজেই এখানে অবস্থানকালে তাদের আপ্যায়নের জন্য চাঁদা জমা কর। আল্লাহ্‌র কসম ! সামর্থ্য থাকলে আমি একাই সব ইন্তেজাম করে নিতাম। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট দিতাম না। তাঁর কথায় কুরায়শরা সাধ্যনুযায়ী নিজ নিজ আয়ের একটি অংশ পেশ করতেন। আর তা থেকেই দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত হাজীদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতেন। কথিত আছে যে, হাশিমই সর্ব প্রথম কুরায়শদের জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালীন দু'টি বাণিজ্য সফরের প্রচলন করেন এবং তিনিই প্রথম মক্কায় হাজীদেরকে সারীদ দ্বারা আপ্যায়ন করেন। তাঁর নাম ছিল আমর (উমর)। রুটি

গুঁড়ো করে মক্কাতে তাঁর কাওমের আপ্যায়ন করার কারণেই তিনি হাশিম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জনৈক কুরায়শী বা আরব কবি বলেন :

"আমর (হাশিম)-ই মক্কার দুর্ভিক্ষে তার জীর্ণশীর্ণ জাতিকে রুটি গুড়ো করে সারীদ তৈরি করে আপ্যায়ন করেছিলেন এবং শীত ও গ্রীষ্মের দুই বাণিজ্যিক সফরও তিনিই চালু করেছিলেন।"

রিফাদা ও সিকায়া-এর দায়িত্বে মুত্তালিব

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাশিম এক বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ার গায্যা অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সিকায়া ও রিফাদা আবদে শামস ও হাশিমের ছোট ভাই মুত্তালিব ইব্ন আবদে মানাফের উপর অর্পিত হয়। তিনি সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। তাঁর বদান্যতাও ছিল সুপ্রসিদ্ধ, যার কারণে কুরায়শরা তাঁকে ফায়য নামে ডাকতেন।

হাশিমের বিয়ে

হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ মদীনায় এসে আদী ইব্ন নাজ্জার বংশীয় আমরের কন্যা সালমাকে বিয়ে করেন। তিনি এর আগে উহায়হা ইব্ন জুল্লাহ্ ইব্ন হারীশ-এর স্ত্রী ছিলেন। ইব্ন হিশাম বলেন : হারীশকে কেউ কেউ হারীসও বলেছেন। তিনি হল, জাহজাবী ইব্ন কুলফা ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। এ স্ত্রীর গর্ভে আমর ইবন উহায়হা নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছিল। স্বগোত্রে এই নারীর এতটা মর্যাদা ছিল যে, তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার লাভের শর্তেই শুধু কোন পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতেন, যাতে অপসন্দ হলে সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করতে পারতেন।

আবদুল মুত্তালিবের জন্ম এবং তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ

এ মহিলার গর্ভে হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের জন্ম হয়। সালমা তার নাম রাখেন শায়বা। হাশিম ছেলেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার মার কাছেই রাখেন। হাশিমের তিরোধানের পর ছেলের চাচা মুত্তালিব ছেলেকে নেয়ার জন্য মদীনায় আগমন করেন। তখন সালমা বলেন, আমি কখনই একে আপনার সঙ্গে পাঠাব না। এতে মুত্তালিব বলেন, এ আমার সাবালক ভাতিজা। সমাজে সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পরিবারের ছেলে। এখন নিজ গোত্র ছেড়ে প্রবাসে ভিন্ন গোত্রে পড়ে থাকা তার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। কাজেই তাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।

লোকে বলে, শায়বা চাচা মুত্তালিবকে বলেছিলেন, মায়ের অনুমতি ছাড়া আমি যাব না। এরপর মায়ের অনুমতিক্রমে ছেলেকে নিয়ে মুত্তালিব মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন এবং তাকে উটের উপর নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবেই তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কুরায়শরা বললেন, একে মুত্তালিব দাস হিসাবে কিনে এনেছেন। সেখান থেকেই তার

নাম আবদুল মুত্তালিব হয়। মুত্তালিব বললেন, হে অপদার্থের দল ! এতো আমার ভাই হাশিমের ছেলে। আমি তো একে মদীনা থেকে নিয়ে এসেছি।

মুত্তালিবের মৃত্যু এবং তার মৃত্যুতে শোকগাথা

ইয়ামানের রাদমান এলাকায় মুত্তালিব মারা যান। জনৈক আরব কবি তাঁর উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করে বলেন :

"হাজীগণ কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালায় যমযমের পানি পান করেও মুত্তালিবের মৃত্যুর কারণে তৃষ্ণার্ত রয়ে গেল।

"হায় ! যদি কুরায়শ তার মৃত্যুর পর এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতো।"

মাতরূদ ইব্ন কা'ব খুযাঈর কাছ যখন বনূ আবদে মান্নাফের সর্বশেষ ব্যক্তি নাওফল ইব্ন আবদে মানাফের মৃত্যু সংবাদ এলো, তখন তিনি মুত্তালিব ও বনূ আবদে মানাফের শোকে এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে নিঠুর রাত ! তুমি আমাকে অনেক অস্থিরতা ও পেরেশানীতে কাটাতে বাধ্য করেছ।

"হায় ! কি দুঃখ জ্বালা আমাকে সইতে হচ্ছে। হায় ! কি মরণ-যন্ত্রণা আমাকে বরদাশত করতে হচ্ছে !

"আমার ভাই নাওফলের স্মরণে আমার হৃদয়ে অনেক বেদনাময় অতীত স্মৃতি ভেসে উঠে। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় লাল লুঙ্গি এবং পরিচ্ছন্ন হলুদ চাদরের কথা।

"চারজন ছিলেন নেতার পুত্র নেতা, তাদের নেতৃত্বের গুণ ছিল মজ্জাগত।

"রাদমান, সালমান ও গাযযা এলাকায় তারা সমাহিত। আর একজন লুকিয়ে আছেন বায়তুল্লাহ্‌র পূর্বদিকে এক না জানা কবরে।

"এঁদের মধ্যে আবদে মানাফ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তাঁরা সকলেই ছিলেন সমালোচনার উর্ধ্বে। বনূ মুগীরা (তথা আবদে মানাফ) এবং তাদের সন্তানেরা জীবিত-মৃতদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

আবদে মানাফের নাম ছিল মুগীরা। তাঁর পুত্রদের মধ্যে সর্ব প্রথম হাশিমের মৃত্যু হয় সিরিয়ার 'গায্যা' এলাকায়। এরপর মক্কায় আবদে শামসের, তারপর ইয়ামানের রাদমান নামক স্থানে মুত্তালিবের এবং ইরাকের উপকণ্ঠে সালমান নামক এলাকায় নাওফলের মৃত্যু হয়।

কথিত আছে যে, লোকের মাতরূদের শোকগাথার প্রশংসা করে বলেছিল, আপনি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আপনি যদি আরো বেশি কবিতা আবৃত্তি করতেন, তবে খুবই ভাল হতো। তখন তিনি বলেছিলেন : আমাকে কয়েক দিন সময় দাও। কিছুদিন বিরতির পর তিনি নিম্নের কবিতা রচনা করলেন :

"হে নয়ন ! অকৃপণভাবে অশ্রু ঝরাও। বনূ মুগীরার শোকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদো।

"হে চোখ ! অবিরাম অশ্রু বর্ষণ কর। আমার বিপদের জন্য কাঁদো। সেই দানবীর, মহানুভব ও ভরসার পাত্র মানুষটির জন্য মনভরে কাঁদো।

"পূত-পবিত্র যার চরিত্র, সুদৃঢ় যার সংকল্প, কঠোর যার মেযাজ, ভয়ংকর দুর্যোগেও যিনি অবিচল।

"প্রথম দর্শনেই যাকে মনে হতো দৃঢ়চেতা, কোন দুর্বলতা ছিল না যার। কারো উপর নির্ভর করা ছিল যার স্বভাব বিরুদ্ধ, দৃঢ় সংকল্পের অনমনীয় অধিকারী দু'হাতে বিলাতেন উৎকৃষ্ট বস্তু।

"বংশ গরিমায় বনূ কা'বের মধ্যমণি যেন বাজপাখি, আভিজাত্যে সকলের মাঝে শীর্ষস্থানীয়।

"হে চোখ ! আরো বেশি করে অশ্রু ঝরাও দানবীর মুত্তালিবের স্মরণে। কেননা দানের ঢল থেমে গেছে।

"আজ সে আমাদের থেকে দূরে রাদমান এলাকায় পড়ে আছে। হায়রে মর্ম ব্যথা ! সে পড়ে আছে মৃতদের মাঝে।

"হে দুর্ভাগা ! কাঁদতেই যদি হয়, তবে বায়তুল্লাহ্‌র পূর্বদিকে পড়ে থাকা আবদে শামস-এর জন্য কাঁদো আর কাঁদো হাশিমের জন্য, যে শুয়ে আছে মরুভূমির এক নির্জন কবরে। গায্‌যার প্রবল বায়ু তার উপর বালুর স্তূপ সৃষ্টি করে।

"আর কাঁদো আমার অকৃত্রিম বন্ধু নাওফলের শোকে, সালমান এলাকার মরুভূমির একটি কবরে যে শুয়ে আছে।

"বাদামী বর্ণের উটনীতে, তাঁদের সওয়ার হওয়ার অপূর্ব দৃশ্য, আরব-আজমের কোথাও দেখিনি আমি।

"সে জনপদ আছ তাঁরা নেই, কিন্তু একদিন তাঁরাই ছিলেন নির্বাচিত সৈন্যদলের শোভা স্বরূপ। কালের থাবায় তাঁরা হারিয়ে গেছেন। আর তাঁদের তরবারি ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রাণীমাত্রকেই মৃত্যুপথের যাত্রী হতে হবে।

"তাঁদের পরে সহাস্য বদন ও সালাম-কালাম ছাড়া মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক নেই আমার।

"হে চোখ ! আবুশ শু'স-এর শোকে কাঁদো। যার শোকে খোলা মাথায় শোক বিহ্বলা নারীর দল কবরের পাশে বাঁধা উটনীর মত ক্রন্দন করছে।

"তারা কাঁদছে এমন উত্তম ব্যক্তির জন্য, যিনি পদব্রজে চলতেন, তারা শোক প্রকাশ করছে অশ্রু ঝরানোর মাধ্যমে।

"তারা কাঁদছে সেই মহানুভব ব্যক্তির শোকে, যিনি ছিলেন মুক্তহস্ত ও অন্যায় আঘাতের প্রতিহতকারী এবং বহু যুদ্ধে বিজয়ী।

"তাদের এ কান্না উচ্চ মর্যাদায় আসীন আমরের শোকে। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো তখনও তিনি ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও অতিথিপরায়ণ।

"তাঁর শোকে জেগে উঠা তাদের এ বুকফাটা কান্না, জানি না কতকাল দীর্ঘ হবে।

"কালের থাবা এ বিলাপিনীদের যখন তাঁর শোকে ঘর থেকে বের করে এনেছে, তখন তাদের দু'চোখ থেকে এমন অশ্রু ঝরছে, যেন মশকের দু'টি মুখ খুলে গেছে।

"সময় যখন নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনলো, তখন তারাও কোমরে ওড়না পেঁচিয়ে তৈরি হলো।

"আমি বিনিদ্র রজনী কাটাই, বেদনাবিধুর হৃদয়ে আকাশের তারা গুণতে থাকি। আমি কাঁদি আর সেই সাথে কাঁদে আমার অবুঝ মেয়েরাও।

"সমসাময়িকদের মাঝে যেমন তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই, তেমনি তাঁদের উত্তরসূরীদের মাঝেও তাঁদের মত কেউ নেই।

"সাধনার দৈন্যের সময় তাঁর পুত্ররাই সর্বোত্তম। তাঁরা নিজেরাও ছিলেন সর্বোত্তম (অর্থাৎ চেষ্টা-সাধনা করে অন্যরা ক্লান্ত হয়ে গেলেও এরা ক্লান্ত হন না)।

"তারা অনেক তেজী দ্রুতগামী ঘোড়া, লুণ্ঠন অভিযানে পারদর্শিনী ঘোটকী দান করেছেন।

"আরো দান করেছেন অনেক মযবুত হিন্দী তলোয়ার এবং কুয়োর রশির ন্যায় দীর্ঘ বর্শা।

"আর প্রার্থীদেরকে তারা দান করেছেন গর্বের ধন দাস-দাসী।

"আমি এবং অন্য গণনাকারীরা সবে মিলেও তাদের কীর্তিমালা গুণে শেষ করতে পারব না।

"আত্মগর্ব প্রচারের মজলিসে গর্ব করার মত পূত-পবিত্র বংশধারার এঁরাই অধিকারী।

"এ বাসগৃহের তাঁরা ছিলেন ভূষণ, কিন্তু তাঁরা না থাকায় এগুলো এখন বিরান নিঝুম এলাকায় পরিণত হয়েছে।

"আমি কথা বলছি, অথচ আমার চোখ থেকে ঝরছে অশ্রুর অবিরাম ধারা। আল্লাহ্ এ বিপদগ্রস্তদের নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত না করুন।"

ইব্ন হিশাম বলেন : الفجر অর্থ হল দান। আবূ খিরাশ হুযালী বলেন :

عجف أضيافى جميل بن معمر بذى فجر تأوى اليه الآراسل

"দানশীল ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল জামীল ইব্ন মা'মার আমার মেহমানদের অভুক্ত রেখেছে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবুশ শু'স শাজিয়্যাত হলেন হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ।

'সিকায়া' 'রিফাদার' তত্ত্বাবধানে আবদুল মুত্তালিব

চাচা মুত্তালিবের পর আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম সিকায়া ও রিফাদার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ দায়িত্ব ছাড়া তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ন্যায় কাওমের যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যান।

যমযম পুনঃখনন এবং এ ব্যাপারে পূর্বে সংঘটিত বিষয়

(আবদুল মুত্তালিব যমযম খননের ব্যাপারে যে স্বপ্ন দেখেন)

এরপর আবদুল মুত্তালিব তার ঘরে স্বপ্নযোগে যমযম কূপ পুনঃখননের নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব মিসরী মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুরায়র গাফিকী থেকে, তিনি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে যমযম খনন সম্পর্কে যে তথ্য শুনিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ হলো :

আবদুল মুত্তালিব বলেন, একবার আমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলেন, 'তায়্যিবা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তায়্যিবা' কি ? তিনি বলেন, এরপর তিনি আমার নিকট থেকে চলে যান। পরের দিন আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম, আর তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'বাররা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাররা' কি ? তিনি কিছু না বলে আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম, তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'মায্‌নূনা' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মায্‌নূনা' কি ? তিনি কিছু না বলেই আমার কাছ থেকে চলে গেল। চতুর্থ দিনেও আমি একই স্থানে শুয়ে থাকলাম। পুনরায় তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'যমযম' খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যমযম' কি ? তিনি বললেন, যা কোন দিন শুকাবে না, যার পানি কমবে না, বিপুল সংখ্যক হাজীকে তৃপ্ত করবে। কূপটি এখন গোবর ও রক্তে ভরা রয়েছে, যেখানে উঁইপোকা এবং পিঁপড়ার বাসা আছে।

আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পুত্র হারিস এবং কুরায়শদের মাঝে যমযম কূপ খননের সময় কলহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন তাঁকে কূপের বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হল, তার জায়গাও চিনিয়ে দেয়া হল এবং তিনি বুঝলেন যে, কথা মিথ্যা নয়, তখন তিনি তার সে সময়ের একমাত্র ছেলে হারিসসহ কোদাল নিয়ে বের হলেন এবং খননকাজ শুরু করলেন। যখন তার ভেতরের জিনিসগুলো বের হল, তখন আবদুল মুত্তালিব তাকবীর ধ্বনি দিলেন। কুরায়শরা বুঝতে পারল যে, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা তাঁর পাশে এসে জমায়েত হল এবং বলল : "হে আবদুল মুত্তালিব ! এ তো আমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ)-এর কূপ। কাজেই এতে আমাদেরও হক আছে। অতএব এ খননকাজে আমাদেরও আপনার সঙ্গে শরীক রাখুন। তিনি বললেন, আমি এরূপ করব না। বস্তুত এ কাজের জন্য একমাত্র আমাকেই মনোনীত করা হয়েছে, তোমাদের নয়।

কুরায়শরা বলল, আমাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করুন, অন্যথায় আমরা এ ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া না করে ছাড়ব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, তবে তোমরা আমাদের ও তোমাদের মাঝে মধ্যস্থতার জন্য তোমাদের পসন্দমত কাউকে মনোনীত কর। তারা বনূ সা'দ গোত্রের হুযায়মা জ্যোতিষীকে সালিস মনোনীত করল। আবদুল মুত্তালিব তা মেনে নিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ জ্যোতিষী সিরিয়ার উঁচু এলাকায় বসবাস করত। আবদুল মুত্তালিব বনূ আবদে মানাফের কয়েকজন ও কুরায়শের প্রত্যেক গোত্রের একজনসহ একটি কাফেলা নিয়ে উষর শুষ্ক মরুময় পথে সেই জ্যোতিষীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হিজায ও সিরিয়ার মাঝপথে কোন এক মরুময় ময়দানে পৌঁছার পর তাদের সকলের পানি শেষ হয়ে গেল। ফলে তারা তৃষ্ণার্ত হলেন এবং মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোন বিকল্প রইল না। কুরায়শের দু'একটি গোত্রের কাছে পানি চাইলেও তারা এ বলে পানি দিতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো একই বিপদের সম্মুখীন। আবদুল মুত্তালিব এ পরিস্থিতি দেখে তার সাথীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তারা বলল, আপনার সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নিব। কাজেই আপনার ইচ্ছামত আমাদের নির্দেশ দিন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার মতে তোমাদের এখনও যে শক্তি আছে, তা শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি কবর খনন কর। কেউ মরে গেলে সাথীরা তাকে তার কবরে দাফন করে দেবে। অবশেষে তোমাদের একজন মৃতব্যক্তি দাফনহীন অবস্থায় থেকে যাবে। আর গোটা কাফেলার দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকার চাইতে একজনের দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকা অনেক ভাল। তারা বলল, আপনি যা করতে বললেন, তা খুবই ভাল। এরপর তারা তাদের স্ব-স্ব কবর খনন করল। আর সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইল। আবদুল মুত্তালিব তার সাথীদের বললেন, এভাবে নিশ্চেষ্ট বসে থেকে নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে সঁপে দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। চল, আমরা একদিকে রওয়ানা হয়ে যাই। হয়ত আল্লাহ কোথাও আমাদের পানির ব্যবস্থা করে দিবেন। তখন তারা চলা শুরু করল। কুরায়শের অন্য সাথীরা তাদের অবস্থা দেখছিল। এ সময় আবদুল মুত্তালিব তাঁর বাহনে এসে বসার পর সেটি তাঁকে নিয়ে উঠতেই তার পায়ের তলদেশ থেকে মিঠা পানির ঝর্ণা বেরিয়ে এলো। তখন আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর সঙ্গীরা তাক্‌বীর ধ্বনি দিয়ে নেমে পড়লেন এবং সকলে পানি পান করে পথের জন্য সাথেও নিয়ে নিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরায়শের অন্যান্য সাথীদের ডেকে পানির ভাগ দিলেন। তারপর কুরায়শরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। যমযম নিয়ে তোমার সাথে আমাদের আর কোনদিন কোন দ্বন্দ্ব হবে না। যে মহান সত্তা তোমাকে এ ধূসর শুষ্ক মরুময় এলাকায় পানি দিয়ে তৃপ্ত করলেন, নিঃসন্দেহে তিনিই তোমাকে যমযম দান করেছেন। তুমি সোজা তোমার কূপের কাছে ফিরে যাও। তখন আবদুল মুত্তালিব ফিরলেন, আর সাথে ফিরে এলো তাঁর সাথীরাও। তারা জ্যোতিষীর কাছে গেলেন না। এরপর কুরায়শরা যমযমের ব্যাপারে আবদুল মুত্তালিবকে আর কোনরূপ বাধা দেয়নি।

দ্বিতীয় বর্ণনা : ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যমযম সম্পর্কিত এ বর্ণনাটি আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সূত্রে শুনেছি। আমি অনেক লোককে আবদুল মুত্তালিব থেকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যমযম খননের নির্দেশ দেওয়ার সময় তাঁকে বলা হয় :

ثم ادع بالماء الروى غير الكدر × يسقى حجيج الله فى كل مبر

ليس يخاف منه شيئ ما عمر

"তারপর নির্মল ও প্রচুর পানির জন্য দু'আ কর। যাতে সে পানি হাজীদের হজ্জের সময় তৃপ্ত করতে থাকে। এ পানি যতদিন থাকবে, ততদিন এ পানি থেকে কোন ভয় ও ক্ষতির আশংকা থাকবে না।"

এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের সংবাদ দিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য যমযম খননের নির্দেশ পেয়েছি। তারা জিজ্ঞেস করল : সেটি কোথায়, তা কি আপনি জেনেছেন ? তিনি বললেন, না। তারা বলল, তবে আপনি সেখানে পুনরায় ফিরে যান, এ নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হলে তা আরও স্পষ্ট করে দেয়া হবে। আর শয়তানের পক্ষ থেকে হলে সে নির্দেশ আর ফিরে আসবে না। সুতরাং তিনি পুনরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, তখন স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তি এসে নির্দেশ দিলেন, তুমি যমযম খনন কর। যদি তুমি এটি খনন কর, তবে তুমি লজ্জিত হবে না। এটা তোমার পূর্বসূরীদের পরিত্যক্ত সম্পদ, এ কখনো শুকাবে না এবং এর পানি কখনো কমবে না। মানব সমাজ থেকে আলাদা বাসকারী উটপাখির ন্যায় বিপুল সংখ্যক হাজীকে তৃপ্ত করবে, যা বন্টন করা হয় না। লোকেরা এর কাছে এসে গরীব-দুঃখীদের জন্য মানত আদায় করবে। আর এ যমযম হবে তোমার বংশধরদের জন্য মীরাস। এটা কোন সাধারণ জিনিস নয়। কূপটি এখন গোবর ও রক্তে ভরা আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রচলিত ধারণা এই যে, আবদুল মুত্তালিবকে যখন যমযম খননের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি এর সঠিক স্থান জানতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল, সেটি পিঁপড়ার বাসার সন্নিকটে, যেখানে আগামীকাল কাক ঠোকর মারবে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কোন বর্ণনাটি সঠিক। আবদুল মুত্তালিব সকালে উঠে তাঁর সে সময়ের একমাত্র পুত্র হারিসকে নিয়ে পিঁপড়ার বাসা খুঁজে পেলেন এবং কাককেও ঠোকর মারতে দেখলেন। স্থানটি ছিল ইসাফ ও নায়েলা দেবীদ্বয়ের মাঝখানে, যেখানে কুরায়শরা তাদের পশু বলি দিত। তিনি নিশ্চিত হয়ে কোদাল নিয়ে খনন করতে উদ্যত হলেন। কুরায়শরা তাঁর দৃঢ় সংকল্প দেখে তাঁর কাছে এসে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা যে মূর্তি দু'টির কাছে পশু বলি দিয়ে থাকি, সেখানে তোমাকে খুঁড়তে দেব না। তখন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র হারিসকে বললেন, এদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দাও। এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করব। কুরায়শরা তাঁর অবিচল প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁকে কূপ খনন করতে বাধা দিল না। তারপর সামান্য খনন করতেই ভেতরের জিনিস প্রকাশ পেতে লাগল। আবদুল মুত্তালিব তাক্‌বীর ধ্বনি দিলেন। সবাই জানল যে, তিনি সত্য বলেছিলেন। আরও খনন করার পর তিনি তাতে স্বর্ণের দুটি হরিণ পেলেন। এ হরিণ দুটো জুরহুম মক্কা থেকে বিদায়কালে দাফন করে গিয়েছিলেন। তিনি তাতে ঝক্‌ঝকে সাদা অনেকগুলি তরবারি ও লৌহবর্ম পেলেন। তখন কুরায়শরা তাকে বলল :

হে আবদুল মুত্তালিব, এতে তোমার সাথে আমাদেরও অংশ রয়েছে। তিনি বললেন : মোটেও নয়; বরং তোমরা আমার সাথে একটি ইনসাফভিত্তিক মীমাংসার জন্য তৈরি হও। আমরা এ বিষয়ে তীর দ্বারা লটারী করব। কুরায়শরা জিজ্ঞেস করল, তুমি তা কিভাবে করবে ? আবদুল মুত্তালিব বললেন : দুটি তীর কা'বাঘরের জন্য, দুটি আমার জন্য, আর দু'টি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করব। যার তীর যে জিনিসের উপর পড়বে, সে জিনিস তার হবে আর যার তীর কিছুতেই পড়বে না, সে কিছুই পাবে না। কুরায়শরা বলল, এটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত মীমাংসা। এরপর তিনি দু'টি পীতবর্ণের তীর বায়তুল্লাহ্র জন্য, দুটি কৃষ্ণবর্ণের তীর আবদুল মুত্তালিবের জন্য, আর দুটি শুভ্র তীর কুরায়শদের জন্য নির্ধারিত করলেন। এ তীরগুলো বায়তুল্লাহ্র মাঝে রক্ষিত সবচাইতে বড় মূর্তি হোবল-এর কাছ থেকে তীর নিক্ষেপকারী লোকটির হাতে দিল। আবূ সুফইয়ান ইব্ন হার্ব উহুদের যুদ্ধের সময় এ মূর্তিটিকেই ডেকে বলেছিলেন (أعل هبل) হোবলের জয় হোক। এ সময় আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তীর নিক্ষেপ করার পর পীতবর্ণের তীর দুটো স্বর্ণ হরিণের উপর পড়ল। ফলে তা কা'বাঘরের অংশ হয়ে গেল। আর আবদুল মুত্তালিব-এর কালো তীর দুটো তরবারি-বর্মের উপর পড়ল। আর কুরায়শদের দু'টি তীর কিছুর উপর পড়ল না। আবদুল মুত্তালিব তরবারিগুলো বায়তুল্লাহ্র দরজাস্বরূপ লাগিয়ে দিলেন। আর স্বর্ণের হরিণ দুটো দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, এই প্রথম কা'বাঘরকে স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করা হয়। তারপর আবদুল মুত্তালিব হাজীদের যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।

মক্কাতে কুরায়শদের অন্যান্য কূপ : তুওয়া কূপ এবং এর খননকারী

ইব্ন হিশাম বলেন : যমযম খননের পূর্বে কুরায়শরা মক্কায় অনেকগুলো কূপ খনন করেছিল। যেমন, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদে শাম্স ইব্ন আবদে মানাফ মক্কার উঁচু এলাকায় মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ সাকাফীর বায়যা নামক ঘরের কাছে তুওয়া নামক একটি কূপ খনন করেছিলেন।

বায্যার কূপ এবং এর খননকারী

হাশিম ইব্ন আবদে মানাফ মুসতানযার এলাকার কাছে খান্দামাহ পাহাড় এবং 'গিরি আবূ তালিব'-এর সম্মুখভাগে একটি কূপ খনন করেন। কথিত আছে, এই কূপ খননের সময় হাশিম বলেছিলেন, আমি এই কূপটি এমনভাবে বানাব, যাতে এর পানি সবার কাছে পৌঁছতে পারে।

ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে জনৈক কবি বলেন :

"আল্লাহ্ পাক জুরাব, মালকুমা, বায্যার ও গামরা নামের এ কূপের পানি দ্বারা (লোকদের) তৃপ্ত করুন, যার স্থান তোমার জানা আছে।"

সাজলা কূপ এবং এর খননকারী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাজলা নামে আরেকটি কূপ খনন করা হয়েছিল। এটি ছিল মুতইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদে মানাফের, যার পানি আজও লোকেরা পান করে থাকে। বনী নাওফলের বর্ণনা হল, এ কূপটি আসাদ ইব্‌ন হাশিম থেকে মুতইম ক্রয় করেছিলেন।

বনূ হাশিমের বক্তব্য হল : যমযমপ্রাপ্তির পর মুতইমকে এ কূপটি তোহ্‌ফা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। যমযমের বদৌলতে বনূ হাশিমের এসব কূপের আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

হাফর কূপ এবং তার খননকারী

উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স নিজের জন্য 'হাফর' নামে একটি কূপ খনন করেছিলেন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা 'সুকাইয়া' ভিন্নমতে শাফিকা নামে একটি কূপ খনন করিয়েছিলেন। কূপটি বনূ আসাদের কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ আবদুদ্দার 'উম্মে আহ্‌রাদ' নামে একটি কূপ খনন করেছিল। বনূ জুমাহ 'সুম্বুলাহ' নামে একটি কূপ খনন করেছিল যা খালাফ ইব্‌ন ওয়াহাবের কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ সাহ্‌ম 'গাম্‌রা' নামে একটি কূপ খনন করেছিল, যা বনূ সাহমের কূপ নামে পরিচিত ছিল।

মক্কার বাইরেও কয়েকটি কূপ ছিল। এ কূপগুলো কুরায়শদের অন্যতম আদি পুরুষ মুররা ইব্‌ন কা'ব এবং কিলাব ইব্‌ন মুররা-এরও পূর্ব থেকে ছিল। তন্মধ্যে একটি কূপের নাম ছিল 'রুম্মা'। কূপটি মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর কূপ নামে পরিচিত ছিল। বনূ কিলাব ইব্‌ন মুররা-এর 'খুম্ম' নামে একটি কূপ ছিল। 'আল-হাফ্‌রা' নামেরও একটি কূপ ছিল।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম (ইব্‌নে হিশামের মতে তার নাম হল আবূ উবায় জাহম ইব্‌ন হুযায়ফা) এ কবিতা বলেন :

"আমরা 'খুম' নামক কূপ থেকে অথবা 'হাফ্‌র' নামের কূপ থেকে পানি পানি করি। শত শত বছর পূর্ব থেকেই আমাদের অন্য কোন কূপের প্রয়োজন ছিল না।"

যমযমের ফযীলত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর যমযম কূপের খ্যাতি ও মর্যাদা অন্য সকল কূপকে ছাড়িয়ে যায়। হাজীরা তার থেকেই পানি পান করতে থাকেন এবং অন্য লোকেরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা তা ছিল মসজিদে হারামের মধ্যে এবং সে পানি ছিল সবচেয়ে উত্তম। এ কূপটি ছিল ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর কূপ। বনূ আবদে মানাফ এ কূপটি নিয়ে কুরায়শ তথা গোটা আরব জাতির উপর গর্ব করত।

যেহেতু বনূ আবদে মানাফ একই বংশের ছিল, কাজেই তাদের যে কোন শাখার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যান্য শাখাগুলোর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় ছিল। সে জন্যই মুসাফির ইব্‌ন আবূ আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদে শাম্‌স ইব্‌ন আবদে মানাফ কুরায়শ ও তাদের তত্ত্বাবধানে

সিকায়া ও রিফাদা (যমযম পান করান ও হাজীদের অতিথিপরায়ণতা)-এর দায়িত্ব এবং তাদের হাতে যমযম প্রকাশ লাভের কারণে গর্ব করে বলেন :

"আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মর্যাদা লাভ করেছি, আর এ মর্যাদা আমাদের কাছে এসে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

"আমরা কি হাজীদের পানি পান করাই নি ? আর মোটা-তাজা অনেক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী যবেহ করিনি ?

"মৃত্যুর রাজত্বে তুমি আমাদের কঠোর এবং অন্যান্যদের আশ্রয়দাতা হিসাবে পাবে।

"আমরা যদি ধ্বংসও হয়ে যাই, এতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আমরা তো আমাদের জীবনের মালিক নই। তাছাড়া কেউ তো আর চিরজীবী নয়!

"আমাদের পূর্বসূরীদের তত্ত্বাবধানে ছিল যমযম, যে আমাদের সাথে হিংসা করবে, আমরা তাদের চোখ ফুঁড়ে দেব।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই-এর জনৈক ব্যক্তি হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম বলেন :

"বনূ ফিহ্‌র-এর সর্দার আবদে মানাফ ও হাশিম পানি পান করাতেন এবং রুটি গুঁড়া করে খাওয়াতেন।

"তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে পাথর দিয়ে যমযম নির্মাণ করেন। তার এ কূপ প্রত্যেক গর্বিত ব্যক্তির উপর গর্বের অধিকার রাখে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাগুলোতে হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের প্রশংসা করেন। এ পংক্তি দুটো তার একটি কাসীদার অংশবিশেষ, যা আমরা যথাস্থানে ইনশা-আল্লাহ্ উল্লেখ করব।

আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক নিজ সন্তানকে কুরবানী করার মানতের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, তবে এই মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খননের উদ্যোগ নিতে গিয়ে যখন কুরায়শ বংশের লোকদের পক্ষ থেকে বাধা পেয়েছিলেন, তখন মানত করেছিলেন যে, যদি তার দশটি সন্তান জন্মে এবং তারা তাঁর জীবদ্দশায় বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তিনি একটি সন্তানকে আল্লাহ্‌র নামে কা'বা শরীফের পাশে কুরবানী করবেন। তারপর তাঁর সন্তানের সংখ্যা যখন দশটি পূর্ণ হলো এবং তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে, তখন তিনি তাদের সবাইকে ডেকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে নিজের মানতের কথা জানালেন। তারপর তাদেরকে ঐ মানত পূরণের আহবান জানালেন। সন্তানগণ সবাই তাতে আনুগত্যের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাদের কিভাবে

কি করতে হবে ? তিনি বললেন : "তোমরা প্রত্যেকে একটা করে তীর নেবে। তারপর তাতে নিজের নাম লিখে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" সকলে তাই করলেন এবং একটা করে তীর হাতে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। আবদুল মুত্তালিব তাদেরকে সাথে নিয়ে হুবাল মূর্তির নিকট গেলেন। সে সময় হুবাল কা'বার মধ্যবর্তী একটি কূপের কাছে ছিল। কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাবতীয় বস্তু ঐ কূপে জমা হত।

আরবদের নিকট লটারীর তীরের গুরুত্ব

হুবালের কাছে সাতটি তীর থাকত। প্রত্যেক তীরেই এক-একটা কথা লিখিত ছিল। একটা তীরে লেখা ছিল 'রক্তপণ'। রক্তপণ কার উপর বর্তায় (অর্থাৎ হত্যাকারী কে) তা নিয়ে যখন তাদের ভেতর মতবিরোধ হত, তখন একে একে সাতটি তীর টানা হত। যদি 'রক্তপণ' লেখা তীর কারো নামে বেরুত, তাহলে যার নামে বেরুত তাকেই রক্তপণ দিতে হত। একটা তীরে 'হ্যাঁ' লেখা ছিল। যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করা হত, তখন একই নিয়মে তীরগুলো টানা হত। যদি ঐ 'হ্যাঁ' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঈপ্সিত কাজটি করা হত। আর একটি তীরে লেখা ছিল 'না'। কোন কাজের ইচ্ছা নিয়ে তীরগুলো টানা হত। যদি 'না' লেখা তীর বেরিয়ে আসত, তাহলে আর সে কাজ তারা করত না। আর একটা তীরে লেখা ছিল 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' বা 'তোমাদের মধ্য থেকে'। আর একটা তীরে লেখা ছিল 'সংযুক্ত' আর একটাতে 'তোমাদের বহির্ভূত' এবং আর একটাতে 'পানি'। কূপ খনন করতে হলে তারা এ তীরগুলো টানত এবং তার মধ্যে 'পানি' লেখা তীরটিও থাকত। ফলাফল যা বেরুত, সেই অনুসারে কাজ করা হত।[১]

সেকালে আরবরা যখন কোন বালকের খাতনা করাতে, কোন কন্যার বিয়ে দিতে কিংবা কোন মৃতকে দাফন করতে চাইত, অথবা কারো জন্মসূত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিত, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হুবাল নামক দেবমূর্তির নিকট হাযির করত এবং সেই সাথে একশ দিরহাম, একটা বলির উটও নিয়ে যেত। অর্থ ও উট তীর টানা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দিত। তারপর যার ব্যাপারে নিষ্পত্তি কাম্য, তাকে মূর্তির সামনে হাযির করে বলত : "হে আমাদের দেবতা! এ ব্যক্তি অমুকের সন্তান অমুক, তার ব্যাপারে আমরা তোমার নিকট থেকে অমুক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চাইছি। অতএব তার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানিয়ে দাও।" তারপর তীর টানার

---

১. কেউ কেউ বলেন, আরবরা যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করত, তখন তিনটি তীর টানত। একটিতে লেখা থাকত, "আমার প্রভু আমাকে কাজটি করতে আদেশ দিয়েছেন।" অপরটিতে লেখা থাকত, "আমার প্রভু আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।" আর তৃতীয়টায় লেখা থাকত, "সিদ্ধান্ত স্থগিত"। আদেশসূচক তীর বের হলে কাজটির বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া, নিষেধসূচক তীর বের হলে কাজটি পরিত্যাগ করা এবং স্থগিতাদেশসূচক তীর বের হলে কাজটি পুনরায় স্থগিত রাখা হত। সম্ভবত সাত তীরের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা এবং তিন তীরের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা এ উভয় পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করত।

কাজে নিয়োজিত লোকটিকে তারা তীর টানতে বলত। যদি 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে তারা বুঝত যে, সংশ্লিষ্ট শিশুটি বৈধ সন্তান। আর যদি 'তোমাদের বহির্ভূত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ সন্তান তাদের মিত্র বলে গণ্য হত। আর যদি 'সংযুক্ত' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ সন্তান তাদের মধ্যে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকত, তার বংশ মর্যাদা বা মৈত্রী ইত্যাদি অনির্ধারিতই থাকত। আর যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত অন্য কোন কাজের প্রশ্নে 'হ্যাঁ' লেখা তীর বেরুত, তাহলে ঐ কাজ নিঃসন্দেহে সম্পন্ন করত। কিন্তু 'না' লেখা তীর বেরুলে ঐ বছরের জন্যে কাজটি স্থগিত রাখত। পরবর্তী বছর ঐ কাজটি সম্পর্কে পুনরায় একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করত এবং সমাধান চাইত। এভাবে তীরের ফায়সালাই ছিল তাদের কাছে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা।[১]

আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর সন্তানগণ তীর রক্ষকের সামনে

আবদুল মুত্তালিব তীর রক্ষককে বললেন, "আমার এই সন্তানদের ব্যাপারে তীর টেনে দেখুন তো"। তিনি তাকে নিজের মানতের কথাও জানালেন। তারপর প্রত্যেক পুত্র নিজের নাম লেখা তীর তার কাছে সমর্পণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে।[২] আবদুল্লাহ্, যুবায়র ও আবূ তালিব- এই তিনজন ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আমর ইব্‌ন আইয ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌রের গর্ভজাত ছেলে।

ইব্‌নে হিশাম বলেন : আইয ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম।[৩]

আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বের হওয়া এবং তাঁর পিতা কর্তৃক তাঁকে যবেহ্ করতে ইচ্ছা করা ও কুরায়শদের বাধাদান

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বহুল প্রচলিত ধারণা যে, আবদুল্লাহ্ আবদুল মুত্তালিবের সকলের চেয়ে বেশি স্নেহভাজন সন্তান ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য

---

১. আল্লামা আলূসী (র) নিজ গ্রন্থ 'বুলূগুল আরাব ফী আহওয়ালিল আরাব' নামক ইতিহাস গ্রন্থে তীরের দ্বারা ভাগ্য গণনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠককে ঐ গ্রন্থ পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

২. স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক সন্তানকে কুরবানী দেয়ার প্রতিজ্ঞা করার সময় আবদুল্লাহ্ যে তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিলেন, সে কথাই বুঝানো হয়েছে। অথবা আবদুল্লাহ্ নিজের সহোদর ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন তাই হয়ত বর্ণনার সারকথা। কেননা হযরত হামযা (রা) যে আবদুল্লাহ্‌র ছোট এবং আব্বাস (রা) হামযা (রা)-এর ছোট ছিলেন তা সুবিদিত ব্যাপার। অথচ আব্বাস (রা) নিজেই বলেছেন আমার বেশ মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের সময় আমার বয়স প্রায় তিন বছর ছিল। তখন তাঁকে আমার কাছে আনা হলে তাঁর দিকে তাকালাম। আর মহিলারা রসিকতা করে আমাকে বলতে লাগল, এই যে তোমার ভাই, একে চুমু খাও।" আমি চুমু খেলাম। এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ্ আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে ছোট ছেলে নন। (রওযুল উনুফ দ্রষ্টব্য)

৩. ইব্‌ন হিশাম (র)-এর মতই বিশুদ্ধতম, কেননা হয়ত মানত পূরণের সময় আবদুল্লাহ্ই কনিষ্ঠ ছিলেন। (রওযুল উনুফ দ্রষ্টব্য)

করছিলেন যে, তীর আবদুল্লাহকে পাশ কাটিয়ে যায় কিনা। পাশ কাটিয়ে গেলেই তো আবদুল্লাহ্ বেঁচে যাবেন, যিনি হবেন আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর পিতা। আর তা না হলে আবদুল্লাহকে যবেহ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

তীর টানা লোকটি যখন তীর টানতে উদ্যত হল, তখন আবুল মুত্তালিব হুবাল দেবতার কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে ডাকতে লাগলেন। তারপর তীর টানা হলে দেখা গেল, তীর আবদুল্লাহ্র নামেই বেরিয়েছে। ফলে আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ এক হাতে আবদুল্লাহ্কে ও অন্য হাতে বড় একটা ছোরা নিয়ে তাঁকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে ইসাফ ও নায়েলা নামক দেব-দেবীর মূর্তির পাশে নিয়ে গেলেন। নিকটেই আসর জমিয়ে বসা কুরায়শ নেতারা তা দেখে উঠে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আবদুল মুত্তালিব, আপনি কী করতে চাইছেন?" তিনি বললেন, একে যবেহ করব। তখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও তাঁর অন্যান্য সন্তানগণ একযোগে বলে উঠলেন : মহান আল্লাহ্র শপথ! উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কিছুতেই যবেহ করবেন না। আর যদি আপনি তা করেন, তবে যুগ যুগ ধরে যবেহ চলতে থাকবে। লোকেরা নিজ নিজ সন্তানকে এনে বলি দিতে থাকবে। এভাবে একে একে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ্র মামাদের গোত্রীয় জনৈক মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযাহ্ বললেন : একেবারে নিরুপায় না হলে এমন কাজ করো না। যদি ওকে অব্যাহতি দিতে মুক্তিপণের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা মুক্তিপণ দিয়ে দেব। পক্ষান্তরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও আবদুল মুত্তালিবের ছেলেগণ বললেন, ওকে যবেহ করবেন না; বরং ওকে নিয়ে হিজাযে চলে যান। সেখানে এক মহিলা জ্যোতিষী রয়েছে। তার অধীনে জিন আছে। তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন, কাজটা ঠিক হবে কিনা। এরপর আমরা বাধা দেব না। আপনি স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তাই করবেন। মহিলা যদি যবেহ করতে বলে, যবেহ করবেন। আর যদি অন্য কোন উপায় বাতলে দেয়, তবে তা মেনে নেবেন।

হিজাযের মহিলা জ্যোতিষী এবং আবদুল মুত্তালিবের প্রতি তার পরামর্শ

আবদুল মুত্তালিব কুরায়শ নেতাদের এই উপদেশই মেনে নিলেন এবং সহযোগীদের নিয়ে হিজায অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মদীনা শরীফের কাছে খায়বরে গিয়ে তারা সেই মহিলার সাক্ষাত পেলেন। আবদুল মুত্তালিব মহিলাকে তাঁর ও তাঁর ছেলের সকল বৃত্তান্ত ও তার সম্পর্কে নিজের মানত খুলে বললেন। মহিলা বলল : তোমরা আজ চলে যাও। আমার অনুগত জিনটা আসুক। তার কাছ থেকে আমি জেনে নিই। সবাই মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন। বিদায় নিয়ে বের হওয়ামাত্রই আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। পরদিন সকালে আবার সবাই মহিলার কাছে উপস্থিত হল। মহিলা বলল : আমি প্রয়োজনীয়

১. আল-হাওয়ামিয ওয়াল মুহিম্মাত গ্রন্থে লেখক আবদুল গনী বলেন যে, এই মহিলার নাম ছিল কুতবা। তবে ইব্ন ইসহাক বলেন : তার নাম সাজাহ্।

তথ্য অবগত হয়েছি। তোমাদের সমাজে মুক্তিপণ কি হারে ধার্য আছে? তারা জবাব দিলেন, দশটা উট। বাস্তবিকপক্ষে মুক্তি পণের হার এ রকমই ছিল। মহিলা বলল : যাও, তোমরা স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর তোমাদের সংশ্লিষ্ট লোকটিকে মূর্তির নিকট হাযির কর ও দশটা উট বলি দাও। তারপর উট ও তোমাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীর টান। যদি তোমাদের সংশ্লিষ্ট লোকটির নামে তীর বেরোয়, তাহলে আরো উট দাও, যতক্ষণ না তোমাদের প্রতিপালক খুশি হন। আর যদি উটের নামে বেরোয়, তা হলে সে উটগুলো তার পরিবর্তে যবেহ্ কর। তবে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমাদের সাথী অব্যাহতি পেয়েছে।[১]

যবেহ্ থেকে আবদুল্লাহ্‌র মুক্তি

এরপর সবাই মক্কা চলে গেলেন। তারপর যখন তারা মহিলা জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী মূর্তির নিকট গিয়ে কর্তব্য সমাধায় প্রস্তুত হলেন, তখন আবদুল মুত্তালিব দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহ্‌কে ও সেই সাথে দশটা উটকে হাযির করা হল। আবদুল মুত্তলিব হুবালের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। তারপর তীর টানা হল। তীর আবদুল্লাহ্‌র নামেই বেরুল। তারা আরো দশটা উট বাড়িয়ে দিল। ফলে বলির উটের সংখ্যা দাঁড়ালো বিশ। আবদুল মুত্তালিব আবার আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। পুনরায় তীর টানা হল। এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। ফলে আরো দশটা উট বাড়িয়ে ত্রিশ করা হল। আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। পুনরায় আরো দশটা উট বাড়িয়ে চল্লিশ করা হল। আর আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। পুনরায় আরো দশটা উট বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা হল এবং আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হল এবং তা যথারীতি আবদুল্লাহ্‌র নামে তীর বেরুল। তারপর আরো দশটা উট বাড়িয়ে উটের সংখ্যা ষাট করা হলে একই প্রক্রিয়ায় তীর টানা হল। এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। আবার দশটা উট বাড়িয়ে উটের সংখ্যা সত্তরে উন্নীত করার পর একই নিয়মে তীর টানা হলে আবারো আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। তারপর আরো দশটা উট বৃদ্ধি করে উটের সংখ্যা আশিতে উঠলে তীর টানা হলে এবারও আবদুল্লাহ্‌র নাম বেরুল। পুনরায় আরো দশটি উট বৃদ্ধি করে নব্বইতে উন্নীত করে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও তীর টানা হলে আবদুল্লাহ্‌র নামে বেরুল। এরপর আরো দশটি উট বাড়িয়ে একশো পূর্ণ করে আবদুল মুত্তালিব

১. এখান থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনার পূর্বে রক্তপণ দশটি উট দ্বারাই দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্‌র জন্যই সর্বপ্রথম একশ উট দ্বারা রক্তপণ দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবার তীর টানা হলে দেখা গেল উটের নামে তীর বেরিয়েছে। এতে সমবেত কুরায়শ নেতারা ও অন্যরা সোল্লাসে বলে উঠল, "হে আবদুল মুত্তলিব, তোমার প্রভু এবার তোমার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

অনেকের মতে আবদুল মুত্তালিব এরপর বলেন : আমি আরো তিনবার তীর না টেনে ছাড়ব না। তারপর আবদুল্লাহ্ ও উটের নামে তীর টেনে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। দেখা গেল, তীর উটের নামে বেরিয়েছে। দ্বিতীয়বার তীর টেনেও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। এবারও উটের নামে বেরুল। তৃতীয়বার তীর টেনেও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। এবারও উটের নামে বেরুল। অবশেষে ঐ একশ উট কুরবানী করা হল। তারপর কুরবানীর পশুগুলোকে এমনভাবে ফেলে রাখা হল যাতে কোন মানুষকেই ওগুলোর কাছে যেতে বাধা দেয়া না হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র জন্তুকেও তার কাছে যেতে বাধা দেয়া হয়নি।

ইব্‌ন হিশাম আরো বলেন যে, এ কাহিনীর মাঝে মাঝে কিছু কিছু কবিতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই বলে আমি বাদ দিয়েছি।

আবদুল্লাহ্‌কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী এক মহিলার বিবরণ এবং আবদুল্লাহ্ কর্তৃক তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে কা'বা শরীফ থেকে বেরুলেন এবং চলার পথে বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রের এক মহিলার[১] কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। বলা বাহুল্য, বনূ আসাদ কুরায়শ বংশেরই একটি গোত্র। এই মহিলা ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার বোন। সে কা'বার নিকটেই ছিল। আবদুল্লাহ্‌র দিকে নযর পড়তেই মহিলাটি বলল : "ওহে আবদুল্লাহ্! তুমি কোথায় যাচ্ছো ?" আবদুল্লাহ্

---

১. এই মহিলার নাম রুকাইয়া বিন্‌ত নাওফাল ওরফে উম্মে কিতাল। কথিত আছে যে, এই সময় আবদুল্লাহ্ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন : "মৃত্যুও হারাম শরীফের তুলনায় নগণ্য জিনিস, আর হারাম শরীফের বাইরেও আমি কোন মুক্ত স্থান খুঁজে পাই না। সুতরাং ওহে নারী, তুমি যা চাও তা কিভাবে সম্ভব? সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার সম্ভ্রম ও ধর্ম রক্ষা করে থাকে।"

আরো শোনা যায় যে, আবদুল্লাহ্ স্বীয় পিতার সঙ্গে যাওয়ার সময় যে মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তার নাম ফাতিমা বিন্‌ত মুররা এবং সে আরবের সেরা সুন্দরী ও সতী রমণী ছিল। সে আবদুল্লাহ্‌র মুখমণ্ডলে নবুওয়তের জ্যোতি দেখতে পেয়ে নবীর জননী হবার আশায় ব্যাকুল হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে :

"আমি একটি অপূর্ব ভাবমূর্তি দেখেছিলাম, যা দিগন্তে জন্ম নিয়েছিল এবং ঝিকমিক করেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, বনূ যুহ্‌রার কোন মহিলা তোমার অজান্তে তোমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে।" কারো কারো মতে এই মহিলা ছিল বনূ আদী গোত্রের লায়লা।

বললেন : পিতার সঙ্গে যাচ্ছি। সে বলল : তোমার নামে এইমাত্র যে একশ উট কুরবানী দেয়া হয়েছে আমি তেমনি আরো একশ উট তোমাকে দেব। তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে বিয়ে কর। তিনি বললেন : আমি আমার পিতার সঙ্গে রয়েছি, তাঁর অমতে কিছু করতে কিংবা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আমি পারব না।

আমিনা বিন্‌ত ওয়াহ্‌বের সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে

আবদুল মুত্তালিব তাকে নিয়ে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র-এর কাছে গেলেন। ইনি বংশ মর্যাদায় বনূ যুহরা গোত্রের প্রধান ছিলেন। এই ওয়াহ্‌বের কন্যা আমিনার সাথে আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে সম্পন্ন হল। আমিনাও সমগ্র কুরায়শ বংশের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন।

আমিনা বিন্‌ত ওয়াহ্‌বের মাতৃকূলের পরিচয়

আমিনার মাতার নাম বাররা বিন্‌ত আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র। আর বাররার মাতার নাম উম্মে হাবীব বিন্‌ত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র। উম্মে হাবীবের মাতার নাম বাররা বিন্‌ত আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়াইজ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র।

বিয়ে সম্পন্ন হবার পর আমিনার সাথে উপরোক্ত রুকাইয়া বিন্‌তে নাওফলের কথোপকথন

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্‌ আমিনার নিকট নিজের স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের পরই তার সাথে মিলিত হন এবং প্রথম মিলনেই রাসূল (সা) আমিনার গর্ভে আসেন। তারপর আবদুল্লাহ্‌ বাইরে যান এবং রুকাইয়া বিন্‌ত নাওফলের সাথে সাক্ষাত করে দেখেন, তার মধ্যে আর আগের মনোভাব নেই। আবদুল্লাহ্‌ বলেন : "ব্যাপার কি, এখন যে তুমি আমাকে গতকালকের মত প্রস্তাব দিচ্ছ না?" রুকাইয়া বলল : "এখন আর তোমাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। কাল তোমার ভেতরে যে জ্যোতি ছিল, আজ তা নেই।" রুকাইয়া স্বীয় ভাই ওয়ারাকার নিকট শুনেছিল যে, এই জাতির মধ্যে একজন নবীর আগমন আসন্ন। ওয়ারাকা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐশী গ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসারের কাছ থেকে আমি লোকমুখে শুনেছি যে, আমিনা বিন্‌তে ওয়াহ্‌বের পাশাপাশি আর একজন স্ত্রীও আবদুল্লাহ্‌র ছিল এবং তিনি সেই স্ত্রীর কাছেই প্রথম মিলিত হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি কাদামাটি সংক্রান্ত কাজ করায়

তাঁর গায়ে কিছু কাদামাটি লেগেছিল। তাই ঐ স্ত্রী তাঁর ডাকে ত্বরিত সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। এতে আবদুল্লাহ্ উযূ ও গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসেন এবং এবার আমিনার কাছে যান। এ সময় পূর্বোক্ত স্ত্রী তাঁকে ডাকলেও তিনি তার ডাক উপেক্ষা করেন এবং আমিনার সাথে মিলিত হন। সেই মিলনের ফলে মুহাম্মদ (সা) গর্ভে আসেন। তারপর পূর্বোক্ত স্ত্রীর কাছে গেলে সে মিলিত হতে অসম্মতি জানায় এবং বলে : ইতিপূর্বে যখন তুমি আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলে, তখন তোমার দুই চোখের মাঝখানে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি ঝিকমিক করছিল। কিন্তু আমিনার সাথে মিলিত হবার পর তোমার কপালে সেই জ্যোতি আর নেই।

ইব্ন ইসহাক-এর মতে এই মহিলা আবদুল্লাহ্র কপালে ঘোড়ার কপালের সাদা চিহ্নের মত একটা সাদা চিহ্ন দেখেছিল, যা আমিনার সাথে মিলিত হবার পর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমিনার গর্ভেই পিতামাতা উভয় দিকের বংশীয় আভিজাত্য ও গৌরব নিয়ে রাসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল (সা)-কে গর্ভে ধারণের পর আমিনার স্বপ্ন দর্শন

রাসূল (সা)-এর আম্মাজান আমিনা বিন্ত ওয়াহ্ব বলতেন : রাসূল (সা)-কে গর্ভে ধারণ করার পর আমি নানা রকমের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করি। একবার স্বপ্নে আমাকে কে যেন বলল : মানবজাতির মহানায়ককে তুমি গর্ভে ধারণ করেছ। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হবেন, তখন তুমি বলবে : আমি আমার এই সন্তানকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে এক আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। তারপর তার নাম রেখো মুহাম্মদ।[1] তিনি গর্ভে থাকাকালে আমিনা আরো স্বপ্ন দেখেন যে, তার দেহের ভেতর থেকে এমন একটা আলোকরশ্মি বেরুল, যা দিয়ে তিনি সুদূর সিরীয় ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদসমূহ পর্যন্ত দেখতে পেলেন।

আবদুল্লাহ্ তিরোধান

তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন।[2]

---

১. সমগ্র আরব জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে মাত্র তিনজনের এই নাম রাখা হয়েছে। যথা : ১. কবি ফারাযদাকের দাদার দাদা মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান, ২. মুহাম্মদ ইব্ন উহায়হা ইব্ন জিলাহ, ৩. মুহাম্মদ ইব্ন হিমরান ইব্ন রবীআহ। এ তিনজনের প্রত্যেকের পিতা জানতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্র এক রাসূলের আবির্ভাবের সময় প্রায় সমাগত এবং তিনি হিজাযে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। এ কথা শুনে তাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, তিনি যেন এই রাসূলের পিতা হবার গৌরব লাভ করেন। কথিত আছে যে, আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখেন এমন এক বাদশাহ্র দরবারে গিয়ে তারা এ কথা শুনতে পান। বাদশাহ্ তাদেরকে এও জানান যে, উক্ত নবীর নাম হবে মুহাম্মদ। ঐ সময় তাদের প্রত্যেকের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। তাই তারা তাদের পুত্র সন্তান হলে তার নাম মুহাম্মদ রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তদনুসারে নাম রাখেন। (ইব্ন ফুরক কৃত রওযুল উনুফ)

২. অধিকাংশ আলিমের মতে রাসূল (সা) মাত্র দুই মাস বা ততোধিক বয়সে দোলনায় থাকাকালেই আবদুল্লাহ্র মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা)-এর যখন আটাশ মাস, তখন আবদুল্লাহ্ বনূ নাজ্জার গোত্রভুক্ত স্বীয় মামা বাড়িতে মারা যান। কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্কে তাঁর মামা বাড়ির সবচেয়ে ক্ষুদ্র কুটীর, নাবেগার কুটীরে সমাহিত করা হয়েছিল। (তাবারী, রওযুল উনুফ দৃষ্টব্য)।

রাসূল (সা)-এর জন্ম ও দুগ্ধপান

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'আমুল ফীল' অর্থাৎ হাতি বাহিনী নিয়ে আবরাহার কাবা অভিযানের ঘটনা যে বছর ঘটে, সেই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখের রাত্রি অতিবাহিত হবার শুভ মুহূর্তে সোমবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : কায়স্ ইব্ন মাখরামা বলতেন যে, "আমি ও রাসূল (সা) আবরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করি। তাই আমরা সমবয়সী।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামা স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ্ এবং পিতামহ কায়স ইব্ন মাখরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি (কায়স ইব্ন মাখরামা) এবং রাসূল (সা) আবরাহার আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেছি। কাজেই আমরা উভয়ে সমবয়সী।

রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে হাস্সান ইব্ন সাবিতের বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তখন সাত-আট বছরের বালক হলেও বেশ শক্তিশালী ও লম্বা হয়ে উঠেছি। যা শুনতাম তা বুঝার ক্ষমতা আমার হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম জনৈক ইয়াহূদী ইয়াসরিবের একটা দুর্গের ওপর আরোহণ করে উচ্চস্বরে 'ওহে ইয়াহূদিগণ' বলে ডাক দেয়। লোকেরা তার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হায়, তোমার কি হল ? সে বলল, "আজ রাতে আহমদের জন্মের নক্ষত্রটা উদিত হয়েছে।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর পৌত্র সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন হাস্সানের বয়স কত ছিল ? তিনি জবাব দিলেন : ষাট বছর। আর রাসূল (সা)-এর বয়স ছিল তখন তেপ্পান্ন বছর। সুতরাং উপরোক্ত ইয়াহূদীর ডাক শোনার সময় হাস্সানের বয়স ছিল সাত বছর।

---

১. রাসূল (সা)-এর জন্ম সম্পর্কে সাধারণত প্রসিদ্ধ উক্ত এই যে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসে আবির্ভূত। তবে যুবায়র বলেছেন, তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে আমিনা গর্ভধারণ করেন আইয়ামে তাশরীকে অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এ উক্তি সঠিক হলে রাসূল (সা)-এর রমযানে জন্মগ্রহণের অভিমত সঠিক। সংখ্যাগুরু ঐতিহাসিকের বক্তব্য এই যে, হাতি বাহিনী মক্কা শরীফে এসেছিল মুহাররম মাসে এবং এর পঞ্চাশ দিন পর তিনি আবির্ভূত হন। এ মতটিই অধিক প্রচলিত এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সৌর হিসাবে তাঁর জন্ম তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কা শরীফের পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত বাড়িতে। কারো কারো মতে সাফা পর্বতের নিকট অবস্থিত বাড়িতে। পরে হারূনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা এটিকে মসজিদে পরিণত করেন। (রওযুল উনুফ, ইব্ন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, তাবারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদাকে তাঁর আম্মা কর্তৃক তাঁর জন্মের সুসংবাদ দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর আম্মাজান তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে খবর পাঠালেন যে, আপনার এক পৌত্র হয়েছে। আসুন দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব এলেন ও তাঁকে দেখলেন। এই সময় আমিনা তাঁর গর্ভকালীন সময়ে দেখা স্বপ্নের কথা, নবজাতক সম্পর্কে তাকে যা যা বলা হয়েছে এবং তার যে নাম রাখতে বলা হয়েছে, তা সব জানালেন।

তাঁর দাদার আনন্দ প্রকাশ এবং দুধমা তালাশ

তারপর কথিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁকে কোলে নিয়ে কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি পৌত্রের জন্মের কারণে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন।[১]

তারপর তিনি কা'বা শরীফ থেকে বের হন এবং তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে অর্পণ করেন। তারপর দুধমায়ের সন্ধানে বের হন।[২]

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পবিত্র কুরআনে হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গেও দুধমায়ের উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ বলেন : "আমি মূসার জন্য সকল দুধমাকে হারাম করে দিয়েছিলাম।"

হালিমা ও তার পিতার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সা'দ ইব্‌ন বাকরের জনৈকা মহিলা হালিমা বিন্‌ত আবূ যুয়ায়ব রাসূল (সা)-কে দুধপান করানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হালিমার পিতা আবূ যুয়ায়বের বংশ

---

১. ইব্‌ন হিশাম ব্যতীত অন্যান্যের বর্ণনায় জানা যায় যে, আবদুল মুত্তালিব এই সময় শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র হিফাযতে ন্যস্ত করে বলেন : সেই আল্লাহ্‌র জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে এই পবিত্র শিশু দান করেছেন। এ শিশু দোলনায় অবস্থানকারী সকল শিশুর সরদার। তাকে এই পবিত্র ঘরের আশ্রয়ে ন্যস্ত করছি। সকল হিংসুকের ও শত্রুর আক্রোশ থেকে তার নিরাপত্তা কামনা করছি। (রওযুল উনুফ দ্র.)

২. তৎকালীন আরবের অভিজাত পরিবারের দুধমায়ের কাছে শিশু সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পণের যে প্রথা চালু ছিল, তার পেছনে ঐতিহাসিকগণ একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, এতে স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের জন্য অধিকতর নিবেদিত হতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তিনি স্বীয় দুধবোন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে থেকে তাঁর কন্যা যয়নবকে এই বলে নিয়ে যান যে, এই পোড়া কপালী মেয়েটার জন্য তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। কাজেই ওকে বিদায় কর (এবং কোন দুধমায়ের কাছে সমর্পণ কর)। দ্বিতীয়ত, এতে শিশু শহরের বাইরের বেদুঈনদের সাথে থেকে বিশুদ্ধ ভাষা শিখতে পারবে এবং সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবে। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) সবল দেহ অর্জনের জন্য শহরের বাইরে অবস্থানের উপদেশ দিতেন। আর রাসূল (সা)-কে যখন হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত শুদ্ধভাষী বলে প্রশংসা করেন, তখন তিনি বলেন : একে তো আমি কুরায়শ বংশের সন্তান, তদুপরি বনূ সা'দ গোত্রে দুধ খেয়ে লালিত-পালিত হয়েছি। কাজেই আমার শুদ্ধভাষী হতে বাধা কোথায় ? ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান স্বীয় পুত্র সুলায়মানের শুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য গর্ববোধ ও ওয়ালীদের অশুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য আফসোস করতেন এবং বলতেন, ওয়ালীদকে বেশি স্নেহ করে মায়ের কাছে রেখে তার ক্ষতি করেছি। অথচ তার অন্যান্য ভাই সুলায়মান প্রমুখ গ্রামে বাস করে শুদ্ধ আরবী ও উত্তম চালচলন রপ্ত করেছিল। (রওযুল উনুফ ও শরহে মাওয়াহিব)

পরিচয় এরূপ : আবূ যুয়ায়ব আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন শিজনা ইব্ন জাবির ইব্ন রিযাম ইব্ন নাসিরা ইব্ন ফুসাইয়া ইব্ন নাসর ইব্ন সা'দ ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরামা ইব্ন খাসাফাহ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান।

রাসূল (সা)-এর দুধ-পিতার বংশ পরিচয়

রাসূল (সা)-এর দুধ-পিতার (অর্থাৎ হালিমার স্বামীর) নাম ও বংশ পরিচয় হল : হারিস[1] ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন রিফাআ ইব্ন মালান ইব্ন নাসিরা ইব্ন ফুসাইয়া ইব্ন নাসর ইব্ন সা'দ ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন। ইব্ন হিশাম বলেন, মালান নয়, হিলাল ইব্ন নাসিরা।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাইবোন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাইবোনদের নাম নিম্নরূপ : আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস, উনায়সা বিনতুল হারিস, হুযাফাহ বিনতুল হারিস ডাকনাম শায়মা। এই ডাকনামই তার আসল নামের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে এবং স্বীয় গোত্রে তিনি এই নামেই পরিচিত। এরা সবাই রাসূল (সা)-এর দুধমাতা হালিমার আপন পুত্র-কন্যা। শায়মা শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে লালন-পালনে তার মায়ের সহযোগিতা করতেন।

রাসূল (সা)-কে গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত শুভ লক্ষণসমূহ সম্পর্কে হালিমার বিবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন হাতিব আল-জুমাহীর মুক্ত গোলাম আবূ জাহমের ছেলে জাহম আবূ তালিবের পৌত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব-এর কাছ থেকে জেনে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধাত্রীমাতা হালিমা বিন্ত আবূ যুয়ায়ব সা'দিয়া বলতেন : তিনি তার স্বামী ও দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে সাথে নিয়ে বনূ সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সাথে দুধ-শিশুর সন্ধানে বের হলেন। ঐ মহিলারাও নাকি একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। বছরটি ছিল ঘোর অজন্মার। আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম। হালিমা বলেন : আমি একটা সাদা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে একটি বয়স্ক উষ্ট্রীও ছিল। সেটি একফোঁটাও দুধ দিচ্ছিল না। আমাদের যে শিশু সন্তানটি সাথে ছিল, সে ক্ষুধার জ্বালায় এত কাঁদছিল যে, তার দরুন আমরা সবাই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছিলাম। তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার

---

১. এই ভদ্রলোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে বনূ সা'দ গোত্রের বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধপিতা হারিস একবার মক্কায় এসেছিলেন। তখন কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। কুরায়শ নেতারা তাকে বলল : ওহে হারু, তোমার এই ছেলে কি বলে জান ? তিনি বললেন, কি বলে ? তারা বলল : সে বলে, আল্লাহ্ নাকি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ্র নাকি দুটো জায়গা রয়েছে, তার একটিতে যারা তাঁর কথামত চলে তাদেরকে সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করা হয় এবং অপরটিতে অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। সে এই নতুন বুলি আউড়িয়ে আমাদের মধ্যে ভাংগন ধরিয়েছে। হারিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ব্যাপারটা সত্য নাকি জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন, সত্যিই আমি এ কথা বলি। এরপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হারিস নাকি বলতেন, মুহাম্মদ আমার হাত ধরে আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে বলে ওয়াদা করেছে।

মত দুধ আমার স্তনেও ছিল না, উষ্ট্রীর পালানেও ছিল না। তবে আমরা বৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় প্রহর গুণছিলাম। এ অবস্থায় আমি নিজের গাধাটার পিঠে চড়ে রওয়ানা হলাম। পথ ছিল দীর্ঘ। এক নাগাড়ে চলতে চলতে আমাদের গোটা কাফেলা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে দুধ-শিশু খুঁজতে লেগে গেলাম।[১] আমাদের মধ্যকার প্রত্যেক মহিলাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। কিন্তু তিনি ইয়াতীম—এ কথা শুনে কেউ তাঁকে নিতে রাযী হল না। কারণ প্রত্যেক ধাত্রীই শিশুর পিতার কাছ থেকে উত্তম পারিতোষিক পাওয়ার আশা করত। আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম : পিতৃহীন শিশু! ওর মা আর দাদা কিইবা পারিতোষিক দিতে পারবে ? এ কারণে আমরা সবাই তাঁকে নেয়া অপসন্দ করছিলাম। ইতোমধ্যে আমার সাথে আগত সকল মহিলাই একটা না একটা দুধ-শিশু পেয়ে গেল কিন্তু আমি একটিও পেলাম না। খালি হাতেই ফিরে যাব বলে স্থির করে ফেলেছিলাম। সহসা মত পাল্টে আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, এতগুলো সহযাত্রীর সাথে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি ঐ ইয়াতীম শিশুটার কাছে যাবই এবং ওকেই নেব। আমার স্বামী বললেন : কোন আপত্তি নেই। নিতে পার। বলা যায় কি, হয়তো আল্লাহ্ তাঁর ভেতরেই আমাদের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন। হালিমা বলেন : "এরপর আমি সেই ইয়াতীম শিশুর কাছে গেলাম এবং শুধু আর কোন শিশু না পাওয়ার কারণেই তাঁকে নিয়ে গেলাম।"

হালিমার ভাগ্য খুলে গেল

হালিমা বলেন : ইয়াতীম শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে আমি কাফেলায় ফিরে গেলাম। তাঁকে যখন কোলে নিলাম, তখন আমার স্তন দুটো দুধে ভরে উঠল এবং তা থেকে শিশু মুহাম্মদ (সা) পেটভরে দুধ খেলেন। তার দুধ-ভাইটিও পেট ভরে খেল। তারপর দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ আমাদের এই সন্তানটির জ্বালায় ইতিপূর্বে আমরা ঘুমাতে পারিনি। আমার স্বামী আমাদের সেই উষ্ট্রীটির কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, সেটির পালানও দুধে ভর্তি। তারপর তিনি প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করলেন এবং আমরা দু'জনে পেটভরে দুধ খেলাম। এরপর বেশ ভালোভাবেই আমাদের রাতটা কেটে গেল।[২]

---

১. হালিমার আগে রাসূল (সা)-কে আবূ লাহাবের দাসী সুয়ায়বা দুধ খাইয়েছিল। সে রাসূল (সা) ছাড়া তাঁর চাচা হামযাকে এবং আবদুল্লাহ্ ইবন জাহশকেও দুধ খাইয়েছে। সুয়ায়বার দুধ খাওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতেন এবং মদীনায় থাকাকালে তার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং উপঢৌকনাদি পাঠাতেন। মক্কা বিজয়ের পর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সুয়ায়বা, তার ছেলে মাসরূহ কিংবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন বেঁচে নেই।

২. দুধ খাওয়ানো ধাত্রীরা এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক চাওয়া পসন্দ করত না। শুধু পারিতোষিক প্রত্যাশা করত। হালিমা বনূ সা'দ গোত্রের সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা ছিলেন। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহ্ স্বীয় নবীর ধাত্রী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। ধাত্রীর স্বভাব-চরিত্র দুধ খাওয়া শিশুকে প্রভাবিত করে। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো উভয় স্তন থেকে পান করতেন না। শুধু একটি থেকে পান করতেন। অপরটি থেকে পান করতে দিলেও করতেন না। তাঁর দুধ-ভাই-এর জন্য হয়তো ওটা রাখতেন। তিনি ছিলেন আজন্ম ন্যায়বিচারক ও সমমর্মী।

সকালবেলা আমার স্বামী বললেন : হালিমা, জেনে রেখ, তুমি এক মহাকল্যাণময় শিশু এনেছ। আমি বললাম : আমারও তাই মনে হয়।

এরপর আমরা রওয়ানা দিলাম। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। আমাদের গাধা সমগ্র কাফেলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। কাফেলার কারো গাধাই তার সাথে পেরে উঠল না। আমার সহযাত্রী মহিলারা বলতে লাগল : হে যুয়ায়বের কন্যা, একটু দাঁড়াও। আমাদের জন্য একটু থাম। যে গাধার পিঠে চড়ে তুমি এসেছিলে, এটা কি সেই গাধা নয় ? আমি বললাম : হ্যাঁ, সেই গাধাই তো! তারা বলল : আল্লাহ্র কসম, এখন এর ভাবগতিই আলাদা।

শেষ পর্যন্ত আমরা বনূ সা'দ গোত্রের বসতিতে আপন আপন গৃহে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ঐ এলাকাটার মত খরাপীড়িত জমি তখন আর কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে বাড়ি পৌঁছার পর প্রতিদিন আমাদের ছাগল-ভেড়া-উট ইত্যাদি খেয়ে পেট পূর্ণ করে ও পালানভর্তি দুধ নিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতে লাগল। অথচ অন্যরা তাদের ছাগল-ভেড়া থেকে একফোঁটাও দুধ দোহাতে পারত না। এমনকি আমাদের গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদেরকে বলতে লাগল : বোকার দল, আবূ যুয়ায়বের কন্যার রাখাল যে মাঠে পশু চরায়, সেই মাঠে পশুদের চরাতে নিয়ে যেতে পারিস না ? তারপর রাখালরা আমার মেষ চরানোর মাঠে নিয়ে তাদের মেষ চরাতে লাগল। কিন্তু তবুও তাদের মেষপাল ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসতে লাগল। অথচ আমার মেষগুলো ফিরে আসতো ভরা পেট ও দুধে টইটুম্বুর পালান নিয়ে। এভাবে ক্রমেই আমার সংসার প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে লাগল। এ অবস্থার ভেতর দিয়েই দু'বছর কেটে গেল এবং আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। অন্যান্য সমবয়সী শিশুদের চেয়ে দ্রুতগতিতে তিনি বেড়ে উঠতে লাগলেন। দু'বছর হতেই তিনি বেশ চটপটে ও নাদুস-নুদুস হয়ে উঠলেন।

এই পর্যায়ে আমি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম, যদিও আমরা তাঁকে আরো কিছুকাল রাখতে আগ্রহী ছিলাম। কারণ তাঁর আসার পর থেকে আমাদের কপাল খুলে গিয়েছিল এবং বিপুল সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। তাঁর মাকে আমি বললাম : আপনি যদি এই ছেলেকে আরো একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে থাকতে দিতেন, তাহলে ভালো হতো। আমার আশংকা হয় যে, সে মক্কার রোগ-ব্যাধি ও মহামারীতে আক্রান্ত হতে পারে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে আমাদের সাথে ফেরত পাঠালেন।

রাসূলের বক্ষ বিদারণকারী দুই ফেরেশতার বিবরণ

আমরা তাঁকে নিয়ে বাড়ি ফেরার একমাস পরের ঘটনা। একদিন তিনি তাঁর দুধ-ভাই-এর সাথে আমাদের বাড়ির পেছনের মাঠে মেষশাবক চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বড় ভাই হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ছুটে এলো এবং আমাকে ও তার পিতাকে বলল : আমাদের ঐ কুরায়শী ভাইটাকে সাদা কাপড় পরা দুটো লোক এসে ধরে শুইয়ে দিয়ে পেট চিরে ফেলেছে এবং পেটের সবকিছু বের করে নাড়াচাড়া করছে।

এ কথা শুনে আমি ও আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মুহাম্মদ (সা) বিবর্ণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা উভয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম : বাবা, তোমার কি হয়েছে ? তিনি বললেন : আমার কাছে সাদা কাপড় পরা দুই ব্যক্তি এসেছিলেন। তারা আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার পেট চিরেছেন। তারপর কি যেন একটা জিনিস তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। আমি জানি না জিনিসটা কি ! এরপর আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে সাথে নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম।

হালীমা রাসূল (সা)-কে নিয়ে তাঁর জননীর কাছে গেলেন

হালিমা (রা) বলেন, আমার স্বামী বললেন : আমার মনে হয়, এই ছেলের ওপর কোন কিছুর আছর হয়েছে। সুতরাং কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দাও।

যথার্থই আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁর মা বললেন : 'ওহে বোন, তুমি তো ওকে নিজের কাছে রাখতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলে। হঠাৎ কি হয়েছে যে, ওকে নিয়ে এলে : আমি বললাম : "আল্লাহ্ আমার ছেলেকে বড় করেছেন এবং আমার যা দায়িত্ব ছিল, তা পালন করেছি। আমি তাঁর ব্যাপারে দুর্ঘটনার আশংকা করছি। তাই আপনার ছেলেকে ভালোয় ভালোয় আপনার হাতে তুলে দিলাম।" আমিনা বললেন : তুমি যা বলছ তা প্রকৃত ঘটনা নয়। আসল ব্যাপারটা কি, আমাকে সত্য করে বল। এভাবে পুরো ঘটনা খুলে না বলা পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়লেন না। ঘটনা শুনে আমিনা বললেন : তুমি কি মনে কর ওকে ভূতে ধরেছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কখনো তা হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম, শয়তান ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে না। আমার ছেলে অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী। আমি কি তোমাকে তাঁর শানের কথা বলব : আমি বললাম : হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন : সে গর্ভে থাকা অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার দেহের ভেতর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এলো এবং তার জ্যোতিতে সিরীয় ভূখণ্ডের বুসরার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গেল। এরপর সে গর্ভে বড় হতে লাগল। আল্লাহ্র বসম, এত হালকা ও সহজ গর্ভধারণ আমি আর কখনো দেখিনি। সে যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন মাটিতে দুহাত রাখা ও আকাশের দিকে মাথা তোলা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হল। তুমি ওকে রেখে নির্দ্বিধায় চলে যেতে পার।

যখন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তখন রাসূল (সা) কর্তৃক নিজের পরিচয় প্রদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তির নিকট থেকে (আমার ধারণা, একমাত্র খালিদ ইব্‌ন মা'দান আল-কালাঈর নিকট থেকেই) বর্ণনা করেছেন যে, কতিপয় সাহাবী একবার রাসূল (সা)-কে বলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানান। তিনি বললেন : তাহলে শোন। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দু'আ ও আমার ভাই ঈসার সু-সংবাদের ফল। আমি গর্ভে আসার পর আমার মা

স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শরীরের ভেতর থেকে একটা জ্যোতি বেরুল যা দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেল।[১] আর বনূ সা'দ ইব্‌ন বাকর-এর গোত্রের ধাত্রীর কোলে আমি লালিত-পালিত হচ্ছিলাম। এই সময় আমার এক দুধভাই-এর সাথে আমাদের (ধাত্রীমাতা হালীমার) বাড়ির পেছনে মেষ চরাতে যাই। তখন সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক আমার কাছে এলেন। তাঁদের কাছে একটি সোনার প্লেটভর্তি বরফ ছিল। তারা আমাকে ধরে আমার পেট চিরে ফেললেন। তারপর আমার হৃৎপিণ্ড বের করে তাও চিরলেন এবং তা থেকে একফোঁটা কালো জমাট রক্ত বের করে তা ফেলে দিলেন। তারপর ঐ বরফ দিয়ে আমার পেট ও হৃৎপিণ্ডকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে তার উম্মতের দশজনের সাথে ওজন কর। তিনি আমাকে ওজন করলেন এবং আমি দশজনের চাইতেও ভারী প্রমাণিত হলাম। তারপর বললেন, তাকে তার উম্মতের একশ' জনের সাথে ওজন কর। তিনি আমাকে একশ' জনের সাথে ওজন করলেন। আমি ওযনে একশ' জনের চেয়েও ভারী হলাম। এরপর তিনি বললেন, তাঁকে তাঁর উম্মতের এক হাজার জনের সাথে ওজন কর। আমাকে এক হাজার জনের সাথে ওজন করলে এবারও আমি এক হাজার জনের চেয়ে ভারী হলাম। তারপর তিনি বললেন, রেখে দাও, আল্লাহ্‌র কসম, তাঁকে যদি তাঁর সকল উম্মতের সাথে ওজন করা হয়, তাহলেও তিনি তাদের সবার চাইতে ভারী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হবেন।

রাসূল (সা) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ বকরী চরিয়েছেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূল (সা) বলতেন, প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। বলা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনিও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমিও।[২] কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ এবং বনূ সা'দ গোত্রে লালিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) গর্ববোধ করতেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবিগণকে বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবীভাষী। কেননা একে তো আমি কুরায়শ বংশোদ্ভূত, তদুপরি আমি বনূ সা'দ গোত্রের ধাত্রীর কোলে লালিত হয়েছি।

---

১. সিরিয়া বিজিত হওয়া এবং সমগ্র উমাইয়া শাসনকালে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল এই স্বপ্নে। অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা)-এর জন্মের কয়েকদিন আগে সাঈদ ইব্‌নুল আস স্বপ্নে দেখেন যে, যমযম কূপ থেকে একটি আলোকরশ্মি বেরিয়ে এলো এবং সেই আলোকে মদীনার খেজুর বাগানের কাঁচা খেজুর পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হল। এ ঘটনা যখন তিনি তার ভাই আমর ইবনুল আসকে জানালেন, তখন তিনি বললেন : যমযম তো আবদুল মুত্তালিবের পুণর্খনন করা কূপ। সুতরাং এই জ্যোতি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর থেকেই আবির্ভূত হবে। এ ঘটনার কারণেই সাঈদ ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন।

২ ইবন ইসহাক বকরী চরানো দ্বারা বনূ সা'দে থাকা অবস্থায় দুধভাইয়ের সাথে চরানোর কথা বুঝিয়েছেন। বুখারীতে মক্কায় কুরায়শের বকরী কয়েক কীরাতের বিনিময়ে চরিয়েছেন বলেও উল্লেখ আছে।

হালিমা রাসূল (সা)-কে মক্কা শরীফ নিয়ে আসার সময় হারিয়ে ফেলেন এবং ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল তাঁকে উদ্ধার করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে যে, হালিমা যখন রাসূল (সা)-কে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে মক্কায় এলেন, তখন শহরে ভিড়ের মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-কে হারিয়ে ফেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তাঁকে পেলেন না, তখন আবদুল মুত্তালিবের কাছে গেলেন এবং বললেন : আমি আজ মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে মক্কায় এসেছি। কিন্তু মক্কার উঁচু এলাকায় তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি না এখন সে কোথায় আছে। তৎক্ষণাৎ আবদুল মুত্তালিব কা'বা শরীফের কাছে এসে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কথিত আছে যে, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল ইব্ন আসাদ এবং কুরায়শের অপর এক ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে আবদুল মুত্তালিবের কাছে নিয়ে আসেন। আবদুল মুত্তালিবও তাঁকে পেয়ে ঘাড়ে তুলে কা'বার চারপাশে কয়েক চক্কর তওয়াফ করলেন এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ করলেন। এরপর তাঁকে তাঁর মা আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, হালিমা কর্তৃক মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দিতে আসার আরো একটি কারণ এই যে, দুধ ছাড়ানোর পর যখন হালিমা আমিনার কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে পুনরায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন, তখন আবিসিনীয় খ্রিস্টানদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর হালীমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর তারা মুহাম্মদ (সা)-কে একটি অসাধারণ শিশু বলে অভিহিত করে এবং তাঁকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই থেকে হালিমা তাঁকে ঐ লোকদের চোখের আড়াল করে রাখেন।[১]

মা আমিনার ইন্তিকাল ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মাতা এবং দাদা আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম-এর সাথে শান্তিতে বাস করতে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রাখেন এবং তিনি ভালোভাবে বড় হতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা আমিনা বিন্ত ওয়াহব ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা আমিনা

---

১. হালিমা মুহাম্মদ (সা)-কে পাঁচ বছর এক মাস বয়সে তাঁর মাতা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর হযরত খাদীজার সাথে বিয়ে হবার পর একবার এবং হুনায়ন যুদ্ধের পর একবার—এই দুইবার ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হালীমার আর দেখা হয়নি। বিবি খাদীজার সাথে বিয়ের পর হালিমা তাঁর সাথে দেখা করে অভাবের কথা জানান। তখন খাদীজা তাঁকে বিশটি ভেড়া ও ছাগল দান করেন।

তাঁকে তাঁর মামাবাড়ি মদীনার বনূ আদি গোত্রের কাছে দেখাতে নিয়ে যান। তারপর মক্কায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমিনা ইন্তিকাল করেন।[১]

বনূ আদি ইব্ন নাজ্জারকে রাসূল (সা)-এর মাতুল গোত্র বলার কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম-এর মা সালমা বিনতে আমরও ছিলেন বনূ আদী ইবন নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। এ কারণেই ইব্ন ইসহাক (রা) বনূ নাজ্জারকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাতুল গোত্র বলে অভিহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শৈশবকালেই তাঁর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের সম্মান প্রদর্শন

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : বিবি আমিনার ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। কা'বা শরীফের পাশেই আবদুল মুত্তালিবের জন্য বিছানা পেতে রাখা হত এবং তাঁর পুত্ররা সকলে তাঁর সেই বিছানার চারপাশে বসত। তিনি যতক্ষণ বের না হতেন, ততক্ষণ তারা স্থির হয়ে বসে থাকত এবং তাঁর মর্যাদার খাতিরে কেউ তাঁর বিছানার ওপর বসত না। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে আসতেন। তখন তিনি সুদর্শন কিশোর। তিনি সে বিছানার ওপর বসে পড়তেন। তাঁর চাচাগণ তাঁকে ধরে সরিয়ে দিতে গেলেই আবদুল মুত্তালিব তাদেরকে বলতেন : আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র কসম, সে নিশ্চয়ই সম্মানিত। তারপর তাঁকে নিজের বিছানায় নিজেই বসাতেন, পিঠে হাত বুলাতেন এবং তিনি যা কিছুই করতেন তাতেই তিনি আনন্দিত হতেন।

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল এবং তার শোকে রচিত কবিতা

রাসূলুল্লাহ (সা) আট বছর বয়সে উপনীত হলে অর্থাৎ আবরাহার হস্তীবাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ আক্রমণ করার আট বছর পর আবদুল মুত্তালিব মারা যান। ইব্ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'বাদ ইব্ন আব্বাস তার পরিবারের কারো সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল আট বছর।

---

১. কুরতুবীর 'তাযকিরা' নামক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে সাথে নিয়ে যখন বিদায় হজ্জে গমন করেন, তখন তাঁর মায়ের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্নায় আমিও যোগ দিই। তারপর তিনি উটের পিঠে থেকে নেমে বললেন : হে হুমায়রা (আয়েশা) ! একটু থামো। আমি উটের পিঠে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘ সময় আমার কাছ থেকে দূরে চিন্তিতভাবে কাটালেন। তারপর হাসিমুখে আমার কাছে ফিরে এলেন। আমি এই হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন : আমি আমার মা বিবি আমিনার কবরের কাছে যেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাত করলাম, তাঁকে জীবিত করুন। তারপর আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিত করলেন, জীবিত হয়ে তিনি আমার ওপর ঈমান আনলেন, তারপর আল্লাহ তাঁকে পুনরায় অদৃশ্য করে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব (র)-এর পুত্র মুহাম্মদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু আসন্ন হল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন তার সব কন্যাকে একত্র করলেন। তার সর্বমোট ছয়জন কন্যা ছিল। তাদের নাম হলো : সফিয়্যা, বাররা, আতিকা, উম্মে হাকীম আল-বায়যা, উমায়মা ও আরওয়া। তিনি তাদেরকে বললেন : আমার মৃত্যুর পর তোমরা কে কি বলে বিলাপ করবে বল, আমি মরার আগে সেটা একটু শুনে,যেতে চাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি কবিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন কোন কবি দেখিনি, যিনি এসব শোকগাথা সম্পর্কে জানেন। তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব থেকে কিছু কবিতা বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা এখানে উধৃত করছি।

সফিয়্যা কর্তৃক তার পিতা আবদুল মুত্তালিবের শোকগাথা

সফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তার পিতার প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন :

"কবরের পাশের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এক মহান ব্যক্তির মৃত্যুর শোকে ক্রন্দনরত এক মহিলার কান্নার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বিলাপ শুনে আমার চোখের পানি মুক্তোর মত গণ্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। সে বিলাপ ছিল সম্মানিত এক মহৎ ব্যক্তির প্রতি, যিনি কখনো নিজেকে অন্য বংশের অন্তর্ভুক্ত বলে মিথ্যা দাবি করতেন না। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, শায়বার প্রতি যিনি ছিলেন মহাদানশীল এবং অনেক গুণের অধিকারী। তোমার উত্তম পিতা, যিনি ছিলেন সকল বদান্যতার উত্তরাধিকারী। আমি বিলাপ করছি সেই ব্যক্তিত্বের ওপর, যিনি কোন বিষয়ে তার সঙ্গীদের পেছনে থাকতেন না এবং যুদ্ধের ময়দানে খুব বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতেন। যিনি ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চ বংশীয়। বিলাপ তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন দানবীর, দারাযদস্ত, সৌন্দর্য ও বীরত্বের অধিকারী এবং প্রশংসার পাত্র তাঁর নিজে গোত্রীয়দের কাছে এবং সর্বজনমান্য। তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন উঁচু বংশের সুদর্শন চেহারার অধিকারী ও গুণে গুণান্বিত এবং দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের প্রতি দানশীল। তাঁর প্রতি, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, সম্মানিত বাহাদুর গোত্রসমূহের পৃষ্ঠপোষক, যদি কোন ব্যক্তি তার পুরানো ইযযত ও সম্মানের কারণে চিরস্থায়ী হত, তবে সেই ব্যক্তি বংশ মর্যাদা ও গুণাবলীর কারণে চিরস্থায়ী হতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী হওয়ার কোন উপায় নেই।"

বাররা রচিত শোকগাথা

আর বাররা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পিতার শোকগাথায় বলেন :

"ওহে আমার চোখদ্বয়! তোমরা সেই গুণবান ব্যক্তির জন্য মুক্তার ন্যায় অশ্রু ঝরাও। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী, সুদর্শন চেহারার অধিকারী। মহাসম্মানিত শায়বা প্রশংসার পাত্র, বহুগুণের অধিকারী এবং সম্মান ও গৌরবমণ্ডিত। বিপদে ধৈর্যশীল ও

শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, অনেক গুণসম্পন্ন দানবীর। তাঁর স্বজাতির ওপর তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মর্যাদায়—তিনি জ্যোতির্ময়- চন্দ্রের ন্যায় চমকাতেন।

"যুগের আবর্তন এবং তাকদীরের নির্মম পরিহাস নিয়ে তাঁর কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত হানল।"

আতিকা রচিত শোকগাথা তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর উদ্দেশ্যে

আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব তার পিতার শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

"হে আমার চক্ষুদ্বয় ! লোকেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তোমরা যত পার অশ্রু বর্ষণ কর এবং এ ব্যাপারে কার্পণ্য করো না।

হে আমার চক্ষুদ্বয়! তোমরা প্রচুর অশ্রু বর্ষণ কর এবং বিলাপ সহকারে কাঁদতে থাক, হে আমার চক্ষুদ্বয়! তোমরা কান্নায় ডুবে যাও সেই অসাধারণ পুরুষের ওপর, যিনি কোন দিক থেকেই দুর্বল ছিলেন না। যিনি সকল বিপদ-আপদে সাহায্যকারী এবং সমাধানে তৎপর এবং অঙ্গীকার পূরণকারী, তোমরা কাঁদতে থাক শায়বাতুল হাম্‌দের ওপর, যিনি দানবীর, সত্যবাদী, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং যুদ্ধের সময় খোলা তরবারি এবং শত্রু বিনাশকারী, নম্রস্বভাব; উদারহস্ত, ওয়াদা পূরণকারী, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং পুণ্যবান। তাঁর গৃহ মর্যাদার কেন্দ্র, তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব।"

উম্মে হাকীমের শোকগাথা

উম্মে হাকীম বায়যা বলেন : "ওহে আমার চোখ, অশ্রু বর্ষণ কর এবং বিলাপ কর, আর সকল সম্মানিত ও দানবীর লোককে কাঁদিয়ে তোল। হে আমার চোখ! তুমি প্রচুর অশ্রুবর্ষণে আমাকে সহযোগিতা কর। তোমার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার পিতার জন্য কাঁদো, যিনি কল্যাণের আধার ছিলেন এবং সুপেয় পানির পুষ্করিণী (স্বরূপ) ছিলেন। যিনি ছিলেন উদার ও মুক্তহস্ত, মর্যাদাশালী, মহৎ গুণসম্পন্ন ও প্রশংসনীয়ভাবে দানশীল শুভ্রকেশী বৃদ্ধ। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মহানুভব, পরম সুঠামদেহী সুপুরুষ, প্রজ্ঞাময় এবং দুর্ভিক্ষের সময় জনসেবাব্রতী। যখন তুমুল লড়াই বাধত, তখন ছিলেন তিনি এমন বীর শার্দুল যে, সকলেই তাঁকে দেখে বিমোহিত হয়ে যেত। তিনি বনূ কিনানার বংশধরের মধ্যে অতীব বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও আশ্বস্তকারী ব্যক্তি, যখন তারা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত দুর্যোগ ও দুর্ভোগে আক্রান্ত হত। আর যখন যুদ্ধ বাধত কিংবা কঠিন সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছিলেন তাদের আশ্রয় ও সহায়। কাজেই তাঁর জন্য কাঁদো, মনে দুঃখ পুষে রেখ না, ক্রন্দসীরা যতদিন বেঁচে থাক তাঁর জন্য কাঁদতে থাক।"

উমায়মার শোকগাথা

উমায়মা বললেন : "অতুলনীয় গুণের অধিকারী গোত্রপতি মারা গেলেন, যিনি ছিলেন হাজীদের তত্ত্বাবধায়ক, যিনি প্রতিটি প্রবাসী অতিথির মেহমানদারী করতেন... ...। প্রবাসী

অতিথিকে সাদরে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাতেন (তিনি ছাড়া) আর কে ? যখন গোটা মানব সমাজ কেবল কার্পণ্য দেখাত, হে শুভ্রকেশী প্রশংসনীয় বৃদ্ধ ! তুমি শিশুকাল থেকেই এত সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছ, যা যে কোন যুবকের জন্য সর্বোত্তম কৃতিত্ব। সে কৃতিত্ব (বয়সের সাথে সাথে) কেবল বেড়েই চলেছে। মহাদানশীল আবুল হারিস (আবদুল মুত্তালিবের ডাক নাম) নিজ স্থান শূন্য করে চলে গেছে। (মৃত্যুর পর) কেউ দূরে যায় না; বরং প্রত্যেক জীবন্ত লোকই দূরে যায়। আমি যতদিন বেঁচে থাকব কাঁদব এবং ব্যথিত হব। এর জন্য তিনি বাস্তবিকই উপযুক্ত। কেননা তার জন্য আমার প্রচণ্ড আবেগ বহাল থাকবে। মানুষের অভিভাবক চলে গেছেন দানের বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাই তিনি কবরে থাকলেও আমি তার জন্য কাঁদব। গোটা গোত্রের জন্য তিনি ছিলেন ভূষণ স্বরূপ। যেখানেই প্রশংসা হত সেখানে তিনি প্রশংসিত হতেন।"

আরওয়ার শোকগাথা

"সেই অমায়িক স্বভাবের মানুষটি জন্য, যিনি মক্কার নিম্ন সমতল ভূমিতে বসবাসকারী কুরায়শীদের অন্যতম মহৎ ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি। সেই মহানুভব দানশীল তুলনাহীন কল্যাণময় বৃদ্ধ পিতার জন্য, যিনি অসাধারণ উদারচিত্ত, সুভাষী, সুনামখ্যাত, উজ্জ্বল ও সরলমনা ছিলেন। যিনি অত্যন্ত সুঠামদেহী, সুদর্শন, গৌরবময় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সুদর্শন সহৃদয় পুরুষটি কখনো কারো ক্ষতি করেনি। তিনি ঐতিহ্যময় গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী এবং এতে কোন গোপনীয় কিছু নেই। তিনি মালিক ও ফিহরের বংশধরের রক্তপণ পরিশোধকারী এবং ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসাকারী। দুর্যোগ ও রক্তপাতের সময় তিনি ছিলেন দানশীল ও মহানুভব যুবক। বড় বড় বীর পুরুষেরা যখন মৃত্যুর ভয়ে কাঁপত, তখন তিনি সাহসের সাথে এগিয়ে যেতেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, এরপর আবদুল মুত্তালিবের বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং তিনি কন্যাদের মর্সিয়া শুনে মাথা নেড়ে ইশারা করে বলেন, ঠিক আছে, এভাবেই বিলাপ ও শোক প্রকাশ করো।

মুসায়্যেব ইবন হাযনের বংশ পরিচয়

ইবন হিশাম বলেন মুসায়্যেব ইবন হাযন ইবন আবি ওহাব ইবন আমর ইবন আয়িয ইবন ইমরান ইবন মাখযূম।

এ ছাড়া বনূ আদী গোত্রের আর এক কবি হুযায়ফা গানিম আবদুল মুত্তালিবের শোকে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এই ব্যক্তি বনূ হাশিম গোত্রের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত ছিলেন।

"হে আমার নয়ন যুগল, অশ্রু উজাড় করে বুক ভাসিয়ে দাও, তোমরা বৃষ্টির ফোঁটার মত অশ্রু বর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অবারিত ধারায় অশ্রু বর্ষণ কর প্রতি সূর্যোদয়কালে, সেই মহান ব্যক্তির জন্য কাঁদো, যাকে কোন বিপদেই বিপথগামী করতে পারে নি। কুরায়শ বংশের

সেই লজ্জাশীল শালীন সাহসী, প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন শক্তিমান, সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটির জন্য জীবনভর বিলাপ কর, যিনি কখনো হীনতা ও নীচাশয়তার প্রশ্রয় দেননি, অর্থহীন বাজে কথা বলেননি। যিনি গৌরবান্বিত গোত্রপতি, উদারচিত্ত অতিশয় বিজ্ঞ, লুআই-এর বংশধরের মধ্যে যিনি বিপদে-আপদে, অভাবে-দুর্ভিক্ষে বসন্তের মত প্রফুল্ল। মা'আদ ও নাঈল-এর বংশধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিথিপরায়ণ, জনসেবক, মহৎ স্বভাব ও সম্ভ্রান্ত। তাদের সকলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ উত্তর পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ গুণবান ও সুনামখ্যাত। মর্যাদা, সহিষ্ণুতা, বিচক্ষণতা এবং দুর্যোগে ও দুর্ভিক্ষে দানশীলতায় তিনি তাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই শুভ্রকেশী প্রশংসনীয় বৃদ্ধের জন্য কাঁদো, যার মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতকে আলোকিত করত পূর্ণিমার চাঁদের মত। তিনি ছিলেন হাজীদের পানি সরবরাহকারী ও সেবক। হাশিম, আবদে মানাফ ও ফিহরের সন্তানদের নেতা, তিনি যমযম পুনঃখনন করেন মাকামে ইবরাহীমের কাছে, ফলে তার পানি পান করানোর কৃতিত্ব আর সকলের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিল। যে কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির তাঁর জন্য বিলাপ করা উচিত। কুসাইয়ের বংশধরের প্রত্যেক ধনী ও গরীবের উচিত তাঁর জন্য কাঁদা। তার সন্তানরা যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই নেতৃস্থানীয়। তাদের জন্য ঈগল পাখি ডিম ফুটায় (অর্থাৎ সমাজে সচ্ছলতা আসে)। কুসাই-এর বংশধর যদিও সমগ্র কিনানা গোত্রের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরের সংরক্ষণ করেছে। মৃত্যু ও তার আনাগোনার দরুন যদি তিনি অন্তর্হিত হয়ে থাকেন, তবে (তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ) তিনি পরম পবিত্র আত্মা ও সফল কার্যকলাপ সহকারে জীবন যাপন করে গেছেন।

"নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাদামী রং-এর বর্শার ন্যায় বীর পুরুষগণ। আবূ উতবা উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি যিনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তার কীর্তি অতি উজ্জ্বল ও গৌরবময়। আর হামযা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আপন পারিষদ নিয়ে গর্বিত, সকল কলুষ কালিমা ও কলংক থেকে মুক্ত। আবদে মানাফ অত্যন্ত মহান, আত্মমর্যাদাশীল, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কৃপাশীল ও সহানুভূতিশীল। তাদের মধ্যে যারা প্রৌঢ় তারা শ্রেষ্ঠ প্রৌঢ়। আর তাদের বংশধর রাজপুত্রদের ন্যায়, কখনো ধ্বংস হয় না বা ম্লান হয় না। যখনই তাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, দেখবে তারা তোমার প্রতি প্রফুল্ল মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মক্কার সমগ্র সমতল ভূমিকে তারা মহত্ত্ব ও সম্মান দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছে, যখন সৎকর্মের প্রতিযোগিতা ছিল অতীতের ঐতিহ্য। তাদের ভেতরে রয়েছে নির্মাতা। আর আবদে মানাফ তাদের সেই পিতামহ, যিনি সকল দুঃখ-দুর্দশা মোচনকারী। আওফের সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেন যাতে আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেন আর বনূ ফিহর আমাদেরকে নিরাপত্তা দেন। ফলে আমরা আরবের নিম্ন ও উঁচু সকল এলাকায় শান্তির পরিবেশে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছি, এমনকি সমুদ্রেও কাফেলা নিরাপদে চলেছে। তারা যখন লোকালয়ে অবস্থান করেছে, তখন তাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ গ্রাম অঞ্চলে চলে গেছে। ফলে, সেখানে বনূ হাশিমের নেতারা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা সেখানে (আরবে) লোকালয় ও জনবসতি

গড়ে তুলেছে এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে পানি এনেছে কূপ খনন করে। যাতে হাজীরা এবং অন্যরা তা থেকে পানি পান করতে পারে। যখন তারা কুরবানীর পরের দিন ভোরে তার সন্ধান করে। তিন দিন হাজীদের কাফেলা মক্কার আশপাশের পাহাড়ের মধ্যে খীমায় অবস্থান করে। অতি প্রাচীনকালেই আমাদের পানির প্রাচুর্য ছিল। তবে খুম্ম ও হাফর ছাড়া আর কুয়া থেকে পানি পান করতে পেতাম না। তারা অপরাধ ক্ষমা করে থাকে, অথচ তার চেয়ে ক্ষুদ্র অপরাধেরও প্রতিশোধ নেয়া হয়। আর অনেক আজেবাজে ও অশালীন কথাবার্তা তারা মাফ করে দেয়। তারা জাবালে হাবশীর নিকটে শপথ গ্রহণকারী সকল মিত্রকে একত্র করেছে। আর বনূ বকরের পাষণ্ডদেরকে শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছে। তাদেরকে দিক-বিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছে অথবা ধ্বংস করে দিয়েছে। কাজেই তাদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাক। আর ইব্‌ন লুবনা যে উপকার করেছে তা ভুলে যেয়ো না। কেননা সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মত উপকারই করেছে। আর তুমি কুসাই বংশের লুবনার পুত্র। ... ... তুমি উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়েছ এবং সেগুলোকে সঞ্চয় করে মর্যাদার কেন্দ্রে পৌঁছেছ এবং তুমি হলে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তুমি মহত্ত্ব ও বদান্যতার দিক থেকে সকল গোত্রকে অতিক্রম করেছ এবং শিশুকাল থেকেই সকল নেতা থেকে তুমি শীর্ষস্থানে রয়েছ। তোমার মাতা খুযাআ গোত্রের এক অমূল্য রত্ন, যদি কখনো ঐতিহাসিকরা বংশ পরিচয় পর্যালোচনা করে। সকল ঐতিহ্যবাহী সমাজ নায়করা সবার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব সবাইকে সম্মান প্রদর্শন কর। তাদের ভেতরে রয়েছে শামিরের পিতা মালিক ও আমর ইব্‌ন মালিক। আরো রয়েছে যুজাদান ও আবুল জাব্‌র আসআদ, যিনি কুড়িটি হজ্জে লোকের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এ কারণে তিনি ঐ অঞ্চলে বিজয় লাভ করেছেন।”

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : أُمُّكِ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ অর্থাৎ আবূ লাহাব, তার মা লুবনা বিন্‌ত হাজার খুযাই।

মাতরূদ আল-খুযাইর শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাতরূদ ইব্‌ন কা'ব আল-খুযাই আবদুল মুত্তালিবের গুণ গেয়ে যে শোকগাথা রচনা করেন তা নিম্নরূপ :

“হে ভিন্ন পথের যাত্রী! আবদে মানাফের বংশের খোঁজ নিয়েছ কি ? তোমার মা তোমাকে নির্বোধ করে রেখেছে। অথচ তুমি যদি তাদের ঘরে অবতরণ করতে তবে অপরাধ ও অসম্মান থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতে। তাদের ধনবানরা দরিদ্রদেরকে নিজেদের সাথে মিলিত করে নেন বলে তাদের দরিদ্ররাও সচ্ছল হয়ে যায়। নক্ষত্রগুলো যখন পরিবর্তিত হয়ে যেত, তখন ধনবানরা, শুভেচ্ছা সফরে যারা ইচ্ছুক তারা এবং সূর্য সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত যখন বাতাস চলাচল করে, তখনও যারা মানুষকে খাওয়ায় তারা সকলেই (একাকার হয়ে যেত তোমার মুক্তির চেষ্টায়)। হে কর্মবীর পুরুষ, তুমি মারা গেলেও তোমার মত ব্যক্তিকে কোন মহৎ ব্যক্তিই

অতিক্রম করতে পারত না। শুধুমাত্র তোমার পিতা ছাড়া, যিনি বহু গুণে গুণান্বিত, দানশীল ও অতিথিপরায়ণ, যার নাম মুত্তালিব।”

যমযমের পানি পান করানোর জন্য আব্বাসের অভিভাবকত্ব লাভ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর যমযম কূপের তদারকীর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁর পুত্র আব্বাসের ওপর। আব্বাস ছিলেন সে সময় তার ভাইদের মধ্যে বয়সে তরুণ। তিনি ইসলামের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। রাসূল (রা) তাকে ঐ দায়িত্বে বহাল রাখেন। এখনো আব্বাসের বংশধররাই এই কূপের তদারকীতে নিয়োজিত আছেন।

চাচা আবূ তালিবের অভিভাবকত্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা আবূ তালিবের কাছে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। কথিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিব এ ব্যাপারে আবূ তালিবকে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। কারণ রাসূল (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ এবং আবূ তালিব সহোদর ভ্রাতা ছিলেন এবং তাদের উভয়ের মা ছিলেন ফাতিমা বিন্ত আমর ইব্ন আইয ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম। ইব্ন হিশামের মতে আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম।

লাহাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রাসূল (সা)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, লাহাব গোত্রের এক ব্যক্তি মানুষের ভাগ্য গণনা করত। সে যখনই মক্কায় আসত, কুরায়শ বংশের লোকেরা তাদের শিশুদের নিয়ে তার কাছে হাযির হত এবং সে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত। আবূ তালিবও রাসূল (সা)-কে সাথে নিয়ে তার কাছে এলেন। সে সময় সেখানে আরো অনেক শিশু-কিশোর ছিল। গণকটি রাসূল (সা)-কে প্রথমে একনযর দেখেই কি এক চিন্তায় মগ্ন হল। তারপর সে বলল : বালককে আমার কাছে নিয়ে এস। আবূ তালিবের রাসূল (সা)-এর প্রতি তার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে তাকে লুকিয়ে ফেললেন। লোকটি কেবলই বলতে লাগল : “তোমাদের কি হলো! বালকটিকে আমার কাছে আন। আল্লাহ্র কসম, সে একটি অসাধারণ সম্ভাবনাময় ছেলে।” এরপর আবূ তালিব সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

বহীরার ঘটনা

[আবূ তালিব কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে সিরিয়া যাত্রা] : ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর আবূ তালিব এক কাফেলার সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। সফরের

সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল, তখন বালক মুহাম্মদ (সা) আবূ তালিবকে জড়িয়ে ধরলেন। তা দেখে আবূ তালিবের মন নরম হয়ে পড়ল। তিনি বললেন, ওকে আমার সাথে করে নিতেই হবে। ওকে কিছুতেই রেখে যেতে পারব না। আর সেও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তারপর রাসূল (সা) আবূ তালিবের সফরসঙ্গী হলেন।

কাফেলা সিরিয়ার অন্তর্গত বুসরা এলাকায় যাত্রা বিরতি করল। সেখানে ছিলেন বহীরা নামক এক খ্রিস্টান যাজক। ওখানকার এক গির্জায় তিনি থাকতেন। ঈসায়ী ধর্ম সম্পর্কে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐ গির্জায় সর্বদাই একজন পাদ্রী নিযুক্ত থাকত, যার ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের ওপর ঐ এলাকার মানুষ নির্ভরশীল ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী ঐ গির্জায় একখানা আসমানী কিতাব রক্ষিত থাকত। পুরুষানুক্রমে ঐ আসমানী কিতাব থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকার চলে আসছিল। বহীরার কাছ দিয়ে ইতিপূর্বে বহু বাণিজ্য কাফেলা আসা-যাওয়া করত। তিনি কারো সামনে বেরুতেনও না, কারো সাথে কথাবার্তাও বলতেন না। কিন্তু এই বছর যখন কুরায়শ কাফেলা আবূ তালিব ও বালক মুহাম্মদ (সা)-কে সাথে নিয়ে ঐ স্থানে বহীরার গির্জার পার্শ্বে যাত্রাবিরতি করল, তখন বহীরা তাদের জন্য প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, ঐ কাফেলার অবস্থান গ্রহণের পর নিজ গির্জার ভেতরে বসেই পাদ্রী বহীরা এমন কিছু অসাধারণ আলামত প্রত্যক্ষ করেন, যার জন্য তিনি গোটা কাফেলার সম্মানে ভোজের আয়োজন করতে উদ্বুদ্ধ হন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, কাফেলার ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় যখন তা এগিয়ে আসছিল, তখন গির্জার ভেতর থেকেই পাদ্রী বহীরা দেখতে পান যে, সমগ্র কাফেলার মধ্য থেকে কেবল বালক মুহাম্মদ (সা)-এর মাথার ওপর একখানি মেঘ ছায়া দিয়ে আসছে। কাফেলাটি গির্জার নিকটবর্তী গাছের ছায়ার নীচে এসে থামল। তখনো পাদ্রী দেখলেন যে, মেঘটি এখনো গাছের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে এবং গাছের ডালপালা রাসূল (সা)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে বহীরা গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং লোক পাঠিয়ে কাফেলার লোকদেরকে বললেন, "হে কুরায়শ বণিকগণ ! আমি আপনাদের জন্য খাওয়ার আয়োজন করেছি। আপনাদের ছোট-বড়, আযাদ ও গোলাম নির্বিশেষে সকলকে এসে খাদ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" কাফেলার মধ্য থেকে একজন বলল, আজ আপনি এক অভিনব কাজ করলেন। আগে আমরা এই পথে বহুবার যাতায়াত করেছি কিন্তু কখনো আপনি এরূপ আতিথেয়তা দেখাননি। আজ আপনার এরূপ করার হেতু কি ? বহীরা বললেন : "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলেছেন, সে রকমই হয়ে আসছে কিন্তু আজ যেহেতু আপনারা যাত্রাবিরতি ঘটিয়ে আমার মেহমানে পরিণত হয়েছেন, তাই আমি আপনাদের আপ্যায়ন করতে আগ্রহী। আপনাদের জন্য আমি খাদ্য তৈরি করছি। আপনারা সকলে তা খেয়ে যাবেন এই আমার অনুরোধ।"

এরপর সকলেই খাবার জায়গায় সমবেত হলো। কিন্তু অল্পবয়স্ক বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফেলার বহরের সাথে গাছের ছায়ার নিচে বসে রইলেন।

এদিকে খাওয়ার জন্য যে কুরায়শী বণিকরা সমবেত হয়েছেন, পাদ্রী বহীরা তাদের সবাইকে ভালোভাবে পরখ করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের কারো মধ্যে সেই হাবভাব ও চালচলন দেখতে পেলেন না, যা একটু আগে বালক মুহাম্মদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। এজন্য তিনি বললেন, হে কুরায়শী অতিথিবৃন্দ! আপনাদের কেউ যেন আমার খাবার গ্রহণ থেকে বাদ না পড়ে। তারা বলল : "হে বহীরা, যারা এখানে আসার মত, তারা সবাই এসে গেছেন। শুধু একটি বালক কাফেলার বহরে রয়ে গেছে। সে কাফেলার মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক। বহীরা দৃঢ়ভাবে বললেন : "না, তাকে বাদ রাখবেন না। তাকেও ডাকুন। সেও আপনাদের সাথে আহার করুক।" এই সময় জনৈক কুরায়শী বলে উঠল : "লাত ও উয্যার কসম, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র আমাদের সাথে থাকবে অথচ আমাদের সাথে ভোজনে অংশ নেবে না, এটা হতেই পারে না। আমাদের জন্য এটা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার।" এ কথা বলেই সে উঠে গিয়ে রাসূল (সা)-কে কোলে করে নিয়ে এলো এবং সবার সাথে খাবারের মজলিসে বসিয়ে দিল। এই সময় বহীরা তাঁর আপদমস্তক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। কারণ ঐ অঙ্গ ও লক্ষণগুলো সম্পর্কে তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পেয়েছিলেন। সমাগত অতিথিদের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে এবং তারা একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে বহীরা রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন : "হে বালক! আমি তোমাকে লাত ও উয্যার কসম দিয়ে অনুরোধ করছি, তুমি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে।" বহীরার লাত ও উয্যার কসম দেয়ার কারণ এই যে, তিনি কুরায়শী বণিকদের কথাবার্তায় ঐ দুই দেবতার শপথ করতে শুনেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বহীরাকে বললেন : "আমাকে লাত-উয্যার কসম দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ্র কসম, আমি ঐ দুই দেবতাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি।" বহীরা বললেন, "ঠিক আছে, আমি তাহলে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, যা জিজ্ঞেস করব, তার জবাব দেবে।" রাসূল (সা) বললেন : "বেশ, কি কি জানতে চান বলুন।" তারপর বহীরা তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তার ঘুমের কথা, দেহের গঠন প্রকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। রাসূল (সা) তার প্রশ্নগুলোর যে জবাব দিলেন, তা বহীরার আগে থেকে জানা তথ্যাবলীর সাথে হুবহু মিলে গেল। তারপর তিনি তাঁর পিঠ দেখলেন। পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর অংকিত দেখতে পেলেন। মোহরটি অবিকল সেই জায়গায় দেখতে পেলেন, যেখানে বহীরার পড়া আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুসারে থাকার কথা ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : নবুয়তের মোহরটি দেখতে ঠিক শিংগা লাগানোর যন্ত্রের অংকিত চিহ্নের মত বৃত্তাকার ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সব করার পর বহীরা আবূ তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বালকটি আপনার কে? তিনি বললেন, "আমার ছেলে।" বহীরা বললেন, "সে আপনার ছেলে নয়। এই ছেলের পিতা জীবিত থাকার কথা নয়।"

আবূ তালিব বললেন : "সে আমার ভাই-এর ছেলে।" বহীরা বললেন, "ওর পিতার কি হয়েছিল ?" আবূ তালিব বললেন : "এই ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই তার পিতা মারা গেছেন।" বহীরা বললেন : "এই রকমই হওয়ার কথা। আপনি আপনার এই ভাতিজাকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। খবরদার, ইয়াহূদীদের থেকে ওকে সাবধানে রাখবেন। আল্লাহ্‌র কসম, তারা যদি এই বালককে দেখতে পায় এবং আমি তার যে নিদর্শনাবলী দেখে চিনেছি, তা যদি চিনতে পারে, তাহলে তারা ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করে ছাড়বে না। কেননা আপনার এই ভাতিজা ভবিষ্যতে এক মহামর্যাদাবান হিসাবে আবির্ভূত হবেন।" তারপর আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

আবূ তালিব-এর প্রত্যাবর্তন : যুরায়র ও তার দু'সাথীর ষড়যন্ত্র

আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন এবং সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সমাপ্তি টেনে মক্কায় উপনীত হলেন। তবে জনশ্রুতি রয়েছে যে, সিরিয়া সফরে থাকাকলে বহীরার মত আহলে কিতাবের আরো তিন ব্যক্তি যুরায়র, তাম্মাম ও দারীস রাসূল (সা)-এর নবুয়তের নিদর্শনাবলী অবগত হয় এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে। কিন্তু বহীরা তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা এবং আসমানী কিতাবের শেষনবী সম্পর্কে যে বিবরণ ও নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও জানান যে, তারা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাঁর ক্ষতি করতে চায়, তবু তা তারা করতে সমর্থ হবে না। এই তিন ব্যক্তি যতক্ষণ বহীরার কথা মেনে না নিয়েছে, ততক্ষণ বহীরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে চলে যায়।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদাপর্ণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর রিসালাত ও সম্মান রক্ষার্থে হিফাযত করতে থাকেন। তাই তাঁকে জাহিলিয়াতের সকল দোষ-ত্রুটি, কলঙ্ক-কালিমা ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র রেখেছিলেন। ফলে তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি হলেন আরবের সবচেয়ে সচ্চরিত্র, সবচেয়ে উদারমনা, সবচেয়ে দয়ালু, সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে ধৈর্যশীল, সবচেয়ে সৎ প্রতিবেশী, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরের (সংযমী) মানুষ। তাঁর ভেতরে সদ্‌গুণাবলীর এত ব্যাপক ও বিপুল সমাবেশ ঘটার কারণে তাঁকে তাঁর সমাজ 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

শিশুকালে আল্লাহ্ কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছেন সে সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর বক্তব্য

জাহিলিয়াতের দোষত্রুটি থেকে শিশুকাল থেকেই আল্লাহ্ কিভাবে রাসূল (সা)-কে রক্ষা করেছেন, রাসূল (সা) নিজেই তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন : শৈশবে কুরায়শী শিশুদের সাথে আমি নানা রকমের খেলায় অংশগ্রহণ করতাম। তন্মধ্যে বড় বড় পাথর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানোরও একটা খেলা ছিল। এই খেলা খেলতে গিয়ে প্রায় সব শিশু চাদর খুলে

উলঙ্গ হয়ে যেত। চাদর কাঁধে গিয়ে তার ওপর পাথর বহন করত। আমি সময় সময় এভাবে উলঙ্গ হওয়ার উপক্রম করতাম। কিন্তু ইতস্তত করতাম। এই সময় এক অদৃশ্য লোক আমাকে ঘুষি লাগিয়ে দিতেন এবং ঘুষিতে বেশ ব্যথাও পেতাম। তিনি ঘুষি দিতেন আর বলতেন, চাদর বেঁধে নাও। তারপর চাদর শক্ত করে বেঁধে রাখতাম এবং অন্য সকল শিশুর মধ্যে আমি একাই চাদর পরা অবস্থায় খালি ঘাড়ে পাথর বহন করতাম।

ফিজার যুদ্ধ

ফিজারের যুদ্ধ এর কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূল (সা)-এর বয়স যখন চৌদ্দ বা মতান্তরে পনের বছর, তখন ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ বাঁধে যে দুই পক্ষের মধ্যে, তার একদিকে ছিল কুরায়শ এবং কিনানা এবং অপরদিকে কায়স আয়লান গোত্র।

ফিজার যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, উরওয়াতুর রাহ্হাল ইবন উতবা ইবন জাফর ইবন কিলাব ইবন রাবী'আ ইবন আমির ইবন মাস'আ ইবন মু'আবিয়া ইবন হাওয়াযিন জনৈক গোত্র নেতা নু'মান ইব্ন মুনযিরের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে আশ্রয় দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বনূ কিনানা গোত্রের বনূ যামরা শাখার জনৈক বার্‌রায ইব্ন কায়স তাকে বলল : "তোমার এত স্পর্ধা যে বনূ কিনানার ওপর টেক্কা দিয়ে তুমি তাকে আশ্রয় দিতে গেলে ?" (অর্থাৎ কাউকে আশ্রয় দিতে হলে বনূ কিনানাই দেবে, অন্য কারো সে অধিকার নেই)। উরওয়া বললেন, অবশ্যই। কিনানা কেন, গোটা দেশবাসীর ওপর টেক্কা দিয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছি। এরপর উরওয়া ও বার্‌রাযের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। অবশেষে তায়মা নামক এলাকায় উরওয়া একটু অসাবধান হওয়ামাত্রই বার্‌রায তার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে নিষিদ্ধ মাসে। এজন্যই তাকে ফিজার যুদ্ধ বলে।

ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে বার্‌রায বলে

"আমার আগে অনেক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা মানুষকে উদ্বিগ্ন করত। আমি তাতে দৃঢ়ভাবে বনূ বাকরের পক্ষ নিয়েছিলাম। তাদেরকে সাথে নিয়ে বনূ কিলাবের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছি। আর তাদের মিত্রদেরকে চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার করেছিলাম। যূ-তিল্লালে তার ওপর যেই হাত তুলেছি, অমনি নিহত পশু শাবকের মত কাঁপতে কাঁপতে ঢলে পড়ল।"

লাবীদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন মালিক ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাব বলে

"বনূ কিলাবের সাথে, তাদের মিত্র বনূ আমির ও বনূ খুতুবের সাথে এবং বনূ নুমায়র ও

নিহত বনূ হিলালের মাতুলদের সাথে দেখা হলে বলে দিও যে, হামলাকারী রাহ্হাল তাইমান যূ-তিল্লালের কাছে এসে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে।"

উপরোক্ত পংক্তিগুলো ইব্ন হিশাম কর্তৃক উধৃত কবিতায় অংশবিশেষ।

কুরায়শ ও হাওয়াযিন-এর মধ্যে যুদ্ধ

ইব্ন হিশাম বলেন : কুরায়শদের কাছে একজন দূত এলো। সে বলল : বার্‌রায উরওয়াকে হত্যা করেছে। এ সময় কুরায়শীরা ছিল উকাযের মেলায় এবং মাসটা ছিল নিষিদ্ধ মাস। এ সংবাদ পেয়ে কুরায়শীরা রওয়ানা হল। হাওয়াযিন গোত্র এ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। খবর পেয়ে তারা কুরায়শদের অনুসরণ করল এবং হত্যাকারীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। হত্যাকারীরা হারাম শরীফে প্রবেশের আগেই তাদেরকে ধরে ফেলে এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়। রাত হয়ে গেলে হত্যাকারীরা হারাম শরীফে ঢুকে পড়ে এবং হাওয়াযিনের লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। এরপর বেশ কয়েক দিন যুদ্ধ হয়। আরবরা দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ পক্ষকে সমর্থন দিতে থাকে। কুরায়শ ও কিনানার পক্ষে তাদের সেনাপতি এবং কায়স পক্ষে তাদের সেনাপতি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়।

ফিজার যুদ্ধে বালক মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থিতি এবং তখন তাঁর বয়স

রাসূল (সা) বাল্যকালে কয়েকদিন এই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর চাচাগণ তাঁকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, আমি আমার চাচাগণের দিকে শত্রুদের ছুঁড়ে মারা তীর ও বর্শাগুলো কুড়িয়ে তাদের কাছে দিতাম দিতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ফিজার যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল বিশ বছর।

ফিজার নামকরণের হেতু

ফিজার যুদ্ধে কিনানা ও কুরায়শ যৌথ বাহিনীর সেনাপতি ছিল হারব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদ শাম্‌স। এই যুদ্ধে দিনের প্রথমাংশে কায়স কিনানাকে এবং মধ্যভাগে কিনানা কায়সকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ শুধু নিষিদ্ধ মাস নয়, যাবতীয় নিষিদ্ধ জিনিস অমান্য করে। এজন্য এর নাম হয় ফিজার যুদ্ধ। ফিজার অর্থ উভয় পক্ষের সীমা লংঘন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ফিজার যুদ্ধের বিবরণ আরো দীর্ঘ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনা করার আকাঙ্ক্ষায় এখানেই এর ইতি টানলাম।

খাদীজা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ের বিবরণ

[এই বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স] ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর হল, তখন খাদীজা বিন্‌ত খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্‌যা

ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়। আবূ আমর মাদানী থেকে একাধিক আলিম আমার কাছে এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

খাদীজার পক্ষে বাণিজ্য করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিরিয়া যাত্রা ও বহীরার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খাদীজা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি বেতনভুক কর্মচারী রেখে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুতপক্ষে গোটা কুরায়শ বংশই ছিল ব্যবসাজীবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের সুখ্যাতি অন্যদের ন্যায় খাদীজারও গোচরীভূত হয়। তাই তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁকে এও জানান যে, এ কাজের জন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দেবেন। হযরত খাদীজা তাঁর গোলাম মাইসারাকেও রাসূল (সা)-এর সাহায্যের জন্য তাঁর সঙ্গে দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য সামগ্রী নিয়ে ভৃত্য মাইসারাসহ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গির্জার নিকটবর্তী এক গাছের ছায়ার নিচে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এক সময় সেই ধর্মযাজক মাইসারাকে নিভৃতে জিজ্ঞেস করলেন : এই গাছের নিচে বিশ্রামরত ভদ্রলোকটি কে? সে বলল : "তিনি কা'বা শরীফের কাছেই বসবাসকারী জনৈক কুরায়শী।" ধর্মযাজক বললেন : "এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিয়ে করতে খাদীজার আগ্রহ

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আনীত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করে দিলেন এবং যা যা কিনতে চেয়েছিলেন তাও কিনলেন। তারপর মাইসারাকে সাথে নিয়ে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে যেখানেই দুপুর হয় এবং প্রচণ্ড রোদ ওঠে, মাইসারা দেখতে পায় যে, দু'জন ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা)-কে ছায়া দিয়ে রৌদ্র থেকে রক্ষা করে চলেছেন, আর তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলছেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি খাদীজাকে তাঁর ক্রয় করা মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। খাদীজা ঐ মাল বিক্রয় করে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন। ওদিকে মাইসারাকে যাজক যা যা বলেছিল এবং পথিমধ্যে নবীকে দুই ফেরেশতা কর্তৃক ছায়াদানের যে দৃশ্য মাইসারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা সে খাদীজার নিকট হুবহু বিবৃত করল।

---

১. অর্থাৎ এ মুহূর্তে সেখানে একজন নবীই বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর পূর্বে ৫৭০ বছরের মধ্যে কোন নবী ছিল না। একটা গাছের বয়স সাধারণত এত দীর্ঘ হয় না, তাই 'কখনো নবী ছাড়া কোন লোক এর পূর্বে এ গাছের নিচে অবস্থান করেননি' বলাটা যথার্থ।

খাদীজা ছিলেন দৃঢ়চেতা অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রখর বুদ্ধিমতী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্না মহিলা। নবীর মহত্ত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তাঁর জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অনুগ্রহের ফল। মাইসারার উক্ত অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শুনে খাদীজা এত অভিভূত হলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিম্নরূপ বার্তা পাঠালেন : "হে চাচাতো ভাই! আপনার গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্ততা, চরিত্র-মাধুর্যও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত।" এই বলে খাদীজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কুরায়শদের মধ্যে তখন খাদীজা ছিলেন ধনে-মানে, মর্যাদায় ও বংশীয় আভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তাঁর গোত্রে এমন কোন পুরুষ ছিল না যে তাঁকে সাধ্যে কুলালে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করত না। খাদীজার পিতার নাম খুওয়ায়লিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। (পিতামাতা উভয়েই পূর্বে পুরুষ লুআইতে গিয়ে একই প্রজন্মে মিলিতে হয়েছে)।

খাদীজার বংশ পরিচিতি

পিতার দিকে থেকে খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। আর মাতার দিকে থেকে খাদীজা বিন্‌ত ফাতিমা বিন্‌ত যাইদা ইবনুল আসাম্ম ইব্‌ন রওয়াহা ইব্‌ন হাজার ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন মাঈয ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। ফাতিমার মাতা হালা বিন্‌ত আবদে মানাফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুন্‌ফিয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাঈদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর। হালার মাতা-কি্লাবা বিন্‌ত সুয়ায়দ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর।

খাদীজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ে

রাসূল (সা) খাদীজার এই প্রস্তাব স্বীয় চাচাদেরকে জানালেন। চাচা হামযা রাসূল (সা)-কে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খাদীজার পিতা খুওয়ায়লিদের[১] কাছে চলে গেলেন। তার সাথে দেখা করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিলেন এবং অবিলম্বে বিয়ে সম্পন্ন হল।

ইব্‌ন হিশাম জানান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাদীজাকে বিশটি তরুণ উট মোহরানা হিসাবে দিয়েছিলেন। খাদীজাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিয়ে করেননি।

---

১. অন্য মতে আবূ তালিব স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে যান ও বিবাহে খুত্‌বা পাঠ করেন। ইবন আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবন আসাদ খাদীজা (রা)-এর বিবাহ দেন। খুয়ায়লিদ ফিজার যুদ্ধের পূর্বেই মারা যান।

খাদীজার (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তান

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজার গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাসিম,[১] তাহির, তায়্যিব, যয়নব, রুকায়্যা, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা এই কয়জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া তাঁর আর সকল সন্তানই খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কাসিমের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) নামেও খ্যাত হন। কাসিম, তায়্যিব ও তাহির জাহিলিয়াতের যুগেই মারা যান। কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সঙ্গে হিজরত করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন কাসিম। তারপর ক্রমান্বয়ে তায়্যিব, তাহির, তারপর কন্যা রুকাইয়্যা, যয়নব, উম্মে কুলসুম ও সর্বশেষে ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপর সন্তান ছিলেন ইবরাহীম। ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসী মারিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের খ্রিস্টান শাসক মুকাওকিস মারিয়্যাকে দাসীরূপে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন।

ওয়ারাকার সঙ্গে হযরত খাদীজা (রা)-এর আলোচনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফলের ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ছিলেন পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাপারে পারদর্শী একজন খ্রিস্টান বিদ্বান ব্যক্তি। এছাড়া পার্থিব জ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) মাইসারার নিকট থেকে সিরীয় ধর্মযাজকের যে মন্তব্য শুনেছিলেন এবং মাইসারা নিজ চোখে দু'জন ফেরেশতা কর্তৃক নবী (সা)-কে ছায়াদানের যে দৃশ্য অবলোকন করেছিল, তা ওয়ারাকাকে সবিস্তার জানালেন। ওয়ারাকা বললেন, "খাদীজা! এসব ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, মুহাম্মদ (সা) এ উম্মতের নবী। আমি জানতাম, তিনিই হবেন এ উম্মতের প্রতীক্ষিত নবী। এটা সে নবীরই যুগ।" এ কথা বলে ওয়ারাকা প্রতীক্ষিত নবীর আগমন এত বিলম্বিত হওয়ায় আক্ষেপ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "আর কত দেরী।" তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

"আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে এমন একটি জিনিসকে স্মরণ করে চলছি, যা দীর্ঘদিন যাবত অনেককে কাঁদিয়ে আসছে। সে জিনিসটির অনেক বিবরণের পর নতুন করে খাদীজার

১. ভিন্নমতে তাহির ও তায়্যিব কাসিমেরই উপনাম। দুধপানের সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে খাদীজাকে কান্নারত দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) সুসংবাদ দেন। জান্নাতে কাসিমের দুধপানের সময় পর্যন্ত এক ধাত্রী নিয়োজিত রয়েছেন। (মুসনাদে ফিরয়াবী)

কাছ থেকেও বিবরণ পাওয়া গেল। বস্তুত হে খাদীজা, আমার প্রতীক্ষা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আমার প্রত্যাশা, মক্কার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির মাঝখান থেকে যেন তোমার কথার বাস্তবরূপ প্রতিভাত হতে দেখতে পাই, যে কথা তুমি ঈসায়ী ধর্মযাজকের বরাত দিয়ে জানালে। বস্তুত ধর্মযাজকের কথা হেরফের হোক, তা আমি পসন্দ করি না। সে প্রতীক্ষিত ব্যাপারটি এই যে, মুহাম্মদ অচিরেই আমাদের নেতা ও সরদার হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরাজিত করবেন। দেশের সর্বত্র তিনি এমন আলো ছড়াবেন, যা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তিনি উদ্ভাসিত করে দেবেন। যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তারা পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা তাঁর সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি অন্বেষণ করবে, তারা হবে স্থিতিশীল ও বিজয়ী। আফসোস ! যখন এসব ঘটনা ঘটবে, তখন যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে তোমাদের সবার আগে আমিই তাঁর দলভুক্ত হতাম। আমি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হতাম, যাকে কুরায়শ খুবই অপসন্দ করত। যদিও তারা নিজেদের মক্কা নগরীতে তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলত। যে জিনিসকে তারা সবাই অপসন্দ করত, আমার প্রত্যাশা এই যে, তা আরশের অধিপতির নিকট পৌঁছে যাবে—যদিও তারা অধঃপতিত হবে। সুউচ্চ প্রাসাদের ওপর আরোহণ-কারীকে যারা গ্রহণ করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া এই অধঃপতনের আর কোন কারণ নেই। কুরায়শরা যদি বেঁচে থাকে আর আমি যদি মারা যাই, তাহলে প্রত্যেক যুবক প্রত্যক্ষ করবে যে, শাশ্বত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের সাংঘাতিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে।"

কা'বা শরীফ সংস্কার ও পাথর স্থাপনের প্রশ্নে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের বিবাদ মীমাংসায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা

(কুরায়শ কর্তৃক কা'বা সংস্কারের কারণ) ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়শ বংশের লোকেরা কা'বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল পবিত্র কা'বার ছাদ তৈরি করা। কেননা ছাদ নির্মাণ না করলে দেয়াল ধসে যাওয়ার আশংকা ছিল। আর তাও শুধু পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে মানবদেহ থেকে সামান্য উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কোন গাঁথুনি ছিল না। তারা কা'বার দেয়াল আরো উঁচু করা ও ছাদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিল। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, একদল চোর কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের কূপে রক্ষিত মূল্যবান রত্নরাজি চুরি করেছিল। যার কাছে এই চোরাই মাল পাওয়া যায়, সে ছিল খুযাআ গোত্রের বনূ মুলায়হ ইব্‌ন আমর পরিবারের জনৈক মুক্ত গোলাম। তার নাম দুওয়ায়ক। ইব্‌ন হিশাম বলেন, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দুওয়ায়কের হাত কেটে দিল। তবে তাদের ধারণা ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে দুওয়ায়ক আসল চোর নয়—যারা চুরি করেছে তারাই দুওয়ায়কের কাছে এ মাল রেখেছিল।

ঘটনাক্রমে ঐ সময় জনৈক রোমান ব্যবসায়ীর একখানা জাহাজ সমুদ্রের প্রবাহের সাথে ভেসে জেদ্দার উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে এবং ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কুরায়শ বংশের লোকেরা এই ভাঙ্গা জাহাজের তক্তাগুলো কিনে নিয়ে যায় এবং পবিত্র কা'বার ছাদ তৈরির কাজে ব্যবহার করার জন্য তা কেটে ঠিকঠাক করে। একই সময় মক্কায় জনৈক মিসরীয় রাজমিস্ত্রীর আবির্ভাব ঘটে। কুরায়শ নেতারা মনে মনে স্থির করে ফেলে যে, পবিত্র কা'বার সংস্কারে তাকে দিয়ে কিছু কাজ নেয়া হোক। তৎকালে কা'বার ভেতরের কূপ থেকে প্রতিদিন একটা সাপ উঠে আসত, এবং কা'বার দেয়ালের ওপর রোদ পোহাত। যে কূপ থেকে সাপটা উঠে আসত তার মধ্যে কা'বার জন্য মানতকৃত জিনিসপত্র নিক্ষেপ করা হত। সাপের কারণে কুরায়শরা আতংকিত ছিল। কেননা সেটি এমন ভয়ংকর ছিল যে, কেউ তার ধারেও যেতে সাহস পেত না। কেউ তার কাছে গেলেই সে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠত। এভাবে একদিন সাপটি যখন কা'বার দেয়ালের উপর রোদ পোহাচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ সেখানে একটা পাখি পাঠালেন। পাখি সাপটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তখন কুরায়শরা আশ্বস্ত হয়ে বলল : মনে হচ্ছে আল্লাহ্ আমাদের ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছেন। আজ আমাদের হাতে একজন সুযোগ্য মিস্ত্রী রয়েছে এবং আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাঠও আছে। আর সাপের হাত থেকেও আল্লাহ্ রেহাই দিয়েছেন।

আবূ ওয়াহবের ঘটনা

এরপর তারা কা'বার দেয়াল ভেঙ্গে তা নতুন করে নির্মাণের আয়োজন করল। এই সময় বনূ মাখযূমের বিশিষ্ট ব্যক্তি আবূ ওয়াহ্ব ইব্ন আমর ইব্ন আইয ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম এবং ইব্ন হিশাম-এর মতে আইয ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম উঠে কা'বার একটা পাথর বিচ্ছিন্ন করে হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু পাথরটি তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে আপনা-আপনি পুনঃস্থাপিত হল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে তিনি বললেন : "হে কুরায়শের লোকেরা! তোমরা এই কা'বা শরীফ নির্মাণে শুধু তোমাদের বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ নিয়োজিত কর। এতে ব্যভিচার, সুদ কিংবা উৎপীড়ন দ্বারা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করো না।" সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন যে, এ উক্তিটি ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম বলেছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ্ আল-মাক্কী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালাফ ইব্ন ইব্ন ওয়াহ্ব হুযাফা ইব্ন জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব লুআই-এর বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি জাদা ইব্ন হুবায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহ্ব ইব্ন আমরের ছেলেকে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলেটি কে ? তাকে বলা হল যে, সে জা'দ ইব্ন হুবায়রার ছেলে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান বলেন, ঠিক এই সময়ে আবূ ওয়াহ্ব যিনি কুরায়শ কর্তৃক কা'বাকে ধসিয়ে দেয়ার সংকল্প নেয়ার পর কা'বার একটি পাথর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুনরায় অগ্রসর হলেন। কিন্তু পাথরটি তার হাত থেকে

লাফ দিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়ল। তখন আবূ ওয়াহ্ব বললেন, হে কুরায়শ বংশের লোকেরা! কা'বা সংস্কারে তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে পবিত্র অর্থ ছাড়া আর কিছু ব্যয় করো না। ব্যভিচার, সুদ বা যুলুম থেকে অর্জিত অর্থ এতে নিয়োগ করো না।

আবূ ওয়াহ্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক

ইব্ন ইসহাক বলেন : উল্লিখিত আবূ ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতার মামা ছিলেন। তিনি ছিলেন। একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আরবের জনৈক কবি বলেন :

"আবূ ওয়াহ্বের সম্মানার্থে যদি আমার উটনী পাঠিয়ে দেই, তাহলে তার মজলিস থেকে তার (উটনীর) হাওদা বিফল ও খালি যাবে না। তার বংশ লতিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তা 'লুআই' ইব্ন গালিবের উভয় শাখার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ধারা। আবূ ওয়াহ্ব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দরবার ডাকেন, তার পিতামহ ও মাতামহ শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষদের মধ্যমণি। আবূ ওয়াহ্বের উনুনে সব সময় রান্নার কাজ চলত এবং তার পাত্রগুলো সব সময় রুটিতে পরিপূর্ণ থাকত। পাত্রগুলোর ওপর চর্বির পরত লেগে থাকত।

কা'বা সংস্কারের কাজ কুরায়শ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে বন্টন

তারপর কুরায়শ কা'বাগৃহ সংস্কারের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। দরজার দিকের অংশ সংস্কারের ভার পড়ল বনূ আবদ মানাফ ও বনূ যুহরা নামক কুরায়শ গোত্রদ্বয়ের ওপর। রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ বনূ মাখযূম গোত্রের ওপর এবং তাদের সাথে আরো কয়েকটি কুরায়শী গোত্র যুক্ত হল। কা'বার ছাদ পড়ল বনূ জুমাহ ও বনূ সাহমের ভাগে। এ দু'টি গোত্র হল আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই-এর বংশধর। হিজরের অংশ সংস্কারের দায়িত্ব অর্পিত হল বনূ আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই, বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ও বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই-এর ওপর। এ অংশটিকেই হাতীম বলা হয়।[১]

ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, কা'বা ঘর ভাঙা ও ভাঙা অংশের নিচে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ

কা'বাঘর ভাঙতে গিয়ে লোকদের মধ্যে আতংকের সঞ্চার হল। এই অবস্থা দেখে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ঘোষণা করল : "কা'বাঘর ভাঙার কাজের উদ্বোধন আমিই করছি।" এই বলেই সে কোদাল হাতে নিয়ে কা'বাঘরের ওপর গিয়ে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল। "হে আল্লাহ্ ! আমরা যেন ভয়-ভীতির শিকার না হই। হে আল্লাহ্! আমরা শুধু কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছি।" ইব্ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে, সে বলেছিল : "হে আল্লাহ্ ! আমরা যেন বিপথগামী

---

১. হাতীমের শব্দার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, এই স্থানটিতে লোকেরা এত বেশি ভিড় জমাত যে, একে অপরের দ্বারা মারা যাওয়ার উপক্রম হত। কারো কারো মতে এর কারণ এই যে, জাহিলী যুগে এই স্থানে এসে লোকেরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে নগ্ন হয়ে যেত। (শারহুস সীরাহ—আবূ যর)

না হই।" তারপর সে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে খানিকটা ভেঙে ফেলল। সেই রাতটি লোকেরা অপেক্ষা করল এবং মনে মনে বলল, দেখা যাক, এর ফলে যদি ওয়ালীদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আর না ভেঙে আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় পুনর্বহাল করে নেব। আর যদি কোন বিপদাপদ না ঘটে, তাহলে মনে করব যে, আল্লাহ্ আমাদের কাজে সন্তুষ্ট। তারপর আরো ভাঙব। পরদিন সকালে ওয়ালীদ আবার তার কাজে ফিরে এল। সে এবং তার সাথে জনতাও কা'বাঘর ভাঙতে লাগল। এভাবে ইবরাহীম আলায়হিস সাল্লামের ভিত্ পর্যন্ত গিয়ে থামল। তারপর তারা সবাই উটের পিঠের উঁচু হাড় সদৃশ একটি দুর্লভ সবুজ পাথর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, যার একটি আর একটি সাথে যুক্ত ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের একজন আমাকে বলেছেন যে, ভাঙার কাজে নিয়োজিত জনৈক কুরায়শী ভিত ভাঙবার জন্য দুটো পাথরের মাঝখান দিয়ে যেই শাবল ঢুকিয়েছে, যাতে তার একটা উঠে আসে, অমনি একটি পাথর নড়ে ওঠার সাথে সাথে গোটা মক্কা নগরী কেঁপে উঠল। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সকলে ভিত ভাঙার কাজ বন্ধ করল।

রুকনে ইয়ামানীতে যে লিপি পাওয়া গেল

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাঙার কাজ করতে গিয়ে কুরায়শী জনতা রুকনে ইয়ামানীতে সুরিয়ানী ভাষায় লেখা একখানা প্রাচীন লিপি পায়। লিপিটি কি, তা তারা বুঝতে পারল না। জনৈক ইয়াহূদী তাদেরকে পড়ে শোনাল। তাতে লেখা ছিল : আমি আল্লাহ্ বাক্কার (মক্কার) অধিপতি। যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছি, যেদিন সূর্য ও চন্দ্রকে রূপদান করেছি, সেদিন বাক্কাকে সৃষ্টি করেছি এবং তার চারপাশে সাতজন অনুগত ফেরেশতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। তার দু'পাশের দুই আখশাব (পাহাড়) যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন বাক্কাও টিকে থাকবে। পানি ও দুধের ভেতরে তার অধিবাসীদের কল্যাণ নিহিত।[1]

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আখশাব' অর্থ হল পাহাড়। আখশাবান এর দ্বিবচন। অর্থাৎ মক্কার দুটো পাহাড়।

---

১. মা'মার ইব্ন রাশিদ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বা পুনঃনির্মাণের সময় কুরায়শীরা তার ভেতর তিনটি পিঠবিশিষ্ট একটি পাথর পায়। তার একপিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। যেদিন সূর্য ও চন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করি, সেইদিন বাক্কা তৈরিরও পরিকল্পনা করি।" ... ... বাদ বাকী অংশ ইব্ন ইসহাক উধৃত বাণীর সমার্থক। দ্বিতীয় পিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। আমিই রাহেম (জরায়ু) সৃষ্টি করেছি এবং এর সাথে মিলিয়ে নিজের একটি নাম রেখেছি (অর্থাৎ রহীম)। যে ব্যক্তি জরায়ুর সম্পর্ক (অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধন) ছিন্ন করবে, তার সাথে আমিও সম্পর্ক ছিন্ন করব আর যে জরায়ুর সম্পর্ক রক্ষা করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব। তৃতীয় পিঠে লেখা ছিল : "আমি বাক্কার অধিপতি আল্লাহ্। কল্যাণ ও অকল্যাণের স্রষ্টা আমি। যার দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তার জন্য সুসংবাদ। আর যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, তার জন্য দুঃসংবাদ।" (জামে যুহরী-সীরাতে ইব্ন হিশামের টীকা দ্র.)।

মাকামে ইবরাহীমে প্রাপ্ত লিপি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরায়শীগণ মাকামে ইবরাহীমে একখানা লিপি পেয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : "মক্কা আল্লাহ্‌র সুরক্ষিত পবিত্র ঘর। তিনটি উপায়ে তার অধিবাসীদের জীবিকা আসবে। তার অধিবাসীরা যেন প্রথমে এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন না করে।"

উপদেশ খোদিত শীলালিপি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লায়স ইব্‌ন সুলায়ম দাবি করেছেন যে, কুরায়শীরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নবুওতের চল্লিশ বছর আগে একটি শীলালিপি পেয়েছিল এবং তার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তাতে খোদাই করা ছিল : "যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে সৌভাগ্যের ফসল ঘরে তুলবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে, সে ঘরে তুলবে অনুশোচনার ফসল। তোমরা খারাপ কাজ করবে আর ভালো প্রতিদান পাবে, তা হতে পারে না যেমন বাবলা গাছে আঙ্গুর ফলে না।"

পাথর স্থাপন নিয়ে কুরায়শদের মধ্যে বিরোধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'বাঘর নির্মাণের জন্য কুরায়শের শাখা গোত্রগুলো পাথর সংগ্রহ করল। প্রতিটি গোত্র পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করে তা নির্মাণ করতে লাগল। হাজরে আসওয়াদের স্থান পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে বিবাদ বেধে গেল। হাজরে আসওয়াদকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করার দুর্লভ সম্মান ও গৌরব লাভের বাসনা প্রত্যেকের মধ্যেই প্রবল হয়ে উঠল। এ নিয়ে গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার পরস্পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রত্যেক গোত্রেরই পণ, যে করেই হোক, হাজরে আসওয়াদকে তারাই যথাস্থানে স্থাপন করবে, অন্য কাউকে সে সুযোগ দেবে না।

রক্ত পিপাসু

তারপর বনূ আবদুদ্দার রক্তভর্তি একটা পেয়ালা নিয়ে এল। তারা ও বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। তারা সেই রক্তভরা পাত্রে হাত চুবিয়ে এ ব্যাপারে শপথ নিল। সেই থেকে তারা 'রক্ত পিপাসু' নামে খ্যাতি লাভ করে। এই অবস্থায় কুরায়শ চার-পাঁচ দিন কাটিয়ে দিল। অবশেষে কা'বার পার্শ্বে সমবেত হয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে বিবাদ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নিল।

আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা কর্তৃক মীমাংসার পন্থা উদ্ভাবন

বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় সমগ্র কুরায়শ বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি আবূ উমায়্যা ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহবান জানালেন : "হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! এই পবিত্র মসজিদ দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে,[1] তাকেই তোমরা এই বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব দাও।" এ প্রস্তাবে সবাই

১. মাসজিদুল হারামের যে দরজার কথা বলা হয়েছিল, তা ছিল বাবু বনী শায়বা। জাহিলী যুগে একে বাবু বনী আবদে শামস বলা হত। এখন বলা হয় বাবুস-সালাম। মতান্তরে যে ব্যক্তি প্রথমে বাবুস সাফায় প্রবেশ করবে।

সম্মত হল। তারপর দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ব প্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই বলল, এতো আমাদের আল-আমীন (চির বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ (সা); তাঁর ফায়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জনতার কাছে পৌছলেন, তখন সকলে তাঁকে ব্যাপারটা জানাল। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা চাদর নিয়ে এস। চাদর আনা হলে তিনি নিজে পাথরখানাকে চাদরের মাঝখানে রাখলেন। তারপর বললেন, প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিরা এই চাদরের পাশ ধরে একসাথে পাথরটি উঁচু করে নিয়ে চল।[২] সবাই তাই করল। যখন তারা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌছল, তখন তিনি নিজে পাথরটি ধরে যথাস্থানে স্থাপন করলেন এবং তার ওপর গাঁথুনি দিলেন।[৩] উল্লেখ্য যে, কুরায়শরা ওহী নাযিলের আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আল-আমীন' বলে ডাকত।

কা'বা ঘরের সাপ সম্পর্কে যুবায়রের কবিতা

সংস্কার কাজটি সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা যুবায়র ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইতিপূর্বে কা'বার দেয়ালে যে সাপটি দেখে কুরায়শরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তা নিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন :

"যে সাপটি কুরায়শদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, একটি ঈগল কিরূপ নির্ভুলভাবে ছোঁ মেরে তাকে ধরে নিয়ে গেল, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সাপটি কখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে, কখনো ফণা তুলে ছোবল মারার ভঙ্গীতে থাকত। যখনই আমরা কা'বা

---

১. কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সময় জনৈক নাজদী প্রবীণ ব্যক্তির রূপ ধারণ করে ইবলিস কুরায়শদের মধ্যে অবস্থান করছিল। সে প্রতিবাদ করে বলল যে, "তোমাদের মধ্যে এত বিজ্ঞ প্রবীণেরা থাকতে এত বড় গৌরবের কাজটি একজন পিতৃহীন তরুণের ওপর সোপর্দ করতে তোমরা কিভাবে সম্মত হলে ?" কিন্তু তার এ প্রতিবাদ কুরায়শীদের উল্লাসের মধ্যে তলিয়ে যায়। নচেৎ এর ফলে পুনরায় গোলযোগ বেধে যেতে পারত। পরবর্তীকালে ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর আমলে যখন কা'বার সংস্কার হয়, তখন পুনঃস্থাপন করেন তাঁর পুত্র হামযা।

২. চাদরের যে কোণটি আবদে মানাফের বংশধরের জন্য নির্দিষ্ট হল, তা ধরল উতবা ইব্‌ন রবীআ, দ্বিতীয় কোণটি ধরল যামআ। তৃতীয়টি আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা, চতুর্থটি কায়স ইব্‌ন আদী। হিজরতের আগে কা'বার সংস্কার হয়। তখন কুরায়শরা যুদ্ধের পথ ছেড়ে শান্তির পথ ধরেছিল রাসূল (সা)-এর ফয়সালার ভিত্তিতে। হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহব মাখযূমী এ ঘটনা সম্পর্কে এক কবিতায় বলেন : "সকল গোত্র একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত বিবাদে লিপ্ত হল। প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্বেষে রূপান্তরিত হল এবং ভয়ংকর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। যখন আমরা দেখলাম, ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে এবং তরবারি ছাড়া এর আর কোন সমাধান নেই, তখন আমরা একমত হয়ে বললাম, মক্কার সমতল ভূমি থেকে যে ব্যক্তি প্রথম আসবে, সেই হবে মীমাংসাকারী। আকস্মিকভাবে আল-আমীন মুহাম্মদ (সা) প্রথম ব্যক্তি হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, আর আমরা বললাম, পরম বিশ্বস্ত মুহাম্মদের ব্যাপারে আমরা সম্মত।"

৩. উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের আমলে কা'বা সংস্কার হলে পাথরটিকে বর্তমান জায়গায় রাখেন উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র। (রওযুল উনুফ দ্র.)

সংস্কারে উদ্যোগ নিয়েছি, তখন-ই সে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বভাবসুলভ ভীতিপ্রদ ভঙ্গীতে ভয় দেখিয়েছে। আমরা যখন এই আপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, তখন এ ঈগলটি এসে আমাদের রক্ষা করল এবং সংস্কারের কাজে আমাদের আর কোন বাধা থাকল না। পরদিন আমরা সকলে নগ্ন হয়ে[১] সংস্কার কজে লেগে গেলাম। মহান আল্লাহ্ এ কাজটি করার সুযোগ দিয়ে বনূ লুআই তথা আমাদের গৌরবান্বিত করলেন। তবে তাদের পরে বনূ আদী, বনূ মুররাও একাজে উদ্যোগী হয়েছে। বনূ কিলাব ছিল একাজে তাদের চেয়েও অগ্রণী। আল্লাহ্ আমাদের সসম্মানে কা'বার নিকট বসবাসের অধিকারও দিয়েছেন। আশা করা যায়, এ কাজের প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে পাওয়া যাবে।"

কা'বার উচ্চতা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে কা'বা শরীফের উচ্চতা ছিল ১৮ হাত। প্রথমে কুবাতা[২] এবং পরে বুরূদ[৩] জাতীয় সাধারণ কাপড় দিয়ে কা'বার গেলাফ চড়ানো হত। সর্বপ্রথম রেশমী গেলাফ চড়ান হাজ্জাজ ইব্ন ইউসূফ।

হুমসের বর্ণনা (কুরায়শদের মাঝে হুমস প্রথা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা 'হুমস' নামক একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেছিল। এটি তারা আবরাহার কা'বা অভিযানের আগে করেছিল না পরে, তা আমার জানা নেই। এ মতবাদটি তারা ব্যাপকভাবে প্রচারও করে। এ মতবাদের সারকথা হল, তারা দাবি করত যে, "আমরা ইবরাহীমের বংশধর হিসাবে যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমরা কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক, মক্কার অধিবাসী ও নেতা। সুতরাং আমাদের মর্যাদা ও অধিকার আরবের অন্য সকলের চেয়ে বেশি। আমাদের মত ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি আর কারো নেই। হারাম শরীফের ন্যায় মর্যাদা, হারাম শরীফ বহির্ভূত এলাকার নেই। তা যদি থাকে, তাহলে আরব জাতির ওপর কুরায়শের কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না।" তারা আরো বলত, আরবরা হারাম শরীফ ও তার বাইরের এলাকার মর্যাদা সমান করে ফেলেছে। সেজন্য আরাফাত ময়দানে অবস্থান এবং সেখান থেকে কা'বার দিকে যাত্রা করা তারা পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা জানে যে, এ কাজটা হজ্জ ও ইবরাহীম (আ) আনীত দীনের অন্তর্ভুক্ত। কুরায়শরা মনে করত, আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও সেখান থেকে কা'বা অভিমুখে আসা অন্যান্য আরবদের দায়িত্ব, তাদের নয়। তারা মনে করত যে, "আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী। কাজেই আমাদের এখান থেকে বের হওয়া এবং হারাম শরীফের বহির্ভূত কোন স্থানকে হারাম শরীফের মত সম্মান দেয়া

---

১. সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরায়শরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কা'বা সংস্কারের জন্য পাথর সংগ্রহ করেছিল এবং এটিকে তারা একটি পূণ্যের কাজ মনে করত।

২ কুবাতা হল, মিসরে তৈরি এক ধরনের সাদা কাপড়।

৩. বুরূদ হল, ইয়ামানে তৈরি এক প্রকার কাপড়।

আমাদের কর্তব্য নয়।" এরপর এ বৈষম্যমূলক ধ্যান-ধারণা তারা হারামবাসীর বংশধর এবং অ-হারামবাসীর বংশধরের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে, নিছক জন্মের সূত্র ধরে। হারামবাসীর বংশধরের জন্য যেমন কিছু কাজ বৈধ ও কিছু কাজ অবৈধ সাব্যস্ত হতে থাকে, তেমনি হারাম শরীফ বহির্ভূতদের বংশধরদের জন্যও কিছু কাজ বৈধ ও কিছু কাজ অবৈধ বলে চিহ্নিত হতে থাকে।

কুরায়শদের এ মতবাদে অন্যান্য গোত্রের সম্মতি

পরবর্তীকালে বনূ কিনানাও কুরায়শদের এ মতবাদ মেনে নেয়।

উল্লিখিত বনূ আমির ইব্ন সা'সা'আ-এর সাথে বনূ হানযালা ইব্ন মালিক গোত্রের এক সংঘর্ষ ঘটে জাবালা নামক স্থানে এবং তাতে বনূ আমির বনূ হানযালার ওপর জয়লাভ করে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহ্‌বী আমাকে জানিয়েছেন যে, বনূ আমির ইব্ন সা'সা'আ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বকর ইব্ন হাওয়াযিন পরবর্তীকালে এ মতবাদ মেনে নেয়। আবূ উবায়দা আমাকে আমর ইব্ন মা'দীকারিবের একটি কবিতা শোনান :

"ওহে আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামী ! আমাদের ঘোড়াগুলো যদি মোটাতাজা হত, তাহলে তাসলীসে তুমি বনূ আমির ইব্ন সা'সা'আর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হতে না। এ উদ্দেশ্যে যে, উক্ত আব্বাস তাসলীস নামক স্থানে বনূ যুবায়দের ওপর হামলা চালিয়েছিল।"

আর আবূ উবায়দা আমাকে লাকীত ইব্ন যারারা দারিমীর জাবালা যুদ্ধ সম্পর্কে কবিতা (যা ইসলামের আবির্ভাবের চল্লিশ বছর আগে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ যুদ্ধ ছিল রাসূলের জন্মের বছর) শোনান : "সাবধান, বনূ আব্স হচ্ছে হুমস মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাবান গোষ্ঠী। কারণ জাবালার যুদ্ধে বনূ আব্স বনূ আমির ইব্ন সা'সা'আর মিত্র ছিল।"

আর সেদিন লাকীত ইব্ন যুরারা ইব্ন উদুস (মতান্তরে আদাস) নিহত এবং হাযিব ইব্ন যুরারা ইব্ন উদুস, আমর ইব্ন আমর ইব্ন উদুস ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন দারিম ইব্ন মালিক ইব্ন হানযালা বন্দী হয়। এ সম্পর্কে কবি ফারাযদাকের কবিতা নিম্নরূপ :

"তুমি বোধ হয় লাকীত, হাজিব ও আমর ইব্ন আমরকে দেখনি। যখন তারা দারিমকে ডেকেছিল।" এটা ফারাযদাকের দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যূনাজাবের যুদ্ধ

তারপর মাত্তায়ানের নিকটস্থ উপত্যকা যূনাজাবে যে যুদ্ধ হয়, তাতে বনূ 'আমিরের ওপর হানযালা গোত্র জয়ী হয়। সেদিন ইব্ন কাবশা নামে খ্যাত হাস্‌সান ইব্ন মুআবিয়া কিন্দী নিহত হন এবং ইয়াযীদ ইব্ন সাইক কিলাবী বন্দী হন। এ যুদ্ধে তুফায়ল ইব্ন মালিক ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাব ও আবূ আমির ইব্ন তুফায়ল পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ফারাযদাকের কবিতা হল :

"তুফায়ল ইব্ন মালিক যখন কুরযুল নামক ঘোড়ায় চড়ে পলায়নপর এক পরাজিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করল, তখন আমরা ইব্ন খুওয়ায়লিদের গর্দান মেরে দিলাম। ফলে পেঁচার (নিহতের) সংখ্যা কেবল বাড়িয়েই দিলাম।"

আর জারীরের কবিতার অংশ নিম্নরূপ :

"আমরা ইব্‌ন কাবশার মুকুটকে রক্তে রঞ্জিত করে দিলাম এবং সে ঘোড়ার আস্তাবলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।" আর জাবালা ও যূ-নাজাবের যুদ্ধের বৃত্তান্ত অনেক দীর্ঘ। ফিজার যুদ্ধের মত এ কাহিনীরও আমি এখানেই ইতি টানলাম, যাতে মূল সীরাত আলোচনায় ছেদ না পড়ে।

আরবদের বাড়াবাড়ি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা এরপর তাদের বৈষম্যপূর্ণ মতবাদে আরো গোঁড়ামি ও উগ্রতা সংযোজন করে। তারা ইহ্‌রামরত অবস্থায় খাবারের পানির ব্যবহার করা, যে কোন ধরনের মাখন থেকে ঘি তৈরি করা, পশমের তৈরি তাঁবুতে প্রবেশ করা, এমন ঘরে প্রবেশ করা যা চামড়ার তৈরি, হারাম শরীফে বহিরাগত হাজীদের হারাম শরীফের বাইরে থেকে আনা খাদ্য খাওয়া এবং বাইরে থেকে আনা কাপড় পরে তওয়াফ করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বরং তাদের হারাম শরীফের ভেতরে তৈরি খাবার খেতে হবে এবং ভেতর থেকে সংগৃহীত কাপড় পরতে হবে। কাপড় না পাওয়া গেলে নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে হবে। আর যদি কেউ আত্মমর্যাদাবশত যে কাপড় বাইর থেকে নিয়ে এসেছে, তা পরিধান করে তওয়াফ করে, তাহলে তওয়াফের পর তা পরিত্যাগ করতে হবে। ঐ কাপড় সে নিজে বা অন্য কেউ আর কখনো ব্যবহার করতে পারবে না।

আরবদের সমাজে লাকা প্রথার স্থান

আরবরা এ কাপড়কে লাকা বলত। কুরায়শরা আরবদের এ প্রথা মানতে বাধ্য করে। তারা আরাফাতে অবস্থান করত এবং সেখান থেকে তওয়াফ করার জন্য মক্কায় আসত। পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করত। আর মহিলারা শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে কেবল একটা ঢিলে জামা পরে তওয়াফ করত।

এ অবস্থায় তওয়াফরত জনৈক আরব মহিলা কবি বলেন : "আজ শরীরের অংশবিশেষ অথবা পুরোটাই প্রকাশিত হবে। যেটুকু প্রকাশিত হবে, তা কারো জন্য হালাল হতে দেব না।"

তওয়াফকারীদের মধ্যে যারা হারাম শরীফের বাইর থেকে কোন কাপড় নিয়ে আসত, তারা তা পরিত্যাগ করত এবং তা সে নিজেও ব্যবহার করত না, অন্যরাও না। জনৈক আরব যখন তার অতি প্রিয় পোশাক এভাবে পরিত্যাগ করল এবং তার কাছে যেতে পারল না, তখন সে দুঃখ করে বলল : "এর পাশ দিয়ে বারবার যাতায়াত করায় আমার দুঃখ বেড়ে গেছে, যেন তা কেউ ব্যবহার করতে পারছে না। তওয়াফকারীদের সামনে নিক্ষিপ্ত কাপড় হিসাবে পড়ে রয়েছে।" অথচ তওয়াফ সম্পর্কে ইসলামের বিধান এ হুমস নামক বৈষম্যমূলক প্রথা রহিত করে।

এ সমস্ত কুসংস্কার চলতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে নবুওয়ত দান করেন, দীনকে তাঁর জন্য সুদৃঢ় করেন এবং হজ্জের বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। তখন আল্লাহ্

এ আয়াত নাযিল করেন : "এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে, বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (২ : ১৯৯)

উক্ত আয়াতে 'তোমাদের' দ্বারা কুরায়শদের এবং 'লোকদের' দ্বারা অন্যান্য আরবদের বুঝান হয়েছে। এরপর তিনি (সা) হজ্জের বছর সকলকে সঙ্গে নিয়ে আরাফাতে যান, সেখানে অবস্থান করেন এবং তওয়াফের জন্য সেখান থেকে মক্কায় যান।

বায়তুল্লাহর কাছে লোকদের খানাপিনা ও পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা, নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে বাধ্য করা এবং হারাম শরীফের বাইরে থেকে আনা খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ করার কুরায়শী মনগড়া বিধি-নিষেধ আল্লাহ্ এ বলে রহিত করেন :

"হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না। (হে নবী, আপনি) বলুন : আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? বলুন, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি।" (৭ : ৩১-৩২)

এরূপে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল পাঠিয়ে ইসলামের মাধ্যমে কুরায়শরা লোকদের মাঝে 'হুমস' নামক যে কুপ্রথা চালু করেছিল, তা চিরতরে রহিত করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র)—উসমান ইবন আবু সুলায়মান ইবন জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওহী নাযিল হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজের উটে আরোহণ করে সাধারণ মানুষের সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে দেখেছি। এরপর আল্লাহ্র অনুগ্রহে তিনি (সা) সকলকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।[১]

আরব-গণক, ইয়াহূদী পুরোহিত ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পুরোহিত, খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও আরব গণকগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাদের স্ব-স্ব আসমানী কিতাবে বর্ণিত শেষনবী ও তাঁর আবির্ভাবের সময়ের লক্ষণ ও সংকেতসমূহের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের নবীগণ তাঁর সম্পর্কে যে সব পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন, তার আলোকে। ফেরেশতাদের কথাবার্তা আড়িপেতে শ্রবণকারী জিনদের কাছ থেকে পাওয়া খবর ছিল আরব গণকদের

১. যুবায়র ইব্ন মুতইম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লোকদের সঙ্গে আরাফার ময়দানে অবস্থানরত দেখে বলেন : ইনি তো হারামের অধিবাসী, তিনি কেন হারামবাসীদের সঙ্গে হারামের ভেতর অবস্থান করলেন না ? (দ্র. রওযুল উনুফ)

ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস। উল্কার বাণ নিক্ষেপ করে শয়তান জিনদের বিতাড়িত করা হত। আড়িপাতা থেকে নিবৃত্ত করার খোদায়ী পদক্ষেপ তখনো শুরু হয়নি। এ শয়তানরা আকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণক নারী-পুরুষদের কাছে আসত এবং মাঝে মাঝে শেষনবীর আগমন সম্পর্কে কিছু কিছু পূর্বাভাস দিত। সাধারণ আরবরা এসব পূর্বাভাসে তেমন কর্ণপাত করত না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব যখন সত্যি সত্যিই ঘটল এবং আভাস দেয়া লক্ষণগুলো বাস্তবে সংঘটিত হল, তখন সকলেই ঐসব পূর্বাভাস যে ভিত্তিহীন নয়, তা বুঝতে পারল।

উল্কা বা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দিয়ে জিনদের বিতাড়ন শুরু এবং তা নবুওয়ত আসন্ন হওয়ার আলামতরূপে বিবেচিত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত লাভের সময় যখন আসন্ন হল, তখন শয়তানদের আড়িপাতা বন্ধ করা হল এবং যেসব ঘাঁটিতে বসে তারা আড়িপাতত, সেসব ঘাঁটিতে তাদের আনাগোনা উল্কাবাণ নিক্ষেপ করে রোধ করা হল। জিনরা তখন বুঝতে পারল যে, সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কোন বিশেষ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।[১]

নবুওয়ত প্রদানের পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে পবিত্র কুরআনের সূরা জিন নাযিল করে জানিয়ে দেন, কিভাবে তিনি জিনদের আড়িপাতা বন্ধ করেন এবং কুরআন শুনে তাদের মধে কি প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি বলেন :

"আপনি বলুন, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের রবের কোন শরীক স্থির করব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। আর আমাদের মাঝে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ সম্পর্কে অতি অবাস্তব উক্তি করত। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না। আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করত। ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। আর জিনেরা বলেছিল, তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে, সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না, জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মঙ্গল চান।"

---

১. নক্ষত্র দ্বারা শয়তানদের আঘাত করার ঘটনা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন কুরায়শরা ভাবল, কিয়ামত বুঝি নিকটবর্তী। উতবা ইব্ন রবীআ একথা শুনে বলল : ক্যাপেলা নক্ষত্রটির দিকে তাকাও। ওটি যদি ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে বুঝতে হবে, কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে, অন্যথায় নয়। যুবায়র ইবন আবূ বকর এ বর্ণনার অন্যতম রাবী।

জিনরা কুরআন শ্রবণের পর বুঝল যে, তাদের আকাশ পরিভ্রমণ এজন্যই বন্ধ হয়েছে, যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত ওহীর বাণী আকাশের কোন উড়ো খবরের সাথে মিশ্রিত হয়ে জগদ্বাসীর কাছে সন্দেহজনক হয়ে না যায় এবং সম্পূর্ণ অকাট্য ও নির্ভেজাল ওহী তাদের কাছে পৌঁছে। এটা বুঝতে পারার পর তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনল এবং সত্য বলে বিশ্বাস করল। সূরা আহকাফে বলা হয়েছে যে, (ঈমান আনার পর) "তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল-তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।"[১]

আর জিনদের কথা : আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত; ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। কুরায়শ ও অন্যান্য আরবের কেউ কোন নির্জন মাঠে একাকী রাত যাপনের সময় বলত : আমি এ রাতে এখানে অবস্থানের জন্য এ স্থানের কর্তৃত্বশীল জিনের নিকট এ মাঠের যাবতীয় সম্ভাব্য অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইব্ন হিশাম বলেন : উপরোক্ত আয়াতে যে 'রাহাক' শব্দটি আছে, এর অর্থ হচ্ছে : অহংকার, একগুঁয়েমি, মূর্খতা এবং কোন জিনিসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া এবং তা পাওয়ার কাছাকাছি হলে গ্রহণ ও বর্জনে দোদুল্যমান হওয়া।

জিনদের ওপর নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হতে দেখে বনূ সাকীফের আতঙ্ক এবং এ বিষয়ে তাদের আমর ইব্ন উমায়্যাকে জিজ্ঞেস করা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্ন উত্বা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস আমাকে জানিয়েছেন যে, নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা তথা উল্কাপাত দেখে বনূ সাকীফের একটি শাখা সর্বপ্রথম আতঙ্কগ্রস্ত হয়। তারা এ ঘটনা দেখে বনূ ইলাজ গোত্রের জৈনক আমর ইব্ন উমায়্যার কাছে যায়। এ ব্যক্তি আরবের সবচেয়ে কর্কশভাষী ও অপ্রিয়ভাষী জ্যোতিষী হিসাবে খ্যাত ছিল। তারা তাকে বলল, হে আমর ! নক্ষত্র ছুঁড়ে মারার যে ঘটনা আকাশে ঘটে চলেছে, তা কি আপনি দেখেন নি ? সে বললো, হ্যাঁ, দেখেছি। তবে লক্ষ্য কর, যে নক্ষত্রগুলো দিগদর্শন হিসাবে পরিচিতি, জলস্থলে যা দেখে দিক নির্ণয় করা হয় এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মানুষের কৃষি ও অন্যান্য পেশার ব্যাপারে বিভিন্ন সহায়ক তথ্য জানা যায়, তেমন কোন নক্ষত্র যদি ছুঁড়ে মারা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা এ পৃথিবী ও এ সৃষ্টি ধ্বংসের লক্ষণ। অন্যথায় এটা এ বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্র কোন নতুন ব্যবস্থার ইংগিতবহ। আসলে কোন্ ধরনের নক্ষত্র এগুলো ?[২]

---

১. আল-কুরআন, ৪৬ : ২৯-৩০।

২ বনূ সাকীফের আর একটি শাখা বনূ লিহব, খাতার নামক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে এ উল্কাপাত বা নক্ষত্র নিক্ষেপের ভয়ে ভীত হয়ে এর রহস্য জানতে চাইলে সে স্পষ্টতই একে নবুওয়তের লক্ষণ বলে অভিহিত করে। (দ্র. রওযুল উনুফ)

নক্ষত্র নিক্ষেপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী (র) আলী ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে কতিপয় আনসার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ্ (সা) আনসারদের জিজ্ঞেস করেন, এসব নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র সম্পর্কে তোমরা কি বলতে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ! আমরা তা নিক্ষিপ্ত হতে দেখলে বলতাম : কোন রাজা মারা গেছে, নতুন কেউ রাজা হয়েছেন, নতুন কোন সন্তান জন্ম নিয়েছে, অথবা কোন সন্তান মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন আরশের বাহক ফেরেশতারা তা শ্রবণ করে এবং আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ ও গুণগান করে, তারপর তার নিচের আকাশের ফেরেশতারাও তাসবীহ পাঠ করে, তারপর তাদের অনুকরণে তার নিচের ফেরেশতারাও তাসবীহ্ পাঠ করে, এভাবে তাসবীহ পাঠের প্রক্রিয়া চলতে চলতে সর্বনিম্ন আকাশে এসে পৌছে। এখানকার ফেরেশতারাও তাসবীহ পাঠ করে। এরপর তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কি জন্য তাসবীহ্ পাঠ করলে? তারা বলে : উর্ধ্বতন আকাশের ফেরেশতারা তাসবীহ্ পাঠ করছেন, তাই আমরাও তাদের মত তাসবীহ পাঠ করছি। তারা বলেন : তোমাদের উর্ধ্বতন ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করনি যে, তারা কি কারণে তাসবীহ্ পাঠ করল ? তারা উর্ধ্বতন ফেরেশতাদের অনুরূপ প্রশ্ন করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে এ প্রশ্ন আরশের বাহকদের নিকট পর্যন্ত পৌছে। তখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমুক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর এ খবর এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে নামতে নামতে সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসে। এখানে ফেরেশতারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন। শয়তান তা আড়িপেতে শোনে, তবে অনেকাংশে অস্পষ্ট ও বিকৃতভাবে শোনে। তারপর তারা তা পৃথিবীর জ্যোতিষীদের কাছে পৌছায়। এর ভেতরে কিছু ভুল ও কিছু নির্ভুল থাকে। জ্যোতিষীরা আবার তা মানুষকে শোনায়। এতে কিছু কথা যথার্থ এবং কিছু কথা বিকৃত থাকে। এরপর আল্লাহ্ এ সব নক্ষত্র নিক্ষেপ করে শয়তানদের প্রতিহত করেন। তাই জ্যোতিষীদের তথ্য সরবারাহ এখন বন্ধ। এখন আর কোন জ্যোতিষবিদ্যার অস্তিত্ব নেই।[১]

---

১. এখন যে জিনিসটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, তা হলো : জাহিলিয়াত যুগে শয়তানরা যে তথ্য জানতে পারত, তা আর জানতে পারবে না। সে সময় তারা আকাশ থেকে আড়িপেতে এ সবের কিছু কিছু যোগাড় করত। এ যুগের কিছু কিছু লোক জিনের কাছ থেকে কিছু কিছু তথ্য পেয়ে থাকে। এগুলো পৃথিবীতেই জিনেরা দেখে সংগ্রহ করে, যা মানুষেরা দেখতে পায় না। যেমন কে কার জিনিস চুরি করেছে ইত্যাদি। তারা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে, তা হয় সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক, নচেৎ মেঘের ভেতরে ফেরেশতারা যেসব কথাবার্তা বলেন, তা থেকে জিনদের সংগৃহীত। এর দু'একটা সঠিক হতে পারে এবং অধিকাংশই মিথ্যা ও ভূয়া। (দ্র. রওযুল উনুফ)

সাহম গোত্রের জ্যোতিষী গায়তালা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিছু বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, জাহিলী যুগে বনূ সাহমের গায়তালা নাম্নী এক মহিলা জ্যোতিষী ছিল। তার কাছে জিন আসত। একদিন রাতে সে এসে যমীনের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল এবং বলল, আমি এক বিশেষ দিন সম্পর্কে জানি, যা হবে আহত ও নিহত করার দিন। কুরায়শদের লোকেরা একথা শুনে বলল, সে কি বুঝাতে চায় ? পরদিন রাতে সে আবার এসে ধপাস করে যমীনের ওপর পড়ে গেল এবং বলল, গিরিপথ, কা'বের বংশধর গিরিপথে মরবে। (কা'বের বংশধর অর্থাৎ কুরায়শ) কথাটা যখন কুরায়শদের কানে গেল, তখন তারা এর মর্ম উদ্ধার করতে পারল না। পরে যখন বদর ও উহুদের যুদ্ধ গিরিপথে সংঘটিত হল এবং নেতৃস্থানীয় কুরায়শরা নিহত হল, তখন তারা কথাটার মর্ম বুঝল।

গায়তালার বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গায়তালা বনূ মুররা ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন কিনানার মুদলিজ শাখার এক মহিলা। আবূ তালিব স্বীয় কবিতায় যে গায়তালীদের কথা বলেছেন, এ মহিলা তাদেরই মাতা! আবূ তালিব বলেছেন : যারা গায়তালীদের কথায় বদলে যায়, তাদের আশা কখনো পূর্ণ হয় না। বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স গায়তালী গোত্র নামে খ্যাত।

জান্‌ব গোত্রের জ্যোতিষী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আলী ইব্‌ন নাফে' জুরাশী আমাকে বলেছেন যে, ইয়ামানের জান্‌ব গোত্রে জাহিলী যুগে একজন জ্যোতিষী ছিল। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর ব্যাপারটা শুনতে পেল, তখন জানব গোত্রের লোকেরা তার কাছে জানতে চাইল যে, এ লোক [মুহাম্মদ (সা)]-এর ভবিষ্যত কি ? এ বলে তারা সেই পাহাড়ের নীচে জমা হলো, যেখানে সে থাকত। যখন সূর্য উঠল, তখন সে তাদের কাছে আসল এবং ধনুকের ওপর ভর করে দাঁড়াল। এরপর অনেকক্ষণ আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে নাচানাচি করল। অবশেষে লোকদের লক্ষ্য করে বলল : হে লোক সকল ! আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মানিত ও মনোনীত করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরকে পবিত্র করে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। হে জনগণ ! সে তোমাদের মাঝে অল্পদিন অবস্থান করবে। এতটুকু বলেই পাহাড়ে চলে গেল।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও সুওয়াদ ইব্‌ন কারিবের কথোপকথন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একবার হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। এমন সময় (সুওয়াদ ইব্‌ন কারিব নামক) এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হল। হযরত উমর (রা) তাকে দেখে বললেন, এ লোকটি তো এখনো শিরক ত্যাগ করেনি এবং সে জাহিলী যুগের জ্যোতিষী ছিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ হযরত উমরকে সালাম করে বসল।

হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ? সে বলল : হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি তাকে বললেন : তুমি কি জাহিলী যুগের জ্যোতিষী ছিলে? সে বলল : সুবহানাল্লাহ! হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার ব্যাপারে অনুমান করেছেন। আপনি আমার সাথে এমন বিষয় আলোচনার অবতারণা করেছেন, যা আপনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর, আপনার প্রজার মাঝে কারো সাথে আপনি আলোচনা করেননি। হযরত উমর বললেন : হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ কর। বস্তুত আমরা জাহিলী যুগে এর চেয়েও খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের তাঁর রাসূল ও ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। সে বলল, সত্যিই আল্লাহ্র কসম ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি জাহিলী যুগে একজন জ্যোতিষী ছিলাম। হযরত উমর (রা) বললেন : তাহলে আমাকে বল, তোমার জিন সংগীটি তোমাকে কি কি খবর দিত ? সে বলল : ইসলামের আবির্ভাবের একমাস বা তার কিছু আগে আমার কাছে সে এসেছিল। বলল : জিনদের অধপতন, ধর্মে হতাশা এবং স্বপ্নভঙ্গ লক্ষ্য করছ না ?

ইব্ন হিশামের মতে, এ কথাটা কবিতা নয়, তবে ছন্দোবদ্ধ ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব বলেন : তারপর হযরত উমর (রা) জনগণকে সম্বোধন করে বললেন : আল্লাহ্র কসম ! ইসলাম গ্রহণের একমাস আগে একবার আমি কতিপয় কুরায়শীর সাথে একটি মূর্তির সামনে উপস্থিত ছিলাম। তার আগেই জনৈক আরব এ মূর্তির সামনে একটি বাছুর বলি দিয়েছিল। আমরা সবাই ঐ বলির গোশতের অংশ লাভের অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় মৃত বাছুরটির পেট থেকে এমন আওয়াজ শুনলাম, যা থেকে বিকট আওয়াজ এর আগে আমি আর কখনো শুনিনি। আওয়াজ ছিল : হে যবেহ্কৃত বাছুর। একটি সাফল্যজনক ব্যাপার আসন্ন। এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি এ আওয়াজ খুবই স্পষ্টভাবে শুনেছিলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আওয়াজটা এরূপ ছিল যে, একজন লোক চিৎকার করে বিশুদ্ধ ভাষায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে। জনৈক কবি এ সম্পর্কে আমাকে বলেছেন : "জিনদের হতাশা ও হিদায়াতের আশায় মক্কায় নেমে আসতে দেখে আমি অবাক হয়েছি।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আরব জ্যোতিষীদের বিবরণ এটুকুই আমি পেয়েছি।

রাসূল (সা) সম্পর্কে ইয়াহূদীদের হুশিয়ারী

তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তি তারা অস্বীকার করে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইবন উমর ইব্ন কাতাদা তাদের গোত্রের কিছু লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা বলত : আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও হিদায়াতের পাশাপাশি

যে জিনিসটি আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা যোগায়, তা হলো ইয়াহূদীদের কাছ থেকে শোনা পূর্বাভাস। আমরা মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলাম, আর তারা ছিল কিতাবধারী। তারা জানত, আমরা তা জানতাম না। তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই থাকত। যখন আমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করতাম, যা তারা পসন্দ করত না, তখন তারা আমাদের বলতো, অপেক্ষা কর, মজা দেখাব। একজন নবীর যুগ ঘনিয়ে এসেছে। তিনি অচিরেই আসবেন। তখন আমরা তাঁর সংগী হয়ে আদ ও ইরামের মত তোমাদের হত্যা করব। এ ধরনের ধমক তাদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই শুনতাম।

তারপর যখন আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাদের আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন, তখন আমরা ইয়াহূদীদের হুমকির কথা মনে রেখে, তাদেরও আগে রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম। অথচ তারা তাঁকে অস্বীকার করল। আমাদের ও তাদের সম্পর্কে সূরা বাকারার এ আয়াত নাযিল হয় :

"যখন তাদের নিকট যা আছে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তার সমর্থক কিতাব আসল, যদিও আগে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জানত তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।" (২ : ৮৯)

يستفتحون ইবন হিশাম বলেন : অর্থ সাহায্য করা, ফায়সালা চাওয়া। আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে ربنا افتح "হে আমাদের রব আমাদের কাওমের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।"

জনৈক ইয়াহূদী সম্পর্কে সালামার বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালামা নামক এক বদরী সাহাবী বলেন যে, আবদে আশহাল গোত্রের এক ইয়াহূদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল। একদিন সে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনূ আবদে আশহালের সামনে দাঁড়াল। সে সময় আমি ঐ বসতির সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছেলে ছিলাম। একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমি ঘরের বারান্দায় শুয়েছিলাম। ইয়াহূদী লোকটি ওখানে দাঁড়িয়ে কিয়ামত, আখিরাত, হিসাব-নিকাশ, দাঁড়িপাল্লা, বেহেশ্‌ত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাষণ দিল।

এসব কথা সে একটি মুশরিক ও পৌত্তলিক গোত্রের লোকদের সম্বোধন করে বলল, যারা মৃত্যুর পরে পুনরুজীবনে বিশ্বাস করত না। তারা তাকে ধমক দিয়ে বলল, তোমার জন্য আফসোস ! তুমি কি সব আবোল-তাবোল বকছ ? এসব কি সত্যিই হবে বলে তুমি মনে কর? মৃত্যুর পরে কি মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটা নতুন জগতে একত্রিত হবে, যেখানে বেহেশ্‌ত ও দোযখ থাকবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের বিনিময় দেয়া হবে ? সে বলল, হ্যাঁ, এরূপই হবে। যারা এটা মানে না, তাদের জন্য সেখানে একটা বিশাল চুলো থাকবে, সেখানে তারা দগ্ধ হবে, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। লোকেরা বলল, বল কি ?

তাহলে তার কিছু লক্ষণ বল। সে বলল, এই অঞ্চল থেকে অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। সে হাতের ইশারা দিয়ে মক্কা কিংবা ইয়ামানকে দেখাল। লোকেরা বলল, কতদিনের মধ্যে তিনি আসতে পারেন বলে তোমার ধারণা ? সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই বালকটি যদি পূর্ণ আয়ু পায়, তাহলে সে তাঁকে দেখতে পাবে। সালামা বলেন : এর কিছুদিন পর আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে পাঠালেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম কিন্তু ঐ ইয়াহূদীটি হিংসা ও বিদ্বেষবশত ঈমান আনল না। আমরা বললাম, কি হে তুমি না এইসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে ? সে বলল : হ্যাঁ, করেছিলাম। তবে তিনি ইনি নন।

সা'লাবা আসীদ ও আসাদ-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন হায়্যাবান নামক জনৈক ইয়াহূদীর কারণে বনূ কুরায়যা গোত্রের মিত্র বনূ হাদলের সা'লাবা আসীদ ইবন সায়ীয়া ও আসাদ ইবনে উবায়দ (র) ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসীম ইবন ওমর ইবন কাতাদা বনূ কুরায়যার এক বৃদ্ধ থেকে বলেন : "তুমি কি জান সালাবা ও আসীদ ইবনে সায়ীয়া ও আসাদ ইবন উবায়দ নামক বনূ কুরায়যার শাখা গোত্র বনূ হাদলের কিছু লোক কেন ইসলাম গ্রহণ করেছিল? তারাও বনূ কুরায়যার সাথে জাহিলিয়াতে ছিল। তারপর তাদের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করে ?" ঐ বৃদ্ধ বলল : "আমি বললাম, না।" লোকটি বলল : সিরিয়ার অধিবাসী ইবনে হায়্যাবান ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু বছর আগে বনূ হাদলের কাছে আসে। সে তাদের সাথে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ্র শপথ ! তার মত নিয়মিত উত্তমরূপে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। দেশে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বনূ হাদল তাকে দিয়ে ইসতিস্কার নামাযও পড়াত এবং তার কাছে ইসতিসকার নামাযের অনুরোধ করলে সে বলত, আল্লাহ্র কসম! তোমরা সাদকা না দেয়া পর্যন্ত আমি পড়াব না। আমরা বলতাম কত? এক সা' (৩৩০০ গ্রাম) খেজুর বা দুই 'মুদ' যব (৫২০ দিরহাম পরিমাণ) আমরা দিয়ে দেয়ার পর সে যখনই ইসতিস্কার নামায পড়ে বৃষ্টির দু'আ করত, তখনই বৃষ্টি হত। এ রকম ঘটনা একবার-দু'বার বা তিনবার নয়, বহুবার ঘটেছে। এরপর যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে মদীনার ইয়াহূদীদের ডেকে বলল, কি কারণে আমি সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের দেশ থেকে এ ক্ষুধার দেশে এসেছি তা জান ? তারা বলল, তুমিই ভালো জান। সে বলল : একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। তাঁর সময় আসন্ন। এ শহরে তিনি হিজরত করবেন। আমি আশা করেছিলাম, আমার জীবদ্দশায়ই তিনি আসবেন এবং আমি তাঁর অনুসারী হব। যদি আমি বেঁচে থাকতে তিনি না আসেন, তবে তিনি আসার পর তোমরা তাঁর ওপর ঈমান আনতে বিলম্ব করো না। কেননা, তাঁর হাতে তাঁর বিরোধীদের অনেকের রক্তপাত হবে, শিশু ও নারীরা বন্দী হবে। দেখ, তোমাদের আগে যেন অন্যরা তাঁর ওপর ঈমান না আনতে পারে।

পরে যখন রাসূল (রা) বনূ কুরায়যার বসতি ঘেরাও বরলেন, তখন ঐ যুবকেরা বলল হে বনূ কুরায়রা, ইব্‌ন হায়্যাবান তোমাদেরকে যে নবীর পূর্বাভাস দিয়েছিল, এই তো সেই নবী। তারা বলল : না, ইনি তিনি নন। যুবকরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, ইনিই সেই নবী। এই বলে তারা বেরিয়ে এলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনদের হিফাযত করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদীদের সম্পর্কে এতটুকুই তথ্য আমার জানা আছে।

সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

সালমান আগে অগ্নিউপাসক ছিলেন। একটি গীর্জায় গিয়ে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে অবহিত হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন উমর (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন : আমি একজন পারসিক ছিলাম। পারস্যের ইসফাহান প্রদেশের 'জাঈ' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন জাঈ গ্রামের দিহ্‌কান বা মোড়ল। তিনি আমাকে এত বেশি স্নেহ করতেন যে, আমাকে বাড়ি থেকে কোথাও যেতে দিতেন না। দাসদাসীর মত তিনি আমাকে বাড়িতে আটকিয়ে রাখতেন। এ সময়ে আমি অগ্নি-উপাসনায় খুবই দক্ষতা অর্জন করি। এক মুহূর্তও যাতে আগুন নিভতে না পারে এমনভাবে কুণ্ডলী জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বে ছিলাম আমি। আমার পিতার একটি বিরাট ভূসম্পত্তি ছিল। একটা ভবন তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি ঐ ভূসম্পত্তিটি দেখাশোনা করতে পারতেন না। অগত্যা ঐ সম্পত্তির দেখাশোনা এবং সেই সাথে তার ঈপ্সিত আরো কাজের দায়িত্ব তিনি আমার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং সেখানে যেতে বললেন। তবে সেই সাথে বলে দিলেন যে, তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে যাবে না। মাঝে মাঝে দেখা করবে। তা না হলে ঐ ভূ-সম্পত্তির চেয়েও তোমাকে নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ব।

পিতার নির্দেশ অনুসারে আমি সেই ভূসম্পত্তিটি দেখতে চলে গেলাম। পথে একটি খ্রিস্টীয় গীর্জায় লোকজনকে উপাসনারত অবস্থায় শব্দ করতে দেখলাম। পিতার অন্ধ স্নেহের শিকার হয়ে বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকার কারণে সমাজের কোন খবরই আমি রাখতাম না। তাদের হৈচৈ শুনে সেখানে তারা কি করছিল, তা দেখার জন্য আমি গীর্জার ভেতরে ঢুকে গেলাম। তাদের উপাসনা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম এবং আমি তাদের এ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। মনে মনে বললাম, আমাদের ধর্মের চেয়ে এটা অবশ্যই ভালো। আল্লাহ্‌র কসম! সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি সেখানে অবস্থান করলাম। পিতার ভূসম্পত্তি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। এরপর আমি গীর্জার লোকদের জিজ্ঞেস করলাম : এ ধর্মের উৎস কোথায়? তারা বলল, সিরিয়ায়।

এরপর আমি আমার পিতার কাছে ফিরে এলাম। পিতা ইতিপূর্বেই আমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আমার চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে যখন এলাম, তখন তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে, বাবা ? তোমার কাছ থেকে আমি যে অংগীকার নিয়েছিলাম, তা কি তুমি ভুলে গেছ ? আমি বললাম, বাবা, যাওয়ার পথে একটি গীর্জায় কিছু লোককে উপাসনা করতে দেখলাম। পরে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখে আমার বড়ই ভালো লাগল। তাই সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের সাথে থেকে গেলাম। তিনি বললেন, ঐ ধর্ম ভালো নয় বাবা। তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম তার চেয়ে ভালো। আমি বললাম, কখনো নয়। ঐ ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো। এতে তিনি আমাকে নিয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। আমার পায়ে একটি শিকল পরিয়ে তিনি আমাকে তার ঘরে আটক করে রাখলেন।

খ্রিস্টান দলের সাথে সালমানের পলায়ন

এ সময় আমি গোপনে গীর্জার খ্রিস্টানদের নিকট খবর পাঠালাম যে, আপনাদের কাছে সিরিয়া থেকে কোন কাফেলা এলে আমাকে জানাবেন। কিছুদিন পর তাদের কাছে সিরিয়া থেকে খ্রিস্টানদের একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এল। তারা যথাসময়ে আমাকে খবরটি জানাল। আমি বলে পাঠালাম, এই কাফেলার কাজ যখন শেষ হবে এবং তারা দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে, তখন আমাকে জানাবেন। তারপর কাফেলা স্বদেশে ফেরার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলে তারা আমাকে এ খবর জানাল। আমি পায়ের বেড়ী ফেলে দিয়ে তাদের সাথে সিরিয়া চলে গেলাম। সিরিয়ায় গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে ? তারা আমাকে বলল, গীর্জার প্রধান যাজকই সবচেয়ে জ্ঞানী।

একজন খারাপ পাদ্রীর সাথে সালমান

সালমান বলেন, আমি তার কাছে হাযির হলাম। তাকে বললাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আগ্রহী। আমি আপনার সহচর হতে চাই। আমার ইচ্ছা আপনার এ গীর্জায় আপনার সেবা করি এবং আপনার কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি এবং আপনার সাথে উপাসনা করি। তিনি বললেন, গীর্জার ভেতরে চল। আমি তার সাথে গীর্জায় প্রবেশ করলাম। পরে বুঝতে পারলাম, লোকটি ভীষণ অসৎ। সে জনগণের কাছ থেকে সাদকা আদায় করে এবং তা গরীবদের না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করে। এভাবে সে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করে। আমি তাকে খুবই ঘৃণা করতে লাগলাম।

সে মারা গেলে, তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে খ্রিস্টানরা সমবেত হল। আমি তাদের বললাম, লোকটি অসৎ। তোমাদের সাদকা দিতে উপদেশ দিত ও উদ্বুদ্ধ করত; কিন্তু তোমাদের দেয়া সাদকাগুলো সে আত্মসাৎ করত এবং গরীবদের এ থেকে কিছুই দিত না। তারা আমাকে বললো, তুমি যা বলছ, তার প্রমাণ কি ? আমি বললাম, সে যে সম্পদ জমা করেছে, তা আমি তোমাদের দেখাতে পারি। তারা বলল, দেখাও তো। আমি তাদের যাজকের থাকার জায়গাটা

দেখালাম। তখন তারা সেখান থেকে সোনা-রূপা ভর্তি সাতটা কলসী বের করলো। তা দেখে তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ! এ নরাধমকে আমরা কবর দেব না।

তারপর তার লাশকে তারা শূলে চড়াল, তাতে পাথর নিক্ষেপ করল। তারপর তারা নতুন এক যাজক নিয়োগ করল।

একজন সৎ যাজকের সাথে সালমান

সালমান বলেন, এই নতুন যাজকটি ছিলেন সর্বদিক দিয়ে অতুলনীয়। পৃথিবীর সম্পদের প্রতি তিনি ছিলেন একেবারেই আসক্তিহীন। তার সমস্ত আসক্তি ছিল আখিরাতের প্রতি। দিনরাত তিনি উপাসনায় মশগুল থাকতেন এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। এই যাজককে আমি এত ভালোবাসতাম যে, ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে কখনো এত ভালবাসিনি। তার সাথে দীর্ঘদিন কাটালাম।

তারপর তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, হুযূর! আমি তো আপনার সংগে দীর্ঘদিন কাটালাম এবং আপনাকে সবচাইতে বেশি ভালবাসতাম। এখন তো আপনার শেষ অবস্থা। এখন আপনি আমাকে কার কাছে যেতে বলেন এবং কি করার নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন : বাবা, আল্লাহ্র কসম! আমি যতটা খাঁটি ধর্মের অনুসারী ছিলাম, এখন তেমনটি আর কাউকে দেখি না। ভাল লোকেরা বিদায় নিয়ে গেছে। এখন যারা আছে, তারা ধর্মকে অনেকাংশে বিকৃত করে ফেলেছে এবং অনেকখানি বর্জন করেছে। তবে মূসেলে (মাওসিলে) এক ব্যক্তি আছে। সে আমার মত খাঁটি ধর্মের অনুসারী। তুমি তার কাছে চলে যাও।

মূসেল শহরে সালমান ও তার সাথী

তাঁর মৃত্যুর পর আমি মূসেলের যাজকের কাছে গেলাম। তাকে বললাম : অমুক যাজক মৃত্যুর সময় আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন এবং আমাকে একথাও বলে গেছেন যে, আপনিও তার মত সত্য ধর্মের অনুসারী। তখন তিনি আমাকে তার কাছে থাকবার অনুমতি দিলেন।

আমি তার কাছে থেকে গেলাম। দেখলাম, সত্যিই তিনি খুবই সৎলোক। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে আমি তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুযূর, অমুক ধর্মযাজক তো আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য ওসীয়ত করেছিলেন। এখন তো আপনার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আপনি আপনি আমাকে কার কাছে যেতে ওসীয়ত এবং কি করার নির্দেশ দেন ? তখন তিনি বললেন : বাবা, আমি যেমন সত্য ধর্মের অনুসারী ছিলাম এরূপ আর কেউ নেই। তবে নসীবায়নে অমুক লোক আছে, তুমি তার কাছে যাও।

নসীবায়নে সালমান ও তার সাথী

যখন তিনি মারা গেলেন, তখন আমি নসীবায়নে সেই ধর্মযাজকের নিকট চলে গেলাম এবং তাকে আমার সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। তিনি আমাকে থাকতে দিলেন। এ ব্যক্তিকেও আমি আগের দু'জনের মত সৎ ও নিষ্ঠাবান পেয়েছিলাম। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনিও মারা গেলেন। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, আমি তাকে বললাম, হুযূর, অমুক ধর্মযাজক তো আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেন, এখন আপনি আমাকে কার কাছে যেতে বলেন এবং কি নির্দেশ দেন ? তিনি বললেন : আমার জানামতে এমন কেউ নেই, যে আমার মত সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার কাছে আমি তোমাকে যেতে বলতে পারি। তবে রোম দেশে আম্মুরিয়া নামক স্থানে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আমার মত। যদি তুমি চাও, তবে তার কাছে যেতে পার।

সালমান ও তার সাথী আম্মুরিয়ায়

তিনি যখন মারা গেলেন, তখন আমি আম্মুরিয়ার সাথীর নিকট গেলাম এবং তাকে আমার সব খবর জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। আমি তাকে একজন সৎব্যক্তি হিসাবে পেলাম। এখানে আমি শুধু ধর্মীয় অনুশীলনেই ক্ষান্ত থাকিনি, অর্থোপার্জনের সুযোগও পেয়েছিলাম। আমার বহু গরু-ছাগল হয়েছিল।

এরপর তারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। এ সময় আমি তাকে আমার অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ জানালাম। আমি তাকে বললাম, হুযূর! আপনার মৃত্যুর সময় তো ঘনিয়ে এসেছে। আপনার মৃত্যুর পর আমি কোন্ ব্যক্তিকে ধর্মযাজক হিসাবে গ্রহণ করব ? এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন ? তখন তিনি বললেন, বাবা, আল্লাহ্র কসম! এখন আর আমাদের এই ধর্ম সঠিকভাবে অনুসরণ করে এমন কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তবে একজন নতুন নবীর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মসহ প্রেরিত হবেন। তিনি আরবভূমিতে আবির্ভূত হবেন। দুই মরুর মাঝে খেজুর বাগানে পরিপূর্ণ এক জায়গায় তিনি হিজরত করবেন। তাঁর আলামতগুলো সুস্পষ্ট হবে। তিনি হাদিয়া নেবেন কিন্তু সাদকা গ্রহণ করবেন না। তার দুই কাঁধের মাঝখানে নবুওয়তের সীল থাকবে। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার, তবে সেখানে যাবে।

সালমান ও তার অপহরণকারীরা ওয়াদিল কুরায় ও সেখান থেকে মদীনায়

এরপর এ ব্যক্তি মারা গেলে আমি কিছুকাল আম্মুরিয়াতে অবস্থান করলাম। তখন বনূ কাল্বের একদল বণিক আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের আমি বললাম, তোমরা আমাকে আরব দেশে নিয়ে যাও এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাদের এসব গবাদি পশু দিয়ে দেব। তারা এ প্রস্তাবে রাযী হল। আমি তাদের আমার গবাদি পশু দিলাম এবং তারা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে চলল। কিন্তু ওয়াদিল কুরাতে পৌছার পর তারা আমার ওপর যুলুম করল এবং আমাকে

জনৈক ইয়াহূদীর নিকট দাস হিসাবে বিক্রি করে ফেলল। আমি তার কাছে থাকতে লাগলাম। সেখানে খেজুর গাছ দেখে ভাবলাম, আম্মুরিয়ার পাদ্রীর কাছে যে জায়গার কথা শুনেছিলাম, এটা হয়তো সেই জায়গা। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল না।

এ সময় মদীনার বনূ কুরায়যা গোত্র থেকে ঐ ইয়াহূদীর এক চাচাতো ভাই এল। সে আমাকে কিনে নিয়ে মদীনায় গেল। আল্লাহ্র কসম! মদীনাকে দেখেই আমি চিনতে পারলাম যে, এটাই আমার আম্মুরিয়ার উস্তাদের বর্ণিত জায়গা। আমি সেখানে থাকতে লাগলাম, আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবূওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং যতদিন মক্কায় থাকার পরিবেশ ছিল, ততদিন মক্কায় থাকেন। গোলাম থাকার কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার পক্ষে আর কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। তারপর তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

একদিন আমি একটি খেজুরভর্তি গাছের মাথায় উঠে আমার মনিবের জন্য কিছু কাজ করছিলাম। মনিব তখন আমার ঠিক নিচে বসা ছিলেন। সহসা তার এক চাচাতো ভাই এসে তাকে বলল : আল্লাহ্ কায়লার বংশধরকে ধ্বংস করুন (আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মাতার নাম কায়লা)। ওরা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চার পাশে কুবা নামক স্থানে ভিড় জমিয়েছে। লোকটি আজই এসেছে। তারা ধারণা করে যে, সে নাকি নবী।

কায়লার বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম বলেন : সে হল কায়লা বিন্ত কাহিল ইব্ন উযরা ইব্ন সা'দ ইব্ন যায়দ ইব্ন লায়স ইব্ন সাওদ ইব্ন আসলাম ইব্ন ইলহাফ ইব্ন কুযাআ। (এ মহিলা) আওস ও খাযরাজের মা।

নু'মান ইব্ন বাশীর আনসারী আওস ও খাযরাজের প্রশংসা করে বলেন : "কায়লার সন্তানেরা এমন সব সরদার যে, তাদের সাথে মিশে কেউ বিব্রত হয় না। তারা এমন উদারচেতা বীর, যারা তাদের পিতৃপুরুষদের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।"

উপরোক্ত পংক্তি দুটি নু'মান ইব্ন বশীরের এক দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর (র) ইবন কাতাদাল আনসারী ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা) বলেছেন : যখন আমি খেজুর গাছের মাথা থেকে একথা শুনলাম, তখন আমার ভেতরে এমন আনন্দ ও উত্তেজনা দেখা দিল যে, আমি বেসামাল হয়ে আমার মনিবের ঘাড়ের ওপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এলাম। আমি ঐ লোকটিকে বললাম : আপনি কি বলছিলেন ? এ কথা শুনে আমার মনিব রেগে গিয়ে আমাকে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল এবং বলল : তোর তা দিয়ে কি কাজ? নিজের কাজে মনোনিবেশ কর। আমি বললাম : আমার কোন দরকার নেই। কেবল কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সালমান (রা)-এর উপস্থিতি

সালমান বলেন, এ সময় আমার কাছে কিছু খাবার জিনিস জমা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় আমি সেই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি জানতে পেয়েছি যে, আপনি একজন সৎ লোক। আপনার সাহাবীদের অনেকেই দরিদ্র ও অভাবী। আমার কাছে কিছু সাদকার জিনিস জমা আছে। ভাবলাম, অন্যের তুলনায় আপনি এর বেশি হকদার। এ বলে, আমি তা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের তা খেতে বললেন: কিন্তু নিজে তা খেলেন না। তখন আমি মনে মনে বললাম : একটি আলামত পেয়ে গেলাম। তারপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম।

এবার কিছু খাবার জিনিস সংগ্রহ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুবা থেকে মদীনায় চলে এসেছেন। আমি তাঁর কাছে খাবার জিনিসগুলো নিয়ে হাযির হলাম এবং তাঁকে বললাম, ইতিপূর্বে আমি দেখেছি আপনি সাদকার জিনিস খান না। তাই এবার যা এনেছি, তা সাদকা নয়, বরং হাদিয়া। এটা আপনার প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ এনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে কিছু খেলেন এবং তাঁর সাহাবীদের খেতে বললেন। তারাও তাঁর সংগে খেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, আম্মুরিয়ার যাজক এ যুগের নবীর যে আলামতগুলো বলেছিলেন, এ হলো তার দ্বিতীয়টি।

এরপর তিনি যখন বাকীউল গারকাদ নামক কবরস্থানে তাঁর জনৈক সাহাবীর দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন আমার গায়ে ছিল দুটো ঢিলেঢালা পোশাক। তিনি তাঁর সাহাবীদের মাঝে বসে ছিলেন। এ সময় আমি তাঁকে সালাম দিলাম। এরপর আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর পিঠের দিকে তাকাতে লাগলাম। ভাবলাম, আমার উস্তাদ যে নবুওয়তের মোহরের কথা বলেছেন, তা দেখা যায় কিনা? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি সম্ভবত কোথাও থেকে তাঁর কোন বিষয় জেনে এসেছি এবং তা সত্য কিনা তার অনুসন্ধান চালাচ্ছি। তাই তিনি তাঁর গায়ের চাদর তাঁর পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিলেন। তখন আমি মোহরটি দেখে চিনতে পরলাম। আমি মোহরটিতে চুমু খাওয়ার জন্য তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লাম এবং কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, সামনে এসো। আমি সামনে এসে বসে পড়লাম। তারপর আমার অতীতের সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম।

হে ইব্‌ন আব্বাস! যেমন আমি এখন তোমার কাছে বর্ণনা করছি, তেমনিভাবে আমি তাঁর কাছে আমার সব ঘটনা বলি। শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বললেন। এরপর দাসত্বের কারণে সালমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সালমানকে দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জনের উপদেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এক সময় রাসূল (সা) আমাকে বললেন, সালমান ! তুমি মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিলাভের উদ্যোগ নাও। তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি আমার মনিবকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা জানালাম। বিনিময়ে ৩০০টি খেজুরের চারা লাগিয়ে দিতে এবং তাকে ৪০ উকিয়া (৪০ আউন্স) সোনা দিতে স্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর। সাহাবীরা তাঁদের সাধ্যমত খেজুর চারা দিয়ে আমাকে সাহায্য করলেন এবং এভাবে ৩০০টি চারাগাছ সংগৃহীত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, সালমান ! এগুলো নিয়ে যাও এবং যমীন তৈরি কর। তারপর আমার কাছে এসো। আমি নিজ হাতে চারাগুলো লাগিয়ে দিয়ে আসব। সালমান (রা) বলেন : আমি ভূমি তৈরি করলাম এবং এ কাজে আমার সাথীরা আমাকে সাহায্য করলেন। যখন আমি এ কাজ শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গিয়ে এ খবর জানালাম। তিনি [রাসূল (সা)] আমার সংগে বাগানে আসলেন। তখন আমরা তাঁর হাতের কাছে খেজুর চারা এগিয়ে দিতে লাগলাম আর তিনি স্বহস্তে তা যমীনে রোপণ করতে লাগলেন। এভাবে আমরা একাজ শেষ করলাম। আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে সালমানের জীবন! ঐ তিনশ চারা থেকে একটি চারাও মারা যায়নি।[1]

এভাবে খেজুরের চারা তো লাগানো হল। কিন্তু চল্লিশ উকিয়া (আউন্স) সোনা আমার যিম্মায় বাকী রইল। একদিন কোন একটি খনি থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মুরগীর ডিমের মত এক টুকরা সোনা পেশ করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন : সেই মুক্তিকামী পারসিক গোলাম তার মুক্তিপণের ব্যাপারে কি করেছে ? সালমান (রা) বলেন, এরপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ডাকা হল। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : হে সালমান, এটা নিয়ে যাও এবং তোমার বাকী ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। আমার ঋণের কতটুকু এ থেকে দেয়া যাবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : নিয়ে যাও। এ দ্বারা আল্লাহ্ তোমার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। আমি ডিম্বাকৃতির সোনার টুকরাটি নিয়ে গেলাম।

আমি সেটি নিয়ে ওযন করলাম। আল্লাহ্র শপথ ! যাঁর হাতে সালমানের জীবন, দেখলাম সেটির ওযন পুরোপুরি ৪০ আউন্স। আমি নিজের মুক্তিপণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে স্বাধীন হয়ে গেলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খন্দকের লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করি। এরপর সকল যুদ্ধে আমি তাঁর সংগী হয়ে অংশগ্রহণ করি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব আমাকে আবদুল কায়স গোত্রের এক ব্যক্তির কাছ থেকে জানান যে, সালমান বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এতটুকু

---

১. মতান্তরে সালমান (রা) নিজ হাতে একটি চারা লাগান। অবশিষ্ট ২৯৯টি চারা লাগান রাসূলুল্লাহ্ (সা)। সালমান (রা) তাঁর হাতে যে চারাটি লাগান, কেবল সেটি মারা যায় এবং বাকী চারাগুলো বেঁচে যায়। (দ্র. রওযুল উনুফ)।

সোনা দিয়ে আমার মুক্তিপণ কিভাবে শোধ হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা নিজের মুখে পুরে দিয়ে বের করে আমাকে দিলেন, তখন তা পুরো ৪০ আউন্স হয়ে গেল। আমি তা দিয়ে আমার সব মুক্তিপণ পরিশোধ করলাম।

ইবন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর (র) আমাকে বলেছেন যে, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) সালমান (রা) থেকে বলেছেন : সালমান ফারসী যখন রাসূল (সা)-কে নিজের বৃত্তান্ত অবহিত করেন, তখন তিনি এ কথাও জানান যে, আম্মুরিয়ার জনৈক খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাকে সিরিয়ার একটা স্থানে যেতে বলেছিলেন। সেখানে দুই জংগলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছেন, যিনি প্রতি বছর এক জংগল থেকে আরেক জংগলে যান। তখন রুগ্ন লোকেরা তার সাথে দেখা করে। তিনি যার জন্যই দু'আ করেন, সে আরোগ্য লাভ করে। আম্মুরিয়ার যাজক তাকে বলেন, তুমি সেই লোকের কাছে চলে যাও এবং তুমি যে ধর্মের অনুসন্ধান করছ, সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। তিনি তোমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করবেন।

সালমান (রা) বলেন : আমি তখন সেই জায়গায় গেলাম। দেখলাম, লোকেরা তাদের রোগীদের নিয়ে সেখানে সমবেত হয়েছে। অবশেষে সেই ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন। তখন লোকেরা তাদের রোগীদের নিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। তিনি যার জন্য দু'আ করলেন। সেই ভাল হল। লোকদের ভিড়ের কারণে আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলাম না। এরপর তিনি পরবর্তী প্রবেশের সময় আমি তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : ইনি কে ? আমি বললাম : আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি আমাকে ইব্রাহীমের পবিত্র ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন : তুমি আমাকে এমন একটা বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, যে সম্পর্কে এ যুগের আর কেউ জিজ্ঞেস করে না। হারাম শরীফের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অচিরেই সেই পবিত্র দীন নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর কাছে যেও। তিনি তোমাকে সেই দীনে দীক্ষিত করবেন। এ কথা বলার পর তিনি গভীর জংগলে প্রবেশ করলেন।

এ বিবরণ শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালমান (রা)-কে বললেন : হে সালমান, তোমার বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি আল্লাহ্র নবী ঈসা ইব্ন মারইয়ামের সাক্ষাত পেয়েছ।

সত্য-দীনের অনুসন্ধানকারী চার ব্যক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : একদিন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাদের এক জাতীয় উৎসব উপলক্ষে একটি প্রধান মূর্তির নিকট সমবেত হল। এটি ছিল তাদের বার্ষিক উৎসবের দিন। তারপর তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারজন নেতা গোপন বৈঠকে বসলেন। এরা হলেন, ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ- ইনি খাদীজার আপন চাচাতো ভাই, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ ইব্ন রিআব ইব্ন ইয়া'মার ইব্ন সাব্রা ইব্ন মুর্রা ইব্ন গানম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা। তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমায়মার ছেলে।

উসমান ইব্ন হুয়ায়রিস ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্‌যা ইব্ন কুসাই-(খাদীজার এক চাচার ছেলে) এবং যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদুল উয্‌যা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রিবাহ ইব্ন রিযাহ ইবন আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ-ইনি ছিলেন উমর (রা)-এর আপন চাচাতো ভাই।

প্রথমে তারা পরস্পরে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, এ বৈঠকের কোন কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। তারপর তারা পরস্পরে যে বিষয়ে আলোচনা করেন, তা হল : দেশের মানুষ যে ধর্ম পালন করছে, তার কোন ভিত্তি নেই। তারা ইবরাহীমের পবিত্র ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। এ সব প্রতিমা যাদের আমরা পূজা করি, নিছক জড় পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা দেখে না, শোনে না, কারো ভালোমন্দ কিছুই করতে পারে না। তোমরা জনগণের প্রতিনিধি। তোমরা তোমাদের জাতির জন্য নতুন কিছু ভাবো। তোমরা যে পথে চলছ, তার কোন ভিত্তি নেই। এরপর তাঁরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইবরাহীমের পবিত্র ধর্ম অনুসন্ধান করতে থাকেন।

ওয়ারাকা ও ইব্ন জাহ্‌শের সিদ্ধান্ত

এ অনুসন্ধানের ফলে অবস্থা এরূপ হয় যে, হযরত ঈসা (আ)-এর দীনের প্রতি ওয়ারাকার যে বিশ্বাস জন্মেছিল, তা আরো মযবূত হয়। তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ধর্মীয় পুস্তকাদি সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে থাকেন। আর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্‌শ যে সংশয়ের মধ্যে ছিলেন, ইসলাম কবূল করার আগ পর্যন্ত তিনি তার ওপরই স্থির থাকেন। এরপর তিনি মুসলিম মুহাজিরদের সংগে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তার সাথে তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফ্‌য়ানও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সংগে হিজরত করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ত্যাগ করেন। পরে খ্রিস্টান থাকা অবস্থায়ই সেখানে মারা যান।

আবিসিনিয়ার মুসলমানদের প্রতি ইব্ন জাহ্‌শের দাওয়াত

ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার পর সেখানে অবস্থানরত অন্যান্য মুহাজির সাহাবীদেরকেও ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন। তিনি বলতেন, আমার চোখ খুলেছে। তোমাদের চোখ এখনো খুলেনি। অর্থাৎ আমি তো সত্যের সন্ধান লাভ করেছি। আর তোমরা এখনো সত্যের সন্ধানে আছ।

ইব্ন জাহশের স্ত্রীর সংগে রাসূলুল্লাহ্‌র বিয়ে

ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্নে জাহশের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারবকে বিয়ে করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন উমায়্যা যামরী (রা) নামক সাহাবীকে এ ব্যাপারে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেন। আমরের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বার্তা পেয়ে নাজাশী স্বয়ং উম্মে হাবীবার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেন। এরপর তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিয়ে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে চারশ দীনার মোহ্‌রানা আদায় করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আলী বলেন, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান যে পরবর্তীকালে মহিলাদের মোহ্‌রানা চারশ দীনার ধার্য করেন, তার দলীল হল এটা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে যিনি উম্মে হাবীবাকে এই মোহ্‌রানা অর্পণ করেন, তিনি হলেন খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস।

ইব্ন হুয়ায়রিসের রোম সম্রাটের নিকট গমন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : তৃতীয় ব্যক্তি উসমান ইব্ন হুয়ায়রিস রোম সম্রাট সীজারের কাছে গিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং সেখানে প্রভাবশালী সভাসদে পরিণত হন।

ইব্ন হিশাম বলেন : সীজারের নিকট উসমানের অবস্থানকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।[১] কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয় বলে তা পরিহার করলাম।

যায়দ ইব্ন আমরের ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : চতুর্থ ব্যক্তি যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল ইয়াহূদী বা খ্রিস্টধর্মের কোনটাই গ্রহণ করেননি। তিনি স্ব-জাতির অনুসৃত পৌত্তলিকতাও বর্জন করেন। তিনি মৃত প্রাণী, রক্ত এবং দেব-দেবীর নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন না।[২] তিনি

---

১. কথিত আছে যে, সীজার উসমানকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করে রাজকীয় মুকুট পরিয়ে পাঠান। মক্কায় এলে জনগণ তাকে তীব্র ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। বিশিষ্ট কুরায়শ নেতা আসওয়াদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্‌যা (হযরত খাদীজার চাচা) জোরদার আওয়াজ তোলেন যে, মক্কা চির স্বাধীন ও চিরঞ্জীব। সে কখনো কোন সাম্রাজ্যের অধীনতা মানবে না। এভাবে উসমানের অভিলাষ ব্যর্থ হয়ে যায়। রোম সম্রাট উসমানকে বিত্‌রিক (১০,০০০ সৈন্যের সেনাপতি) উপাধি দেন, যদিও সে একজন অনুসারীও পায়নি। পরে সে সিরিয়ায় পালিয়ে গেলে সেখানকার গাসসানী রাজা তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এ রাজার নাম ছিল আমর ইব্ন জাফনা। (দ্র. রওযুল উনুফ)

২. কথিত আছে যে, বালদাহ্ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইব্ন আমরের সাথে নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করতে যান। সেখানে রাসূল (সা)-কে কিছু খাবার পরিবেশন করা হল বা তিনি তা পরিবেশন করেন কিন্তু যায়দ নিজে তা খেতে অস্বীকার করেন। যায়দ বলেন, দেব-দেবীর নামে লটারীর মাধ্যমে যেসব পশু যবেহ করা হয় তা আমি খাই না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, জাহিলী রীতি-প্রথাকে বর্জন করতে আল্লাহ্ যায়দকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন ? অথচ জাহিলী যুগে এরূপ মনোভাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগার কথা ছিল ! কেননা আল্লাহ তাঁকে এরূপ বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেছিলেন। এর জবাব এই যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) খেয়েছিলেন, এমন কথা বলা হয়নি। আর তিনি যদি খেয়েও থাকেন, তবে তাতে দোষ হয়নি। কেননা তখনো শরীআতের বিধি নাযিল করে এগুলোকে হারাম করা হয়নি। আর যায়দ নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার আলোকেই এটাকে বর্জন করে চলতেন।

আবরদের কন্যাশিশু হত্যা করতে নিষেধ করতেন।[১] তিনি আরো বলতেন : আমি ইবরাহীমের রবের ইবাদত করি এবং আরবদের পৌত্তলিকতাকে নিন্দা ও বর্জন করি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা (উরওয়া) তার মাতা আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়লকে কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে সময় তিনি ছিলেন থুড়থুড়ে বুড়ো। তিনি সমবেত কুরায়শদের বলছিলেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! যায়দের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, সমগ্র কুরায়শ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ ইবরাহীমের ধর্মের ওপর বহাল নেই। হে আল্লাহ ! কোন পদ্ধতিতে তোমার ইবাদত করা তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তা জানালে আমি সেই পদ্ধতিতে তোমার ইবাদত করতাম। কিন্তু আমি তা জানি না। এ বলে তিনি নিজের হাতের তালুর ওপর সিজদা করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দের ইন্তিকালের অনেক পরে তার ছেলে সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল এবং তার চাচাতো ভাই উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : আমরা কি যায়দের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। তাঁকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ্ হিসাবে কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে।

পৌত্তলিকতা বর্জনের বিষয়ে যায়দের স্বরচিত কবিতা

যায়দের স্ব-জাতির অনুসৃত ধর্ম পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করায় কাওমের পক্ষ থেকে তার ওপর যে নির্যাতন করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেন : একজন প্রভুর আনুগত্য করব, না হাজার হাজার প্রভুর ? যখন জীবন ধারণের প্রক্রিয়া বহুভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। আমি লাত ও উয্যা সবাইকেই ছেড়ে দিয়েছি। প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক এরূপই করে থাকে।[২] আমি

---

১. হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জাহিলী যুগে আরো এক ব্যক্তি এরূপ করতেন। তিনি হলেন কবি ফারাযদাকের দাদা সা'সা'আ ইব্ন মু'আবিয়া। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি শিশুকন্যা হত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতাম, এর কি প্রতিদান পাব ? রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ্ যখন তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তখন তুমি অবশ্যই প্রতিদান পাবে। কথিত আছে যে, আরবরা কন্যাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণাবশতই তাদেরকে হত্যা করত। বিশেষত তাদের ভেতরে কোন খুঁত থাকলে সেটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে কন্যাশিশুকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করত।

২ লাতের বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। উযযার মূর্তিটি এক খেজুর বাগানে রক্ষিত ছিল। আমর ইবন লুআই বলেছিল যে, বিশ্ব প্রভু শীতকালে লাতের কাছে এবং গরমকালে উয্যার কাছে থাকেন। সেই থেকে আরবরা উয্যাকে বিশেষ মর্যাদা দিত। তারা তার জন্য একটা ঘর বানায়। সেখানে ঠিক কাবার অনুকরণে পশু বলি দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তি ভাঙার জন্য খালিদকে পাঠালেন। তখন স্থানীয় প্রবীণরা তাকে বলল, হে খালিদ ! ওটা ভেঙো না। সাবধান হয়ে যাও। কারণ ওটা ভাঙলে আবার আপনা-আপনি সাবেক অবস্থায় বহাল হয়ে যায়। কিন্তু খালিদ তবু তা ভেংগে গুড়িয়ে দিলেন, অবশ্য মূর্তিটার গোড়ার অংশ ও ভিত বহাল রাখলেন। মন্দিরের রক্ষক বলল : আল্লাহ্র কসম, উয্যা আবার পূনর্বহাল হবে এবং যে তাকে ভেংগেছে, তার ওপর প্রতিশোধ নেবে। এরপর খালিদ রাসূল (সা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানান। রাসূল (সা) বললেন : খালিদ ! তুমি ভাঙার পর কি কোন

উয্যারও পূজা করি না। তার দুই মেয়েরও পূজা করি না। বনূ আমরের দুই মূর্তির কাছেও আমি যাই না। হুবালকেও আমি মানি না। অথচ সে আবহমানকাল থেকে আমাদের প্রভু সেজে বসেছিল। আমি তখন নানা রকম স্বপ্ন দেখতাম। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এসব কি হচ্ছে। বস্তুত রাতের বেলা অনেক আজব ঘটনা ঘটত। কিন্তু দিনের বেলা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সঠিক জিনিস চিনতে পারে। আমি ভাবতাম যে, আল্লাহ্ তো সীমা অতিক্রমকারী বহুলোককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

আবার সৎলোকদের সুবাদে অনেককে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের থেকে ছোট ছোট শিশু বড় হচ্ছে। কোন কোন মানুষ অধঃপতনের শিকার হয়ে তো স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, যেমন পাতাঝরা ডালে আবার পাতা জন্মে। তবে আমি আমার প্রভু পরম দয়াবানের ইবাদত করি, যেন সেই ক্ষমাশীল প্রভু আমাকে ক্ষমা করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল। যতক্ষণ তাঁকে ভয় করে চলবে, ধ্বংস হবে না। দেখবে সৎলোকেরা জান্নাতে থাকবে। আর অবিশ্বাসীরা থাকবে জ্বলন্ত আগুনে। তদুপরি দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, আর মৃত্যুর পর কষ্টদায়ক পরিণাম।

যায়দ ইব্‌ন আমরের আরো একটি কবিতা নিম্নে দেয়া হলো। তবে ইব্‌ন হিশামের মতে এর প্রথম দুটি চরণ, পঞ্চমটি ও শেষ চরণটি ছাড়া পুরো কবিতাই উমায়্যা ইব্‌ন আবূ সালতের:

"আমি শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই আমার সকল প্রশংসা নিবেদন করছি, আরো নিবেদন করছি বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত বাক্য, যা চিরস্থায়ী হবে না। সেই মহান বাদশাহ্‌র জন্য, যাঁর ওপরে আর কোন ইলাহ্ নেই এবং তাঁর সমকক্ষ কোন রবও নেই। ওহে মানুষ, তুমি নিজের খারাপ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। মনে রেখ, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তুমি কিছুই গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র সংগে আর কাউকে শরীক করো না, সত্য ও ন্যায়ের পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হে আমার মাবূদ ! আমি তোমার অফুরন্ত করুণা চাই, দেশবাসী জিন-ভূতের কাছে তাদের মনোবাঞ্ছা কামনা করে। কিন্তু আমার প্রভুও তুমি আর আশা–ভরসার স্থলও তুমিই। হে আল্লাহ্ ! প্রভু হিসাবে তোমাকে পেয়েই আমি সন্তুষ্ট। তোমাকে ছাড়া কারো আনুগত্য করার কথা আমি কখনো বিবেচনায়ও আনব না। তুমিই তো পরম কৃপা ও অনুগ্রহের বশে মূসার কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিলে, 'হারূনকে সাথে নিয়ে খোদাদ্রোহী ফির'আওনের কাছে যাও এবং তাকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাক। তাকে তোমরা গিয়ে জিজ্ঞেস কর : হে ফিরআওন ! তুমি কি পেরেক ছাড়া এ যমীনকে স্থির রেখেছ ? তাকে জিজ্ঞেস কর, এ আকাশকে কোন খুঁটি ছাড়া তুমিই কি সমুন্নত করেছ ? তাহলে তো তুমি এক সুনিপূণ কারিগর ! তাকে আরো জিজ্ঞেস করো, অন্ধকারময় রাতে আলোদানকারী ও দিক-নির্দেশক প্রদীপ (চাঁদ)-কে আকাশের মাঝে

প্রতিক্রিয়া দেখেছ ? খালিদ বলেন, না। তখন তিনি খালিদকে বললেন : যাও, ওর বাকীটুকুও ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এস। খালিদ ফিরে গিয়ে যখন তার ভিত্তি বের করলেন, তখন সেখানে এক এলোচুল বিশিষ্ট কালো মহিলাকে পেলেন। তিনি তাকে হত্যা করলেন এবং রক্ষক এই বলতে বলতে পালিয়ে গেল যে, এখন থেকে আর উয্যার পূজা হবে না। (নিশাপুরী, আর-রাযী, রযীন)।

তুমি স্থাপন করেছ ? তাকে আবার জিজ্ঞেস কর, প্রতিদিন সকালে সূর্যকে পাঠিয়ে পৃথিবীর সবকিছুকে উদ্ভাসিত করেন কে ? তাকে পুনঃ জিজ্ঞেস কর, মাটি থেকে কে চারা উদ্গত করে তা থেকে তরতাজা শাক-সবৃজি উৎপন্ন করেন ? আর সেই সবজির মাথার ওপরে বীজদানা কে বের করেন ? বুদ্ধিমান লোকের জন্য এসব জিনিসে স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। হে আল্লাহ্ ! তুমিই তো তোমার অপার করুণাবলে ইউনুস (আ)-কে উদ্ধার করেছিলে, অথচ তিনি মাছের পেটে অনেক রাত কাটিয়েছিলেন। আমি তোমার নামে যতই তাসবীহ পাঠ করি, তুমি ক্ষমা না করলে আমার গুনাহ মাফের কোন আশা নেই। সুতরাং হে বিশ্বপ্রভু ! আমার ওপর, আমার সম্পদ ও সন্তানদের ওপর দয়া ও কল্যাণ বর্ষণ কর।"

যায়দ ইব্ন আমর স্বীয় স্ত্রী সফিয়্যা বিন্ত হাযরামীকে ভর্ৎসনা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

হাযরামীর বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম বলেন : হাযরামীর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাদ। ইনি সাদিফ গোত্রের সদস্য। সাদিফের পুরো নাম আমর ইব্ন মালিক। আর ইনি সাকুন ইব্ন আশরাস ইব্ন কিন্দীর সদস্য। কারো মতে : কিন্দী নয়, বরং কিন্দা ইব্ন সাওর ইব্ন মুরাত্তি' ইব্ন উফায়র ইব্ন আদী ইব্ন হারিস ইব্ন মুররা ইব্ন উদাদা উব্ন যায়দ ইব্ন মিহ্সা' ইব্ন আমর ইব্ন আরীব ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহ্লান ইব্ন সাবা। আবার কারো মতে : মুরতি' ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন কাহ্লান ইব্ন সাবা।

স্ত্রীর ভর্ৎসনায় যায়দের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন আমর মক্কা থেকে বেরিয়ে ইবরাহীমের একত্ববাদী ধর্মের সন্ধানে বিশ্বভ্রমণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু সফিয়্যা বিন্ত হাযরামী যখনই তাকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখত তখনই তা খাত্তাব ইব্ন নুফায়লকে জানিয়ে দিত। আর খাত্তাব ছিল তার চাচা ও বৈপিত্রেয় ভাই। সে স্বজাতির ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য সব সময় যায়দকে তিরস্কার করত। (হযরত উমরের পিতা) খাত্তাব ছিল যায়দ ইব্ন আমরের চাচা। যায়দ স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করায় খাত্তাব তাকে ভর্ৎসনা করত। অধিকন্তু যায়দের স্ত্রী সফিয়্যাকে সে তার প্রহরায় নিয়োজিত করেছিল এবং বলেছিল, যায়দ যখনই কোন কিছু করতে চাবে, তখন তা আমাকে আগে জানাবে। যায়দের সংকল্প স্ত্রী সফিয়্যার পক্ষ থেকে ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যায়দ তাকে ভর্ৎসনা করে যে কবিতা রচনা করেন তা হল :

"আমাকে এ অবমাননাকর জীবনে আবদ্ধ রেখ না। আমার পথের বাধা দূর করে দাও। যখনই আমি অবমাননার আশংকা করি, তখনই আমি দুঃসাহসী হয়ে সকল বাধা গুঁড়িয়ে দেই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে আমি রাজার দরবারে পৌঁছতে সচেষ্ট। আমি প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে মুক্ত

প্রান্তরে যেতে বদ্ধপরিকর। কোন সহযোগিতা ছাড়া আমি সকল উপায়-উপকরণ জয় করে থাকি। অবমাননা সহ্য করে শুধু সেই কাফেলা, যে নিজের চামড়াকে কষ্ট দিতে প্রস্তুত হয় এবং বলে, আমি শক্ত পেশীকে অবনমিত করব না। আমার বৈপিত্রেয় ভাই এবং চাচার কথাবার্তা আমার সহ্য হয় না। যখন সে আমাকে রূঢ় কথা বলে, তখন তার জবাবও দিতে পারি না। তবে আমি যদি চাই, তবে আমি এমন কথা বলতে পারি, যা আর কারো জানা নেই।"

যায়দ কা'বার অভিমুখী হয়ে যে কবিতা বলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লের কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের বরাতে আমাকে জানান হয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল যখন মসজিদের ভেতরে থেকে কা'বার দিকে মুখ করতেন, তখন তিনি বলতেন : লাব্বায়কা হাক্কান, হাক্কান, তা'আববুদান ও রিক্কান (তোমার দরবারে আমি উপস্থিত, নিশ্চিতভাবে উপস্থিত, একনিষ্ঠভাবে উপস্থিত, দাসত্ব ও আনুগত্য সহকারে)। তিনি আরো বলতেন :

ইবরাহীম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাঁর আশ্রয় চাইতেন, আমি তাঁর আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আনত, তোমার চির বশীভূত, তুমি যতই আমাকে কষ্ট দাও, আমি তা বরদাশত করতে প্রস্তুত। আমি সত্য ও ন্যায় চাই, অংহকার চাই না। যে ব্যক্তি দুপুরের সময় চলে, সে দুপুরে নিদ্রিত ব্যক্তির মত নয়।

ইব্‌ন ইসহাক যায়দ ইব্‌ন আমর ইবন নুফায়লের নিম্নোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন :

"আমি সেই সত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, যাঁর সামনে ভারী ও সুদৃঢ় পৃথিবী অবনত হয়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীকে পানির ওপর বিস্তৃত করলেন। যখন তা স্থির হল, তখন তার ওপর পাহাড় স্থাপন করলেন। সুপেয় পানি বর্ষণকারী মেঘ যাঁর অনুগত হয়েছে, আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। যখন মেঘকে কোন ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হয়, তখন সে সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে।"

খাত্তাব কর্তৃক যায়দ ইব্‌ন নুফায়লের ওপর নির্যাতন ও অবরোধ এবং যায়দের সিরিয়ায় পলায়ন ও মৃত্যু

খাত্তাব যায়দকে প্রায়ই নির্যাতন করত। শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীর ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে সে যায়দকে মক্কার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে নির্বাসিত করে। মক্কার ঠিক বিপরীত দিকে হেরা পর্বতের ওপর তিনি থাকতে লাগলেন। কুরায়শ বংশের দুষ্ট প্রকৃতির একদল তরুণকে খাত্তাব যায়দের পাহারার কাজে নিয়োজিত করল এবং কিছুতেই যাতে যায়দ মক্কায় ঢুকতে না পারে, সেজন্য সর্বক্ষণ তাদের পাহারা দিতে বলল। মাঝে মাঝে যায়দ গোপনে মক্কায় ঢুকতেন। আর যুবকরা তা টের পেলেই খাত্তাবকে জানাত এবং তাকে নির্যাতন করে আবার বের করে দিত, যাতে মক্কাবাসীর ধর্ম নষ্ট না হয় এবং যায়দের কোন অনুসারী সৃষ্টি না হয়। এ জন্য যায়দ সব সময় আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে ফরিয়াদ করতেন : "হে আল্লাহ্ ! আমি তো হারাম শরীফেরই

অধিবাসী, বহিরাগত নই, আমার ঘর 'মাহিল্লা'র মাঝে সাফার নিকটে অবস্থিত, যা বিভ্রান্তকারী ঘর নয়।"

অবশেষে যায়দ হযরত ইবরাহীমের ধর্ম অনুসন্ধানের জন্য সফরে বেরিয়ে পড়েন এবং ধর্মীয় পণ্ডিত ও দরবেশদের খুঁজতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ সফর করেন। তারপর চলে যান সিরিয়ায়। সেখানে এক পার্বত্য উপত্যকায় এক দরবেশের সাক্ষাত পান। এ স্থানটি সিরিয়ার বালকা অঞ্চলে অবস্থিত। জনশ্রুতি ছিল যে, ঐ দরবেশ খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন। যায়দ তাকে হযরত ইবরাহীমের আসল ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দরবেশ বললেন, তুমি যে দীনের অনুসন্ধান করছ, তা তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে এমন কোন লোক তুমি এখন আর পাবে না। তবে তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, সেখান থেকেই একজন নবীর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি নবী ইবরাহীম (আ)-এর আসল ধর্মসহ প্রেরিত হবেন। তুমি তোমার দেশে চলে যাও। কেননা অচিরেই তিনি আবির্ভূত হবেন এবং এটাই তাঁর যুগ। ইতিপূর্বে তিনি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন, কিন্তু এর কোনটাই তার পসন্দ ছিল না। এরপর তিনি ঐ দরবেশের কথা শুনে সিরিয়া থেকে বেরিয়ে দ্রুত মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু যখন তিনি বনূ লাখামের বস্তিতে পৌঁছান, তখন তারা তাঁর উপর হামলা করে তাঁকে মেরে ফেলে। এ খবর শুনে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ যায়দের জন্য অনেক কাঁদেন এবং নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেন:

"তুমি সঠিক পথ পেয়েছ, অনুগৃহীত হয়েছ, হে ইব্ন আমর, তুমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে দূরে রেখেছ, আর ধর্মদ্রোহিতামূলক মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছ। যে ধর্মের সন্ধানে তুমি যত্নবান ছিলে, তা তুমি অর্জন করেছ, তুমি কখনো আল্লাহ্র একত্বের কথা ভোলনি। পরম সম্মানিত বাসস্থানে তুমি স্থান লাভ করেছ, যেখানে তুমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতকর্মের ফল লাভ করবে। তুমি কখনো স্বেচ্ছাচারী ও যালিম ছিলে না, যার অবধারিত ঠিকানা হলো দোযখ। মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্র রহমত লাভ করে, চাই সে যতই দুর্গম স্থানেই থাকুক।"

ইনজীলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবরণ

ইয়ূহান্না কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুসংবাদ প্রদান

ইব্ন ইসহাক বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর যে বর্ণনা ও প্রতিশ্রুতি তাঁর সহচর ইয়ূহান্না কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা স্বয়ং হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) ইনজীলের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রাপ্ত ওয়াহীর আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন, আমার জানামতে তা নিম্নরূপ :

হযরত ঈসা (আ) বলেন : "যে ব্যক্তি আমার সংগে শত্রুতা করল, সে তার পরোয়ারদিগারের সংগে শত্রুতা করল। যেসব কাজ আর কেউ কখনো করেনি, তা যদি আমি তাদের (অবিশ্বাসীদের)

সামনে করে না দেখাতাম, তাহলে (সেসব কাজ না করায়) তাদের কোন দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ভেবেছে যে, এভাবে তারা আমার ওপর ও আল্লাহ্র ওপর বিজয়ী হতে পারবে। এসব এজন্য ঘটেছে, যাতে আল্লাহ্র কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তারা আমার সংগে অযথা শত্রুতা করেছে। তবে যদি মুনহামান্না [মুহাম্মদ (সা)-এর সুরিয়ানী নাম] আসতেন, যাঁকে আল্লাহ্ পবিত্র আত্মাসহ তোমাদের কাছে পাঠাবেন, তিনিই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং তোমরাও অবশ্যই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কারণ তোমরা দীর্ঘদিন ধরে আমার সংগে আছ। আমি তোমাদের এসব কথা এজন্য বললাম, যাতে তোমরা অভিযোগ করতে না পার।

ইনজীল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলী

ইউহান্নাস নামক হযরত ঈসা (আ)-এর জনৈক শিষ্য ইনজীল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত প্রমাণ করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ঈসা (আ) প্রদত্ত যে বিবরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-এর সহচর ইউহান্নাস কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রাপ্ত ইনজীলে ইনজীলধারীদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন, আমার জানামতে তা নিম্নরূপ :

"যে আমার সংগে শত্রুতা করল, সে যেন রবের সংগে শত্রুতা করল। যে সব কাজ আমার পূর্বে আর কেউ করেনি, আমি যদি সেসব কাজ তাদের সামনে করে না দেখাতাম, তাহলে অদের কোন দোষ হতো না। কিন্তু এখন তারা সত্যের প্রতি হঠকারিতা করা শুরু করেছে। তারা ভেবেছে যে, এভাবে তারা আমাকে ও আল্লাহ্কে পরাজিত করতে পারবে। অথচ ঐশী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অবধারিত। তারা আমার সংগে অন্যায়ভাবে শত্রুতা করেছে।[১] তবে মুনহামান্না- যাকে মহাপ্রভু আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে পাঠাবেন, যিনি মহাপ্রভু আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত পবিত্র আত্মা- তবে তিনি অবশ্যই আমার পক্ষে সাক্ষী হবেন, আর তোমরাও সাক্ষী হবে। কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সংগে আছ। তোমরা যাতে পরে অভিযোগ করতে না পার, সেজন্য আমি এ সব কথা বললাম।"

উল্লেখ্য যে, সুরিয়ানী ভাষায় মুনহামান্না অর্থ প্রশংসিত বা মুহাম্মদ। আর রোমান ভাষায় এর প্রতিশব্দ পারাকালিস্তিস (সা)।

(যোহনের) ইঞ্জীলের বর্ণিত বাক্যাবলীতে হযরত ঈসা (আ) বারবার সেই পয়গম্বরের আগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন। তাহাকে তিনি 'ফারকালিত' (Paraclete) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই শব্দটি ইবরানী অথবা সুরয়ানী। এই শব্দটির হুবহু আরবী অনুবাদ মুহাম্মদ

১. মূল শব্দটি মাজ্জানান অর্থ অন্যায়ভাবে, বিনাকারণে বিনালাভে বা বিনামূল্যে বিজ্ঞজনদের কথিত একটি প্রবাদ বচনে বলা হয়েছে : "হে আদম সন্তান, বিনামূল্যে অন্যকে শিক্ষা দাও, যেমন তুমি বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ করেছ।" অথবা অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নাও, তারা তোমাকে বিনামূল্যে এমন জ্ঞান দান করবেন, যা তারা বহু মূল্যে অর্থাৎ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছেন।

এবং আহমদ অর্থাৎ প্রশংসিত, পরম প্রশংসাকিরী অথবা পরম পরম প্রশংসিত। গ্রীক ভাষায় এ শব্দটির অনুবাদ পাইরিকিলইউটাস। ইহার অর্থও অত্যন্ত প্রশংসকারী বা প্রশংসিত (আহমদ)।

পরে খ্রিস্টানগণ শব্দটি পরিবর্তণ করিয়া 'শান্তিদাতা' অর্থে ব্যবহার করে।

—হযরত মুহাম্মদ (সা) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন : মাওলানা মো: তোফাজ্জল হোছাইন, পৃ. ৯৩-৯৪ (সংক্ষেপিত)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য (পূর্ববর্তী) নবীগণের নিকট থেকে আল্লাহ্র অংগীকার গ্রহণ

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম জানান, যিয়াদ ইবন হিশাম জানান যে, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হল, তখন আল্লাহ্ তাঁকে সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা হিসাবে পাঠালেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আল্লাহ্ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তার ওপর ঈমাম আনবেন, তাকে সত্য বলে জানবেন এবং তাঁর বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করবেন। আর ঐ নবী-রাসূলের প্রতি যারা ঈমান আনবে ও তাঁদের সমর্থন করবে, তাদেরও তাঁরা অনুরূপ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেবেন। এ অংগীকার অনুসারে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ অনুসারীদের মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে যান।[১] এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা

---

১. চল্লিশ বছর বয়সেই যে তিনি নবুওয়ত লাভ করেছিলেন, সে কথা ইব্ন ইসহাক–ইব্ন আব্বাস, যুবায়র ইব্ন মুতইম, কুবাস ইব্ন আশয়াম, 'আতা, সাঈদ ইবন মুসায়্যব ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জ্ঞানী ও সীরাত লেখকদের কাছে এটাই বিশুদ্ধ মত। তবে কোন কোন বর্ণনায় চাল্লিশ বছর দু' মাসও তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তির বয়স বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুবাস ইবন আশয়ামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি বড়, না রাসূলুল্লাহ্ (সা) বড়? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার চেয়ে (মর্যাদায়) বড়, তবে আমি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। আবরাহার হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের বছর। আমার মা আমাকে নিয়ে পথ চলার সময় হাতির গোবরের কাছে থেমেছিলেন। কারো কারো মতে হস্তীবাহিনীর আক্রমণের এক বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম হয়। বাক্কায়ী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে বলেছেন, সোমবারের রোযা খুবই পুণ্যময়। কেননা এদিন আমি জন্মেছি, নবুওয়ত লাভ করেছি এবং এ দিনই আমার মৃত্যু হবে। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ২৬৫ পৃ.)।

গ্রহণ করলে ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে আমিও তোমাদের সংগে সাক্ষী রইলাম।" (২ : ৮১)

বস্তুত সকল নবীর কাছ থেকেই এ সাক্ষ্য ও অংগীকার নেয়া হয় এবং তাওরাত ও ইনজীল-এ উভয় গ্রন্থের অনুসারীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মেনে নেয়ার এবং তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

সত্য স্বপ্ন দ্বারা নবুওয়তের সূচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহ্‌রী উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ যখন রাসূল (সা)-কে সম্মানিত করতে ও তাঁর দ্বারা মানব জাতিকে অনুগৃহীত করতে চাইলেন, তখন রাসূল (সা) নবুওয়তের সূচনা হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এ সময় আল্লাহ্ তাকে নির্জনে অবস্থানের প্রতি আগ্রহী করে দেন। একাকী ও নিভৃতে অবস্থান তাঁর কাছে খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি গাছ ও পাথরের সালাম

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রখর স্মৃতিধর আবদুল মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সুফয়ান ইব্‌ন আলা ইব্‌ন জারিয়া সাকাফী কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের বরাত দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁকে নবুওয়ত দানের মাধ্যমে তার সূচনা করলেন, তখন তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরুলেই লোকালয় থেকে অনেক দূরে, মক্কার উপকণ্ঠের জনবিরল পার্বত্য উপত্যকার ও বিস্তীর্ণ সমভূমির দিকে চলে যেতেন। এ সময় তিনি যে গাছ ও পাথরের পাশ দিয়েই যেতেন, সেটাই তাঁকে বলতো, "আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!" কোথা থেকে এ আওয়াজ আসে, দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশেপাশে, ডানে-বামে, সামনে-পেছনে তাকাতেন কিন্তু গাছ ও পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত তিনি দাঁড়িয়ে থেকে দেখতেন ও শুনতেন। এরপর একদিন রমযান মাসে, যখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পরম সম্মান ও মর্যাদার বাণী বহন করে জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তাঁর কাছে এলেন।[১]

---

১. তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : "মক্কায় একটি পাথরকে আমি চিনি। আমার ওপর ওহী নাযিল হওয়ার আগে সে আমাকে সালাম দিত। কোন কোন হাদীস গ্রন্থে এ কথাও আছে যে, সালাম দানকারী এ পাথরটি ছিল হাজরে আসওয়াদ। এ সালাম দ্বারা স্পষ্টতই প্রচলিত সালামকে বুঝানো হয়েছে। তবে এমনও হতে পারে যে, একটা খেজুরগাছকে যেমন আল্লাহ্ কাঁদবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তেমনি গাছ এবং পাথরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তবে এরূপ কথা বলার জন্য জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি, ধ্বনি ও বর্ণ থাকা জরুরী নয়। কেননা ওটা অন্যান্য শব্দের মতই নিছক শব্দমাত্র, যা অধিকাংশের মতে একটা অস্থায়ী অবস্থামাত্র, কোন স্থায়ী গুণ নয়। তবে নাযযামের মতে, শব্দ

জিবরীলের অবতরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুবায়র পরিবারের মুক্ত গোলাম ওয়াহ্ব ইব্ন কায়সান আমাকে বলেছেন : আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র ইব্ন কাতাদা লায়সীকে লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি, হে উবায়দ ! যখন জিবরীল[১] সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসেন, তখন তাঁর ওপর নবূওয়াতের দায়িত্ব অর্পণের কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা আমাদের বলুন! তখন আমার উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ও তাঁর সংগীদের উবায়দ বলেন :

প্রতি বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। এরূপ নির্জন বাস কুরায়শের লোকেরাও জাহিলিয়াত যুগে করত এবং আরবীতে একে 'তাহান্নুস' বলা হতো। তাহান্নুসের আরবী প্রতিশব্দ তাবাররুর।[২] যার অর্থ ধর্মীয় তপস্যা বা ধ্যান।

একটা বস্তু। আর আশআরীর মতে, শব্দ মৌলিক পদার্থসমূহের পারস্পরিক ঘর্ষণ। আবূ বাকর ইব্ন তায়্যিবের মতে শব্দ ঘর্ষণের চেয়ে অতিরিক্ত একটা জিনিস।

উল্লিখিত উভয় মত সমর্থন বা রদ করার যুক্তি উপস্থাপনের স্থান এটা নয়। তথাপি কথা বলাকে যদি গাছ ও পাথরের গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধরে নেয়া হয় এবং তাদের শব্দটি যদি ঐ গুণের অভিব্যক্তি বলে মনে করা হয়, তা হলে এ কথা বলার জন্য জীবন ও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য বিবেচিত হবে। গাছ ও পাথরের কথা বলাটা আসলে জীবন ও জ্ঞান সহকারে সংঘটিত হয়েছিল, না জীবনবিহীন জড় পদার্থের শব্দমাত্র ছিল, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যদি জীবন ও জ্ঞান সহকারে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে–গাছ ও পাথর নবী (সা)-এর ওপর ঈমান এনেছিল। তবে প্রকৃত ব্যাপার যেটাই হয়ে থাকুক, এটা যে নবুওয়তের একটি আলামত ও অলৌকিক ঘটনা ছিল, তা সন্দেহাতীত। অবশ্য খেজুরগাছের কান্না বা রোদনকে রোদনই বলা হয়েছে (শব্দ নয়) এবং তার জন্য জীবন থাকা জরুরী। গাছ-পাথরের সালামদানের অর্থ এও হতে পারে যে, ঐসব জায়গায় অবস্থানকারী ফেরেশতারা সালাম দিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত গাছ-পাথরই সালাম দিয়েছিল, ফেরেশতারা নয়। সর্বাবস্থায়ই এটা নবুওয়তের নিদর্শন ছিল। তবে আকীদাশাস্ত্রবিদদের একাংশের পরিভাষায় এটা মু'জিযা নয়। কিন্তু সৃষ্টিজগতকে চ্যালেঞ্জ করার মত ঘটনা অবশ্যই মু'জিযা। কেননা এর মুকাবিলা করা অসম্ভব। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৭)

১. উল্লেখ্য যে, জিবরীল সুরিয়ানী শব্দ। এর অর্থ আবদুর রহমান বা আবদুল আযীয। এটি হযরত ইব্ন আব্বাসের বর্ণনা। এটা তাঁর নিজস্ব অভিমতও হতে পারে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত মতও হতে পারে। তবে তাঁর নিজস্ব অভিমত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেউ কেউ বলেন, নামের প্রথমাংশের অর্থ আল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়াংশের অর্থ বান্দা। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত বলে থাকেন। তবে জিবরীল নামটি অনারবীয় শব্দ হলেও আরবীতেও তা উক্ত ফেরেশতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আরবীতে নামের প্রথমাংশের অর্থ বাধ্য করা। যেহেতু জিবরীল ওহী প্রেরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং ওহীতে ইসলামের বাধ্যতামূলক নির্দেশ থাকত, তাই এ নাম তাঁর ক্ষেত্রে সার্থক ও মানানসই হয়েছে।

২. তাবাররুর শব্দটির মূল ধাতু বীর, যার অর্থ নেককাজ। এটি যখন তাবাররুরে রূপান্তরিত হয়, তখন এর অর্থ হয় নেককাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। পক্ষান্তরে তাহান্নুসে মূল ধাতু হিন্স যার অর্থ ভারী বোঝা। এটি তাহান্নুসে রূপান্তরিত হলে এর অর্থ হয় ভারী বোঝা ছুঁড়ে ফেলা বা গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ। আবার তাহান্নুফ শব্দটির মূল ধাতু হানীফিয়াহ, যার অর্থ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনীত একত্ববাদ। এ শব্দটি যখন তাহান্নুফে রূপান্তরিত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ইবরাহীম (আ)-এর আনীত একত্ববাদের গভীরে প্রবেশ করা। ইব্ন হিশামের বক্তব্যও অনুরূপ। (রাওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব এ সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যার অর্থ হলো : "সওর পাহাড়ের শপথ, আর ঐ সত্তার শপথ, যিনি তদস্থলে সাবীরকে স্থাপন করেছেন। আর যে পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ করে, তাঁর শপথ।"

তাহান্নুস ও তাহান্নুফ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরবরা তাহান্নুস ও তাহান্নুফকে একই অর্থে ব্যবহার করে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের হানীফিয়া বা একত্ববাদ। এ ক্ষেত্রে তারা ث (সা) বর্ণকে ف (ফা) বর্ণে পরিবর্তন করে। এ ধরনের রূপান্তর বহুল প্রচলিত, যেমন জাদাফ ও (জাদাস) শব্দদ্বয়ে হয়েছে। উভয়ের অর্থ কবর। রুবা ইব্‌ন আজ্জাজের কবিতায় আছে : "যদি আমার পাথরগুলো আজদাফ[1] অর্থাৎ কবরের সাথে মিশে যেত।" রুবার এই কবিতা তার কাব্যের এবং আবূ তালিবের কবিতাটি তার কবিতাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, আরবরা সুম্মা (ثم) এর স্থলে (فم) ফুম্মা বলে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান আমাকে জানিয়েছেন যে, তাকে উবায়দ বলেছেন : প্রতি বছর সেই মাসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্জনে অবস্থান করতেন।[2] তখন তাঁর কাছে যে সব গরীব লোক আসত, তিনি তাদের খাওয়াতেন। মাসটি অতিক্রান্ত হলে তিনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করে বাড়িতে ফেরার আগে প্রথমে সাতবার বা আল্লাহ্ যতবার চাইতেন, ততবার কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেন। তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেন।

অবশেষে সেই মাসটি এল, যখন আল্লাহ্ তাঁকে নবূওয়াতে দ্বারা সম্মানিত করলেন। সে মাসটি ছিল রমযান মাস। আপন পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় আগে যেমন তিনি হেরার নির্জনবাসের জন্য বেরিয়ে যেতেন, এবারও তেমনি গেলেন। তারপর সেই নির্দিষ্ট রাতটি এল, যে রাতে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর রাসূল হিসাবে মনোনীত করে সম্মানিত করলেন এবং এভাবে তিনি গোটা মানব জাতিকে অনুগৃহীত করলেন। এ রাতে আল্লাহর আদেশক্রমে জিবরীল (আ) তাঁর কাছে এলেন।

---

১. জাদাফ ও জাদাস-এর ভেতর কোন্‌টি মৌলিক শব্দ তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে জাদাফই আসল, জাদাস এর পরিবর্তিত রূপ। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

২. এই নির্জনবাস ই'তিকাফের মতই ছিল। কেবল পার্থক্য এই যে, ই'তিকাফ মসজিদের ভেতরে করতে হয়। কিন্তু এই নির্জনবাস বা 'জিওয়ার' মসজিদ ছাড়াও করা যায়। এটা ইব্‌ন আবদুল বারর-এর অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেরায় অবস্থানকে এ জন্যই ই'তিকাফ বলা হয়নি যে, হেরা কোন মসজিদ নয়, ওটা হারাম শরীফের একটি পর্বত গুহা।

জিবরীল (আ)-এর আগমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যখন জিবরীল (আ) আমার কাছে এলেন, তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম[১] তিনি একখণ্ড রেশমী বস্ত্র নিয়ে এলেন,[২] যাতে কিছু লিখিত বাণী উৎকীর্ণ ছিল। তারপর

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জিবরীল (আ) যখন আমার কাছে এলেন, তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম। এ হাদীসের শেষে তিনি বলেন : আমি ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মনে হল, আমি নিজের হৃদয়পটে একটা বাণী লিখে নিয়েছি।" হযরত আয়েশা (রা) বা অন্য কারো বর্ণিত হাদীসে ঘুমের উল্লেখ নেই। এমনকি হযরত আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সূরা ইকরা নিয়ে যখন জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত ছিলেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটির শুরুতে বলেছেন : সত্য স্বপ্ন দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়তের সূচনা হয়। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা উষার আলোর মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে নিভৃতবাসের প্রতি আকৃষ্ট করলেন। ... অবশেষে তাঁর কাছে যখন সত্য বাণী এল, তখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এ হাদীসে এ কথাই বলেছেন যে, এ স্বপ্ন দেখা ঘটত জিবরীল (আ)-এর কুরআন নিয়ে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হওয়ার আগে। তবে উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় বিধান করা যেতে পারে যে, জিবরীল (আ) নবী (সা)-এর কাছে জাগ্রত অবস্থায় আগমনের পূর্বে স্বপ্নে দেখা দিতেন যাতে তার সাক্ষাতটা তাঁর কাছে সহজতর হয় এবং তাঁর সাথে কোমলতর ব্যবহার করা যায়। কেননা নবুওয়তের দায়িত্বটা বড়ই কঠিন এবং ভারী। আর মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। পরবর্তীতে ইসরা ও মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীস প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্য তুলে ধরা হবে, যাতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যাবে।

বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমির শা'বী থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত ইসরাফীল (আ)-কে নিযুক্ত করা হয়। ইসরাফীল (আ) তিন বছর যাবত তাঁকে দর্শন দিতেন এবং ওহীর কিছু কিছু কথা ও কিছু কিছু বিষয় তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। এরপর জিবরীল (আ)-কে তাঁর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। জিবরীল (আ) তাঁর কাছে কুরআন ও ওহী নিয়ে আসতেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একাধিক প্রক্রিয়ায় ওহী নাযিল হত। একটি হল নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে, যা ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা গেল। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর হৃদয়ে কোন কথা উৎকীর্ণ করে বা ঢুকিয়ে দিয়ে। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জিবরীল (আ) আমার হৃদয়ে এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণীর জীবিকা ও আয়ূ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু হয় না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকার সন্ধানে উত্তম প্রচেষ্টা চালাও। তৃতীয়টি এই যে, ঘন্টা বাজার মত শব্দ সহকারে কখনো কখনো তাঁর কাছে ওহী আসত। এটা ছিল তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর ওহী। কেউ কেউ বলেন, এ ধরনের ওহীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাগ্রতা বেশি হত। ফলে তিনি যা শুনতেন তা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে মনে রাখতেন পারতেন এবং ওহী অধিকতর নিখুঁতভাবে হৃদয়ে ধারণ করতেন। চতুর্থটি এই যে, ফেরেশতা কখনো কখনো তাঁর কাছে মানুষের বেশে আসতেন। সাধারণত দিহ্‌য়া ইব্‌ন খালীফার রূপ ধারণ করে আসতেন। পঞ্চমটি হলো, জিবরীল (আ) কখনো কখনো তাঁর আসল রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। আল্লাহ্ তাঁকে মণিমুক্তাখচিত ছয়শত ডানা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। ষষ্ঠ প্রক্রিয়া এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং পর্দার আড়াল থেকে তাঁর সাথে কথা বলতেন। এ কথোপকথন জাগ্রত অবস্থায়ও হতো, যেমন মি'রাজের রাত্রে হয়েছিল; আবার তা নিদ্রিত অবস্থায়ও হতো, যেমন হযরত মুআয (আ) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন, আমার রব সর্বোত্তম রূপ নিয়ে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। (তিরমিযী)

২ এরূপ রেশমী বস্ত্রে ওহী প্রেরণ দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের জন্য সমস্ত অনারব জগতকে জয় করার দুয়ার খুলে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবহৃত রেশম বস্ত্রকে নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে এ গ্রন্থ দ্বারা এ উম্মত আখিরাত ও বেহেশতের পোশাক লাভ করতে পারবে এবং সেই পোশাক হলো রেশমী পোশাক।

তিনি বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে পারি না। তারপর তিনি আমাকে প্রবলভাবে জাপটে ধরলেন।[১] আমার মনে হল যেন আমার মৃত্যু হচ্ছে। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। এরপর বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে পারি না। এতে তিনি আমাকে এমন জোরে জাপটে ধরলেন যে, মনে হল, আমি মরে যাচ্ছি। আবার আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : কি পড়ব ? এবারও তিনি আমার সংগে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, আমি মরে যাব বলে আশংকা করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন। আমি বললাম : কি পড়ব ? এ কথা আমি এজন্য বলছিলাম যেন জিবরীল আবার আমাকে চেপে না ধরেন। এবার বললেন : "পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি (আপনাকে) সৃষ্টি করেছেন। যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব সর্বাপেক্ষা সম্মনিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে তার অজানা জিনিস শিখিয়েছেন।" আমি এগুলো পড়লাম। এরপর জিবরীল (আ) ক্ষান্ত হলেন এবং আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। এরপর আমি আমার ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমার হৃদয়পটে ঐ কথাগুলো অংকিত হয়ে গেছে। এরপর আমি বের হলাম। পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছলে আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আমি জিবরীল।" আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরীল (আ) আকাশের এক প্রান্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।[২] তিনি বলছেন : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আমি জিবরীল।" আমি অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশের অন্যান্য প্রান্তেও তাকিয়ে দেখি, তিনি সর্বত্র একইভাবে বিরাজমান। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে-পিছে কোনদিকেই নড়তে পারছিলাম না। এ সময় খাদীজা আমর সন্ধানে লোক পাঠান। তারা উঁচু এলাকায় গিয়ে (আমাকে না পেয়ে) খাদীজার কাছে ফিরে যায়। অথচ আমি সেখানেই ছিলাম। এরপর জিবরীল (আ) আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলেন।

---

১. অর্থাৎ আমি নিরক্ষর। তাই কোন লেখা জিনিস পড়তে পারি না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর তাঁকে বলা হল, "তোমার রবের নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ তুমি নিজের ক্ষমতা, নিজের জ্ঞান ও গুণের বলে পড়তে পারবে না ঠিকই, তবে তোমার রবের নাম নিয়ে ও তাঁর সাহায্য চেয়ে পড়। তিনি যেমন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তোমাকে পড়াও শেখাবেন। কোন কোন বর্ণনার ভাষা থেকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি পড়ব ? তবে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনার ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি বলেছেন, আমি পড়তে পারি না।

২ হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল (সা) তাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে খাটে বা সিংহাসনে বসা দেখলেন। বুখারীর শেষাংশে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন ওহী বন্ধ হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে চাইতেন। এ সময় জিবরীল তাঁকে দেখা দিয়ে বলতেন : "হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি জিবরীল।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে জিবরীলের আগমনের বিষয় অবহিত করলেন

এরপর আমি নিজের পরিবারের কাছে ফিলে গেলাম। খাদীজার কাছে গিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম। তিনি বললেন : হে আবুল কাসিম ! আপনি কোথায় ছিলেন ? আমি আপনাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কা পর্যন্ত গিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি তাকে যা দেখেছিলাম খুলে বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন : "হে আমার চাচাতো ভাই! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে খাদীজার জীবন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।"

খাদীজা ওয়ারাকা ইব্ন নাওফলকে জানালেন

এরপর খাদীজা কাপড়-চোপড়ে আবৃত হয়ে তৈরি হলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই-এর কাছে উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্বেই ওয়ারাকা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন আসমানী কিতাব পড়াশুনা করেছিলেন। বিশেষত তাওরাত ও ইনজীলে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যে ঘটনা দেখেছেন ও শুনেছেন, খাদীজা তা আদ্যোপান্ত ওয়ারাকাকে জানালেন। ওয়ারাকা ঘটনাটা শুনেই বলে উঠলেন : কুদ্দুস। ! কুদ্দুস !! (মহাপবিত্র ! মহাপবিত্র !!) ওয়ারাকার জীবন যাঁর হাতে ন্যস্ত তাঁর শপথ ! হে খাদীজা ! তুমি যা আমাকে বললে, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুহাম্মদের কাছে সেই মহাদূতই[1] "এসেছিলেন, যিনি মূসার কাছেও আসতেন[2] আর মুহাম্মদ যে এ উম্মতের নবী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, তাকে স্থির ও নিশ্চিত থাকতে বল।"

খাদীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁকে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল যা বলেছিলেন, তা জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গুহায় নির্জনবাস সমাপ্ত করে মক্কায় ফিরে আগের মত কা'বার তওয়াফ শুরু করলেন। এ তওয়াফ চলাকালে ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল তাঁর সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! তুমি কী দেখেছ ও শুনেছ আমাকে বল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললেন। সব শুনে

---

১. মূল আরবী শব্দ নামূস অর্থাৎ বাদশাহর গোপন বার্তাবাহক বা বাণীবাহক। অন্য মতে, নামূস মূলত রাজকীয় গোপন বার্তাবাহক। কারো কারো মতে, নামূস ও জাসূস প্রায় সমার্থক শব্দ। পার্থক্য শুধু এই যে, নামূস ভালো খবর বহন ও সংগ্রহ করে, আর জাসূস (গোয়েন্দা) খারাপ খবর সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।

২. হযরত ঈসাকে বাদ দিয়ে কেবল হযরত মূসার নামোল্লেখের কারণ এই যে, ওয়ারাকা তৎকালীন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা সম্পর্কে এ কথা বলত না যে, তিনি একজন নবী এবং তাঁর কাছে জিবরীল আসতেন। বরং তারা তাঁর সম্পর্কে বলত যে, আল্লাহ্র সত্তার তিন অংশের একাংশ ঈসার দেহে ঢুকে গিয়ে তাঁর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ঈসার দেহে আল্লাহ্র সত্তার একাংশের প্রবেশ ও বিলীন হওয়া কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈসা (আ) তাদের মতে আল্লাহ্র তাত্ত্বিক বা জ্ঞানগত অংশ। এ জন্য তারা বিশ্বাস করত যে, ঈসা তাদেরকে অদৃশ্য তথ্য ও আগামী দিনের ঘটনা জানাতে পারেন।

ওয়ারাকা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন। তুমি অবশ্যই এ উম্মতের নবী। মূসার কাছে যে নামূস আসতেন, তিনিই তোমার কাছে এসেছিলেন। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, তোমার জাতি তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে চাইবে। তোমার ওপর নির্যাতন চালাবে, তোমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে এবং তোমার সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আহা ! আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি, তাহলে আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠায় এমন সাহায্য করব যা তিনি জানেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মাথা এগিয়ে এনে তাঁর কপালে চুমু খেলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে ফিরে এলেন।

ওহী সম্পর্কে খাদীজার নিশ্চয়তা দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুবায়র পরিবারের ভৃত্য ও আযাদকৃত গোলাম ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ হাকীম আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি শুনেছেন, খাদীজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার যে সহচরটি আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসে, সে যখন আসবে, তখন কি আপনি আমাকে তার আগমনের খবর জানাতে পারবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, পারব। খাদীজা বললেন, তাহলে যখন আসবেন তখন আমাকে জানাবেন। এরপর যথারীতি জিবরীল (আ) তাঁর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে বললেন, হে খাদীজা ! এই তো জিবরীল আমার কাছে এসেছেন। তখন খাদীজা বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি উঠে আমার বাম উরুর ওপর বসুন তো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠলেন এবং তার বাম উরুর ওপর বসলেন। তখন খাদীজা বললেন, এখন কি আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা বললেন, এখন একটু সরে আমার ডান উরুর ওপর বসুন তো ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটু সরে খাদীজার ডান উরুর ওপর বসলেন। তারপর খাদীজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা বললেন, আবার একটু ঘুরে আমার কোলে বসুন তো ! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোলের ওপর বসলেন। এবারও খাদীজা জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন : তখন খাদীজা একটু ঘুরে বসলেন এবং নিজের কাঁধের ওপর থেকে অবগুণ্ঠন খুলে রাখলেন। অথচ তখনও তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসা ছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না। খাদীজা বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি অবিচল ও উৎফুল্ল থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! এ আগন্তুক নিশ্চয়ই ফেরেশতা, শয়তান নয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি বিষয়টি আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। আবদুল্লাহ্ বললেন : আমি আমার মাতা ফাতিমা বিনতে হুসায়ন (যার বোন আমিনা বা সুকায়না) ইব্‌ন আলীর কাছেও এ ব্যাপারটি খাদীজার বরাতে শুনেছি। পার্থক্য শুধু এই যে, তাঁর বর্ণনায় ছিল যে, খাদীজা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

তাঁর ও তার বহিরাবরণের মাঝখানে ঢুকিয়ে নিলেন, তখনই জিবরীল প্রস্থান করেন। এ সময় খাদীজা বলেন, নিশ্চয়ই এ আগন্তুক ফেরেশতা, শয়তান নয়।

কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা

কুরআন নাযিল হওয়ার সময়

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয় পবিত্র রমযান মাসে। মহান আল্লাহ্ বলেন : "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (২ : ১৮৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন : "নিশ্চয়ই আমি এ কুরআন মহিমান্বিত রাতে নাযিল করেছি। আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রাত উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।" (৯৭ : ১-৫)

আল্লাহ আরো বলেন : "হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তো এটি নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয় আমার আদেশক্রমে। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি।" (৪৪ : ১-৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন : "যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্তে এবং আমি মীমাংসার দিন আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছিলাম তাতে, যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল।" (৮ : ৪১)

এখানে দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দ্বারা বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মুখোমুখি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবন হাসান[1] সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : আমি আমার মাতা ফাতিমা বিনতে হুসায়নকে হযরত খাদীজা (রা) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার ভিতর ঢুকিয়ে নিই, ফলে তখনই জিবরীল চলে যান। আমি বললাম : ফেরেশতা, শয়তান নয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকরা বদর প্রান্তরে ১৭ই রমযান, শুক্রবার সকালে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছিল।

---

১. ইনি আবদুল্লাহ ইবন হুসায়ন ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী (রা) ইবন আবু তালিব। তাঁর মা ফাতিমা বিনত হুসায়ন, যিনি সুকায়না-এর বোন। সুকায়নার আসল নাম আমিনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ক্রমাগত ওহী আসতে থাকে। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তাঁর কাছে আগত ওহীকে তিনি সত্য বলে মানতেন ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ্ তাঁর উপর যে, গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। এতে কে খুশি, কে নাখোশ, তার পরোয়া তিনি করতেন না। নবুওয়ত একটি গুরুতর ও কষ্টকর দায়িত্ব। একমাত্র অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় মনোবলসম্পন্ন নবী-রাসূলগণই আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তার বলে বলীয়ান হয়ে এ গুরুভার বহন করে থাকেন এবং বহন করতে সমর্থ হন। কেননা তাঁরা একাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রবল বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জাতির পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা ও নির্যাতন-নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্র আদেশ পালন অব্যাহত রাখেন।

খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষাবলম্বন

খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যে ওহী আসত তা সত্য বলে মেনে নিলেন এবং তাঁর কাজে সহায়তা করতে লাগলেন। তিনিই প্রথম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর কাছে যে ওহী আসে, তাকে সত্য বলে স্বীকার করেন। তাঁর ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নবীর কাজকে কিছুটা সহজ করে দেন। কেননা যখনই কেউ তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত বা তাঁকে মিথ্যুক বলত, তখন তিনি বিরক্ত ও মর্মাহত হতেন। কিন্তু যেই তিনি খাদীজার কাছে ফিরতেন, অমনি আল্লাহ্ তাঁর মনের সেই ক্ষোভ দূর করে দিতেন। কেননা খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতেন, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করতেন এবং মানুষের দুর্ব্যবহারকে হালকা ও গা সওয়া করে দিতেন। আল্লাহ্ খাদীজার ওপর রহম করুন।

খাদীজার জন্য স্বর্ণরৌপ্য খচিত গৃহের সুসংবাদ

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমি খাদীজার জন্য এমন একটি গৃহের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হয়েছি, যা 'কাসাব' বা ফাঁপা মুক্তা দিয়ে তৈরি এবং যা সর্বপ্রকারের হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার ও অপ্রীতিকর বস্তু থেকে মুক্ত।"[১]

ইব্ন হিশাম এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : 'কাসাব' অর্থ ফাঁপা মুক্তার গৃহ।

---

১. হাদীসটির সনদ বা বর্ণনা-সূত্র সাহাবী পর্যন্ত সীমিত। তবে মুসলিম শরীফে এর ধারাবাহিকতা হিশাম থেকে তার পিতা উরওয়া এবং উরওয়া থেকে হযরত আয়েশার মাধ্যমে রাসূল (সা) পর্যন্ত বিস্তৃত। (রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭ দ্র.)

জিবরীল কর্তৃক খাদীজার কাছে আল্লাহ্র সালাম পেশ

ইব্ন হিশাম বলেন : নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি শুনেছি যে, জিবরীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলেছিলেন, আপনি খাদীজাকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : হে খাদীজা ! এই যে জিবরীল, তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছেন। খাদীজা বললেন, আল্লাহ্ স্বয়ং সালাম (শান্তি) তিনি শান্তির উৎস এবং জিবরীলের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

ওহী স্থগিত[1] হওয়া ও সূরা দুহা নাযিল হওয়া

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর কিছুদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়া স্থগিত ছিল। এতে তিনি বিব্রতবোধ করেন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। অবশেষে জিবরীল (আ) সূরা দুহা নিয়ে এলেন। এতে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ইতিপূর্বে বর্ষিত অনুগ্রহ ও সম্মানের উল্লেখ করে শপথপূর্বক বলেন : "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম, তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। অর্থাৎ তোমার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তোমাকে বর্জন করেননি এবং তোমাকে ভালোবাসার পর আর তোমাকে অপসন্দ করেননি। তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।" অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাকে যে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছি, তার চাইতে উত্তম দান তোমার জন্য রয়েছে, যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। অচিরেই তোমার রব তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় শান্তি ও মঙ্গল এবং আখিরাতে উত্তম কর্মফল। তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি; আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি ? তিনি তোমাকে পেয়েছেন দিশেহারা; তারপর তিনি পথের দিশা দিলেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করলেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে প্রথম থেকেই কিরূপ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তাঁর ইয়াতীম অসহায় ও দিশাহারা অবস্থায় তাঁর ওপর কিরূপ করুণা বর্ষণ করেছেন এবং কিভাবে স্বীয় মেহেরবানীতে এ সব দুরবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন, তা জানাচ্ছেন।

সূরা দুহার শব্দের বিশ্লেষণ

ইব্ন হিশাম বলেন : سجى অর্থ নিস্তব্ধ নিঝুম ও নীরব হয়ে যাওয়া। কবি উমায়্যা ইব্ন আবূ সালত সাকাফীর কবিতায় এ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় : "আমার সাথীরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যখন ক্লান্তিকর হয়ে রজনী এল এবং তা ঘোর অন্ধকার ও রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেল।" এ লাইনটি তার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

চোখের পাতা বা ঝর্ণার পানি স্থির হলে তা বুঝাতেও 'সাজা' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। কবি জারীর বলেন : "সেই নারীগণ চলে যাওয়ার সময় তোমাকে তাদের পলকহীন চোখ দিয়ে যেন মারণাঘাত হেনেছে।" এটিও জারীরের রচিত একটি দীর্ঘ কবিতায় অংশ।

---

১. ওহীর আগমন আড়াই বছর স্থগিত ছিল।

আ-ইল অর্থ দরিদ্র নিঃস্ব। আবূ খারাশ হুযালীর কবিতা লক্ষ্য করুন :

"শীতের আগমনে দরিদ্র হীনবল লোকেরা ছিন্ন পুরানো কাপড় পরে তারই বাড়ির দিকে ধাবিত হয় এবং বাড়ির সন্ধান পাওয়ার জন্য কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে" (যাতে লোকালয়ের কুকুরগুলো সাড়া দিয়ে জনপদের সন্ধান দেয়)। 'আইল-এর বহুবচন 'আলাহ ও ঈল।

এ কবিতা আবূ খারাশের কাসীদার অংশবিশেষ। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

আ-ইল অর্থ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারীও। আবার এর অর্থ ভীরুও; আল্লাহ বলেন : ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ।[১] আবূ তালিবের নিম্নোক্ত কবিতায় আ-ইল এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

"যে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এক তিলও কমবেশি হয় না, (সেইরূপ তুলাদণ্ডে তিনি ন্যায়বিচার করে থাকেন। অধিকন্তু) তার জন্য এমন এক সাক্ষীও রয়েছে, যে ভীরু নয়।"

এ কাবিতাটিও তার একটি কবিতা সংকলন থেকে গৃহীত, যার বিবরণ পরবর্তীতে যথাস্থানে দেওয়া হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

আ-ইল দ্বারা এমন ভারী বস্তুকেও বুঝায়, যা বহন করা অসম্ভব। বলা হয়ে থাকে (قدعالنى هذا الامر) অর্থাৎ এ আদেশটি আমার কাছে এত ভারী লাগছে যে, তা আমি পালন করতে অক্ষম। কবি ফারাযদাক বলেন :

"বিভিন্ন দুর্যোগ দুর্বিপাকে যখন জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, তখন কুরায়শ গোত্রের খ্যাতনামা নেতাদের দেখতে পাবে।" ... এটি ফারাযদাকের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

সূরা দুহার শেষ তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিও না। আর তোমার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।" অর্থাৎ তুমি অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌র দুর্বল বান্দাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও কর্কশভাষী হয়ো না। আর আল্লাহ্ নবুওয়তের আকারে তোমাকে যে নিয়ামত ও সম্মান দান করেছেন, তার কথা মানুষকে জানাও এবং তার প্রতি মানুষকে ডাক। এ শেষোক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের আপনজনদের মাঝে যাদের নিরাপদ মনে করেছেন, তাদের কাছে গোপনে নিজের নবুওয়তের কথা প্রকাশ করতে লাগলেন।

ফরয সালাতের সূচনা ও তার সময় নির্ধারণ

এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয করা হয়। ফলে তিনি সালাত আদায় করা শুরু করেন। প্রথমে দু'রাকাআত ফরয হয়, পরে তা বাড়ানো হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন,

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩।

আমার কাছে সালিহ ইব্ন কায়সান উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর প্রথম পর্যায়ে প্রতি সালাত দু'-দু রাকআত করে ফরয করা হয়। এরপর মুকীম অবস্থায় তা বাড়িয়ে চার রাকআত করেন এবং মুসাফির অবস্থায় আগের দু'রাকআতই বহাল রাখেন।[১] জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাত ও উযূ শিক্ষা দেন। ইব্ন ইসহাক বলেন : কতিপয় বিজ্ঞজন আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন। এ সময় তিনি ছিলেন মক্কার উঁচু এলাকায়। জিবরীল (আ) তাঁর পেছনদিকে সমতল এলাকার এক প্রান্তে নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে একটা ঝর্ণা বের হল। তখন জিবরীল (আ) উযূ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা দেখতে লাগলেন। জিবরীল (আ)-এর উযূ করার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাতে জানতে পারেন যে, সালাতের জন্য কিভাবে উযূ করতে হবে।

এরপর রাসূল (সা) জিবরীলকে যেভাবে উযূ কতে দেখেছেন, সেভাবে উযূ করলেন। তারপর জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে উযূ ও সালাত শিক্ষা দেন

এরপর রাসূল (সা) খাদীজার কাছে এলেন এবং তিনি জিবরীল (আ) যেভাবে তাঁকে সালাতের জন্য উযূ করার নিয়ম শিখিয়েছেন, সেভাবে উযূ করে খাদীজাকে দেখালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেখাদেখি খাদীজাও উযূ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। যেমন জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন।[২]

---

১. মুযানী বর্ণনা করেন যে, মি'রাজের আগে সালাত ছিল সূর্যোদয়ের আগে একবার এবং সূর্যাস্তের পরে আর একবার। ইব্ন সালাম বলেন, হিজরতের এক বছর আগেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। এ বর্ণনার আলোকে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, মুসাফির অবস্থায় সালাতের চাইতে মুকীম অবস্থায় থাকাকালে ওয়াক্ত ও রাকআত দু'টোরই সংখ্যা বাড়ানো হয়। আর দুই রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল এর দ্বারা মি'রাজপূর্বকালের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. সীরাত গ্রন্থে এ হাদীসটির সনদ যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি। এ ধরনের হাদীস শরীআতের বিধি প্রণয়নের যোগ্য বিবেচিত হয় না। তবে সনদে যায়দ ইব্ন হারিসা থাকায় এটি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পেয়েছেন বলে মনে করা হয়। তথাপি দুর্বল বিবেচিত বর্ণনাকারী ইবন লিহয়া'র ওপর নির্ভরশীল বিধায় বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে ইমাম মালিক ইব্ন লিহয়া সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করতেন। (পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন, রওযুল উনুফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩-২৮৪)

জিবরীল (আ) রাসূল (সা)-কে সালাতের সময় নির্ধারণ করে দেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে বনূ তামীম গোত্রের আযাদকৃত দাস উতবা ইব্ন মুসলিম বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী নাফি' ইব্ন যুবায়র ইব্ন মুতইমের বরাত দিয়ে এবং নাফি' ইব্ন যুবায়র ইব্ন আব্বাসের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর সালাত ফরয হওয়ার পর তাঁর কাছে জিবরীল (আ) এলেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পর তাঁকে সাথে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছায়া যখন তাঁর সমান লম্বা হল, তখন তাঁকে সংগে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তাঁকে সংগে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর সন্ধ্যাকালের রক্তিমাভা অন্তর্হিত হওয়ার পর তাঁকে সংগে নিয়ে ইশার সালাত পড়লেন এবং সুবহি সাদিকের পর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

পরের দিন জিবরীল (আ) আবার এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংগে নিয়ে যোহ্রের সালাত এমন সময় আদায় করলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছায়া তাঁর সমান লম্বা হলো। এরপর নবী (সা)-এর ছায়া যখন তাঁর দ্বিগুণ হলো, তখন জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর সূর্যাস্তের পর গত দিনের সময়ে তাঁকে সংগে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরীল (আ) তাঁকে সংগে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। এরপর ঊষা হওয়ার পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে তাঁকে সংগে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর জিবরীল (আ) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আজ যে সময়ে সালাত আদায় করলেন এবং গতকাল যে সময়ে সালাত আদায় করেছিলেন, এ দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা চাই।[১]

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ হিসাবে বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে যে পুরুষটি সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর ঈমান আনেন, তাঁর সংগে সালাত আদায় করেন এবং তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত যাবতীয় প্রত্যাদেশকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম। সে সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল দশ বছর। আল্লাহ তাঁকে স্বীয় সন্তোষ ও শান্তি দ্বারা অভিষিক্ত করুন।

---

১. এ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হয়নি। কেননা সকল সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ প্রণেতা এ ব্যাপারে একমত যে, এ ঘটনা মি'রাজের রাতের পরের দিন সংঘটিত হয়েছিল এবং তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তের সূচনার পাঁচ বছর পরের ঘটনা। কারো কারো মতে মি'রাজ হিজরতের দেড় বছর আগের ঘটনা। মতান্তরে এক বছর আগের ব্যাপার। এ জন্য ইব্ন ইসহাক এটিকে ওহী নাযিল হওয়ার সূচনা–পর্ব ও সালাতের প্রাথমিক অবস্থার বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (রওযুল উনুফ, প্রথম খণ্ড, ২৮৪ পৃ. দ্র.)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারে আলীর লালিত-পালিত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ

আল্লাহ্ তা'আলা আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে যে সকল বিরল সৌভাগ্যে ভূষিত করেছিলেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে, তাঁর রাসূল (সা)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়া ছিল তার অন্যতম।

এ লালন-পালনের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুজাহিদ ইব্‌ন জাবর ইব্‌ন আবূ হাজ্জাজের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ আমাকে বলেছেন যে, আলী ইব্‌ন আবী তালিবের ওপর আল্লাহ্‌র একটা অনুগ্রহ, তাঁর জন্য সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র একটা সুযোগ এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র ঈপ্সিত একটি সুবিধা ও আনুকূল্য ছিল এই যে, কুরায়শ গোত্র একবার নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে। আবূ তালিব ছিলেন অধিক সন্তানের ভারে জর্জরিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় চাচা আব্বাসকে, যিনি বনূ হাশিম গোত্রে সবচেয়ে সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন, বললেন : হে আব্বাস! আপনার ভাই আবূ তালিব অধিক সন্তানভারে ক্লিষ্ট। বর্তমানে লোকেরা কিরূপ আর্থিক সংকটে আছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। চলুন, আমরা দু'জন তার কাছে যাই এবং তার বোঝা কিছুটা লাঘব করি। তার সন্তানদের একজনকে আমি গ্রহণ করব, আর একজনকে আপনি গ্রহণ করবেন। এ দু'জনের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ভার আমরা গ্রহণ করব। আব্বাস বললেন : ঠিক আছে, চল। এরপর তাঁর উভয়ে আবূ তালিবের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন : যতদিন বর্তমান দুর্ভিক্ষাবস্থা অব্যাহত থাকে, ততদিন আমরা আপনার সাংসারিক বোঝা খানিকটা লাঘব করতে ইচ্ছুক। আবূ তালিব তাঁদের বললেন, আকীলকে আমার কাছে রেখে, আর যাকে যাকে নিতে চাও, নিয়ে যাও। ইব্‌ন হিশামের মতে, তিনি আকীল ও তালিব এ দুই ছেলেকে রেখে যেতে বলেছিলেন।[১]

এরপর রাসূল (সা) আলীকে নিয়ে যান এবং তাকে নিজ পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। আর আব্বাস নিয়ে যান জা'ফরকে এবং তাকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়ত লাভ করা পর্যন্ত আলী তাঁর সাথে থাকেন। তাঁর নবুওয়ত লাভের পর আলী তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁর ওপর ঈমান আনেন ও তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। আর জা'ফর আব্বাসের সাথে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে একদিন ইসলাম গ্রহণ করে তার কাছ থেকে বিদায় নেন।

---

১. আলী জা'ফরের চাইতে দশ বছরের, জা'ফর 'আকীলের চাইতে দশ বছরের এবং 'আকীল তালিবের চাইতে দশ বছরের ছোট ছিলেন। তালিব ছাড়া সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুহায়লী বলেন যে, তালিবকে জিনরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি অজানা রয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ও আলী মক্কার গিরিবর্তে সালাত আদায় করতে যেতেন আর আবূ তালিব তাঁদের খুঁজতে যেতেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সালাতের সময় সমাগত হলেই রাসূল (সা) মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন। তাঁর সাথী আলীও এত গোপনে যেতেন যে, তাঁর পিতা আবূ তালিব, অন্য চাচারা এবং সমগ্র কুরায়শ গোত্রের অন্য কেউ তা জানতে পারত না। দু'জনে সেখানে সালাত আদায় করতেন এবং অপরাহ্নে ফিরে আসতেন। এভাবে যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে রইলেন। একদিন সালাতে রত অবস্থায় আবূ তালিব তাঁদের উভয়কে দেখে ফেলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাতিজা! এ কোন্ ধর্ম যা তুমি পালন করছ ? তিনি বললেন, চাচা! এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ধর্ম, তাঁর ফেরেশতাদের ধর্ম, তাঁর নবী-রাসূলদের ধর্ম এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম (রাসূল (সা)-এর ভাষা এ থেকে কিছুটা ভিন্নও হয়ে থাকতে পারে)। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি যত লোককে উপদেশ দেই, যত লোককে সত্যের দিকে দাওয়াত দেই, যত লোক আমার দাওয়াত গ্রহণ করুক এবং আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করুক, আমার চাচা হিসাবে তাদের সকলের চাইতে আপনার ওপর আমার অধিকার ও দাবি বেশি। আবূ তালিব বললেন : "ভাতিজা, আমি তো আমার চিরাচরিত পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ করতে পারব না। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমার সাথে কেউ অপ্রীতিকর আচরণ করতে পারবে না।"

কেউ কেউ বলেন, তিনি আলী (রা)-কে বললেন, ওহে আমার পুত্র, তুমি এ কোন্ ধর্ম অনুসরণ করছ ? তিনি বললেন : হে আমার পিতা, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, যা কিছু প্রত্যাদেশ তাঁর কাছে এসেছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং তাঁর সংগে আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায় করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। শোনা যায় যে, একথা শুনে আবূ তালিব তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ (সা) তোমাকে ভালো পথেই আহবান করেছে। কাজেই তুমি এ পথে দৃঢ় থাক।

যায়দ ইব্‌ন হারিসার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উযযা ইব্‌ন ইমরুল কায়স কাল্‌বী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস এবং আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের পর প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও সালাত আদায়কারী পুরুষ।

যায়দের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দের বংশধারা হচ্ছে যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবদে উদ্দ ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উযরা ইব্‌ন যায়দ

আল্‌লাত ইব্‌ন রুফায়দা ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন কালব ইব্‌ন ওয়াবরা। খাদীজার ভ্রাতৃষ্পুত্র হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ সিরিয়া থেকে কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস নিয়ে এসেছিলেন, তাদের ভেতরে ছিলেন যায়দ ইব্‌ন হারিসা নামক ভৃত্য।

হাকীমের ফুফু খাদীজা এ সময় রাসূলুল্লাহ্-এর সহধর্মিণী। তিনি হাকীমের কাছে বেড়াতে গেলেন। হাকীম বলল : "হে ফুফু! আপনি পসন্দ করুন, এ সব ক্রীতদাসের যেটি আপনি চাইবেন, সেটি আপনার।" খাদীজা যায়দকে পসন্দ করলেন এবং নিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজার কাছে যায়দকে দেখে তাকে উপঢৌকন হিসাবে চাইলেন। খাদীজা তৎক্ষণাৎ উপঢৌকন হিসাবে যায়দকে দিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) অবিলম্বে যায়দকে মুক্ত করে নিজের পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ সবই ছিল রাসূল (সা)-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার আগেকার ঘটনা।[১]

যায়দকে হারিয়ে যায়দের পিতা যে কবিতা বলেন

আসলে যায়দ ছিলেন একটি হারানো ছেলে। সন্তান হারানোর শোকে যায়দের পিতা ব্যাকুল হয়ে আহাজারী করেন ও নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

"আমি যায়দের জন্য কাঁদছি। অথচ, আমি জানি না তার কি দশা হল। সে কি জীবিত, তার আশায় কি পথ চেয়ে থাকা যায়? নাকি মৃত্যু তাকে আড়াল করে দিল? আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না, তথাপি জানতে চাই, তুমি আমার চোখের আড়াল হবার পর প্রান্তর অথবা পাহাড় কি তোমাকে গুম করে ফেলল? হায়, যদি জানতাম, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে! তোমার ফিরে আসা আমার জন্য সুনিশ্চিতভাবে পুরো দুনিয়াটা পাওয়ার মত খুশির ব্যাপার হবে। সূর্য উদয়ের সময়ে একবার, আর অস্ত যাওয়ার সময় আর একবার, আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাতাসের প্রবাহও আমার মনে তার স্মৃতির শিহরণ জাগায়। তার জন্য আমার দুশ্চিন্তা কেবল দীর্ঘায়িতই হচ্ছে।

"উটের পিঠে চড়ে তার সন্ধানে দুনিয়াময় ঘুরতে থাকব। উট ক্লান্ত হলেও আমি ক্লান্ত হব না। আমি তাকে আমরণ খুঁজে বেড়াব, মানুষ যতই আশার পেছনে ঘুরুক, আসলে সে তো ধ্বংসশীল।"

অবশেষে হারিসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপনীত হলেন। আর এ সময় তার পুত্র যায়দ রাসূল (সা)-এর কাছে ছিলেন। রাসূল (সা) যায়দকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার কাছেও থাকতে পার, আবার ইচ্ছা করলে তোমার বাবার সাথেও যেতে পার। তিনি বললেন : "না আমি বরং আপনার কাছেই থাকব।" সেই থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি যখন নবুওয়ত লাভ করলেন, তখন তিনি তাঁকে সমর্থন করলেন,

---

১. যায়দের মাতা হলেন সু'দা বিন্‌ত সা'লাবা। তিনি বনূ তাঈ গোত্রের বনূ মা'আন শাখার সন্তান। যায়দকে নিজের বাপের বাড়ি দেখাতে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে বনূ কানীন ইব্‌ন জাসর-এর এক কাফেলা তাকে অপহরণ করে আরবের হুবাশা নামক বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। এ সময় যায়দের বয়স ছিল আট বছর। ইব্‌ন ইসহাক তার সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা এর পরবর্তী ঘটনা।

ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন আল্লাহ্ এ আদেশ নাযিল করলেন যে, পালিত পুত্রদের তাদের পিতার পরিচয়েই সম্বোধন কর, তখন যায়দ বললেন : আমি হারিসার পুত্র যায়দ।[১]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর বংশ পরিচয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসার পর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা। তাঁর আসল নাম 'আতীক' আর আবূ কুহাফার আসল নাম উসমান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর।

তাঁর নাম ও উপাধি

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ বকরের নাম আবদুল্লাহ্! আর আতীক তাঁর উপাধি। কারণ তিনি সুদর্শন, স্বাধীনচেতা ও অভিজাত ছিলেন (আতীক অর্থ সুদর্শন ও অভিজাত)।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন।

আবূ বকর কর্তৃক কুরায়শ গোত্রকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা ও আহ্বান করা

আবূ বকর ছিলেন আপন গোত্রের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয়, আকর্ষণীয় ও অমায়িক ব্যক্তি।[২] কুরায়শ গোত্রের বংশ পরিচয়, ঐতিহ্য ও তার ভালো-মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞানে তাঁর কোন জুড়ি ছিল

---

১. সুহায়লী যায়দের পিতার উপরোক্ত কবিতার শেষে আর একটি লাইন যোগ করেছেন তা হচ্ছে : "আমি তার (যায়দের) ব্যাপারে কায়স ও আমরকে, তারপর ইয়াযীদ ও গোটা বংশধরকে ওসীয়ত করে যাবো" আর যায়দ যখন তার পিতার বক্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি পিতার গোটা কাফেলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অবৃত্তি করলেন :
"আমি এত দূরে বসেও আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি। (তবে) আমি এ ভেবে আশ্বস্ত যে, কা'বা শরীফের নিকট অবস্থান করছি। অতএব যে প্রচণ্ড সন্তান বাৎসল্য তোমাদের এখানে টেনে এনেছে, তাকে সংযত কর এবং উটের পিঠে চড়ে দুনিয়া চষে বেড়িও না। কেননা আমি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিবারের মধ্যে আছি, যারা মা'আদের মহান বংশধর, পুরুষ পুরুষানুক্রমে।"

২. তাঁর আতীক নামকরণের আরো একটা কারণ হলো : তাঁর চেহারার সৌন্দর্য। 'আতীকের আরেক অর্থ হচ্ছে সুন্দর বা সুদর্শন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে আবদুল কা'বা নামেও অভিহিত করা হত। তাঁর মাতার নাম উম্মুল খায়র বিনতে সাখর ইব্ন আমর। তিনি ছিলেন আবূ বকরের পিতা আবূ কুহাফার চাচাতো বোন। তাঁর পিতার মায়ের নাম কায়লা বিন্ত আযা ইব্ন রিয়াহ ইব্ন আবদুল্লাহ্। তার স্ত্রীর নাম কাতলা বিন্ত আবদুল উয্যা।

না। তিনি ছিলেন একজন বিনম্র স্বভাবসম্পন্ন ও সদাচারী ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক দক্ষতা, জ্ঞান ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁর কাছে আসত ও তাঁর ঘনিষ্ঠতা কামনা করত। তাই নিজ গোত্রের মধ্যে যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত, তাদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদের তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলেন।

আবূ বকর (রা)-এর আহ্বানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের বিবরণ

উসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক (রা) বলেন : আমার জানামতে আবূ বকরের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন উসমান ইব্ন আফ্ফান ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আবদ শাম্স ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব।

যুবায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন যুবায়র ইবনুল আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ।

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ইব্ন আবদু আওফ ইব্ন আবদ ইব্ন হারিস ইব্ন মুররা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ।

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন উহায়ব ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন যুহরা ইব্ন মুররা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ। আবূ ওয়াক্কাসের আসল নাম মালিক।

তাল্হা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আর তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উসমান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ।

এঁরা সবাই যখন আবূ বকর (রা)-এর এর দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলামে দীক্ষিত হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি এঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মধ্যে দাওয়াতকে গ্রহণ না করা, বিলম্ব করা, ইতস্তত করা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মনোভাব লক্ষ্য করেছি। কিন্তু একমাত্র আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের মধ্যে তা

ছিল না। যখনই তাঁকে দাওয়াত দিয়েছি, তিনি কালবিলম্ব না করে এবং আদৌ কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে তাৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যে আবূ বকর (রা)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সে কথা ইব্‌ন ইসহাকের নয়, অন্য কারো বর্ণনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ আট ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে সবার অগ্রণী। তাঁরা সালাত আদায় করতেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল হত, তা সত্য বলে মেনে নিতেন।

আবূ উবায়দা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ। তাঁর প্রকৃত নাম আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র।

আবূ সালামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ সালামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

আরকাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম আবদে মানাফ ইব্‌ন আসাদ আবূ জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। আবুল আরকামের আসল নাম আবদে মানাফ এবং আসাদের ডাকনাম আবূ জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মাখযূম ইবন ইয়াকাযা ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন মু'আয।

উসমান ইব্‌ন মাযঊন (রা) ও তাঁর দু'ভাই-এর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন উসমান ইব্‌ন মাযঊন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। সেই সাথে তার দু'ভাই কুদামা ইব্‌ন মাযঊন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊনও ইসলামে দীক্ষিত হন।

উবায়দা ইব্‌ন হারিসের ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইবন্ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

লুআঈ। আর তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রিয়াহ ইব্ন রিযাহ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব হলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের বোন।

আবূ বকর (রা)-এর দু'মেয়ে আয়েশা ও আসমা এবং আরাতের পুত্র খাব্বাবের ইসলাম গ্রহণ

এরপর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন আসমা বিন্ত আবূ বকর, আয়েশা বিন্ত আবূ বাকর এবং বনূ যুহরা গোত্রের মিত্র খাব্বাব ইবনুল আরাত।

ইব্ন হিশামের মতে খাব্বাব ইবনুল আরাত বনূ তামীম গোত্রের এবং মতান্তের খুযা'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

উমায়র, ইব্ন মাসউদ এবং ইবনুল কারী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের ভাই উমায়র ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ, ইব্ন মাসউদ ইব্ন হারিস ইব্ন শামাখ ইব্ন মাখযূম ইব্ন সাহিলা ইব্ন কাহিল ইব্ন হারিস ইব্ন তামীম ইব্ন সা'দ ইব্ন হুযায়ল এবং মাসউদ ইবনুল কারীও ইসলামে দীক্ষিত হন। মাসউদ ইবনুল কারী হচ্ছেন মাসউদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন 'আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবদুল 'উয্যা ইব্ন হামালা ইব্ন গালিব ইব্ন মুহাল্লাম ইব্ন আইযা ইব্ন সুবায়' ইব্ন হাওন ইব্ন খুযায়মা, ইনি কারাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন হিশাম বলেন : কারাহ একটি গোত্রের উপাধি। তাদের ব্যাপারে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, قد انصف القاره من راماها অর্থাৎ কারাহ্ গোত্রের সঙ্গে যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করবে, সে-ই তাদের প্রতি সুবিচার করবে। এ গোত্রে তীর নিক্ষেপে সুদক্ষ ছিল বলেই এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

সালীত, তাঁর ভাই, আয়্যাশ ও তাঁর স্ত্রী, খুনায়স এবং আমির-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন সালীত ইব্ন আমর ইব্ন আবদ শাম্স ইব্ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসল ইব্ন আমির ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর, তাঁর ভাই হাতিব ইব্ন আমর এবং আয়্যাশ ইব্ন রবীআ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ, তাঁর স্ত্রী আস্মা বিন্ত সুলামা ইব্ন মাখরাবা তায়মিয়া এবং খুনায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ এবং আমির ইব্ন রবীআ। তিনি খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদুল উয্যার বংশধরের মিত্র আন্য ইব্ন ওয়ায়লের বংশধর।

ইব্‌ন হিশামের মতে আন্‌য ইব্‌ন ওয়ায়ল বাকর ইব্‌ন ওয়ায়লের বংশধর এবং রবীআ ইব্‌ন নিযারের অন্তর্ভুক্ত।

জাহ্‌শের দু'পুত্র, জা'ফর ও তাঁর স্ত্রী, হাত্তিব ও তাঁর ভাইগণ, তাঁদের স্ত্রীগণ, সাইব, মুত্তালিব ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর ক্রমান্বয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ ইব্‌ন রিয়াব ইব্‌ন ইয়া'মার ইব্‌ন সাবরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা এবং তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহ্‌শ। এরা উভয়ে বনূ উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস গোত্রের মিত্র ছিলেন। আরো ইসলাম গ্রহণ করেন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব, স্ত্রী আসমা বিনত উমায়স ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কুহাফা। ইনি খাসআম গোত্রের মেয়ে। আরো ইসলাম গ্রহণ করেন হাত্তিব ইবনুল হারিস, ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কায়শ ইব্‌ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র, তাঁর ভাই হাত্তাব ইবনুল হারিস ও তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার। এ ছাড়াও ইসলাম গ্রহণ করেন মা'মার ইবনুল হারিস ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। সায়ব ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন মাযঊন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব এবং মুত্তালিব ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন সাবদ আওফ ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ও তার স্ত্রী রামলা বিন্‌ত আবূ আওফ ইব্‌ন সুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

নাঈমের ইসলাম গ্রহণ

নাঈম ওরফে নাহ্‌হাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আসাদও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর বংশধর।

নাঈমের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি হলেন নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবদ্ আওফ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উয়ায়দা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইবন লুআঈ। তিনি 'নাহ্‌হাম' (শব্দকারী) নামে পরিচিত হন এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আমি জান্নাতে নাঈমের 'নাহম' (শব্দ) শুনেছি।

ইবন হিশাম বলেন : 'নাহম' অর্থ শব্দ বা সাড়া।

আমির ইব্‌ন ফুহায়রার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্ত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমিরের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন ফুহায়রা আসাদ গোত্রের একজন নিগ্রো দাস ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাকে কিনে নিয়েছিলেন।

খালিদ ইব্‌ন সাঈদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বংশ পরিচয় ও তাঁর স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ, তার স্ত্রী উমায়নাহ বিনত খালাফ ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বিয়ায়া ইব্‌ন সুবায় ইব্‌ন জু'সামাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ ইব্‌ন আমর। তিনি খুযাআ গোত্রীয়।

ইব্‌ন হিশামের মতে, তার নাম হুমায়না বিন্‌ত খালাফ।

হাতিব ও আবূ হুযায়ফার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরো ইসলাম গ্রহণ করেন হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র এবং আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আবদ শামস ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

ইব্‌ন হিশাম এর মতে আবূ হুযায়ফার আসল নাম মাহ্‌শাম ইবন উতবা ইবন রবী'আ ইবন আবদ শামস।

ওয়াকিদের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কিছু ঘটনা

ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদে মানাফ ইব্‌ন আরীন ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইয়ারবূ' ইব্‌ন হানাযালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর মিত্র ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বাহিলা নাম্নী এক মহিলা তাকে নিয়ে আসেন। তারপর খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়লের কাছে তাকে বিক্রি করা হয়। খাত্তাব তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ্ যখন নাযিল করলেন ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ "তোমরা পালিত সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক" তখন তিনি নিজেকে (ওয়াকিদ ইব্‌ন খাত্তাবের পরিবর্তে) ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলে অভিহিত করেন। এ ঘটনা আবূ আমর মাদানী থেকে বর্ণিত।

বনূ বুকায়রের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এ ছাড়া বুকায়র ইব্‌ন আবদ ইয়ালীল ইব্‌ন নাশির ইব্‌ন গিয়ারা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদ মানাত ইব্‌ন কিনানার সন্তান খালিদ, আমির, আকিল ও ইয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা বারজনই ছিলেন বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব-এর মিত্র।

আম্মার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযার মিত্র ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম (রা)-এর মতে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির আনাসী মাযহিজ গোত্রভুক্ত।

সুহায়বের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা গোত্রের মিত্র নামর ইব্‌ন কাসিতের বংশধর সুহায়ব ইব্‌ন সিনানও ইসলাম গ্রহণ করেন।

সুহায়বের বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : নামর ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন হিনব ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন নিযার। আবার কারো মতে, আফসা ইব্‌ন দু'মা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ। কেউ কেউ বলেন, সুহায়ব ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদআন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়মের মুক্ত দাস।

কেউ কেউ বলেন, তিনি একজন রোমক বংশোদ্ভূত। যারা তাকে নাম্‌র ইব্‌ন কাসিতের বংশধর বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তিনি রোম ভূখণ্ডের বন্দী ছিলেন। পরে তাকে সেখানে থেকে কিনে আনা হয়। একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেন, সুহায়ব রোমকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

রাসূল (সা) কর্তৃক স্বজাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাদের প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় রাসূলকে আপন জাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। ফলে মক্কায় ইসলামের আলোচনা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করল এবং তা নিয়ে যত্রতত্র কথাবার্তা চলতে লাগল। এরপর আল্লাহ্ স্বীয় রাসূল (সা)-কে তাঁর কাছে প্রেরিত বার্তা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা ও তার দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমার জানামতে, নবূওয়াতপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ দানের মাঝখানে রাসূল (সা) যে সময়টুকু গোপনে প্রচার করতে থাকেন, তা ছিল তিন বছর। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"তুমি যে বিষয়ে আর্দিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।" (১৫ : ৯৪)

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন : "তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সে মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হও।" (২৬ : ২১৪-২১৫)

"এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।" (৪৫ : ৮৯)।

ইব্ন হিশাম বলেন : উপরের প্রথম আয়াতে বর্ণিত اصدع অর্থ হচ্ছে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়ে দাও। কবি আবূ যুয়ায়ব আল-হুযালী যার প্রকৃত নাম খুওয়ায়লিদ ইব্ন খালিদ, বন্য গাধা ও গাধীর প্রশংসা করে বলেন :

"এই গাধী যেন জুয়ার তীর মোড়ানোর চামড়া এবং গাধা যেন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করে।" অর্থাৎ তীর কোন্ দিক নির্দেশ করে তা নির্ণয় করে। এটা কবির একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কবি রুবা ইবনুল আজ্জাজ বলেন :

"আপনি ধৈর্যশীল এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী সেনাপতি। আপনি সত্যকে প্রকাশ করেন এবং যুলুম প্রতিহত করেন।" এ কবিতাও তার এক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতে পাহাড়ী উপত্যকায় গমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যখন সালাত আদায় করতে চাইতেন, পাহাড়ী উপত্যকায় চলে যেতেন ও নিজের কাওমের লোকদের অগোচরে সালাত আদায় করতেন। একবার সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে মক্কার পাহাড়ী উপত্যকায় সালাত আদায় করার সময় একদল মুশরিক তাদেরকে দেখে ফেলে। তারা এতে ভীষণ ক্ষেপে যায় ও একে দূষণীয় মনে করে। শেষ পর্যন্ত তারা সাহাবীগণের ওপর হামলা করে বসে। তখন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস একজন মুশরিককে উটের রানের হাড় দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এটিই ছিল প্রথম রক্তপাতের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ কাওম কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও আবূ তালিব কর্তৃক তাঁর পক্ষ সমর্থন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন কাওম-এর নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেখিয়ে দিলেন, তখন আমার জানামতে, তিনি মুশরিকদের দেবদবীর কথা উল্লেখ ও তাদের নিন্দা না করা পর্যন্ত তারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি এবং তার প্রতি বিরূপও হয়নি। তিনি যখন এই কাজটি করলেন, তখন তারা একে গুরুতর অন্যায় মনে করল, বিক্ষুব্ধ হল এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হল। তবে আল্লাহ্ যাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা ছিল সংখ্যায় কম এবং আত্মগোপনকারী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর চাচা আবূ তালিব গভীর স্নেহে রক্ষা করে চললেন এবং তাঁর গায়ে কোন আঘাত লাগতে দেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র দীনের প্রচার ও একে বিজয়ী করার কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং কোন বাধাবিঘ্নই তিনি গ্রাহ্য করলেন না। কুরায়শ গোত্র যখন দেখল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেসব আচরণে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, যেমন তাদের

বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের দেবদেবীর নিন্দা- সে জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নন এবং চাচা আবূ তালিব তাঁকে নিজ স্নেহে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁকে তাদের হাতে সোপর্দ করছেন না, তখন কুরায়শ গোত্রের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটি দল আবূ তালিব-এর কাছে গেল। এই দলটির মধ্যে ছিল রবীআ ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র-এর দু'পুত্র উত্বা ও শায়বা। হারব ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র এবং আবূ সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমায়্যা ইবন আবদ শামস ইবন আবদ মনাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআঈ ইবন গালিব ইবন ফিহর। ইব্ন হিশামের মতে তার আসল নাম সাখর।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই দলে আবুল বাখতারীও ছিল, যার নাম ও বংশ পরিচয় হলো, আস ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-হারিস ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ। ইব্ন হিশাম (রা)-এর মতে ও আবুল বাখতারীর নাম আস ইব্ন হাশিম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই দলে আরো ছিল আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ। আরো ছিল আবূ জাহল ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ। আবূ জাহ্লের ডাক নাম ছিল আবুল হিকাম এবং আসল নাম আমর। আরো ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইমর ইব্ন মাখযূম ইব্ন ইয়াকাযা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ। নুবায়হ ও মুনাব্বিহ যারা হাজ্জাজ ইব্ন আমির ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ-এর সন্তান। আর আস ইব্ন ওয়ায়ল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আস ইব্ন ওয়ায়ল-এর বংশ লতিকা হল, আস্ ইব্ন ওয়ায়ল ইব্ন হাশিম ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাহ্ম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ।

কুরায়শ প্রতিনিধি দল আবূ তালিবকে ভর্ৎসনা করল

ইব্ন ইসহাক বলেন : এই প্রতিনিধি দলে আরো কেউ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তারপর তারা বলল : "হে আবূ তালিব ! আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালাগাল করেছে, আমাদের ধর্মে খুঁত বের করেছে, আমাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ বলেছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছে। এখন হয় আপনি তাঁকে থামান নতুবা তাঁর ব্যাপার আমাদের হাতে ছিড়ে দিন। আপনি নিজেও তো আমাদেরই ধর্মানুসারী এবং তাঁর বিরোধী। আমরাই আপনার পক্ষ হয়ে তাঁকে প্রতিহত করব।" আবূ তালিব তাদেরকে অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলেন। তারা বিদায় হয়ে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজ অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহ্র দীনের প্রচার-প্রসার ও তার দিকে মানুষকে আহবান জানাতে লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কাফিরদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বেধে গেল। লোকেরা পরস্পরের দুশমনে পরিণত হয়ে গেল। এ সময় কুরায়শ গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা বেড়ে গেল এবং তারা একে অপরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগল।

আবূ তালিবের কাছে কুরায়শ প্রতিনিধি দলের দ্বিতীয়বার আগমন

তারা আবূ তালিবের কাছে পুনরায় গেল। তারা তাঁকে বলল : "হে আবূ তালিব ! আমাদের মধ্যে আপনি একজন বয়োবৃদ্ধ, সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা আপনার ভাতিজাকে নিবৃত্ত করতে বলেছিলাম কিন্তু আপনি তাকে নিবৃত্ত করেননি। আমরা আর সহ্য করতে পারব না। সে আমাদের বাপ-দাদার সমালোচনা করে। আমাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ বলে। আমাদের দেবদেবীর ত্রুটি বের করে। আপনি যদি তাঁকে নিবৃত্ত করেন, তবে ভালো কথা। নচেৎ আপনি সমেত তাঁর বিরুদ্ধে আমরা মুকাবিলায় অবতীর্ণ হব। যার ফলে উভয় দলের এক দল ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তারপর তারা তার কাছ থেকে ফিরে এল। আবূ তালিবের কাছে তার কাওমের শত্রুতা সম্পর্কচ্ছেদও খুবই খারাপ লাগল। অথচ তাদের হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমর্পণ করা বা তাঁকে অপমান হতে দেয়া উভয়ের কোনটাতেই তিনি রাযী হলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ তালিবের কথোপকথন

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্ন উত্বা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শ নেতারা যখন আবূ তালিবকে উপরোক্ত কথাগুলো বলল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে বললেন : "হে আমার ভাতিজা ! তোমার গোত্রের লোকেরা আমার কাছে এসেছিল। তারা এই এই কথা আমাকে বলেছে। অতএব তুমি তোমার নিজের ও আমার দিকটা বিবেচনা কর এবং আমার ওপর এমন কোন বোঝা চাপিও না, যা আমি বহন করতে অক্ষম।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনে করলেন যে, তাঁর চাচা বোধহয় তাঁকে সমর্পণ ও অপমানিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং তার সাহায্য ও সহায়তা করতে তিনি অপারগ হয়ে পড়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "হে আমার চাচা ! আল্লাহ্র কসম, তারা যদি আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চাঁদ এনে দিয়ে চাইত যে, আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তথাপি আমি তা পরিত্যাগ করতাম না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে লাগলেন। তিনি চলে যেতে থাকলে আবূ

তালিব তাঁকে ডাকলেন। বললেন, ভাতিজা এদিকে এস ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কাছে গেলেন। তারপর তিনি বললেন : "হে আমার ভাতিজা ! যাও, যা ভালো লাগে বল। আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো কোন কারণেই তোমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করব না।"

কুরায়শ কর্তৃক ওয়ালীদের পুত্র উমারাকে আবূ তালিবের কাছে দত্তক দানের প্রস্তাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন নিশ্চিতভাবে জানল যে, আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করতে ও অপমানিত করতে অস্বীকার করছেন এবং এটাও বুঝল যে, এ ব্যাপারে আবূ তালিব গোটা কুরায়শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের শত্রুতার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত, তখন তারা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার ছেলে উমারাকে নিয়ে তার কাছ গেল। তারপর আমার জানামতে, তারা তাকে বলল : "হে আবূ তালিব ! এই দেখুন, ওয়ালীদের ছেলে উমারা, সে কুরায়শ গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুদর্শন যুবক। ওকে আপনি নিয়ে নিন, ওর বুদ্ধি ও বল আপনার উপকারে আসবে। ওকে আপনি পুত্র হিসাবে নিয়ে নিন, সে আপনারই। ওর বদলে আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। সে আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করছে। সে আপনার বংশের ঐক্য বিনষ্ট করছে, তাদেরকে নির্বোধ বলছে। তাকে আমরা মেরে ফেলব। মানুষের বদলে মানুষ। আবূ তালিব বললেন : ছি ছি ! আল্লাহ্র কসম, তোমরা যে বিনিময় আমার সাথে করতে চাইছ, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ! তোমরা আমাকে তোমাদের ছেলেকে দিতে চাইছ যেন তাকে আমি লালন-পালন করে পুষ্ট করি তোমাদের জন্য, আর আমার ছেলেকে নিতে চাইছ হত্যা করার জন্য ? আল্লাহ্র কসম, এটা কখনো হবে না। এ কথা শুনে মুতঈম ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই বলল : আল্লাহ্র কসম, হে আবূ তালিব, তোমার গোত্র তোমার প্রতি সুবিচার করেছে এবং তুমি নিজেও যা অপসন্দ কর তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে চাইছে। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি তাদের কোন প্রস্তাবই মানতে চাইছ না। আবূ তালিব মুতঈমকে বললেন : "আল্লাহ্র কসম, তারা আমার প্রতি সুবিচার করেনি। তুমি আমাকে অপমানিত করতে এবং একটি শক্তিমান পক্ষকে আমার ওপর বিজয়ী করার ফন্দি এঁটেছ। ঠিক আছে, যা ভালো বুঝ, কর।" এরপর উভয় পক্ষে উত্তেজনা বাড়তে থাকে, যুদ্ধের পরিবেশ উত্তপ্ত হতে লাগল এবং শোরগোল করে একে অপরকে হুমকি দিতে লাগল।

মুতঈম ও অন্যান্যদের ব্যাপারে আবূ তালিবের কবিতা

মুতঈম ইব্ন আদি এবং বনূ আব্দ মানাফ ও অন্যান্য কুরায়শী উপগোত্রের যারা আবূ তালিবকে অপমান করতে চেয়েছিল এবং তার প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে এবং তাদের অবাঞ্ছিত দাবির উল্লেখ করে আবূ তালিব নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

"হে আমর, ওয়ালীদ ও মুতঈমকে বলে দাও, তোমাদের প্রহরার বদলে আমি যদি একটি বকনা উটও পেতাম, তাহলেও ভালো হত।[১] সে বকনা উট যতই অল্পবয়সী ও দুর্বল হোক, তার মুখে প্রচুর ফেনা জমে থাকুক এবং দুই পায়ের ওপর প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। (দুর্বলতার দরুন) সে অগ্রণী উটগুলোর পিছু পিছু চলতে থাকে, অথচ সংলগ্ন থাকে না, আর যখনই মরুভূমির ওপর ওঠে, তখন তাকে ওয়াবার (বিড়াল সদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণীবিশেষ) বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের একই পিতামাতা থেকে জন্ম নেয়া আমাদের দু'ভাইকে দেখতে পাই, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেসা করা হয়, তখন তারা বলে যে, ব্যাপারটা অন্যের হাতে ন্যস্ত। হ্যাঁ, তাদের হাতেও ক্ষমতা আছে, কিন্তু তারা এত নীচে নেমে গেছে যেন যু-আলাক পর্বতের শীর্ষ থেকে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমি আব্‌দ শামস ও নাওফলের কথা উল্লেখ করছি, (কুরায়শের এ দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম শাখা আবূ তালিবের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, এ কথা বলেই আবূ তালিব দুঃখ প্রকাশ করছেন)। আগুন যেমন পুড়ে যাওয়া অংগারকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনিভাবে তারা আমাদেরকে ছুঁড়ে ফেলেছে। তারা উভয়ে তাদের ভাইদের অপমানিত করেছে সকলের সামনে। ফলে গোত্রের কাছ থেকে তারা শূন্য হাতেই ফিরেছে। তারা এমন লোককে গৌরব ও মর্যাদার অংশীদার করেছে, যার কোন পিতৃপরিচয় নেই, কেবল তার কথা উল্লেখ করেই পরিচয় দিতে হয়। বনূ তায়ম, বনূ মাখযূম ও বনূ যুহরা এদেরই দলভুক্ত। যখনই সাহায্য তলব করা হত তখন তারা আমাদের সহযোগী হত। অতএব আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের প্রজন্মের একটি লোকও যতদিন বেঁচে থাকবে, আমাদের মধ্যে শত্রুতা বজায় থাকবে। তাদের ধৈর্য ও বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তারা প্রশস্ত কূপের মত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, আর এ ব্যবধান হলো খুবই মন্দ।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমরা এ কবিতার দুটো লাইন বাদ দিয়েছি, যাতে আবূ তালিব খুবই কটু ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

কুরায়শ বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করতে লাগল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শ গোত্রের লোকেরা গোত্রের বিভিন্ন শাখায় যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের একে অপরকে উস্কে দিতে লাগল। ফলে প্রতিটি গোত্র তাদের ভেতরকার মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও নির্যাতন চালাতে লাগল এবং তাদের ধর্ম থেকে তাদেরকে বল প্রয়োগে ফেরাতে উদ্যত হল। কিন্তু আল্লাহ্‌র তাঁর রাসূলকে তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে রক্ষা করলেন। আবূ তালিব যখন দেখলেন, সমগ্র কুরায়শ গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সাথে খারাপ আচরণ করছে, তখন দু'টি শাখার লোকদেরকে ডেকে নিজের অনুসৃত নীতি অনুসরণ পূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করা ও তাঁর ওপর থেকে সকল

---

১. অর্থাৎ আবূ তালিব বলতে চাইছেন যে, আমার জন্য একটি বকনা উটও তোমাদের চাইতে উপকারী। কাজেই তোমরা যে ব্যবস্থাধীনে আমাকে নিরাপত্তা দিতে চাও, তার চাইতে একটা বকনা উট পাওয়াও আমার জন্য ঢের ভালো ছিল।

আক্রমণ প্রতিহত করার আহবান জানালেন। সকলে তাকে সমর্থন করল ও তার আহবানে সাড়া দিল। কেবল অভিশপ্ত আবূ লাহাব মানল না।

আপন গোত্রের সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে আবূ তালিব তাদের প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেন

আবূ তালিব যখন দেখলেন, তার গোত্রের লোকেরা তার সহযোগিতায় সক্রিয়, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হলেন, তাদের প্রতি খুবই প্রীত হলেন, তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাদের অতীত গৌরবের উল্লেখ করলেন। সে সাথে সমগ্র গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কত মর্যাদাবান ব্যক্তি, তাও ব্যাখ্যা করলেন, যাতে তাদের মতামত আরো মযবূত হয় এবং সব সময় তারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। এ বিষয়ে তিনি তার কবিতায় বললেন :

"কুরায়শ যখন কোন অতীত গৌরবের ব্যাপারে একমত হবে, তখন (দেখা যাবে) আবদে মানাফই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যদি আবদ মানাফের শরীফ ব্যক্তিদের গণনা করা হয়, তবে বনূ হাশিমের মধ্যেই রয়েছে শরাফত ও আভিজাত্য।

আর কুরায়শরা যদি কোন দিন গৌরববোধ করে, তবে মুহাম্মদই হবেন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম এবং তিনিই হবেন তাদের মধ্যে মহান ও অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি। কুরায়শ আমাদের ওপর তাদের খাঁটি ও ভেজাল সকল লোককে উস্কে দিয়েছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা প্রাচীনকাল থেকেই কোন যুলুমকে সমর্থন করিনি, তবে কেউ (অহংকারের সাথে) মুখ বাঁকা করলে তা সোজা করে দিতাম। সব সময়ই আমরা কুরায়শকে সংকটকাল ও দুর্যোগে রক্ষা করতাম আর যারা তাদের সীমানায় প্রবেশ করতে চায়, আমরা তাদেরকে দূরে হটিয়ে দিতাম।

"আমাদের কল্যাণেই শুকনো কাঠে জীবনের সঞ্চার হত, আমাদের ঘন অরণ্যেই তার মূল বিকাশ লাভ করত।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার চক্রান্ত ও কুরআনের ব্যাপারে তার ভূমিকা

একদিন কুরায়শ গোত্রের একটি দল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার কাছে সমবেত হল। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি। তখন হজ্জের মওসুম সমাগত। তিনি বললেন, কুরায়শের লোকেরা, হজ্জের মওসূম সমাগত। এ সময় আরবের সব এলাকা থেকে প্রতিনিধি দল আসবে। তোমাদের সংগী মুহাম্মদের ব্যাপার তো তারা শুনেছেই। কাজেই তার ব্যাপারে তোমরা একটা সর্বসম্মত মত স্থির কর। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে একজন আরেকজনকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে এবং একজন আরেকজনের কথার জবাব দেবে। তারা সবাই বলল, হে আবূ আব্দ শাম্স, আপনিই বলুন এবং আপনিই আমাদের জন্য একটি মত স্থির করে দিন, আমরা সে মতই কাজ করব।

ওয়ালীদ বললেন, বরং তোমরাই বল, আমি শুনব।

তারা বলল, আমরা তো বলি মুহাম্মদ একজন জ্যোতিষী।

ওয়ালীদ বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি জ্যোতিষী নন। আমরা বহু জ্যোতিষী দেখেছি। জ্যোতিষীর রহস্যময় ও গোপন কথার সাথে মুহাম্মদের কথাবার্তার কোন মিল নেই।

জনতা বলল, তা হলে আমরা বলবো তিনি পাগল।

ওয়ালীদ বললেন : না, তিনি পাগল নন। আমরা পাগলামি দেখেছি ও জানি। মুহাম্মদের মধ্যে সে ধরনের মানসিক প্ররোচনা অস্থিরতা ও কুমন্ত্রণার ভাব নেই।

জনতা বলল, তাহলে আমরা তাকে কবি বলি ।

ওয়ালীদ বললেন, না তিনি কবি নন। আমরা সকল ধরনের কবিতা পড়েছি এবং জানি। যুদ্ধের কবিতা, শান্তির কবিতা, ছোট কবিতা, বড় কবিতা সবই দেখেছি। কিন্তু মুহাম্মদ যা বলে তা কবিতা নয়।

সবাই বলল, তাহলে আমরা তাকে জাদুকর বলি।

ওয়ালীদ বললেন, না, তিনি জাদুকর নন। আমরা বহু জাদুকর ও জাদু দেখেছি। জাদুকররা যেভাবে সূতায় গিরে দিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, মুহাম্মদ তা করে না।

সবাই বলল, তাহলে হে আবূ আব্‌দ শাসস, (ওয়ালীদের ডাক নাম) আপনার মত কি !

ওয়ালীদ বললেন, মুহাম্মদের কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি, তার মূল বড়ই মযবূত এবং তার ফল খুবই সুস্বাদু।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালীদ বলেছিলেন, মুহাম্মদের কথাবার্তা খুবই রস ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। ওয়ালীদ আরো বললেন, তোমরা এ সব যাই বলবে, সেটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। তবে জাদুকর বলাই অপেক্ষাকৃত সঠিক হবে। কেননা সে এমন বক্তব্য নিয়ে এসেছে যা পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, স্বামী -স্ত্রীতে এবং খান্দানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর সেই বক্তব্যের ফলে বাস্তবিকই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

ওয়ালীদের পরামর্শ মুতাবিক হজ্জের মওসুম যখন সমাগত হল, তখন কুরায়শের লোকেরা লোকজনের চলার পথে বসে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যে-ই যায়, তাকেই তারা মুহাম্মদের ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন :

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে।
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ,
এবং নিত্যসংগী পুত্রগণ,
এবং তাকে দিয়েছি সচ্ছল জীবনের প্রচুর উপকরণ—
এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই।
না, তা হবে না, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।" (৭৪ : ১১-১৬)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আনীদ' অর্থ চরম শত্রু।

কবি রুবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন : "আমরা পরম শত্রুর শির বিচূর্ণ করে থাকি।"

"আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।
সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল।

অভিশপ্ত হোক সে । কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল। অভিশপ্ত হোক সে ! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল ?

সে আবার চেয়ে দেখল। এরপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।" (৭৪ : ১৮-২২)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'বাসারা' অর্থ মুখ বিকৃত করা। আজ্জাজ বলেন مضبر اللحيين بسرا منها সে চেহারা বিকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে এ কথা বলেছে।

"তারপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।

এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এতো মানুষেরই কথা।" (৭৪ : ২৩, ২৪, ২৫)

ওয়ালীদের সংগীদের উক্তির জবাবে কুরআন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এ সব উক্তি করল, তাদের জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করলেন :

"যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম (কুরআনকে) বিভক্তকারীদের ওপর।

যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।

তাই শপথ তোমার প্রতিপালকের ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই,

সে বিষয়ে, যা তারা আমল করে।" (১৫ : ৯০-৯৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শের ঐ সকল কুচক্রী লোকজন যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হয়, তাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে অনুরূপ বলতে থাকে। ফলে সে মওসুমে আরবরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তাদের প্রচার করা খবর নিয়ে দেশে ফিরল। তারপর তাদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুদের শত্রুতায় আবূ তালিবের কবিতা

এরপর যখন আবূ তালিব আশঙ্কা করলেন যে, আরবের সাধারণ মানুষ কুরায়শী জনতার সাথে মিলিত হয়ে না জানি কোন সময় তার উপর আক্রমণ করে বসে, তখন তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি মক্কার হারাম শরীফে এবং সেখানে বসবাসের দরুন তিনি যে সম্মান অর্জন করেন, সে বিষয় উল্লেখ করেন। সে কবিতায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সকলকে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন যে, তিনি নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হলেও কখনো কোন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কারো হাতে সোপর্দ করবেন না। তার কবিতাটির অনুবাদ :

"যখন দেখলাম, গোত্রের লোকদের কোন মমত্ব নেই এবং তারা সকল সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছে, তারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও নির্যাতনের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এবং কট্টর দুশমনের রীতি অনুসরণ করেছে। এমন লোকদের সাথে তারা আমাদের বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপন করেছে, যারা অগোচরে আমাদের বিরুদ্ধে রাগে আংগুল কামড়ায় এবং যারা আমাদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তলোয়ার ও বর্শা হাতে নিয়ে তাদের মুকাবিলায় আমি নিজেকে ধৈর্যশীল বানিয়েছি। আর কা'বাঘরের কাছে আমার গোত্রের লোকজন ও

ভাইদের হাযির করেছি এবং সকলে মিলে কা'বাঘরের লাল নক্শী চাদর আঁকড়িয়ে ধরেছি। একই সাথে তার মহান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'আ করেছি, যেখানে প্রত্যেক নফল ইবাদতকারী দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে। যেখানে যিয়ারতকারীরা তাদের উট বসায়, ইসাফ ও নায়েলার কাছে পানির স্রোত প্রবাহের স্থানে। বাহনগুলোর বাহুতে ও ঘাড়ে প্রতীক অংকিত ছয় বছর ও নয় বছর বয়সের বাহন যেখানে অনুগত হয়ে থাকে।

"শিশু-কিশোরদের সাজগোছের সরঞ্জাম, মর্মর পাথর ও অন্যান্য সৌন্দর্য উপকরণকে সেগুলোর ঘাড়ে এমনভাবে লটকানো দেখবে যেমন খেজুর গাছের সাথে খেজুরের থোকা লটকানো থাকে।

"সকল বিদ্রূপকারী থেকে মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই, যে দুশমন আমাদের জন্য অকল্যাণ কামনা করে অথবা কোন অন্যায় কথা নিয়ে জিদ ধরে। আর সে বিদ্বেষ পোষণকারী শত্রু থেকেও নিস্তার চাই যে আমাদের ছিদ্র ও ত্রুটি অন্বেষণ করে এবং সেই ব্যক্তি থেকে, যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মকে বিকৃত করে।

"সাওর পর্বতের আশ্রয় নিচ্ছি এবং সে সত্তার আশ্রয়—যিনি সাবীর পর্বতকে নিজ স্থানে মযবূতভাবে গেড়ে দিয়েছেন এবং হেরা পর্বতে আরোহণকারী ও অবতরণকারীর (জিবরীল) আশ্রয়। কা'বাগৃহ ও তার অধিকারের আশ্রয়, যে ঘর মক্কার উপত্যকায় অবস্থিত, আর আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি অনবহিত নন।

"আর আশ্রয় নিচ্ছি হাজারে আসওয়াদের—যখন লোকে তাকে স্পর্শ করে। যখন সকাল ও সন্ধ্যায় লোকজন তাকে ঘিরে রাখে। আর পাথরের ভেতরে ইবরাহীম (আ)-এর পা রাখার জায়গাটির আশ্রয় নিচ্ছি, যা সিক্ত, যখন তিনি নগ্নপায়ে (তার ওপর) দাঁড়ান ও তা নরম হয়ে যায়। আর সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে যে দ্রুত প্রদক্ষিণ করে তার আশ্রয় নিচ্ছি। এ দুই পাহাড়ের মাঝে যে ছবি ও মূর্তি রয়েছে তার আশ্রয় নিচ্ছি। আর আশ্রয় নিচ্ছি যারা বায়তুল্লাহ্-এর হজ্জ করে সাওয়ারীতে আরোহণ করে কিংবা পদব্রজে এবং আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক মানতকারীর।

"আর আরাফাত ময়দানের আশ্রয় নিচ্ছি, যখন হাজীগণ এর দিকে যাত্রা করে আর ইলাল পর্বতের সে স্থানের আশ্রয় নিচ্ছি, যেখানে পানির প্রণালীগুলো একত্র হয়। আশ্রয় নিচ্ছি সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপর তাদের অবস্থানের স্থলটির, যেখানে হাতের সাহায্যে তারা ভারবাহী পশুর সম্মুখ ভাগ বিন্যাস করে। আর মুযদালিফার রাত ও মিনার মনযিলগুলার আশ্রয় নিচ্ছি। এগুলোর চাইতে অধিক সম্মানী কোন মহান মনযিল কি হতে পারে? আর মুযদালিফার আশ্রয় নিচ্ছি, যখন শান্ত উটগুলো তাকে এত দ্রুত পরিত্যাগ করে, যেমন মুষলধারে বৃষ্টি নামলে তারা ছুটে চলে। আর জামারাতুল কুবরার আশ্রয় নিচ্ছি, যখন লোকেরা তার দিকে ছুটে চলে, তার চূড়ায় কঙ্কর ছুঁড়ে মারে। আর কিন্দা গোত্রের লোকেরা যখন সন্ধ্যাকালে কঙ্কর নিক্ষেপের জায়গায় অবস্থান করে, তখন বাকর ইব্ন ওয়ায়লের হাজীরা তাদেরকে অতিক্রম করে। এরা উভয় গোত্র পরস্পরের এমন মিত্র যে, তারা নিজেদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করে, তা দৃঢ়তার

সাথে পালন করে এবং সকল মায়া-মমতার বন্ধন ও উপায় এর জন্য ব্যয় করে। আর আশ্রয় নিচ্ছি উটপাখির ন্যায় দ্রুতগামী সাওয়ারীর অভিযান দ্বারা পাহাড়ের কলাগাছ ও বড় বড় বৃক্ষ এবং গুল্ম-লতার বিনাশ সাধনের। এরপর আর কোন আশ্রয় গ্রহণকারীর কি কোন আশ্রয়স্থল আছে? আর কোন ন্যায়নিষ্ঠ খোদাভীরু আশ্রয়দাতাও আছে কি? আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কথা মানা হয় এবং তারা চায় যে, আমাদের জন তুর্ক এবং কাবূলের পথ রুদ্ধ হয়ে যাক।

"আল্লাহ্‌র ঘরের কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ; তোমাদের এ খেয়াল সম্পূর্ণ অসার যে, আমরা মক্কা ভূমি ছেড়ে চলে যাব। আল্লাহ্‌র ঘরের কসম! তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা যে, মুহাম্মদের জন্য চূড়ান্ত লড়াই না করেই আমরা তাকে বর্জন করব। এ ধারণাও মিথ্যা যে, তার জন্য নিহত না হওয়া এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে চেতনা ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদকে কারো কাছে সমর্পণ করব।

"যতক্ষণ কোন সশস্ত্র দল তোমাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত না হয়, যেমন ধাবিত হয় পানিবাহী ঘণ্টধ্বনি বহনকারী উটের বহর।

"যতক্ষণ তুমি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুকে রক্তস্নাত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে না দেখবে, ততক্ষণ আমরা মুহাম্মদকে সমর্পণ করব না।

"আল্লাহ্‌র স্থায়িত্বের কসম, আমি যা ধারণা করছি তা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে আমাদের তরবারিগুলো বড় বড় সর্দারদের পেটে বিদ্ধ হবে।

"শিহাব নক্ষত্রের মত উজ্জল নেতৃস্থানীয় যুবকের হাতে থাকবে তরবারিগুলো, যিনি বিশ্বস্ত এবং সত্যের সংরক্ষক বীর পুরুষ। আমাদের উপর দিয়ে মাসের পর মাস, দিনের পর দিন ও পূর্ণ বছর অতিবাহিত হবে এবং এক হজ্জের পর আরেক হজ্জ আসবে। তোমার পিতৃবিয়োগ ঘটুক, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করা কাম্য নয়, যিনি সত্যের সংরক্ষণ করে থাকেন, আর যিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নন এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলও নন। এমন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, যার চেহারার বরকতে বৃষ্টি চাওয়া হয় এবং যে ইয়াতীমের অভিভাবক ও অধিকার রক্ষক। তার কাছে আশ্রয় নেয় বনূ হাশিমের দুস্থ লোকেরা। তারা তার কাছে দয়া ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবস্থান করে।

"আমার জীবনের কসম, উসায়দ ও বাকর গোত্র আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে এবং আহারকারীর জন্য আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে হাযির করেছে। আর উসমান ও কুনফুয আমাদের দিকে কোন লক্ষ্যই করেনি; বরং তারা আমাদের শত্রুভাবাপন্ন গোত্রগুলোর সহযোগিতা করেছে।

"তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছে উবায় ও ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস গোত্রের এবং আমাদের কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করেনি।

"যেমন আমরা সুবায়' ও নাওফলের কাছ থেকে একই ব্যবহার পেয়েছি এবং তারা সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সৎব্যবহার করেনি।

"এখনও যদি তাদের সাক্ষাত পাওয়া যায় কিংবা আল্লাহ্ তাদের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করেন, তা হলে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক করে রেখেছি। আবূ আমর আমাদের

ক্রোধ ছাড়া আর কিছু চায় না, যাতে আমাদেরকে তারা উট ও ছাগলের মধ্যে বসবাস করাতে সমর্থ হয়।

"আবূ আমর প্রত্যেক সকালে ও সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাপারে চুপিচুপি ষড়যন্ত্র করে। হে আবূ আমর, তুমি যত পার কানাঘুষা এবং ধোঁকাবাজি করতে থাক।

"সে আল্লাহ্‌র কসম করে বলে যে, আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে না, অথচ আমরা স্পষ্টত দেখছি যে, সে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে।

"আমাদের প্রতি শত্রুতা তার জন্য আখশাব ও মুজাদিল পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাকেও সংকীর্ণ করে দিয়েছে।

"আবুল ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস কর, তুমি ধোঁকাবাজদের মত বিমুখ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে কি ক্ষতি করতে পেরেছ?

"তুমি তো এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার দয়া ও মতামত নিয়ে জীবন ধারণ করা হত, তুমি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি নও।

"হে উত্‌বা! তুমি আমাদের সম্পর্কে এমন কোন কপট শত্রুর কথা শুনবে না, যে হিংসুটে, মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ।

"আবূ সুফিয়ান আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, যেমন কোন গোত্রপতি বড় বড় ব্যবসায়ীকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

"সে নাজদ ও তার ঠাণ্ডা পানির স্থানের দিকে পালিয়ে যায় আর ভাবে যে, আমি তোমাদের সম্পর্কে অনবহিত নই।

"সে আমাদেরকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মত জানায় যে, সে আমাদের প্রতি দয়ালু এবং নিষ্ঠুর ইবাদতগুলোকে চাপা দিয়ে ও দমন করে রাখে।

"হে মুতঈম! আমি তো নাজদার দিন তোমাকে অপমান করিনি, আর বড় বড় বিপদের সময়ও তোমার সম্মানকে অবজ্ঞা করিনি।

"আর সে সংঘর্ষের দিনও আমি তোমার সহযোগিতা ত্যাগ করিনি। যখন তোমার কাছে তোমার চরম দুশমন উপস্থিত হয়েছে তোমার মুকাবিলা করার জন্য।

"হে মুতঈম! গোত্রের লোকেরা তোমার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আর আমার ওপর যখন দায়িত্ব অর্পিত হবে, তখন তুমি রেহাই পাবে না।

"আমাদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ নাওফাল ও আবদ শামসকে খারাপ প্রতিদান দিন। বিলম্বে নয়, অনতিবিলম্বে।

"ন্যায্য বিচারের তুলাদণ্ডে, যেখানে একটি যব পরিমাণও কারো ক্ষতি করা হয় না। তার বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, এ প্রতিদান অন্যায়মূলক নয়। যে গোত্র আমাদের বদলে বনূ খালাফ ও বনূ গায়াতিলকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমরা অনেক আগে থেকেই হাশিমের আসল বংশধর এবং আমরা বনূ কুসাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

"আর বনূ সাহ্‌ম ও বনূ মাখযূম ইতর ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে।

"হে বনূ আব্দ মানাফ! তোমরা তো তোমাদের গোত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষ। কাজেই তোমরা তোমাদের ব্যাপারে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে শরীক করবে না।

"আমার জীবনের শপথ! তোমরা দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছ এবং এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যা যুক্তিসম্মত নয়। কিছু দিন আগে তোমরা ছিলে একটি ডেগের জ্বালানি স্বরূপ, আর এখন তোমরা হয়েছ অনেক ডেগের জ্বালানি। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, আমাদের সাহায্য না করা এবং জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা না করার জন্য বনূ আব্দ মানাফকে ধন্যবাদ। আমরা যদি মানুষ হয়ে থাকি, তা হলে তোমাদের এ আচরণের প্রতিশোধ নেব এবং তোমরা আমাদের থেকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাবে না। বনূ লুআঈ ইব্ন গালিবের মাঝে যে সম্পর্ক, তা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকেরা অস্বীকার করেছে। নুফায়লের লোকেরা এ প্রস্তরময় ভূখণ্ডে পদার্পণকারীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং বনূ মা'আদের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তারাই হীনতম মানুষ। বনূ কুসাইকে এ খবর ও সুসংবাদ পৌঁছে দাও যে, অচিরেই আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আমাদের তরফ থেকে তাদের আর কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। যদি হঠাৎ বনূ কুসাইয়ের ওপর কোন দুর্যোগ নেমে আসে, তবে আমরা তাদের উদ্ধার করার জন্য বাধ্য থাকব না। যদি লোকেরা তাদের ঘরে ঢুকে তাদের ওপর জঘন্য হামলা চালায়, তবে আমরা সন্তানধারী মহিলাদের কাছে বসে থাকব (অর্থাৎ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব না)। আমার জীবনের কসম! যাকে আমরা বন্ধু ও ভাগিনা মনে করি, তাকে আমরা একটু পরেই উপকারী হিসাবে পাই না। তবে বনূ কিলাব ইব্ন মুর্রার একটি অংশ এর ব্যতিক্রম, যারা আমাদের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিযোগ থেকে পবিত্র। আমরা তাদের এমনভাবে দুর্বল করে দিয়েছি যে, তাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর সব ধরনের বিদ্রোহী ও নির্বোধ লোকেরা আমাদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তাদের বস্তিতে আমাদের পানি পান করানোর একটি হাওয ছিল। আর আমরাই তো বনূ গালিবের মাঝে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। আমরা আতরের মাঝে আংগুল ডুবিয়ে শপথকারী বনূ হাশিমের এমন কিছু যুবক, যাদের ইস্পাতদৃঢ় হাতে চকচকে তরবারি শোভা পাচ্ছে।—আমরা প্রতিশোধ নিইনি, রক্তপাত ঘটাইনি এবং সম্প্রদায়ের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের ছাড়া আর কারো বিরোধিতা করিনি। একটি আঘাত এলেই তুমি এসব যুবককে দেখবে, তারা যেন গোশতের স্তূপের ওপর হিংস্র সিংহ। ওরা একটি ভারতীয় প্রিয় দাসীর সন্তান, তারা বনূ জুমাহ উবায়দ কায়স ইব্ন আকিলের বংশধর। কিন্তু আমরা এমন একদল সম্ভ্রান্ত সর্দারের বংশধর, যাদের মাধ্যমে খারাপ কাজের সময় লোকদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করা হয়। যুহায়র হল কাওমের উত্তম ভাগ্নে, সত্যবাদী, যাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি; যেন সে একটি কোষমুক্ত ধারালো তরবারি। সে শ্রেষ্ঠ সরদারদের অন্যতম; সে এমন সম্ভ্রান্ত বংশের সংগে সংশ্লিষ্ট, যা সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আমার জীবনের কসম! স্নেহ-বৎসল লোকদের মত আমিও আহমদ (সা) এবং তাঁর ভাইদের মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

"সে বিশ্ববাসীর জন্য সৌন্দর্যের উৎস হয়ে থাকুক, আর যারা তাঁর সংগে সম্পর্ক রাখবে তাদের দুঃখ-কষ্ট দূরকারী হিসাবে সে [আহমদ (সা)] বেঁচে থাকুক। যখন বিচারকরা মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করবে, তখন আহমদ (সা)-এর মত লোক মানুষের মাঝে আর কি পাবে, যার থেকে কিছু আশা করা যায়। সে ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং ধীরস্থির, এমন এক মাবূদের সংগে সম্পর্ক রাখে, যিনি তার প্রতি উদাসীন নন। আল্লাহর কসম! যদি আমার (ইসলাম গ্রহণের) কারণে জনসমক্ষে আমার মুরুব্বীদের উপর দুর্নামের আশংকা না করতাম, তবে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম, সময়ের অবস্থা যা-ই হত না কেন। এটা আমার মনের কথা; ঠাট্টাচ্ছলে বলছি না।

"সকল লোক জানে যে, আমাদের এই ছেলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত আমাদের মাঝে কেউ নেই, আর মিথ্যা অপবাদকারীদের কথার প্রতি তো ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। আমাদের মাঝে আহমদ (সা) এমন মূল (বাপ-মা) থেকে জন্ম নিয়েছে যে, কোন দাম্ভিক ব্যক্তির বাড়াবাড়ি তাকে কোনভাবে ক্ষতি করতে পারে না। তাকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছি এবং আমি তাকে সব কিছু দিয়ে সর্বতোভাবে হিফাযত করেছি। বান্দাদের প্রতিপালনকারী রব তাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সত্য দীনকে বিজয়ী করেছেন। এরা শরীফ লোক, কাপুরুষ নয়, তাদের পিতৃ-পুরুষ, যাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে চলা শিক্ষা দিয়েছেন।

"যদি বনূ কা'বের বনূ লুআঈ-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে এ বন্ধন ছিন্নও হতে পারে। আর কোন না কোন দিন তাদের এ ঐক্যে অবশ্যই ফাটল ধরবে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ তালিবের কবিতার এ অংশটুকু আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়। তবে কোন কোন কাব্য বিশারদ পণ্ডিত এর অধিকাংশকে আবূ তালিবের কবিতা বলে স্বীকার করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মদীনাবাসীর জন্য বৃষ্টির দু'আ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, একবার মদীনাবাসী দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসে এবং নিজেদের দূরবস্থার কথা তাঁকে জানায়। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন। একটু পরেই এমন বৃষ্টি হল যে, লোকেরা বন্যায় ডুবে যাওয়ার অভিযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "হে আল্লাহ্! আমাদের ওপরে নয়, আমাদের আশে পাশে।" তখন মেঘ মদীনার ওপর থেকে এর আশে পাশে চলে গেল। এ সময় রাসূল (সা) বললেন, আবূ তালিব যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। একথা শুনে কোন সাহাবী তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি বোধ হয় আবূ তালিবের কবিতার এই অংশটির দিকে ইংগিত করছেন :

"মুহাম্মদ (সা) এমন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, যার চেহারার ওসীলায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হয়। আর তিনি হলেন ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের সম্ভ্রম রক্ষাকারী।"

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

আবূ তালিবের কবিতায় যে নামগুলো উল্লেখ রয়েছে, তা হলো : (ইব্ন ইসহাক বলেন) : গায়াতিল—বনূ সাহ্‌ম ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়সের অন্তর্ভুক্ত, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা। মুতঈম ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ, যুহায়র ইব্ন আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরা ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম ও তার মা 'আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব, (উসায়দ), বিকরা, আত্তাব ইব্ন আসীদ ইব্ন আবূ ঈসা ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাঈ, উসমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, তাল্‌হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ তায়মীর ভাই কুনফুয ইব্ন উমায়র ইব্ন জুদযান ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুররা, আবূ ওয়ালীদ, উত্‌বা ইব্ন রবী'আ, আবূ আখনাস ইব্ন শুরায়ক সাকাফী, বনূ যুহ্‌রা ইব্ন কিলাবের মিত্র।

ইব্ন হিশাম বলেন : আখনাসের এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, সে বদরের যুদ্ধের দিন নিজের সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তার আসল নাম উবায়, সে ইলাজ ইব্ন ওয়াহ্‌ব ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন যুহরা ইব্ন কিলাব। সুবায়' ইব্ন খালিদ–হারিস ইব্ন ফিহ্‌রের ভাই, নাওফল ইব্ন খুয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্‌যা ইব্ন কুসাঈ–সে আদভিয়া গোত্রের সন্তান এবং কুরায়শদের নিকৃষ্টতম লোকদের অন্যতম। আবূ বাকর সিদ্দীক ও তাল্‌হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলে এ শয়তানই উভয়কে একটি দড়িতে বেঁধে ফেলেছিল। সেই থেকে ঐ দুই ব্যক্তিকে 'করীনায়ন' (ঘনিষ্ঠ সহচর) বলে ডাকা হত। আবূ তালিবের পুত্র আলী (রা) তাদের বদর যুদ্ধে হত্যা করেন। আবূ আমর কুরযা ইব্ন আবদ আমর ইব্ন নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ, আর "আমাদের প্রতি সন্দিহান একটি গোত্র" বলে আবূ তালিব বনূ বাকর ইব্ন আবদ মানাত ইব্ন কিনানাকে বুঝিয়েছেন।

মক্কার বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খ্যাতির বিস্তৃতি

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খ্যাতি সারা আরবে এবং আরবের বাইরে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মদীনাতেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে যখন সর্বত্র আলাপ-আলোচনা শুরু হল, তখন এবং তার আগে, সারা আরবে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি তাঁর সম্পর্কে যতখানি জানত, আর কেউ ততখানি জানত না। কারণ, তারা তাদের মিত্র ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে, যারা তাদের বস্তিতে বাস করত, তাঁর কথা শুনে আসছিল। মদীনাতে যখন তাঁর সম্পর্কে চর্চা শুরু হল এবং কুরায়শের সাথে তাঁর বিরোধের কথা জানাজানি হল, তখন বনূ ওয়াকিফ গোত্রের কবি আবূ কায়স আমির ইব্ন আসলাত একটি কবিতা রচনা করেন।

আবূ আসলাতের বংশ পরিচয়

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক এখানে আবূ কায়সকে বনূ ওয়াকিফের সদস্য এবং হস্তিবাহিনীর অভিযানের ঘটনায় খাত্‌মা গোত্রের সদস্য বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা আরবদের রীতি আছে যে, দাদার ভাই যদি অধিকতর খ্যাতিমান হয়, তবে কোন ব্যক্তিকে তার দাদার

পরিবর্তে দাদার ভাই-এর বংশধর হিসাবেও কখনো কখনো উল্লেখ করা হয়। এর উদাহরণ হিসাবে ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, হাকাম ইব্‌ন আম্র গিফারীর দাদা হচ্ছে নুয়ায়লা, গিফারীর ভাই। গিফার ও নুয়ায়লার পিতা হলেন মুলায়ল ইব্‌ন যামরা ইব্‌ন বাকর ইব্‌ন আবদ মানাত। অনুরূপভাবে উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ানকে সুলায়মী বলা হয়। অথচ তিনি মাযিন ইব্‌ন মানসূরের বংশধর। মাযিনের ভাই হচ্ছে সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত ওয়ায়লের বংশধর। আর ওয়ায়ল, ওয়াকিফ ও খাত্‌মা একে অপরের ভাই এবং আওস গোত্রভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমর্থনে ইব্‌ন আসলাতের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত এ কাসীদা বলেন, অথচ তিনি কুরায়শদের ভালবাসতেন, তাদের জামাই ছিলেন। আর তার স্ত্রী ছিল কুরায়শ বংশীয় আরনাব বিনত আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে অনেক বছর কাটান। তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাতে তিনি হারাম শরীফের মর্যাদা বর্ণনা করেন এবং হারাম শরীফে কুরায়শদের লড়াই করতে নিষেধ করেন। তিনি একে অন্যের প্রতি অন্যায়মূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তিনি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞান-গরিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং তাদের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ নেমে আসা এবং তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা, বিশেষত হস্তিবাহিনীর আক্রমণ এবং তা থেকে কিভাবে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। এ কবিতায় তিনি বলেন :

"হে আরোহী! তুমি যদি হারাম শরীফের দিকে যাও, তবে তুমি আমার পক্ষ থেকে বনূ লুআঈ ইব্‌ন গালিবকে এ বার্তা পৌঁছে দাও। এখন এক রাসূলের সংবাদ, যিনি তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে দুঃখিত ও মর্মাহত। আমার কাছে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময় একটা আশ্রয়স্থল ছিল, কিন্তু সেখান থেকে আমি নিজের কোন প্রয়োজন পূরণ ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছ। প্রত্যেক দল থেকে যুদ্ধের রব উঠছে—একদল যুদ্ধের ইন্ধন যোগাড় করছে এবং অন্য দল যুদ্ধের আগুন জ্বালাচ্ছে। তোমাদের এ খারাপ আচরণ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছুর মত গোপন শত্রুতা থেকে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। আর বাইরে সৎচরিত্রের প্রকাশ ও ভেতরে বিদ্বেষপূর্ণ সলাপরামর্শ, যা খোদাই করা জিনিসের মত, অথচ তার বাস্তব রূপ ঠিক তার বিপরীত। এ থেকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাচ্ছি। অতএব তাদের প্রথম সুযোগেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দাও, আর তাদের হারাম শরীফের সীমানায় বসবাসকারী চিকন কোমরবিশিষ্ট হরিণীর শিকার করাকে বৈধ মনে করার ব্যাপারে সতর্ক করে দাও। আর তাদের বল, আল্লাহ্ তাঁর বিধান দিয়ে থাকেন, তোমরা যদি যুদ্ধ ছেড়ে দাও। তা হলে তা তোমাদের কাছ থেকে প্রশস্ত ময়দানে চলে যাবে।

"যখনই তোমরা কোন যুদ্ধ শুরু করবে, তখনই অত্যন্ত নিন্দনীয় হবে। কেননা, ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী উভয় রকমের আত্মীয়ের জন্য যুদ্ধ একটি সর্বনাশা দানব।

"যুদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ও জাতিকে ধ্বংস করে এবং জীবজন্তুর ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধ শুরু হলে পর তোমাদেরকে মূল্যবান ইয়ামানী পোশাকের পরিবর্তে মরচে ধরা লোহার বর্ম এবং এর নীচের কাপড় পরতে হবে। আর তোমাদের মিশ্‌ক ও কর্পূরের পরিবর্তে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা, ধূলো মিশ্রিত বর্ম পরিধান করতে হবে। যার কড়া হবে ফড়িংয়ের চোখের মত।

"অতএব, তোমরা যুদ্ধ পরিহার কর, তা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। কেননা যুদ্ধ এমন একটা কূপ, যার পানি তিক্ত এবং যা বদহজমি সৃষ্টি করে।

"যুদ্ধ জাতিসমূহের কাছে (প্রথমে) চমকপ্রদ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন শেষ হয়, তখন তারা একে এক বৃদ্ধা নারীরূপে দেখতে পায়।

"এ যুদ্ধ সমাজের দুর্বল মানুষের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আর তোমাদের গণ্যমান্য লোকদের জন্য এটি মৃত্যুর পরোয়ানা হিসাবে আসে। তোমরা কি জান না, দাহিস এবং হাতিব যুদ্ধ কি ঘটেছিল ? এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

"যুদ্ধ কত সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করেছে। যারা ছিলেন সম্পদশালী এবং যাদের অতিথি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত না; আর যাদের চুলোর আগুনের ছাইয়ের স্তূপ হত বড়, যাদের নেতৃত্বের প্রশংসা করা হত, আর যারা ছিল মহৎ গুণের অধিকারী এবং যাদের (তরবারির) আঘাতের উদ্দেশ্যও হতো মহৎ।

"যার পাশ দিয়ে এত অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছিল, যেন দক্ষিণ ও পূর্বের বাতাসে প্রবল বৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই পানির কথা তোমাদেরকে ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের এমন এক ব্যক্তি খবর দিচ্ছে, যে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। বস্তুত অভিজ্ঞতাই হলো সত্যিকার জ্ঞান। এ কারণে তোমাদের যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বিক্রি করে দিয়ে ইবাদতগাহে যাও এবং নিজেদের হিসাব-নিকাশের কথা স্মরণ কর। আল্লাহ্ সে ব্যক্তির অভিভাবক যে দীনদারী ইখতিয়ার করেছে। সুতরাং নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রভু (আল্লাহ্) ছাড়া আর কাউকে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক বানাবে না।

"তোমরা আমাদের জন্য একত্ববাদী ধর্ম প্রচলিত কর। কেননা তোমরাই আমাদের আদর্শ। বস্তুত উচ্চ আদর্শের দ্বারা সুপথ লাভের পথ সুগম হয়। তোমরা এই মানব গোষ্ঠীর (আরব জাতি) জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। রক্ষক, তোমাদেরই অনুসরণ করা হয়, তোমরা পথের নির্দেশ দেবে, আর বিবেক-বুদ্ধি কোন দূরের জিনিস নয়।

"আর যখন লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়, তখন তাদের মাঝে তোমরা রত্ন-সদৃশ; মক্কার কংকরময় ভূমির কর্তৃত্ব তোমাদেরই এবং তোমরাই সম্মানিত। তোমরা স্বাধীন-সম্ভ্রান্ত বংশের সংরক্ষক, যাদের বংশনামা পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তোমরা অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দেখতে পাবে যে, তারা দল বেঁধে একের পর এক তোমাদের ঘরের দিকে আসছে।

"সবাই জানে যে, তোমাদের নেতারা সর্বাবস্থায় মিনার অধিবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম, জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ধরনের রীতিনীতির অনুসারী, জনগণের মাঝে অধিক সত্যভাষী।

অতএব, তোমরা ওঠ আর তোমাদের রবের জন্য সালাত আদায় কর আর পর্বতময় মক্কার এ ঘরের স্তম্ভগুলো স্পর্শ কর। কেননা এ ঘর সম্পর্কে কিছু বাস্তব ও পরীক্ষিত ঘটনা তোমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে; সেদিনের ঘটনা, যেদিন আবূ ইয়াকসূম (আব্রাহা) তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

"যেদিন তার হস্তিবাহিনী সমভূমিতে চলছিল এবং তার পদাতিক বাহিনী অবস্থান করছিল গিরিপথে! আর যখন তোমাদের কাছে মহান আরশের অধিপতির সাহায্য এল, তখন মহান বাদশাহ্‌র সৈন্যরা তাদেরকে বালু ও পাথরের ধূলা উড়ানো কংকরের বর্ষণের মাঝে ফেরত পাঠালো।

"এরপর তারা আমাদের কাছ থেকে পিঠ ফিরিয়ে দ্রুত পালাল এবং হাবশীদের মধ্যে কেউ-ই তার পরিবারের কাছে বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়া ফিরে যেতে পারেনি।

"এখন তোমরা যদি ধ্বংস হও, তবে আমরাও ধ্বংস হব, আর ধ্বংস হবে বাঁচার উপযুক্ত (হজ্জের) পরিবেশও, আর এটা একজন সত্যভাষীর উক্তি।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটি আমার কাছে আবূ যায়দ আনসারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

দাহিস ও গাবরার যুদ্ধ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহভী আমাকে বলেছেন যে, দাহিস ছিল একটি ঘোড়ার নাম। এ ঘোড়াটির মালিক কায়স ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন জুযায়মা ইব্‌ন রওয়াহা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন কাতীআ ইব্‌ন আবস ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান। সে দাহিসকে গাবরা নামক অপর একটি ঘোড়ার সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায়। গাবরার মালিক ছিল হুযায়ফা ইব্‌ন বদর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন যাবীয়া ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন ফাযারা ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান। হুযায়ফা একদল লোককে গোপনে নিয়োগ করল এবং তাদের এই মর্মে আদেশ দিল যে, দৌড়াতে দৌড়াতে দাহিস যদি আগে যাওয়ার উপক্রম করে, তা হলে তারা যেন তৎক্ষণাৎ দাহিসের মুখে আঘাত করে। সত্যি সত্যিই দাহিস বিজয়ী হওয়ার উপক্রম হলে, তখন তারা তার (দাহিসের) মুখের উপর আঘাত করে। ফলে গাবরা বিজয়ী হল। দাহিসের সহিস এসে কায়সকে পুরো ঘটনা অবহিত করল। ঘটনা শুনে কায়সের ভাই মালিক ইব্‌ন যুহায়র এসে গাবরার মুখে আঘাত করল। এরপর হামল ইব্‌ন বদর (হুযায়ফার ভাই) মালিকের গালে চড় দিল। এরপর জুনায়দিব আবাসী হুযায়ফার পুত্র আওফকে হত্যা করল। অপরদিকে বনূ ফাযারার এক ব্যক্তি মালিককে খুন করল। তখন হুযায়ফা ইব্‌ন বদরের ভাই হামল ইব্‌ন বদর নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল :

"আওফের বদলে আমরা মালিককে হত্যা করেছি এটা আমাদের প্রতিশোধ; এখন তোমরা যদি আমাদের কাছে ন্যায় ছাড়া আর কিছু চাও, তবে তোমাদের অনুশোচনা করতে হবে।"

এটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

রবী' ইব্‌ন যিয়াদ আবসী বলল :

"মালিক ইব্‌ন যুহায়রের হত্যাকাণ্ডের পরও কি মহিলারা পবিত্র অবস্থার ফল (সন্তান লাভের) আশা করতে পারে ?"

এটিও তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

এরপর আব্‌স ও ফাযারা গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। ফলে হুযায়ফা ইব্‌ন বদর ও তার ভাই হামল ইব্‌ন বদর নিহত হল। এরপর কায়স ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন জুযায়মা হুযায়ফার মৃত্যুতে অস্থির হয়ে নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করে :

"অনেক অশ্বারোহীকে অশ্বারোহী বলা হয়, অথচ সে আসলে অশ্বারোহী নয়। তবে (গাতফানের আবাসভূমি) হাবায়াতে একজন সর্বস্বীকৃত অশ্বারোহী রয়েছে।

"অতএব, তোমরা হুযায়ফার জন্য কাঁদো। কারণ তোমরা তারপরে শোক প্রকাশের জন্য আর কাউকে খুঁজে পাবে না; এমনকি তাদেরও মরার পর, যারা এখন জন্ম নেয়নি।"

এ পংক্তিদ্বয় তার কবিতার অংশবিশেষ।

কায়স ইব্‌ন যুহায়র বলল :

"এতদসত্ত্বেও হামল ইব্‌ন বদর বাড়াবাড়ি করল, আর যুলুমের পরিণতি তো ভয়াবহই হয়ে থাকে।"

এটিও কায়সের কবিতার অংশবিশেষ।

কায়স ইব্‌ন যুহায়রের ভাই হারিস ইব্‌ন যুহায়র বলল :

"আমি হুযায়ফাকে হাবায়াতে মেরে ফেলে রেখেছি, তার কাছে পড়ে আছে ভাঙা তীরের টুকরোগুলো। আর এটি (একটি ঘটনামাত্র) কোন গর্বের ব্যাপার নয়।"

এ পংক্তিটি হারিস ইব্‌ন যুহায়রের কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ মর্মেও জনশ্রুতি রয়েছে যে, কায়স একাই দাহিস ও গাবরা নামক দুটো ঘোড়া এবং হুযায়ফা খাতার ও হানফা নামক দুটো ঘোড়াকে প্রতিযোগিতায় নামিয়েছিল। তবে প্রথম বিবরণটিই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনায় ছেদ পড়ার আশংকায় আমি সে কাহিনীর পূর্ণ বর্ণনা থেকে বিরত রইলাম।

হাতিবের যুদ্ধ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'হাতিবের যুদ্ধ' প্রসংগে যে হাতিবের কথা বলা হয়েছে, সে হলো : হাতিব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শামা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। সে খাযরাজ গোত্রের প্রতিবেশী জনৈক ইয়াহূদীকে হত্যা করে। এরপর ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আহমার ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ একদিন রাতে হারিস ইব্‌ন খাযরাজের কতিপয় লোক সাথে নিয়ে তার পিছু নেয় এবং তাকে হত্যা করে। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিসের অপর নাম ইব্‌ন ফুসহাম। ফুসহাম তার মায়ের

নাম। ফুসহাম কায়ন ইব্‌ন জাসর গোত্রের মেয়ে। এ হত্যাকাণ্ডের কারণে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধে খাযরাজ গোত্র অওস গোত্রের উপর বিজয়ী হয়। সেদিন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আতিয়া ইব্‌ন হাউত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস নিহত হয়। তাকে হত্যা করে মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ বালাভী। মুজায্‌যারের নাম আবদুল্লাহ এবং সে ছিল বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজের মিত্র। উহুদ যুদ্ধের দিন মুজায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন। তাঁর পক্ষে সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতের ছেলে হারিসও যুদ্ধ করেন। হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ মুজায্‌যারকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে তাকে আপন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ হিসাবে হত্যা করেন। যথাস্থানে এ ঘটনা বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

এরপর তাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। দাহিসের যুদ্ধের ন্যায় এ ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ দিলে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনী বর্ণনায় বিঘ্ন ঘটাবে। এ জন্য আমি সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা থেকে বিরত থাকলাম।

হাকীম ইব্‌ন উমায়্যা স্বীয় গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতা করতে নিষেধ করে যে কবিতা আবৃত্তি করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ উমায়্যা গোত্রের মিত্র, আপন গোত্রে সম্মানিত ও ভক্তিভাজন এবং পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী হাকীম ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আওকাস সুলামী স্বীয় গোত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শত্রুতা করার নীতি থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ প্রসংগে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

"এমন কোন সত্যবাদী আছে কি, যে সত্য কথা না বলে চুপ থাকতে পারে ? আর এমন কোন রাগান্বিত ব্যক্তি আছে কি, যে সহজ-সরল কথা শোনে ? এমন কোন সরদার আছে কি, যা থেকে তার আপনজনেরা উপকৃত হওয়ার আশা করে ? আর যে দূরের ও নিকটের সকল স্বজনকে একত্র করতে সক্ষম ? আমি সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কেবল প্রাতঃকালীন বায়ুর অধিপতি (আল্লাহ্) ছাড়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আত্মকলহ সৃষ্টিকারী ও এর নিষ্পত্তিকারী বিদ্যমান থাকবে, আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো।

"আমি আমার সত্তাকে এবং কথাবার্তাকে সত্য-মাবূদের উপর সোপর্দ করছি, যদিও এ কারণে বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমাকে ধমকের পর ধমকও দেয়া হয়।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে যে নির্যাতন ভোগ করেন–তার বর্ণনা কুরায়শের দুশ্চরিত্র মূর্খ লোক কর্তৃক তাঁর উপর নিপীড়ন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং তাঁর হাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে কুরায়শদের নিষ্ঠুর মনোভাব আরো কঠোর রূপ ধারণ করে। তারা তাদের মধ্যকার নির্বোধ, বখাটে ও দুশ্চরিত্র লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে

দেয়। তারা তাঁকে মিথ্যুক বলে, নানাভাবে কষ্ট দেয় এবং তাঁকে কখনো কবি, কখনো জাদুকর, কখনো গণক, আবার কখনো পাগল বলে অভিহিত করে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র বিধান প্রচার করতে থাকেন। কিছুই গোপন করলেন না। তিনি তাদের ধর্মের অসারতা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে থাকেন, যা তারা পসন্দ করত না। তিনি তাদের দেবদেবীদের বয়কট করেন এবং তাদের কুফরী আচরণের জন্য তাদেরকে বর্জন করা অব্যাহত রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর মুশরিকদের নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : উরওয়া ইব্ন যুবায়রের ছেলে ইয়াহ্ইয়া স্বীয় পিতা উরওয়া ইব্ন যুবায়র থেকে এবং তিনি আমর ইব্ন আসের ছেলে আবদুল্লাহ্ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া বলেন, আমি আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম : কুরায়শের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য শত্রুতা চালিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কতবার কষ্ট দিতে দেখেছ ? তিনি বললেন : একদিন শীর্ষস্থানীয় কুরায়শ নেতারা হিজ্রের (হাতীমে) কাছে সমবেত হয়েছিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কথাবার্তা বলা শুরু করল। তারা বলল :

এ লোকটির ব্যাপারে আমরা যত ধৈর্য ধারণ করলাম, অতীতে আমরা কোন ব্যাপারে এরূপ করিনি। সে বলছে, আমাদের নাকি বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদের সমাজকে বিভক্ত করছে, আর আমাদের দেবদেবীদের গালিগালাজ করছে। আমরা তার এসব মারাত্মক কথার ওপর ধৈর্য ধরেছি। এভাবে তারা আরো অনেক কিছু বলাবলি করল। এ সময় হঠাৎ সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবির্ভূত হলেন। তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে রুকনে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। তারপর তিনি সমবেত নেতাদের অতিক্রম করে কা'বার তওয়াফ শুরু করলেন। তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা তাঁকে কটাক্ষ করে কিছু বলে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তথাপি তিনি তওয়াফ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা আগের মতই তাঁকে কটাক্ষ করে কিছু বলে। এবারও আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তিনি তৃতীয়বারও তাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এবারও তারা আগের মত তার প্রতি কটাক্ষ করে কিছু বলে। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) থামেন এবং বলেন : "হে কুরায়শ দল! তোমরা শোন! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি তোমাদের ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে এসেছি।" আবদুল্লাহ্ বলেন, তাঁর এ কথা লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করল এবং তাদের মাঝে চরম নীরবতা নেমে আসল। তাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করত, তারাও সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে তাঁর হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে লাগল।

তারা বলে : হে আবুল কাসিম! যান, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো কোনদিন মূর্খের মত কথা বলেন নি।" রাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে আসেন। পরদিন আবার ঐ মুশরিকরা হিজরে হাতীমে জমায়েত হল। আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। শুনতে পেলাম। তারা একে অপরকে বলছে : তোমাদের কি মনে আছে, তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে কি বলা হয়েছে এবং তাঁর থেকে তোমরা কি জবাব পেয়েছ? এমনকি যখন সে তোমাদের সামনে তেজোদৃপ্ত ভাষায় কটু কথা বল্‌ল, তখনও তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে!

এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। তখন তারা সকলে একসংগে তাঁর উপর হামলা করল। তারা তাঁকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর নিন্দায় যা যা বলতেন, তার উল্লখ করে তারা বলতে লাগল, "তুমিই এসব কথা বলে থাকো, কেমন?" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্বিকারভাবে বললেন : "হ্যাঁ, আমিই এসব কথা বলে থাকি।" রাবী বলেন : এ সময় আমি তাদের একজনকে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদরের দুই দিক দিয়ে প্যাঁচ দিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করছে। এ সময় আবূ বকর (রা) ঐ লোকটির সামনে রুখে দাঁড়ালেন আর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন : তোমরা কি এমন এক লোককে হত্যা করবে, যে বলছে আমার রব আল্লাহ? এ কথা বলার পর তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সবাই চলে গেল। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি কুরায়শদের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যত নির্যাতন ও নিপীড়ন হতে দেখেছি, তার মধ্যে এটিই ছিল সবচাইতে মর্মান্তিক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলসুমের সন্তানদের কেউ আমাকে বলেছেন যে, উম্মু কুলসুম সেদিনকার ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, আবূ বকর যখন ঘটনার শেষে বাড়ি ফিরলেন, তখন দেখা গেল, কাফিররা তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তারা তাঁর দাড়ি ধরে টেনেছিল এবং তিনি ছিলেন অধিক চুলের অধিকারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নিগ্রহ ভোগ করেছেন, তার ভেতর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ছিল এই যে, একদিন তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পথে যার সাথেই তার দেখা হয়েছে, চাই সে দাস হোক বা স্বাধীন লোক হোক, তাঁকে মিথ্যুক বলেছে ও কষ্ট দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ি ফিরে আসেন এবং অধিক মনোকষ্টের কারণে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন। এ সময় আল্লাহ্ নাযিল করেন : "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠ, এবং সতর্ক কর।" (সূরা : মুদ্দাসসির)।[১]

হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আসলামের একজন প্রখর স্মৃতিধর ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, আবূ জাহল একবার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় সে তাঁকে গালিগালাজ ও ভর্ৎসনা করল এবং তাঁর আনীত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত

১. আল-কুরআন, ৭৪ : ১-২।

আপত্তিকর ভাষায় নিন্দা করল ও তাঁকে হীন বলে আখ্যায়িত করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জবাবে কিছুই বললেন না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদআন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রার আযাদকৃত দাসী নিজের ঘরে বসে আবূ জাহ্‌লের এসব অশ্লীল কথা শুনছিল। এরপর আবূ জাহ্‌ল চলে গেল। সে কা'বার কাছে উপবিষ্ট কুরায়শের একদল সরদারের কাছে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা (রা) তীর-ধনুক সজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ফিরছিলেন। কুরায়শ বংশের সবচেয়ে দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ যুবক বলে পরিচিত হামযার অভ্যাস ছিল নিয়মিত শিকারে যাওয়া। শিকার থেকে ফেরার পর কা'বার তওয়াফ না করে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন না এবং তওয়াফ শেষে কুরায়শ নেতাদের কাছ দিয়ে যাওয়ায় সময় তিনি সেখানে থামতেন, তাদের সালাম করতেন, দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করতেন। হামযা (রা) এ দাসীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তাঁকে বলল : "আবূ উমারা! এইমাত্র আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ আবুল হিকাম ইব্‌ন হিশামের কাছ থেকে যে ব্যবহারটি পেল, তা যদি আপনি দেখতেন! সে মুহাম্মদকে এখানে বসা দেখে বিনা কারণে তাকে গালাগাল করল এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য আচরণ করল, তারপর চলে গেল। মুহাম্মদ (সা) তাকে কিছুই বলেননি।"

যেহেতু আল্লাহ্ হামযাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন, তাই এ খবর শুনে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে ছুটে চললেন এবং কারো কাছে থামলেন না। আবূ জাহ্‌লের দেখা পেলেই হয়, তাকে সমুচিত শাস্তি দেবেন, এই তাঁর পণ। তিনি মাসজিদুল হারামে ঢুকেই দেখলেন, সে কয়েকজন লোকের সাথে বসে আছে। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একেবারে কাছে গিয়েই ধনুকটি উঁচু করে, তা দিয়ে তাকে আঘাত করে নিদারুণভাবে আহত করলেন। তারপর বললেন : তুমি কি তাকে [মুহাম্মাদ (সা)-কে] তিরস্কার কর! আমি তো তার ধর্মের অনুসারী এবং সে যা বলে আমিও তা বলি। এখন পারলে আমাকেও তিরস্কার কর তো দেখি। এ সময় আবূ জাহ্‌লকে সাহায্য করার জন্য বনূ মাখযূমের কিছু লোক হামযার দিকে ছুটে এল। আবূ জাহ্‌ল তাদের বলল : "থাক্! আবূ উমারাকে কিছু বলো না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তার ভাতিজাকে সত্যিই খুব খারাপ গালি দিয়েছি।" অবশেষে হামযা (রা) পূর্ণভাবে ইসলাম কবূল করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিঘোষিত নীতি ও আদর্শ তিনিও অনুসরণ করতে থাকেন। হামযার ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শরা বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখন শক্তিশালী ও নিরাপদ। হামযা এখন তাঁর নিরাপত্তা বিধান করবে। তাই তাঁর উপর তাদের নিগ্রহ-নির্যাতন আংশিকভাবে কমে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে উত্‌বা ইব্‌ন রবীআর আলোচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযীর বরাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শের অন্যতম নেতা উত্‌বা ইব্‌ন রবীআ একদিন তাদের এ মজলিসে বসে ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে হারামে একাকী বসেছিলেন। তখন উত্‌বা বলল : হে কুরায়শ জনমণ্ডলী! আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই, এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি ? আমি তার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখব। আশা করি সে তার কিছু না কিছু

গ্রহণ করবে। সে যে সুবিধা চায়, তা আমরা তাকে দেব। ফলে সে আমাদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে। হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে দেখে উত্‌বা এ প্রস্তাব দেয়। তাতে কুরায়শ নেতারা বলল : ঠিক আছে, হে আবুল ওয়ালীদ! তুমি যাও এবং তাঁর সাথে কথা বল।

উত্‌বা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসল এবং এভাবে আলাপ শুরু করল। সে বলল : হে আমার প্রিয় ভ্রাতিজা! তুমি আমাদের সাথে বংশীয় বন্ধন ও আত্মীয়তার মর্যাদার দিক দিয়ে কোন্ পর্যায়ে আছ, তা তোমার জানা আছে। অথচ তুমি তোমার কাওমের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করেছ। এ দিয়ে তুমি তাদের দলকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছ, তাদের জ্ঞানীদের বোকা সাব্যস্ত করেছ, তাদের ধর্ম ও দেবদেবীর নিন্দা করেছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিহিত করেছ। এখন আমার কথা শোন ! আমি কয়েকটি প্রস্তাব তোমার কাছে তোমার বিবেচনার জন্য রাখছি। হয়ত এর থেকে কিছু তুমি গ্রহণ করবে।

রাবীবলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : হে আবুল ওয়ালীদ! বলুন, আমি শুনছি।

উত্‌বা বলল : হে আমার প্রিয় ভাতিজা ! তুমি যে ব্যাপারটি নিয়ে এসেছ, তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তুমি বিত্তশালী হতে চাও, তা হলে আমরা তোমার জন্য এত সম্পদের ব্যবস্থা করে দেব, যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবচাইতে ধনী হয়ে যাও। আর যদি পদমর্যাদা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। এর যদি তুমি রাজা হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে কর, যে অদৃশ্য ব্যক্তিটি তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখতে পাও, সে জিন জাতীয় কেউ এবং তুমি তাকে প্রতিহত করতে অক্ষম, তা হলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আর এতে আমাদের যত অর্থই খরচ হোক না কেন, আমরা এ থেকে তোমাকে মুক্ত করবই। অনেক সময় এ ধরনের বশীকৃত জিন তার মনিবের উপর পরাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসা ছাড়া তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। এভাবে সে আরো নানা কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিবিষ্ট চিত্তে তার কথা শুনছিলেন।

উত্‌বার কথা যখন শেষ হল, তখন তিনি বললেন : হে আবূ ওয়ালীদ ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?

সে বলল : হ্যাঁ।

রাসূল (রা) বললেন : তা হলে আমার বক্তব্য শুনুন। উত্‌বা বলল : বল। রাসূলুল্লাহ বললেন : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (হা-মীম! দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। হা-মীম! এটি ইহা দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ)। এ এক কিতাব। বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। তারা বলে : তুমি যার প্রতি আমাদের আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত।" (৪১ : ১-৫)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সামনে এ সূরা পড়তে থাকলেন। আর উত্বা পিঠের পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে নীরবে শুনতে লাগল। সূরাটির যেখানে সিজদার আয়াত রয়েছে, সে পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থামলেন এবং সিজদা করলেন। তারপর বললেন : হে আবূ ওয়ালীদ ! যা শুনলেন তাতো শুনলেনই। এখন আপনিই বিবেচনা করুন।

উত্বার অভিমত

এরপর উত্বা সেখান থেকে উঠে তার সংগীদের কাছে ফিরে গেল। তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল : আল্লাহ্র কসম! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ভিন্ন রকম চেহারা নিয়ে এসেছে। উত্বা তাদের কাছে বসলে তারা বলল : হে আবুল ওয়ালীদ! সেখানকার খবর কি ? উত্বা বলল : সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কথা শুনেছি, যার মত কথা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, তা কবিতাও নয়, জাদুও নয়, জ্যোতিষীর বাণীও নয়। হে কুরায়শরা ! তোমরা আমার কথা শোনো এবং এই সমস্ত বিষয় আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর এ লোকটি যে কাজে নিয়োজিত, তা তাকে করতে দাও এবং তোমরা তার থেকে সরে থাক। কারণ আল্লাহ্র কসম ! তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আরবরা যদি তার ক্ষতি সাধন করে, তা হলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে আরবদের উপর জয়ী হয়, তবে তার রাজ্য ও রাজত্ব তোমাদেরই রাজ্য ও রাজত্ব হবে। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান হবে। তেমন হলে, এর অসীলায় তোমরা সবচাইতে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে। এ কথা শুনে সবাই বলে উঠল : আল্লাহ্র কসম ! হে আবূ ওয়ালীদ, সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করেছে। উত্বা বলল : এ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিমত। এখন তোমরা যা ভালো মনে কর, তাই কর।"

ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কুরায়শ নেতাদের নিপীড়ন

ইব্ন ইসহাক বলেন : মক্কায় কুরায়শ বংশের বিভিন্ন গোত্রে নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে লাগল। কুরায়শরা মুসলমানদের থেকে যাকে পারত আটক করত এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালাত।

কুরায়শ নেতাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আলাপ-আলোচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কোন কোন আলিম সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন আব্বাসের মুক্ত গোলাম ইকরামা (র)-এর বরাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর কুরায়শ বংশের প্রত্যেক গোত্রের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ একদিন সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের কাছে সমবেত হল। এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল উত্বা ইব্ন রবীআ, শায়বা ইব্ন রবী'আ, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, নাযার ইব্ন হারিস, বনূ আবদুদদারের সদস্য, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ। যাম্'আ ইব্ন আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমায়্যা, আস ইব্ন ওয়ায়ল, সাহম গোত্রের হাজ্জাজের দুই ছেলে নাবীহ ও মুনাব্বিহ, উমায়্যা ইব্ন খালাফ ও

আরো অনেকে। তারা একে অপরকে বলতে লাগল : মুহাম্মদকে ডেকে পাঠাও, তার পর তার সাথে কথা বল ও তর্কবিতর্ক কর। তা হলে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকবে না। এরপর তাঁর কাছে এ খবরসহ লোক পাঠানো হল : "তোমার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তোমার সাথে কথা বলার জন্য সমবেত হয়েছে, তুমি তাদের কাছে এস।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্রুত তাদের কাছে আসলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাদের সাথে শুরুতে তিনি যে দাওয়াতী কথাবার্তা বলেছেন, সে ব্যাপারেই তারা কোন সিদ্ধান্তে এসেছে। কেননা তিনি তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন এবং তাদের একগুঁয়ে মনোভাব তাঁর কাছে খুবই পীড়াদায়ক ছিল।

তিনি এসে তাদের কাছে বসতেই তারা বললো : "হে মুহাম্মদ! আমরা কিছু কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি! আল্লাহ্র কসম! আরবে আর কখনো তোমার মত কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছে বলে আমরা জানি না। তুমি যে ধরনের কথাবার্তা ও মতাদর্শ আপন জাতির মধ্যে প্রচলিত করেছ, অতীতে কেউ তেমন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, ধর্মের নিন্দা করেছ। দেবদেবীকে গালাগাল করেছ, বুদ্ধিমানদের নির্বোধ সাব্যস্ত করেছ এবং সমাজকে বিভক্ত করেছ। আমাদের ও তোমার মাঝের সম্পর্ক নষ্ট করার ব্যাপারে তুমি কিছু বাদ রাখনি। এভাবে তারা আরো অনেক দোষ তাঁর উপর আরোপ করল। তারপর তারা আরো বলল : এ বক্তব্য যদি তুমি এ জন্য উপস্থাপিত করে থাক যে, তুমি কিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হতে চাও, তা হলে আমাদের সম্পদ থেকে তোমার জন্য এত অর্থ সংগ্রহ করব, যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবাইতে অধিক সম্পদের মালিক হবে। আর যদি তুমি এ দিয়ে আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদা লাভ করতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেব। আর যদি রাজত্ব চাও, তবে তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে কর, যে বশীভূত জিনটি তোমার কাছে আসে, সে তোমার উপর পরাক্রান্ত হয়েছে, আর মাঝে মাঝে এরূপ হয়েও থাকে, তাহলে আমরা তোমাকে রোগমুক্ত করতে যত অর্থ লাগে খরচ করে তোমাকে তার থেকে মুক্ত করে ছাড়ব। অন্তত তোমার ব্যাপারে আমরা দায়মুক্ত হব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : "তোমরা যা যা বলছ, তার কোনটিই আমার মধ্যে নেই। আমি তোমাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের অর্থ-সম্পদ, নেতৃত্ব, রাজত্ব কোনটাই চাই না। আমাকে তো আল্লাহ্ তোমাদের কাছে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। আমার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি। তোমরা যদি আমার আনীত দাওয়াত গ্রহণ কর, তবে তা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে আমি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না তিনি আমার ও তোমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করে দেন।"

এভাবে তিনি আরো কিছু কথা বললেন। তখন তারা বলল : "হে মুহাম্মদ ! আমরা যে সব প্রস্তাব দিলাম, তার একটিও যদি তুমি গ্রহণ না কর, তা হলে তোমার এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমাদের মত এত সংকীর্ণ ও এত অল্প পানির দেশে আর কোন জাতি বাস করে না এবং এত কঠিন জীবন যাপন করে না। কাজেই তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দু'আ কর, যিনি তোমাকে দীনের দাওয়াতসহ পাঠিয়েছেন। তিনি যেন আমাদের দেশ থেকে এই সব পাহাড়-পর্বত সরিয়ে দেন, যা আমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তিনি যেন আমাদের দেশকে প্রশস্ত করে দেন এবং আমাদের দেশে সিরিয়া ও ইরাকের মত নদনদী প্রবাহিত করে দেন। আর তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের আমাদের খাতিরে জীবিত করে দেন এবং যাদের আমাদের খাতিরে জীবিত করা হবে, তাদের মধ্যে যেন অবশ্যই কুসাই ইব্‌ন কিলাব থাকেন। কেননা তিনি ছিলেন সত্যবাদী বুযর্গ ব্যক্তি। আমরা তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেব, তুমি যা বলছ, তা সত্য না মিথ্যা। তিনি যদি তোমার কথাকে সত্য বলেন এবং আমরা আর যা যা দাবি করলাম, তা যদি তুমি পূরণ কর, তবে আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব। তুমি যে আল্লাহ্‌র কাছে উঁচু মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি যে তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যেমনটি তুমি দাবি কর, এটা আমরা বুঝতে পারব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমাদের এসব অবাস্তব দাবি পূরণের জন্য আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত হইনি; বরং আমি তো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঐ দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, যা দিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে যে দীনসহ তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তার দাওয়াত আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তা হবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের উপায়। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ ফায়সালা করে দেন।

তারা বলল : বেশ, তুমি যদি আমাদের জন্য এসব না কর, তা হলে তোমার নিজের জন্য কিছু কর। তোমার রবকে বল, তিনি যেন তোমার সংগে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে তোমার কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করবে এবং সে তোমার পক্ষ থেকে তোমার কথাকে দ্বিতীয়বার আমাদের সামনে পেশ করবে। তুমি তার কাছে চাও, যেন তিনি তোমার জন্য বড় বড় ফলের বাগান, প্রাসাদ, সোনা ও রূপার খনি দান করেন, যাতে তোমার কোন অভাব না থাকে এবং আমাদের মত তোমার বাজারে ঘোরাঘুরি করতে ও জীবিকার অন্বেষণ করতে না হয়। এ থেকে আমরা জানতে পারব যে, তোমার রবের কাছে তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : "আমি তা করতে পারব না। আমি আমার রবের কাছে এসব জিনিস চাইতে পারব না। আর এজন্য আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ তো আমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠিয়েছেন।

এ ধরনের আরো কিছু কথা তিনি বলেন। তিনি বললেন : আমি যে দাওয়াত নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তা যদি তোমরা কবূল কর, তবে তা হবে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তা হলে আমি আল্লাহ্‌র

আদেশের জন্য অপেক্ষা করব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।

তারা বললো : তা হলে আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে আমাদের মাথার উপর ফেলে দাও। এটা তো তোমার রব করতে পারেন বলে তুমি মনে কর। এটা না করলে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব না।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এটা তো আল্লাহ্র ব্যাপার। যদি তিনি তোমাদের জন্য এরূপ করতে চান, তবে জেনে রাখ, তিনি অবশ্যই এরূপ করবেন।

তখন তারা বললো : "হে মুহাম্মদ ! তোমার রব কি জানতেন না যে, আমরা তোমার সাথে বৈঠক করব এবং তোমার কাছে যেসব জিনিসের দাবি জানালাম, তা জানাব। তা হলে তো তিনি তোমাকে আগেভাগেই এসব জানিয়ে দিতে পারতেন, যাতে তুমি আমাদেরকে তা জানাতে পারতে এবং তোমার দাওয়াত না মানলে আমাদের তিনি কি শাস্তি দেবেন, তা তোমাকে জানাতে পারতেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমাকে ইয়ামামার রহমান নামক এক ব্যক্তি এসব কথা শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্র কসম ! আমরা সেই রহমানের উপর কখনো ঈমান আনব না।হেমুহাম্মদ! আমরা তো তোমার কাছে আমাদের অপারগতার কথা ব্যক্ত করলাম। আল্লাহ্র কসম ! তুমি আমাদের সাথে যে পর্যায়ের বিরোধে জড়িয়ে পড়েছ, তাতে হয় তুমি আমাদের ধ্বংস করবে, নয় আমরা তোমাকে ধ্বংস করব। তার আগে তোমাকে আমরা ছাড়ব না।"

এ সময় তাদের একজন বলল : ফেরেশতারা আল্লাহ্র মেয়ে, আমরা তাদের ইবাদত করব। তাদের আর একজন বলল : তুমি যতক্ষণ না আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের আমাদের মুখোমুখি হাযির করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না। কুরায়শ নেতারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এসব কথা বলল, তখন তিনি তাঁদের কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং তাঁর সংগে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমায়্যা ইব্ন মূগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূমও গেল। সে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। সে তাঁকে বলল : "হে মুহাম্মদ ! তোমার কাছে যে সব প্রস্তাব দিয়েছে, তা তুমি গ্রহণ করলে না। তারপর তারা তাদের জন্য তোমার কাছে কয়েকটি জিনিসের দাবি জানাল, যা দিয়ে তারা বুঝতে পারত আল্লাহ্র কাছে তোমার মর্যাদা কতখানি এবং তারা তোমাকে সত্যবাদী বলে জানত এবং তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু তুমি তাও পূরণ করলে না। তারপর তারা তোমার নিজের জন্যও এমন কিছু জিনিসের দাবি জানাল, যা দিয়ে তাদের ওপর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্র কাছে তোমার মর্যাদা প্রমাণিত হত। কিন্তু তুমি তাও মানলে না। তারপর তারা তোমার কাছে চাইল যে, তুমি তাদের যে আযাবের ভয় দেখিয়ে থাক, তার কিছু জিনিস তাদের সামনে তখনই এনে দেখিয়ে দাও। কিন্তু তুমি তাও দেখালে না।" এ ধরনের আরো কিছু কথাও সে বলল।

সে পুনরায় বলল : আল্লাহ্র কসম! তুমি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি লাগাবে এবং তাতে আরোহণ করে আকাশে উঠবে এবং আমি তা দেখব। তারপর তোমার সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে, তুমি আল্লাহ্র রাসূল। এগুলো না করা পর্যন্ত আমি কখনো

তোমার ওপর ঈমান আনব না। আর আল্লাহ্‌র কসম! তুমি এগুলো করে দেখালেও, আমি মনে করি না যে, আমি তোমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে চলে গেল। আর রাসূলুল্লাহ্ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ পরিজনের কাছে চলে গেলেন। কেননা তিনি তাদের তরফ থেকে ঈমান গ্রহণের যে আশা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে আশা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তারা তাঁর থেকে আরো দূরে সরে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবূ জাহলের হুমকি

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন, তখন আবূ জাহ্ল বললো : হে কুরায়শরা ! মুহাম্মদ তোমাদের সকল দাবিই প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তার বর্তমান নীতিতে অটল রয়েছে। সে আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে। পূর্বপুরুষদের সমালোচনা করছে। আমাদের জ্ঞানীদের মূর্খ সাব্যস্ত করছে এবং আমাদের দেবদেবীদের গালিগালাজ করছে। আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আগামীকাল আমি এমন একটা বড় পাথর নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে থাকব, যা আমি উঠাতে পারি কিংবা এ ধরনের একটা কিছু, তারপর যেই সে সিজদায় যাবে, অমনি ঐ পাথর দিয়ে আমি ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব। এরপর তোমরা আমাকে রক্ষা কর কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের হাতে সোপর্দ করে দাও, তার আমি কোনই পরোয়া করি না। এরপর আব্‌দ মানাফের বংশধররা আমার সাথে যা খুশি তা করতে পারে। সকলে একবাক্যে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাকে কখনও কোন মূল্যেই কারো হাতে সোপর্দ করব না। কাজেই, তুমি যা চাও, তাই কর।

পরদিন সকালে আবূ জাহ্ল যে ধরনের পাথরের কথা বলেছিল, সেই ধরনের একটা পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষায় বসে রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যথারীতি সকালে বের হলেন। তিনি যতদিন মক্কায় ছিলেন, ততদিন তাঁর কিবলা ছিল সিরিয়ার দিকে। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে থেকে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং কা'বাকে রাখতেন নিজের ও সিরিয়ার মাঝখানে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন, আর কুরায়শরা অতি প্রত্যুষে তাদের আড্ডাখানায় বসে আবূ জাহ্ল কি করে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই সিজদায় গেলেন, অমনি আবূ জাহ্ল পাথরটা তুলে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। সে তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে এল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। এমনকি তার উভয় হাত অবশ হয়ে গেল। অবশেষে সে পাথরখানা হাত থেকে ফেলে দিল। কুরায়শ নেতারা তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বলল, হে আবুল হিকাম! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, গতকাল তোমাদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলাম, সে অনুসারে কাজ করতে মুহাম্মদের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেই তার কাছাকাছি গিয়েছি, অমনি একটি প্রকাণ্ড আকারের উট আমার গতি রোধ করে দাঁড়াল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মত অত উঁচু ঘাড় এবং অত বড় দাঁতবিশিষ্ট আর কোন উট দেখিনি। সে আমাকে খেয়ে ফেলবে, এমন ভাব দেখাচ্ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে কেউ কেউ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : স্বয়ং জিবরীল (আ) ছিলেন সেই উট। আবূ জাহ্‌ল যদি আর একটু এগুতো, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই পাকড়াও করতেন।

নাযর ইব্‌ন হারিস কর্তৃক কুরায়শদের উপদেশ দান

আবূ জাহ্‌লের উপরোক্ত কথা শোনার পর নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই ; ইব্‌ন হিশামের মতে, নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন কালাদা ইব্‌ন আবদ মানাফ উঠে দাঁড়াল ও বক্তৃতা দেয়া শুরু করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শরা ! তোমাদের উপর এমন একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে, যা থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যের বাইরে। মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে একজন উঠতি যুবক। সে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়, সত্যভাষী ও আমানতদার। অবশেষে যখন তোমরা তার মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখলে এবং সে একটা অভিনব মতাদর্শ তোমাদের কাছে নিয়ে এল, তখন তোমরা বললে : সে জাদুকর। অথচ আল্লাহ্‌র কসম! সে জাদুকর নয়। আমরা তো জাদুকরের ঝাড়ফুঁক ও তাবিয-তুমার দেখেছি। তোমরা বললে : সে গণক। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, সে গণক নয়। আমরা গণকদের সূক্ষ্ম হেঁয়ালি ও ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা অনেক শুনেছি। তোমরা বললে : সে কবি। অথচ আল্লাহ্‌র কসম ! সে কবি নয়। আমরা সব রকমের কবিতা দেখেছি। তোমরা বললে : সে পাগল। অথচ আল্লাহ্‌র কসম ! সে পাগল নয়। আমরা অনেক পাগল দেখেছি। তাঁর মধ্যে পাগলের কোন আলামত নেই। অতএব, হে কুরায়শরা ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাদের উপর অবশ্যই ঘোরতর দুর্যোগ নেমে এসেছে।

নাযর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্যাতন

নাযর ইব্‌ন হারিস ছিল কুরায়শ গোত্রের কুচক্রীদের অন্যতম। অন্যদের মত সেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন চালাত এবং তাঁর সংগে শত্রুতা পোষণ করত। ইতিপূর্বে সে হীরায় গিয়েছিল এবং সেখান থেকে পারস্যের রাজাদের ইতিহাস জেনে এসেছিল। রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের কাহিনী শুনে এসেছিল। যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বৈঠকে বসে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলো নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কি ধরনের শাস্তি ভোগ করেছিল, তার উল্লেখ করে স্বজাতিকে সতর্ক করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সে তাঁর স্থানে বসে বলত : আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শরা ! আমি মুহাম্মদের চাইতে উত্তম কথা বলতে পারি। এতএব তোমরা আমার কাছে এস। আমি তোমাদের তাঁর চাইতে ভাল কথা শোনাব। তারপর সে পারস্যের রাজাদের এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের কাহিনী শোনাত। অবশেষে সে বলত, বল তো, মুহাম্মদ আমার চাইতে কোন কথাটি ভাল বলেছে ?

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার জানামতে নাযর ইব্‌ন হারিস বলেছিল : আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন অচিরেই আমি তার মত কথা নাযিল করব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার জানামতে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনে আটটি আয়াত নাযিল হয়েছে।

যেমন : "যখন তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে বলে, এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।" (৬৮ : ১৫)

কুরায়শ কর্তৃক ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

নাযর ইব্‌ন হারিসের বক্তৃতার পর কুরায়শ নেতারা তাকে ও তার সাথে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুআয়তকে মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠাল। তারা তাদের দু'জনকে বলল, তারা যেন মুহাম্মদ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করে, তাঁর গুণাবলী তাদের কাছে বর্ণনা করে এবং তাঁর বক্তব্য তাদেরকে অবহিত করে। কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী। তাদের কাছে নবীদের সম্পর্কে এমন জ্ঞান রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই।

এরা উভয়ে মদীনায় গিয়ে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা তাদেরকে তাঁর গুণাবলী জানাল এবং তারা তাঁর কিছু কিছু কথাও তাদের শোনাল। আর তারা ইয়াহূদী পণ্ডিতদের বলল, আপনারা তো তাওরাতের অধিকারী। আমরা আমাদের মধ্যে আবির্ভূত এ লোকটি সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে জানার জন্য এসেছি। তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতরা তাদের বলল, আমরা তোমাদের যে তিনটি বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। যদি সে এগুলো তোমাদের জানাতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই একজন প্রেরিত নবী। আর যদি সে জানাতে না পারে, তবে তোমরা মনে করবে যে, সে একজন ভণ্ড, জালিয়াত। এরপর তার সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে এমন কতিপয় যুবক সম্পর্কে, যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারটা কি? তাদের ঘটনা ছিল খুবই বিস্ময়কর! আর তোমরা তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল, তার ব্যাপারটা কি? আর তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, রূহ কি জিনিস? যদি সে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে, তবে সে নিঃসন্দেহে নবী; তোমরা তার অনুসরণ করবে। আর যদি সে তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারে, তবে তোমরা বুঝবে, সে ভণ্ড, প্রতারক। তখন তোমরা তার ব্যাপারে যা ভাল মনে হয়, তা করবে।

এরপর নাযর ইব্‌ন হারিস ও উকবা ইব্‌ন আবূ মুআয়ত ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই উভয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। তারা মক্কায় পৌঁছে কুরায়শ নেতাদের কাছে গিয়ে বলল, হে কুরায়শরা! আমরা তোমাদের কাছে আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার বিরোধের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা নিয়ে এসেছি। ইয়াহূদী পণ্ডিতরা আমাদের তাদের শেখানো কয়েকটা প্রশ্ন মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। সে যদি তোমাদের এর জবাব দিতে পারে, তা হলে সে নবী, নচেৎ সে ভণ্ড। কাজেই তোমরা তাঁর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবে, তা ভেবে দেখ।

কুরায়শ নেতাদের প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জবাব

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এল এবং বলল : হে মুহাম্মদ! প্রাচীনকালে যে একদল যুবক উধাও হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত কর। তাদের ঘটনাটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর অপর একজন পর্যটকের কাহিনী শোনাও। যিনি সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। আর আত্মা কি? তা আমাদের জানাও? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন, তোমরা আমাকে যা যা জিজ্ঞেস করেছ, তা আমি তোমাদের আগামীকাল জানাব। তবে তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্ যদি চান এ কথাটি বলেন নি। এ কথা শুনে কুরায়শরা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। বর্ণনাকারীদের বর্ণনামতে জানা যায় যে, এরপর পনের দিন কেটে গেল, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর কাছে কোন ওহী আসল না এবং জিবরীল (আ)-ও তাঁর কাছ আসলেন না। এমনকি মক্কাবাসীরা দুর্নাম ছড়াতে লাগল। তারা বলল, মুহাম্মদ আমাদের কাছে আগামীকালের ওয়াদা করেছিল। অথচ সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পনের দিন হয়ে গেল। আমরা তাঁর কাছে যে সব প্রশ্ন করেছিলাম, সে তার একটিরও জবাব দিল না। অপরদিকে ওহী বন্ধ থাকায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মক্কাবাসীদের কথাবার্তাও তাঁর কাছে বিব্রতকর হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁর কাছে জিবরীল (আ) আল্লাহ্র কাছ থেকে সূরা কাহ্ফ নিয়ে এলেন। তাতে তাঁকে মক্কাবাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা ছিল। এ সূরায় তারা যে যুবকদের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল তাদের খবর, বিশ্ব পরিভ্রমণকারী ব্যক্তি ও আত্মা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ছিল।

কুরায়শ নেতাদের প্রশ্নের জবাব

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, জিবরীল (আ) এলে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে বললেন : "হে জিবরীল (আ) ! আপনি আমার কাছে আসতে এত বিলম্ব করেছেন যে, এতে আমার প্রতি লোকদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।" তখন তাঁকে জিবরীল (আ) বললেন : "আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে এবং যা এ দুয়ের মাঝে, তা তাঁরই; আর আপনার রব ভুলে যান না।" (১৯ : ৬৪)

এরপর মহান আল্লাহ্ সূরা কাহফ শুরু করেছেন নিজের প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের নবুওয়তের বর্ণনার মাধ্যমে। কেননা তারা নবুওয়ত অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্ বলেন : "প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এই মর্মে কিতাব নাযিল করেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। অর্থাৎ নবুওয়ত সম্পর্কে তারা যে প্রশ্ন করে, এ কিতাব তারই বাস্তব জবাব।

আর তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি' অর্থাৎ খুবই ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন এবং যাতে কোন মতভেদও নেই। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এখানে কঠিন শাস্তি বলতে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতের জীবনে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আল্লাহ্ দিবেন তার উভয়টাকেই বুঝানো হয়েছে। 'আর তাঁর পক্ষ থেকে' অর্থ হচ্ছে তোমার রবের পক্ষ থেকে, যিনি তোমাকে একজন রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর মু'মিনগণ, যারা সৎকাজ করে,

তাদের এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা থাকবে, যেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। যারা তোমার আনীত দীনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং তুমি যা যা করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছ তা করেছে, তারা সেখানে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আর সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরায়শ বংশের সেই সব লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে, 'আমরা ফেরেশতাদের উপাসনা করি, তারা আল্লাহ্র মেয়ে।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। অর্থাৎ সেইসব পূর্বপুরুষদের, যাদের বর্জন করা ও যাদের ধর্মের নিন্দা করাকে তারা গুরুতর অন্যায় বলে মনে করে। "তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক!" অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র মেয়ে। তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে। তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি তাদের কাছ থেকে যা আশা করছ, তা যখন সফল হবে না, তখন তাদের চিন্তায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?" অর্থাৎ তুমি এরূপ করো না।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'বাখিউন নাফসাকা' অর্থ নিজেকে ধ্বংসকারী। আবূ উবায়দা আমাকে বলেছেন যে, কবি যুররুম্মা তার নিম্নোক্ত কবিতায়ও 'বাখিওন' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন :

"ওহে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে এমন জিনিসের মহব্বতে ধ্বংস করেছে, যা অদৃষ্ট তার হাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"

এর বহুবচন বাখিউন ও বাখ'আ। এটি তার কাব্যের একটি কবিতা।

আরবরাও বলে থাকে : "বাখা'তু লাহু নাফসী" অর্থাৎ আমি তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি।

"পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলিকে তার শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : অর্থাৎ কে আমার আদেশের অধিক অনুসারী এবং কে আমার বেশি অনুগত, তা পরীক্ষা করার জন্য।

"আর তার ওপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করব।" অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, তার সবকিছুই ধ্বংস হবে ও বিলীন হবে, আর আমার দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে প্রতিফল দেব। কাজেই আপনি এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে ও শুনতে পান, তাতে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'সাঈদ' (صعيد) অর্থ পৃথিবী বা মাটি। এর বহুবচন সুউদ্।

যুররুম্মা একটি হরিণ শাবকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : "মাথায় হাড়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল মদ, তাকে যেন দুপুর বেলা যমীনের ওপর নিক্ষেপ করে।"

এ কবিতাটি কবির একটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাঈদ অর্থ রাস্তাও। হাদীসে আছে : "তোমরা সু'উদাত অর্থাৎ রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকবে।"

আর 'জুরুযা' অর্থাৎ এমন ভূমি, যাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না। এর বহুবচন 'আজরায' বলা হয়ে থাকে, সানাতু জরুযিন ও 'সিনুনা আজরাযুন' অর্থাৎ এমন বছর, যাতে কোন বৃষ্টি হয় না। ফলে, তাতে দুর্ভিক্ষ, অকাল ও দুর্দিন দেখা যায়।

যুরবুম্মা একটি উটের বর্ণনায় বলেন : তার পেটে যা আছে তা গুটিয়ে গেছে, তার পার্শ্বদেশ পুষ্ট নয়।"

আসহাবে কাহফ বা গুহাবাসিগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করেন, যাদের সম্পর্কে কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বলেন :

"তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?" অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের ওপর অকাট্য প্রমাণ হিসাবে যে সব নিদর্শন রেখেছি, এটি সেগুলোর মাঝে অধিক বিস্ময়কর?

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাকীম অর্থ সেই ফলক বা তালিকা, যাতে ঐ যুবকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল। রকীমের বহুবচন রুকূম। আজ্জাজ বলেন "লিখিত মাসহাফের অবস্থানস্থল।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ বলেন : "যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' তারপর আমি তাদের গুহার ভেতরে কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম। পরে আমি তাদের জাগ্রত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।"

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন : "আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি।" অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে সত্য ও নির্ভুল ঘটনা ব্যক্ত করছি। "তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। আমি তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে দিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়াল, তখন বলল : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব-ই আমাদের রব। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহবান করব না; যদি তা করে বসি, তবে তা হবে অতিশয় গর্হিত।' অর্থাৎ হে মক্কাবাসী! তোমরা যেমন না জেনেশুনে বিভিন্ন বস্তুকে আমার সংগে শরীক করেছ, ঐ গুহাবাসী যুবকরা তা করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'শাতাত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও সত্যের সীমা অতিক্রম করা। আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা বলেন :

"তারা নিজেরা বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে না এবং অপরকেও নিবৃত্ত রাখে না, ঐ বর্শার যখমের ন্যায়, যাতে তৈল ও সলিতা উভয়ই চলে যায়।"

এ লাইনটি আ'শা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আমাদের এই স্বজাতি, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। এরা এই সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করে না কেন?"

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' অর্থ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী দলীল। "যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক যালিম আর কে? তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের কাছ থেকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের কাছ থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখতে পেতে তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদের বাম পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : 'তাযাওয়ারু' অর্থ হেলে যায়। এর মূল ধাতু হচ্ছে 'যওর'। যেমন কবি ইমরুল কায়স ইব্ন হুজর বলেন :

"যদি তুমি দাস অবস্থায় ফিরে এস, তবে আমি দায়ী রইলাম, এমন গতিতে (ফিরে এসো) যাতে সারস পাখিকেও হেলানো দেখতে পাও।"

এটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

আর আবূ যাহাফ কালবী একটি শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

"এ শহরের উটের চারণভূমি অনুর্বর, যা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে হেলানো (অর্থাৎ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি)। পাঁচ দিনে একবার পানি পান করার কারণে বাহনগুলো জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়।"

কবিতার এ চরণ দু'টিও তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

"অস্তকালে তাদের অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে।" এর অর্থ হলো, তাদের বামদিকে রেখে চলে যায়।

যুররুম্মা বলেন :

"কোথাও যাত্রা করার সময় বালুর গোলাকার বস্তুসমূহ অতিক্রম করে যায়, অশ্বারোহীরা ডানদিক ও বামদিক দিয়ে।"

এটাও তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

'ফাজওয়াহ' অর্থ প্রশস্ত চত্বর। জনৈক কবি বলেন : "তুমি তোমার জাতিকে অবমাননা ও ক্ষয়ক্ষতির পোশাক পরিয়েছ, অর্থাৎ তুমি তাদের অপমানিত করেছ, অবশেষে তাদের অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তারা ঘরের প্রশস্ত চত্বর ছেড়ে চলে গেছে।"

ফাজওয়াহর বহুবচন ফুজা'আ।

আল্লাহ্ বলেন : "এ সমস্তই আল্লাহ্র নিদর্শন।" অর্থাৎ যে আহলে কিতাব কুরায়শ নেতাদের তোমার নবূওয়াতের সত্যতা যাচাই করার জন্য এইসব প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছে, তাদের জন্য গুহাবাসীদের এ ঘটনা একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা তারা তাদের ঘটনা জানত।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত, আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি ঘরের দরজায় প্রসারিত করে।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'ওয়াসীদ' অর্থ দরজা বা ফটক।

কবি আবসী উবায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব বলেন : "পানিবিহীন জংগলে, যার দরজা আমার ওপর বন্ধ করা হয় না, আর সেখানে আমার ভালো কাজ সুপরিচিত।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'ওয়াসীদ' অর্থ উঠানও। এর বহুবচন ওয়াসাইদ, উসুদ, আসউদ ও আসদান।

আল্লাহ্ বলেন : "তাদের (গুহাবাসীদের) তাকিয়ে দেখলে তুমি পেছনে ফিরে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়তে।" ...... তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব। (কুরায়শ নেতাদের এসব প্রশ্ন যে ইয়াহূদী পণ্ডিতেরা শিখিয়েছিল) তারা বলবে : তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলে : তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে তারা এসব বলে থাকে। আবার কেউ কেউ বলে : তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। তুমি বল : আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না এবং এদের কাউকেও তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না। অর্থাৎ তাদের সামনে অহংকার প্রকাশ করবে না। আর এদের সম্পর্কে যেহেতু তাদের জানা নেই, তাই তাদের জিজ্ঞেস করো না। "আর কখনো তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, আমি আগামীকাল এটা করবো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, এ কথা না বলে।" যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং বলো, সম্ভবত আমার রব আমাকে এর চাইতে সত্যের নিকটতর পথ-নির্দেশ করবেন। অর্থাৎ তারা তোমাকে যে প্রশ্ন করে, সে সম্পর্কে তুমি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে তাদের বলবে না যে, আগামীকাল এ ব্যাপারে আমি তোমাদের অবশ্যই অবহিত করবো যেমন তুমি এদের ব্যাপারে বলেছ।

তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর, আরো নয় বছর। অর্থাৎ তারা অচিরেই এরূপ কথা বলবে। "তুমি বল, তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ্ ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই, তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।" অর্থাৎ তারা তোমার কাছে যা কিছু জিজ্ঞেস করেছে, তার কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়।

যুলকারনায়ন

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একজন বিশ্ব-পর্যটক সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

"আর তোমাকে জিজ্ঞেস করে যুলকারনায়ন সম্পর্কে। তুমি বল যে, আমি অচিরেই তাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম। এভাবে তিনি তাঁর পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

যুলকারনায়নের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে এমন সব জিনিস দেয়া হয়েছিল, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। তাকে এত অধিক উপায়-উপকরণ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই তার সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনবসতির সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অনারবদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুলকারনায়ন ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তার আসল নাম ছিল মারযুবান ইব্‌ন মারযুবা ইউনানী। তিনি ইয়াফিস ইব্‌ন নূহের বংশধর ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাঁর নাম ইসকান্দার। ইসকান্দারিয়া শহরটি তার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলে তার নামে এ শহরের নামকরণ হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ আমাকে খালিদ ইবন মা'দান কালাঈ সূত্রে জানিয়েছেন [আর কালাঈ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানা পেয়েছিলেন] তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুলকারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন : তিনি এমন বাদশাহ ছিলেন, যিনি উপায়-উপকরণের সাহায্যে গোটা পৃথিবীর সার্বিক জরীপ করেছিলেন।

খালিদ বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কাউকে "হে যুলকারনায়ন" বলে ডাকছে এটা শুনে উমর (রা) বললেন, "আল্লাহ্ মাফ করুন! তোমরা নবীদের নামে নাম রেখে তৃপ্ত হওনি। এখন ফেরেশতাদের নামে নাম রাখা শুরু করেছ!"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুলকারনায়ন আসলে কি ছিলেন, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। উমর (রা) যা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন কী না? যদি তিনি এরূপ বলে থাকেন, তবে তাঁর কথাই সঠিক।

রূহ বা আত্মা সংক্রান্ত তথ্য

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রূহ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, তার জবাবে আল্লাহ্ বলেন : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদের এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"

'তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।' ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় গেলেন, তখন ইয়াহূদী আলিমরা তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার এই উক্তি "তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" এর দ্বারা কি তুমি আমাদের বুঝিয়েছ, না তোমার সম্প্রদায়কে?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কখনও এরূপ নয়, বরং আমি সকলকেই বুঝিয়েছি। তারা বলল, তোমার কাছে যে কিতাব এসেছে, তাতে তুমি পাঠ করে থাক যে, আমাদের যে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তাতে যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্‌র জ্ঞানের

তুলনায় তা খুবই নগণ্য। তবে তোমরা যদি তা বাস্তবায়িত করতে, তবে তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তারা তাঁকে যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, সে সম্পর্কে নাযিল করলেন : "পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরো সাতটি সমুদ্র মিলে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞানের মুকাবিলায় তাওরাতের জ্ঞান খুবই নগণ্য।

পাহাড় সরানো ও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের স্বার্থে দাবি করেছিল যে, পাহাড়কে গতিশীল করা হোক, যমীনকে বিদীর্ণ করা হোক এবং তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের পুনরুজ্জীবিত করা হোক। তাদের এ দাবি সম্পর্কে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন : "যদি কোন কুরআন এমন হত যা দিয়ে পাহাড়কে গতিশীল করা যেত, অথবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেত, অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, (তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না) কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত।" অর্থাৎ আমি যতক্ষণ না চাব, ততক্ষণ এগুলোর কিছুই হবে না।

নিজের জন্য নাও

তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল : তুমি নিজের জন্য কিছু বাগান, প্রাসাদ ও ধন-সম্পদ অর্জন কর। আর তোমার সংগে এমন একজন ফেরেশতা আসুন, যিনি তোমার বক্তব্যকে সত্য বলে প্রকাশ করবেন। তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

আর তারা বলে : "এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন নাযিল করা হল না, যে তাঁর সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে? তাঁকে ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরো বলে : তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কী উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না। কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এর চাইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু অর্থাৎ বাজারে চলাফেরা করা এবং জীবিকার সন্ধান করার চাইতে উৎকৃষ্ট জিনিসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, আর তা হল জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ। তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর এ আয়াত নাযিল করেন :

"তোমার আগে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য-ধারণ করবে কি? আর তোমাদের রব সব কিছুই দেখেন। অর্থাৎ তোমরা যাতে ধৈর্য ধারণ কর, সে জন্য আমি তোমাদের পরস্পরকে একটি পরীক্ষায় ফেলেছি। আর আমি যদি চাইতাম যে, সারা দুনিয়া আমার রাসূলদের সহযোগী হোক, কেউ তাদের বিরোধিতা না করুক, তবে আমি এরূপই করতাম।"

কুরআনে ইব্‌ন আবূ উমায়্যার দাবির জবাব

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমায়্যার দাবির জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "তারা বলে, কখনো তোমার উপর ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করবে, অথবা তোমার খেজুর বা আংগুরের বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদীনালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে, যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'ইয়ান্‌বূ' অর্থ হচ্ছে ঝর্ণা। এর বহুবচন 'ইয়ানাবী'।

ইব্‌ন হারমা ভিন্নমতে ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ফিহরী বলেন : "যখন তুমি প্রত্যেক ঘরে অশ্রুবর্ষণ করলে, তখন তোমার অশ্রুপাতের কারণগুলো শেষ হবে; কিন্তু তোমার অশ্রু ঝর্ণার ন্যায় উথলে উঠবে।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'কিসাফুন' অর্থ আযাবের টুকরোগুলো। একবচনে কিস্‌ফাতুন, যেমন সিদরাতুন ও সিদরুন। কিসফুন একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়। 'কাবীল' অর্থ সামনাসামনি ও চাক্ষুষ। কুরআনে আছে : "ইয়াতিহিমুল আযাবু কুবুলা" অর্থাৎ তাদের কাছে আযাব আসবে চাক্ষুষভাবে। কাবীল-এর বহুবচন কুবূল। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবার নিম্নোক্ত লাইনটি আমাকে আবূ উবায়দা পড়ে শুনিয়েছেন :

"তোমাদের সাথে আপস করার ব্যাপারে আমি অগ্রণী ভূমিকা পালন করব, যাতে তোমরাও এ ধরনের আচরণে অভ্যস্ত হও" অর্থাৎ আপসের জন্য তৈরি হয়ে যাও।

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কারো কারো মতে 'কাবীল' অর্থ দল। আরবী প্রবাদে এ শব্দটি যে কোন অগ্রবর্তী জিনিসকে বুঝায়। কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ বলেন : "তাদের ব্যাপারসমূহ এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, কোন্‌টি সামনের এবং কোন্‌টি পেছনের, তা চিনতে পারছে না।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

'কাবীল' শব্দের আরেক অর্থ বুনট। যেটি কনুই পর্যন্ত বোনা হয়, তাকে 'কাবীল' এবং যেটি আংগুল পর্যন্ত বোনা হয়, তাকে 'দাবীর' বলা হয়।

চরকায় যে সূতা কাটা হয়, তা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'কাবীল' এবং উরু পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'দাবীর' বলা হয়। মানুষের দলকেও 'কাবীল' বলা হয়।

'যুখরুফ' অর্থ স্বর্ণ। 'মুযাখরাফ' অর্থ 'স্বর্ণমণ্ডিত।

আজ্জাজ বলেন : "এ ধ্বংস স্তূপের বস্তুসমূহ সন্ধ্যার সময় সোনালী কারুকার্য খচিত পবিত্র গ্রন্থের মত মনে হয়।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

প্রত্যেক সুসজ্জিত জিনিসকেও 'মুযাখরাফ' বলা হয়।

ইয়ামামার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেয়-কুরআনে এ অপবাদ খণ্ডন

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ নেতারা বলল, আমরা জানতে পেরেছি যে, ইয়ামামার এক ব্যক্তি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সেই ব্যক্তির নাম রহমান। আমরা তার উপর আস্থাবান হব না। এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর ও আয়াত নাযিল করলেন : "এভাবেই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির কাছে যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে তুমি তাদের কাছে আমার ওহী পড়ে শোনাতে পার, তথাপি তারা রহমানকে অস্বীকার করে। তুমি বল : তিনিই আমার রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।" (১৩ : ৩০)

কুরআনে আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা বলেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে যে চক্রান্ত করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়। তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে-মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। অতএব সে তা পার্শ্বচরদের আহবান করুক। আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরিগণকে। সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।" (৯৬ : ৯-১৯)

ইব্ন হিশাম বলেন : 'লানাসফাআন' অর্থ আমি তাকে পাকড়াও করে টেনে-হেঁচড়ে আনব। কবি বলেন : "তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তারা কারো আর্তনাদ শুনতে পায়, তখন তুমি তাদের দেখতে পাবে যে, তারা লাগাম লাগিয়ে বা লাগাম ছাড়াই বাহনে চড়ে দ্রুত (আর্তের সাহায্যে) ছুটে যায়।"

'নাদী' অর্থ সেই মজলিস, যেখানে লোকেরা সমবেত হয়ে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করে। কুরআনে আছে : "তোমরা তোমাদের মজলিসে বসে খারাপ কাজ কর।" নাদীতে অংশ-গ্রহণকে 'নাদা' বলা হয়। উবায়দ ইব্ন আবরাস বলেন : "আরে যা, আমি তো বনূ আসাদের লোক। যারা দাতা, মজলিসের সদস্য এবং সমবেত হয়ে পরামর্শক্রমে কার্য সম্পাদনকারী।"

কুরআনে আছে : 'আহসানু নাদীয়ান' অর্থাৎ মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম। বহুবচন 'আনদিয়া'। এখানে আয়াতে উল্লিখিত 'নাদী' অর্থ-নাদীর সদস্য। যেমন কুরআনে কারিয়া বা গ্রাম বলতে গ্রামবাসী বুঝানো হয়েছে। সুলামা ইব্ন জনদল বনূ সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম বলেন : "দিন দু'ধরনের—একদিন সাহিত্য চর্চা ও সভা-সমিতি, অন্য দিন হলো-শত্রুর উপর হামলা করার জন্য সারাদিন চলার।"

এটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

কুমায়ত ইব্‌ন যায়দ বলেন : "তারা মজলিসে বাজে ও অনর্থক কথা বলে না এবং প্রয়োজনের সময় কোন কারণে কথা বলা থেকে বিরত থাকে না।"

এ লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার একটি অংশ।

'নাদী' অর্থ একসঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেও অনেকে মনে করেন।

'যাবানিয়া' অর্থ নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের লোক। এখানে এ শব্দ দ্বারা দোযখের প্রহরীদের বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে যাবানিয়া শব্দের অর্থ হলো সাহায্য ও সহযোগিতাকারী, একবচন 'যিব্‌নিয়া।'

ইবনুয্ যাব্'আর বলেন : "তারা অতিথিদের অধিক পরিমাণে খাদ্য পরিবেশনকারী, যুদ্ধে সুনিপুণ তীরন্দায, তারা এক অপরের সাহায্য-সহযোগিতাকারী খুবই বুদ্ধিমান।"

এ লাইনটি তার কবিতার অংশবিশেষ।

সাখর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হুযালী, যিনি সাখরুল গাই নামে পরিচিত, তিনি বলেন : "বনূ কাবীরের কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।"

এ লাইনটি তার এক কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর সামনে তাদের ধন-সম্পদ পেশ করে, তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

"তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সব বিষয়ের দ্রষ্টা।" (৩৪ : ৪৭)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনতে কুরায়শদের দর্পভরে অস্বীকৃতি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরায়শ গোত্রের কাছে সেই সত্য বাণী নিয়ে আসলেন, যা তারা সত্য বলে জানত, রাসূল (সা)-এর সত্যবাদিতার কথা তাদের জানা থাকার কারণে, তাঁর বক্তব্যকে যখন তারা অকাট্য সত্য বলে বুঝল এবং তাঁর কাছে অদৃশ্য তথ্যসমূহ জিজ্ঞেস করে জানার পর, তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে যখন তারা নিশ্চিত হল, তখন নিছক হিংসা-বিদ্বেষ তাঁর অনুসরণ ও স্বীকৃতির পথে তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এরপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় হঠকারিতা করল এবং তাঁর নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে লংঘন করল; আর তারা তাদের কুফরীর উপর অটল থাকল।

তাদের কেউ বলল : "তোমরা এ কুরআন শোনো না, বরং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।" (৪১ : ২৬)। অর্থাৎ তোমরা একে অসার ও বাজে জিনিস বলে সাব্যস্ত কর। বরং তোমরা একে হাসি-ঠাট্টার বস্তু হিসাবে গ্রহণ কর, তা হলে হয়ত তোমরা এর উপর বিজয়ী হতে পারবে। কেননা যদি তোমরা তাঁর সংগে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বিতর্কে লিপ্ত হও, তাহলে সে একদিন তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে।

উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে একদিন আবূ জাহ্‌ল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তিনি যে সত্য দীন নিয়ে এসেছেন এ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপচ্ছলে বলল : "হে কুরায়শরা! মুহাম্মদের দাবি এই

যে, আল্লাহ্র যে বাহিনী তোমাদের দোযখে শাস্তি দেবে ও তার ভেতরে আটকে রাখবে, তারা নাকি সংখ্যায় উনিশজন। অথচ তোমরা বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি সম্প্রদায়। তোমাদের একশজনও কি তাদের একজনের সাথে পেরে উঠবে না?" তারা এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর এ আয়াত নাযিল করেন : "আমি ফেরেশতাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি। যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবধারিগণ সন্দেহ পোষণ না করে।" ... ... (৭৪ : ৩১)

আবু জাহ্লের কথাটা যখন তাদের মুখে মুখে রটে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন, অমনি তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত এবং তাঁর কুরআন পাঠ শুনতে চাইত না। তাদের কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে চাইত, তা হলে সে তাদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তা শুনত। সে যদি দেখত যে, কেউ তার শোনার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে, তাহলে সে তাদের নির্যাতনের ভয়ে দ্রুত চলে যেত এবং শুনত না। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতেন, তবে গোপনে শ্রবণকারী মনে করত যে, অন্য লোকেরা তাঁর কুরআন পাঠের কিছুই শুনছে না এবং সে তাদের অগোচরেই শুনতে পাচ্ছে। তাহলে সে তা কান লাগিয়ে শুনতে থাকত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্ন উসমানের আযাদকৃত দাস দাঊদ ইব্ন হুসায়ন আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরামা জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস তাঁকে বলেছেন : "তুমি সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং অতিশয় নিচুও করো না। এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।" (১৭ : ১১০)। এ আয়াতটি ঐ সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী কাফিরদের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়। আয়াতের মর্মার্থ এই যে,

এত উচ্চস্বরে নামায পড়ো না, যাতে তারা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর এত নিচু স্বরেও পড়ো না, যাতে কুরআন শুনতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি যদি সংগোপনে কিছু শুনতে চায়, তবুও সে শুনতে পায় না। কেননা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনাতেও হয়তো কুরআনের দু'একটা কথা তার মনে বদ্ধমূল হতে পারে, ফলে সে এ দ্বারা উপকৃত হবে।

যিনি সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পড়েন

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উরওয়া ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতার থেকে শুনে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করেন, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণ সমবেত হয়ে বললেন : আল্লাহ্র কসম! কুরায়শরা কখনো তাদের সামনে কাউকে উঁচুস্বরে কুরআন পড়তে শোনেনি। এ কুরআন তাদের শুনিয়ে পড়তে পারে এমন কেউ আছে কি? তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ বললেন : আমি পারি। তাঁরা বললেন : তোমার উপর তারা আক্রমণ করবে, আমরা এ আশংকা করছি। আমরা চাইছি, এমন কেউ এগিয়ে আসুক, যার

এমন আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা তাকে কুরায়শদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ বললেন : তোমরা আমাকে এ কাজটি করতে দাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন। পরদিন ইব্ন মাসউদ (রা) দুপুরের সময় কাবার চত্বরে পৌঁছলেন। তখন কুরায়শ নেতারা তাদের আড্ডাখানায় যথারীতি উপস্থিত ছিল। তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে উঁচুস্বরে বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা আর-রাহমান পড়তে পড়তে সামনে এগুতে লাগলেন। এ সময় কুরায়শ নেতারা মনোযোগ দিয়ে তা শুনল এবং তারা বলতে লাগল : উম্মে আবদের ছেলে কী বলল? তারা নিজেরাই বলল : সে নিশ্চয়ই মুহাম্মদের কাছে আসা বাণীসমূহের কিছু একটা পড়েছে। এ বলে তারা সবাই একযোগে তার দিকে ছুটল। সবাই তার মুখমণ্ডলে আঘাত করতে লাগল। আর তিনি নির্বিকারভাবে পড়ে যেতে লাগলেন। এরপর যতদূর পড়া আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, ততদূর পড়ে তিনি স্বীয় সংগীদের কাছে চলে গেলেন। আর তাঁর চেহারায় কুরায়শদের আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাঁর সংগীরা তাঁকে বললেন, আমরা তোমার উপর এ বিপদ নেমে আসার আশংকা করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমনরা আজ আমার দৃষ্টিতে যত তুচ্ছ, এরূপ আর কখনো ছিল না। তোমরা যদি চাও, তবে আমি আগামীকালও তাদের সামনে আবার এরূপ করব। সবাই বললেন, না, যথেষ্ট হয়েছে। তারা যা শুনতে চায় না, তা তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ।

কুরায়শ নেতাদের গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী আমাকে বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন, একদিন রাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং বনূ যুহরার মিত্র আখনাস ইব্ন শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহ্ব সাকাফী-রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে বেরিয়ে পড়ল। এ সময় তিনি নিজের ঘরে রাতের নামায আদায় করছিলেন। এ তিনজনের প্রত্যেকে এক-একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বসে এবং তাঁর অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনতে লাগল। তিনজনের কেউই তার অপর সাথীর উপস্থিতির কথা জানতে পারেনি। কুরআন শুনতে শুনতে তারা সারারাত কাটিয়ে দিল। যখন ভোর হল, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলল, খবরদার! এমন কাজ আর কখনো করবে না। যদি তোমাদের নির্বোধ লোকেরা এভাবে তোমাদের দেখে ফেলে, তাহলে তাদের মনে তোমাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তারপর তারা সবাই চলে গেল। পরদিন রাতে আবার তিনজনই নিজ নিজ গোপন জায়গায় গিয়ে বসল এবং সারারাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পড়া শুনল। ভোর হলে তারা স্ব-স্ব স্থান থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পথিমধ্যে সকলের দেখা হয়ে গেল। তারপর তারা আগের দিনের মত পরস্পর কথাবার্তা বলল। তারপর চলে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবার তারা এ মর্মে অঙ্গীকার করল যে, ভবিষ্যতে তারা আর এরূপ করবে না। এ বলে তারা যার যার পথে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনে আখনাসের মনে প্রশ্ন

পরদিন সকালে আখনাস ইব্ন শুরায়ক তার লাঠি নিয়ে রওয়ানা হল এবং আবূ সুফিয়ানের কাছে এসে বলল, হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মদের কাছ থেকে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত আমাকে জানাও। সে বলল, হে আবূ সা'লাবা! শোনো, আল্লাহ্র কসম! কিছু কথা এমন শুনলাম যা আমি জানি এবং তার অর্থও বুঝি। আবার কিছু কথা এমনও শুনলাম যার অর্থ ও মর্ম আমার জানা নেই। তখন আখনাস বলল : "আল্লাহ্র কসম! আমার অবস্থাও তথৈবচ।"

এরপর আখনাস তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবূ জাহ্লের বাড়িতে গিয়ে তার সাথে দেখা করে বলল : "হে আবুল হিকাম! মুহাম্মাদের কাছ থেকে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?" সে বলল : আমি কি শুনলাম! আমরা এবং বনূ আব্দ মানাফ কুরায়শ বংশের এ দু'টি শাখাগোত্র দীর্ঘকাল ধরে মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছি। আপ্যায়ন ও ভোজের আয়োজন তারাও করেছে, আমরাও করেছি। সামাজিক দায়-দায়িত্ব তারাও বহন করেছে, আমরাও করেছি। সব কিছুতে তারাও বদান্যতা দেখিয়েছে, আর আমরাও দেখিয়েছি। এভাবে যখন আমরা সমান তালে চলেছি, তখন হঠাৎ তারা দাবি করল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যার কাছে আসমান থেকে ওহী আসে। এ পর্যায়ে আমরা কিরূপে তাদের সমকক্ষ হব? আল্লাহ্র কসম! আমরা তার ওপর কখনো ঈমান আনব না এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেব না। রাবী বলেন, এ কথা শুনে আখনাস তার কাছে থেকে বিদায় নিল।

কুরআন শোনার ব্যাপারে কুরায়শদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের সামনে কুরআন পাঠ করতেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা তাঁকে উপহাস করে বলত : তুমি যার প্রতি আমাদের আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। কাজেই তুমি যা বলছ তা আমরা বুঝতে পারছি না। আর আমাদের কানে আছে বধিরতা, তুমি যা বলছ তার কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছি না এবং তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা, যা অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করে যাও, আর আমরাও আমাদের কাজ করে যাই। আমরা তোমার কোন কথাই বুঝি না।

তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ওপর এ আয়াত নাযিল করেন : "আর তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।" ... "তোমার প্রতিপালক এক, এ কথা যখন তুমি কুরআন থেকে আবৃত্তি কর, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তারা সরে পড়ে।" (১৭ : ৪৫-৪৬)। আমি যদি তাদের কথামত সত্যিই তাদের অন্তর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখতাম, তাদের কানে ছিপি এঁটে দিতাম এবং তাদের ও তোমার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে রাখতাম, তাহলে তারা তোমার প্রতিপালকের একত্ব কিভাবে বুঝত? অর্থাৎ আমি এ কাজ করিনি। আল্লাহ্ বলেন, যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমি ভাল জানি এবং

এও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।" (১৭ : ৪৭)। অর্থাৎ আমি তোমাকে তাদের কাছে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছি, তা বর্জন করা তাদের পারস্পরিক আলোচনাক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফল। দেখ, তারা তোমার কী উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।" (১৭ : ৪৮)। অর্থাৎ তারা তোমার ভুল উপমা দেয়। ফলে তারা এ কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে না এবং এ সম্পর্কে তাদের কোন মন্তব্যই সঠিক নয়। তারা বলে, "আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?" (১৭ : ৪৯)

অর্থাৎ তুমি আমাদের একথা জানাতে এসেছ যে, আমরা মরার পর যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হব, তখন আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে; এটা হতেই পারে না। বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা, অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তারা বলবে, কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে ? বল, তিনি-ই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।" (১৭ : ৫০-৫১)

অর্থাৎ তিনি তোমাদের যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা তোমরা জান। সুতরাং তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট তার চেয়ে কঠিন নয়।

ইবন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ নুজায়হ মুজাহিদ থেকে এবং মুজাহিদ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা "অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন" এ কথা দিয়ে কি বুঝিয়েছেন? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : তিনি এ থেকে মৃত্যু বুঝিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোকদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী হয়েছিলেন, সেই সাহাবীদের ওপর মুশরিকরা নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু করল। আর প্রত্যেক গোত্র তার ভেতরকার মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাদের আটকে রেখে প্রহার করে এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জরিত করে কষ্ট দিতে লাগল। আর মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে তাদের শুইয়ে রেখে শাস্তি দিতে লাগল। এদের ভেতরে যারা ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তাদের ওপর কঠিন নির্যাতন চালিয়ে তারা তাদের ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিল। আবার তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলেন, যাঁরা তাদের নির্যাতনের মুকাবিলায় অবিচল ছিলেন; আল্লাহ্ তাঁদেরকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

বিলাল (রা)-এর ওপর নির্যাতন এবং আবূ বাকর (রা) কর্তৃক তাঁর মুক্তি

আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল বনূ জুমাহ গোত্রের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাদেরই দাসীর গর্ভজাত দাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রাবাহ্ এবং তাঁর মাতার নাম ছিল হামামা। বিলাল (রা) ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং পবিত্র মনের অধিকারী। বনূ জুমাহ গোত্রের উমায়্যা ইব্ন ওহব ইবন হুযাফা ইবন জুমাহ দুপুরের তপ্ত রোদে তাঁকে মক্কার মরুভূমিতে টেনে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিত। এরপর সে একটি বড় পাথর আনার নির্দেশ

দিত, যা তার বুকের ওপর রাখা হত। তারপর তাঁকে সে বলত, মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত ও উযযার পূজা কর, নতুবা তোর ওপর মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ নির্যাতন চলতে থাকবে। কিন্তু সেই কঠিন অমানুষিক নির্যাতন ভোগরত অবস্থায়ও তিনি বলতে থাকেতেন : আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ এক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে শুনে আমাকে বলেছেন যে, বিলাল এভাবে নির্যাতন ভোগ করার সময় ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফল তাঁর কাছ দিয়ে যেতেন এবং বিলাল (রা)-এর আহাদ, আহাদ শব্দ শুনে বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম, হে বিলাল! তিনিই আহাদ, আহাদ। তারপর তিনি উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ এবং জুমাহ গোত্রের সেই অত্যাচারী লোকদের, যারা তাঁর উপর নির্যাতন চালাত তাদের কাছে গিয়ে বলতেন :

আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যদি তাঁকে এভাবে হত্যা করে ফেল, তবে আমি তাঁর কবরকে বরকতময় স্থানে পরিণত করব। এভাবে বিলাল (রা)-এর ওপর যখন নির্যাতন চলছিল, তখন একদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইব্‌ন আবূ কুহাফা তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকরের বাড়ি ছিল জুমাহ গোত্রের পাড়ার মধ্যেই। তিনি উমায়্যা ইব্‌ন খালাফকে বললেন, এ অসহায় লোকটার ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না ? আর কতদিন এভাবে চলবে? সে বলল : তুমিই তো তাকে নষ্ট করেছ। এখন যে অবস্থায় তাকে দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে তুমিই তাকে উদ্ধার কর। আবূ বকর (রা) বলল : আচ্ছা, আমি তা-ই করব। আমার কাছে তাঁর চাইতে একজন হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী হাবশী দাস আছে, যে তোমারই ধর্মের অনুসারী। বিলালের বদলে আমি তাকে তোমাকে দিয়ে দেব। উমায়্যা বলল : ঠিক আছে। আমি রাযী। আবূ বকর (রা) বললেন : "সে এখন তোমার।" এ বলে আবূ বকর (রা) বিলাল (রা)-এর বদলে সেই গোলাম তাকে দিয়ে দিলেন এবং বিলাল (রা)- কে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

আবূ বাকর (রা) যাদের আযাদ করেন

তিনি মদীনায় হিজরত করার আগে বিলাল (রা) ছাড়া আরো ছয়জন ইসলাম গ্রহণকারী গোলামকে আযাদ করেন। বিলাল (রা) ছিলেন এদের সপ্তম ব্যক্তি। তিনি আমির ইব্‌ন ফুহায়রা (রা)-কে আযাদ করেন, যিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি উম্মে উবায়স ও যিন্নীরা দাসীদ্বয়কেও আযাদ করেন। যিন্নীরা আযাদ হওয়ার সময় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ অবস্থা দেখে কুরায়শরা বলল : লাত ও উয্‌যার অভিশাপেই সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। তখন যিন্নীরা (রা) তাদের এ কথা শুনে বললেন : ওরা মিথ্যে বলেছে। আল্লাহ্‌র ঘরের কসম! লাত ও উয্‌যা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আর উপকারও করতে পারে না। আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। আবূ বকর (রা) নাহদিয়া নাম্নী এক মহিলা ও তার কন্যাকেও আযাদ করেন। তাঁর উভয়ে আবদুদদার গোত্রের এক মহিলার দাসী ছিলেন। ঐ মহিলা তাদের (যাঁতাসহ) আটা পেষণের জন্য পাঠিয়েছিল এবং সে সময় বলছিল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওদের কখনও আযাদ করব না। এ সময় আবূ বকর (রা) সে দাসীদ্বয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ মহিলার কথা শুনে তিনি বললেন, হে অমুকের

মা! তুমি তোমার কসম ভেঙে ফেল এবং এর কাফ্ফারা আদায় কর। তখন সে মহিলা বলল : আমি শপথমুক্ত! তুমি-ই তো ওদের নষ্ট করেছ। কাজেই তুমি ওদের আযাদ করে নাও। আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : বেশ, তুমি ওদের কত দামে বিক্রি করবে? সে মহিলা দামের একটা পরিমাণ বলল। তখন আবূ বাকর (রা) বললেন : ঠিক আছে, আমি ওদের কিনে নিলাম এবং ওরা এখন থেকেই আযাদ। তোমরা মহিলার যাঁতাকল ফিরিয়ে দাও। তাঁরা বললেন : হে আবূ বকর! এখন-ই ফিরিয়ে দেব, না কাজটি শেষ করে তা তাকে ফিরিয়ে দেব? আবূ বকর (রা) বললেন : সেটা তোমাদের ইচ্ছা।

একদা মুয়াম্মাল গোত্রের এক দাসীর কাছ দিয়ে আবূ বকর (রা) যাচ্ছিলেন। এটি কা'ব গোত্রের একটি শাখা। এ দাসীটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। উমর ইব্ন খাত্তাব ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য তার ওপর নির্যাতন করছিলেন। এ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। তিনি তাকে পেটাচ্ছিলেন। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন বললেন : আমি তোর কাছে ওযর পেশ করছি। ক্লান্ত হওয়া ছাড়া আর কোন কারণে আমি তোকে পেটানো বন্ধ করিনি। দাসীটি বললো : আল্লাহ্-ই তোমাকে এরূপ ক্লান্ত করেছেন। পরে আবূ বকর (রা) দাসীটিকে কিনে আযাদ করে দিলেন।

আবূ কুহাফা কর্তৃক আবূ বকর (রা)-কে ভৎর্সনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আতীক আমাকে আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তার পরিবারের কোন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আবূ কুহাফা আবূ বকর (রা)-কে বললেন : হে আমার পুত্র! আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কেবল দুর্বল দাসদের আযাদ করছ। তুমি যদি শক্তিশালী লোকদের আযাদ কর, তা হলে প্রয়োজনে তারা তোমাকে রক্ষা করবে এবং তোমার ওপর থেকে শত্রুর হামলা প্রতিহত করবে। আবূ বকর (রা) বললেন, আব্বা! আমি যা করতে চাই তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই করতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর ব্যাপারে এবং তাঁর পিতার সংগে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে সূরা লায়লের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

"যে দান করল, মুত্তাকী হল এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করল, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।... থেকে সূরার শেষাংশ : " তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়, সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।" (৯২ : ৫-২১)

ইয়াসির পরিবারের উপর নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াসির পরিবার ছিল পুরোপুরি মুসলিম পরিবার। মাখযূম গোত্র আম্মার, তার পিতা ইয়াসির ও মাতাকে প্রচণ্ড গরম দুপুরে মক্কার তপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে শাস্তি দিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন : "হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা সবর কর। তোমাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি।" আম্মার (রা)-এর

মাতাকে তারা মেরে ফেলে; আর তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন।

কুরায়শ বংশীয় লোকদের মধ্যে পাপিষ্ঠ আবূ জাহ্ল ছিল ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও বল প্রয়োগকারীদের অন্যতম। সে যখনই শুনত, কোন সম্ভ্রান্ত ও জনবলসম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করত এবং বলত : তুই তোর বাবার ধর্ম ত্যাগ করেছিস। তোর চেয়ে তোর বাবা উত্তম ছিল। তোর বিবেক-বুদ্ধি যে কত কম এবং তোর ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা লোকদের জানিয়ে দেব। তোর মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করব। আর যদি সে ব্যবসায়ী হত, তবে তাকে বলত : আল্লাহ্র কসম! তোর ব্যবসা লাটে তুলব এবং তোর ধনসম্পদ ধ্বংস করব। আর দুর্বল হলে তাকে মারপিট করে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করত।

মুসলমানদের ওপর কঠোর ফিতনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাকীম ইব্ন জুবায়র সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : মুশরিকরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাত যে, তারা ধর্ম ত্যাগ করলে, সে জন্য তাদের দোষারোপমুক্ত করা যেত না? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! তারা তাদের কাউকে মারধর করত, কাউকে ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট দিত, যুলুমের তীব্রতায় সে ব্যক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়ত যে, সে সোজা হয়ে বসতেই পারত না। যতক্ষণ না সে নির্যাতনকারীদের নির্দেশ পালন করত, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তার ওপর নির্যাতন অব্যাহত রাখত। এক পর্যায়ে মুশরিকরা তাকে বলত : আল্লাহ্ নয়, বরং লাত ও উয্যাই তোর ইলাহ নয় কি? তখন সে বলে ফেলত : হ্যাঁ। এমনকি একটা গুবরে পোকা তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটিকে দেখিয়ে বলা হত, আল্লাহ্ নয়, এ পোকাটাই তোর ইলাহ্ নয় কি? তখন সে তাদের সীমাহীন নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলে ফেলত : হ্যাঁ।

ওয়ালীদকে কুরায়শের কাছে সমর্পণে অস্বীকৃতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুবায়র ইব্ন উক্কাশা ইব্ন আবূ আহমদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি জানতে পেরেছেন : বনূ মাখযূমের কিছু লোক হিশাম ইব্ন ওয়ালীদের কাছে গেল। এ সময় তার ভাই ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা হিশামের কাছে এ সংকল্প নিয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যেকার যে সকল যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের পাকড়াও করবে। ইসলাম কবূলকারীদের মধ্যে সালামা ইব্ন হিশাম ও আয়্যাশ ইব্ন আবূ রবীআও ছিলেন। যেহেতু তারা গোত্রের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করছিল, তাই হিশামকে বলল, এ নূতন উদ্ভাবিত ধর্ম গ্রহণকারী যুবকদের আমরা একটু ভর্ৎসনা করতে চাই, যাতে অন্যরা এ কাজ না করে। হিশাম বলল, ঠিক আছে, তোমরা তাকে (ওয়ালীদকে) ভর্ৎসনা কর, তবে তার জীবন নাশের ব্যাপারে সাবধান। এ সময় সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল :

"খবরদার, আমার ভাই উবায়শ যেন কোনক্রমেই নিহত না হয়। অন্যথায় আমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যাবে।"

হিশাম আরো বলল : তার জীবন নাশ সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। কেননা, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলেছি, তাকে যদি তোমরা হত্যা কর, তবে আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করব। এ কথা শুনে আগন্তুক মাখযূমীরা বলল, তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। এ খাবীসের মুকাবিলা করার ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহ্র কসম! যদি তার ভাই আমাদের হাতে নিহত হয়, তবে অবশ্যই হিশাম আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিতে হত্যা করবে। রাবী বলেন, এ কথা বলে তার ভাই ওয়লিদ ইব্ন ওয়ালীদকে ছেড়ে যায় এবং এ সংকল্প বর্জন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে আল্লাহ্ তার মাধ্যমে ঐ মুসলিম তরুণদের রক্ষা করেন।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন যে, তাঁর সংগীরা ক্রমাগতভাবে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হচ্ছে, আর তিনি নিজে আল্লাহ্র রহমতে এবং স্বীয় চাচা আবূ তালিবের কারণে নিরাপদে রয়েছেন, অথচ তিনি তাদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারছেন না, তখন তিনি তাদের বললেন, যদি তোমরা আবিসিনিয়ায় চলে যাও, তবে তোমাদের জন্য ভাল। কারণ সেখানে এমন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন, যার রাজত্বে কেউ যুলুমের শিকার হয় না। সে দেশটা সত্য (ও ন্যায়ের) দেশ। আল্লাহ্ যতদিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এ যুলুম থেকে বাঁচার পরিবেশ না করে দেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা সেখানে থাকতে পার। এ পরামর্শ অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ, চাপের মুখে ধর্মত্যাগী হওয়ার আশংকায় এবং নিজ নিজ দীন ও ঈমান নিয়ে আল্লাহ্র নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার বাসনায় আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ান হলেন। এটি ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারিগণ

বনূ উমায়্যা ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান ইব্ন আবুল 'আস ইব্ন উমায়্যা। আর তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকায়্যা।

বনূ আবদ শামস ইব্ন আব্দ মানাফ গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন আবূ হুয়ায়ফা ইব্ন উত্বা ইব্ন রবীআ ইব্ন আব্দ শামস এবং তাঁর স্ত্রী সাহলা বিন্ত সুহায়ল ইব্ন আমর। ইনি ছিলেন বনূ আমির ইব্ন লুআঈ গোত্রের লোক। আবিসিনিয়ায় মুহাম্মদ নামে আবূ হুয়ায়ফার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ছিলেন যুবায়র ইব্ন আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ।

বনূ আবদুদদার ইব্ন কুসাই গোত্রের প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ছিলেন মুস'আব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার।

বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ইব্ন আবদ আওফ ইব্ন হারিস ইব্ন যুহরা।

বনূ মাখযূম ইয়াকযা ইব্ন মুর্‌রা গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ছিলেন আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম এবং তার সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিন্ত আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম।

বনূ জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব গোত্র থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন উসমান ইব্ন মাযঊন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ।

বনূ আদী ইব্ন কা'ব গোত্র থেকে আমির ইবন রবীআ ইব্ন ওয়ায়ল। ইনি খাত্তাব পরিবারের মিত্র আনাস ইবন ওয়ায়ল ছিলেন। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবূ হাসামা ইবন হুযাফা ইব্ন গানিম ইব্ন আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উয়ায়জ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব।

বনূ আমির ইব্ন লুআঈ থেকে ছিলেন আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহম ইব্ন আবদুল উয্‌যা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন আব্দ ওয়াদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির। কারো কারো মতে, আবূ সাবরা নয়, বরং আবূ হাতিম ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আবদ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির। কথিত আছে যে, ইনিই সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় পৌঁছেন।

বনূ হারিস ইব্নে ফিহর থেকে প্রথম হিজরতকারী ছিলেন সুহায়ল ইব্ন বায়যা, ওরফে সুহায়ল ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন রবীআ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব ইব্ন যাব্বা ইব্নুল হারিস। আমার জানামতে, এ দশজনই ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম মুসলিম।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন উসমান ইব্ন মাযঊন। কতিপয় আলিম আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর হিজরত করেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। আর মুসলমানগণ একের পর এক আবিসিনিয়ায় হিজরত করে যেতে থাকেন; এমনকি তারা সকলে সেখানে সমবেত হন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। তাদের কারো সংগে তার পরিবার-পরিজন ছিল, আর কেউ একা ছিলেন।

বনূ হাশিম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ হাশিম ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইবন কিলাব ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহর থেকে হিজরত করেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম এবং তাঁর সংগে ছিলেন-তার স্ত্রী আসমা বিন্ত উমায়স ইব্ন নু'মান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক ইব্ন কুহাফা ইব্ন খাসআম। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে জা'ফরের একটি পুত্র সন্তান-আবদুল্লাহ্র ইব্ন জা'ফর জন্ম গ্রহণ করেন।

বনূ উমায়্যা থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরত করেন উসমান ইব্‌ন আফফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ফতিমা বিন্‌ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন মিহরাস ইব্‌ন শিক্ক ইব্‌ন রাকাবা ইব্‌ন মুখাদ্দাজ কিনানী। তাঁর ভাই খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমায়্যা তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী উমায়না বিন্‌ত খালফ ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বিয়াযা ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন জা'সামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুলায়হ্ ইব্‌ন আমর। ইনি খুযাআ গোত্রের মেয়ে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কারো কারো মতে, তাঁর নাম উমায়না নয়, বরং হুমায়না বিন্‌ত খালফ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে সাঈদ ইব্‌ন খালিদ এবং আমাত বিন্‌ত খালিদ নামে তাঁর দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামের সংগে আমাতের বিয়ে হয় এবং তাঁর গর্ভে আমর ইব্‌ন যুবায়র ও খালিদ ইব্‌ন যুবায়র নামে দুটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বনূ আসাদের হিজরতকারিগণ

বনূ আসাদ আর তাদের মিত্র বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে যারা হিজরত করেন, তাঁরা হলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সাবরা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন দাওদান ইব্‌ন আসাদ। তার ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ, তার সংগে ছিলেন তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যা। কায়স ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইনি বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার লোক ছিলেন। তার সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বারাকা বিন্‌ত ইয়াসার, ইনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যার মুক্ত দাসী এবং মুয়ায়কীব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা। এরা সাতজন ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আস-এর পরিবারভুক্ত। ইব্‌ন হিশামের মতে, মুয়ায়কীব ছিলেন দাওসের অন্তর্ভুক্ত।

বনূ আবদ শামসের হিজরতকারিগণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরত করেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আব্‌দ শামস, আবূ মূসা আশআরী, তাঁর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। ইনি উতবা ইব্‌ন রবীআ পরিবারের মিত্র। এ গোত্র থেকে এঁরা দু'জন পুরুষ হিজরত করেন।

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আবদে মানাফ থেকে হিজরত করেন উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান। ইনি তাদের মিত্র। ইনিই এ গোত্র থেকে হিজরতকারী একমাত্র পুরুষ ছিলেন।

বনূ আসাদ থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন কুসাই থেকে হিজরত করেন যুবায়র ইব্ন আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ, আসওয়াদ ইব্ন নাওফাল খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ, ইয়াযীদ ইব্ন যামআ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ এবং উমর ইব্ন উমায়্যা ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ-এই চারজন।

বনূ আব্দ ইব্ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ

বনূ আবদ ইব্ন কুসাই থেকে হিজরত করেন তুলায়ব ইব্ন উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন আবূ কাবীর ইব্ন আবদ ইব্ন কুসাই। এ গোত্র থেকে মাত্র ইনিই হিজরত করেন।

বনূ আবদুদদার ইব্ন কুসাই-এর হিজরতকারিগণ

বনূ আবদুদদার ইব্ন কুসাই থেকে হিজরত করেন পাঁচজন, তথা : মুসআব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদদার, সুয়ায়বিত ইব্ন হারমালা ইব্ন মালিক ইব্ন উমায়লা ইব্ন সিবাক ইব্ন আবদুদদার, জুহাম ইব্ন কায়স ইব্ন আবদ শুরাহ্বীল ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার, সেই সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মে হারমালা বিন্ত আবদুল আসওয়াদ ইব্ন জুযায়মা ইব্ন আকয়াশ ইব্ন আমির ইব্ন বিয়াযা ইব্ন সুবায় ইব্ন জা'সামা ইব্ন সা'দ ইব্ন মুলায়হ ইব্ন আমর। ইনি বনূ খুযাআর মেয়ে। আর তাঁর দুই পুত্র-আমর ইব্ন জুহাম ও খুযায়মা ইব্ন জুহাম। আর আবুর রুম ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবুদদার ও ফিরাস ইব্ন নাযার ইব্ন হারিস ইব্ন কালাদা ইব্ন আলকামা ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদদার, মোট পাঁচ ব্যক্তি।

বনূ যুহরা থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ যুহরা ইব্ন কিলাব থেকে হিজরত করেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন আব্দ ইব্নুল হারিস ইব্ন যুহরা, আমির ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ ওয়াক্কাস, মালিক ইব্ন উহায়ব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন যুহরা, মুত্তালিব ইব্ন আযহার ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন আবদ হারিস ইব্ন যুহরা, তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রামলা বিনত আবূ আওফ ইব্ন যুবায়রা ইব্ন সাঈদ ইব্ন সা'দ ইবন সাহম। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে মুত্তালিবের একটি পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করে।

বনূ হুযায়লের হিজরতকারিগণ

এ গোত্র ও এর মিত্রদের মধ্য থেকে হিজরত করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ ইব্ন হারিস ইব্ন শামাখ ইব্ন মাখযূম ইব্ন সাহিলা ইব্ন কাহিল ইব্নুল হারিস ইব্ন তামীম ইব্ন সা'দ ইব্ন হুযায়ল এবং তাঁর ভাই উতবা ইব্ন মাসঊদ।

বাহ্‌রা গোত্র থেকে হিজরতকারিগণ

বাহরা গোত্র থেকে হিজরত করেন মিকদাদ ইব্ন আমর ইব্ন সালামা মালিক ইব্ন রবীআ ইব্ন সুমামা ইব্ন মাতরূদ ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন যুহায়র ইব্ন লুআঈ ইব্ন সা'লাবা

ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন শিররীদ ইব্‌ন আবূ আহওয়ায্‌ ইব্‌ন আবূ ফাইশ ইব্‌ন দুরায়ম ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন আহওয়াদ ইব্‌ন বাহরা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযাআ।

ইব্‌ন হিশামের মতে, হাযাল ইব্‌ন ফাস ইব্‌ন যির ও দুহায়র ইব্‌ন সাওর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তিকে কেউ কেউ মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যুহরা বলত। কারণ আসওয়াদ তাকে জাহিলিয়াত যুগে পালক পুত্র ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এ গোত্রের মোট ছয় ব্যক্তি হিজরত করেন।

বনূ তায়ম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে হিজরত করেন দু'জন : হারিস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাবতা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম। আবিসিনিয়ায় থাকাকালে তাঁর মূসা, আয়েশা, যয়নব ও ফাতিমা নামে চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অপরজন হলেন আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম।

বনূ মাখযূম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররা থেকে হিজরত করেন আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। আবিসিনিয়ায় থাকাকালে যয়নব নামে তাঁর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবূ সালামার নাম আবদুল্লাহ্‌ এবং উম্মে সালামার নাম ছিল হিন্দা। অপর হিজরতকারী হলেন শাম্মাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন শিররীদ ইব্‌ন সুয়ায়দ ইব্‌ন হারমী ইব্‌ন মাখযূম।

শাম্মাসের ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শাম্মাসের মূল নাম উসমান। তাঁর নাম শাম্মাস রাখার কারণ এই যে, জাহিলী যুগে শাম্মাসা[১] দলের জনৈক সুদর্শন ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল। মক্কাবাসী তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যায়। এ সময় শাম্মাসের মামা উতবা ইব্‌ন রবীআ বলে : আমি তোমাদের কাছে এর চেয়েও সুন্দর একজন শাম্মাস নিয়ে আসছি। এই বলে সে তার ভাগিনা উসমান ইব্‌ন উসমানকে নিয়ে আসে। ইব্‌ন শিহাব ও অন্যান্যের মতে, এরপর থেকে তার নাম শাম্মাস হিসাবে মশহুর হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের অন্যান্য হিজরতকারিগণ হলেন-হ্বার (হাব্বার) ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুফিয়ান, হিশাম ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন

১. শাম্মাস এক ধরনের খ্রিস্টান ধর্মযাজককে বলা হত, যে প্রখর রোদের মধ্যে বসে সাধনা করত।

মাখযূম, সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

বনূ মাখযূমের মিত্রদের মধ্য থেকে যারা হিজরত করেন

তাদের মিত্রদের মধ্য থেকে খুযাআ বংশোদ্ভূত মুআত্তিব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন ফযল ইব্‌ন আফীফ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন হাবশিয়া ইব্‌ন সালূল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর। ইনি আয়হামা নামেও পরিচিত। এভাবে বনূ মাখযূম ও এর মিত্রদের থেকে মোট আটজন হিজরত করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাবশিয়া ইব্‌ন সালূল মুয়াত্তব ইব্‌ন হামরা নামেও পরিচিত।

জুমাহ গোত্রের হিজরতকারিগণ

বনূ জুমাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে হিজরত করেন- উসমান ইব্‌ন মাযঊন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর পুত্র সাইব ইব্‌ন উসমান, তাঁর দুই ভাই কুদামা ইব্‌ন মাযঊন ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাযঊন, হাতিব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স আব্‌দ ওয়াদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসাল ইব্‌ন আমির, তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিব ও হারিস ইব্‌ন হাতিব, এঁরা দু'জন ফাতিমা বিন্‌ত মুজাল্লালের গর্ভজাত, তাঁর ভাই হুতাব ইব্‌ন হারিস, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিন্‌ত ইয়াসার, সুফিয়ান ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ, তাঁর সংগে তাঁর দুই পুত্র জাবির ইব্‌ন সুফিয়ান ও জুনাদা ইব্‌ন সুফিয়ান আর সুফিয়ানের স্ত্রী হাসানা। ইনি হলেন জাবির ও জুনাদার মাতা। আর জাবির ও জুনাদার বৈপিত্রেয় ভাই শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা। তিনি গাওস গোত্রের লোক ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শুরাহবীল হলেন তামীম ইব্‌ন মুররার ভাই গাওস ইব্‌ন মুররার বংশোদ্ভূত আবদুল্লাহ্‌র ছেলে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ ছাড়াও হিজরত করেন উসমান ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন উহবান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ। সর্বমোট এগারজন বনূ জুমাহ থেকে হিজরত করেন।

বনূ সাহম থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব থেকে হিজরত করেন খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহল এবং হিশাম ইব্‌ন আস ইব্‌ন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম। ইব্‌ন হিশামের মতে, আস ইব্‌ন ওয়ায়ল ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ গোত্র থেকে আরো হিজরত করেন কায়স ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবূ কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম,

হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম, মা'মার ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম, বিশর ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম, তামীম গোত্রের তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভাই সাঈদ ইব্ন আমর, সাঈদ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম, সাইব ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইবন সাহম, উমায়র ইব্ন রিআব ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন মুহাশশাম ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহম এবং যুবায়দ গোত্রের তাদের মিত্র মাহমিয়া ইব্ন জাযা। বনূ সাহ্ম এবং তার মিত্র বনূ যায়দ থেকে সর্বমোট চৌদ্দজন হিজরত করেন।

বনূ আদী থেকে হিজরতকারিগণ

বনূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে হিজরত করেন মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাযলা ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন হারসান ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উয়ায়জ ইব্ন আদী, উরওয়া ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন হারসান ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উয়ায়জ ইব্ন আদী, আদী ইব্ন নায্লা ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন হারসান ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উয়ায়জ ইব্ন আদী, তাঁর পুত্র নু'মান ইব্ন আদী, আমির ইব্ন রবীআ, যিনি আনয্ ইব্ন ওয়ায়লের বংশোদ্ভূত এবং খাত্তাব পরিবারের মিত্র, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী লায়লা বিন্ত আবূ হাসমা ইব্ন গানিম। এরা মোট পাঁচজন ছিলেন।

বনূ আমির থেকে যাঁরা হিজরত করেন

বনূ আমির ইব্ন লুআঈ থেকে আবূ সাবরা ইব্ন আবূ রুহম ইব্ন আদুল উয্যা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিন্ত সুহায়ল ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামা ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, সালীত ইব্ন আমর ইব্ন শাম্স ইব্ন আবদ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, তাঁর ভাই সাকরান ইব্ন আমর, তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী সওদা বিন্ত যামআ ইব্ন কায়স ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির, মালিক ইব্ন যামআ ইব্ন কায়স ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির। তাঁর সংগে তাঁর স্ত্রী 'আমরা বিন্ত সা'দী ইব্ন ওয়াকদান ইব্ন আব্দ শামস ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হাসাল ইব্ন আমির এবং তাঁদের মিত্র সা'দ ইব্ন খাওলা। এঁরা মোট আটজন। ইব্ন হিশামের মতে : সা'দ ইব্ন খাওলা ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।

বনূ হারিস থেকে যাঁরা হিজরত করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিস ইব্ন ফিহ্র থেকে ছিলেন আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ। তাঁর আসল নাম আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্নুল জাররাহ ইব্ন হিলাল ইব্ন উহায়ব

ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌নুল হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র, সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা, তথা সুহায়ল ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইবন উয়ায়ব ইব্‌ন যাববা ইব্‌ন হারিস। যেহেতু তাঁর মায়ের নাম তাঁর বংশ পরিচয়ে প্রাধান্য লাভ করে, তাই তাঁকে সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা বলা হয়। তাঁর মায়ের ডাকনাম বায়যা এবং আসল নাম দা'দ বিন্‌ত জাহদাম ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন যারব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র, আমর ইব্‌ন আবূ সারাহ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌ন হারিস, ইয়ায ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌ন হারিস; হায়য ইবন্‌ যুহায়র ইবন্‌ আবু শাদ্দাদ ইবন রাবীয়া ইবনে হিলাল ইবন উহায়ের ইবন যাব্বা ইবনুল হারিস। অন্য মতে রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যাব্বা, আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যাব্‌বা ইব্‌ন হারিস, উসমান ইব্‌ন আব্‌দ গানাম ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যাব্বা ইব্‌নুল হারিস, সা'দ ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন যারব ইব্‌ন হারিস এবং হারিস ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন যারব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র। এঁরা মোট আটজন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা হলো তিরাশিজন। এতে তাঁদের সংগে গমনকারী এবং আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী শিশুদের গণ্য করা হয়নি। অবশ্য আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ আছে যে, তিনি হিজরত করেছিলেন কিনা।

আবিসিনিয়ার হিজরত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিসের কবিতা

মুসলমান হিজরতকারিগণ যখন আবিসিনিয়ায় নিরাপত্তা লাভ করেন, নাজাশীর প্রতিবেশী হওয়ায় তাঁর প্রশংসামুখর হন, নির্ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সুযোগ লাভ করেন এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর নাজাশী তাদের সংগে অতিশয় সৌজন্যমূলক আচরণ করেন, তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম একটি কবিতা রচনা করেন। এটা ছিল আবিসিনিয়ায় রচিত।

"হে আরোহী! আল্লাহ্‌র কথা ও তাঁর দীনের কথা প্রচলিত হোক এটা যারা আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দাও।

"আল্লাহ্‌র প্রতিটি বান্দাকে আমার বাণী পৌঁছে দাও, যে মক্কার সমভূমিতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও অবদমিত।

"আমরা আল্লাহ্‌র যমীন এত প্রশস্ত পেয়েছি যে, তা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

"অতএব, তোমরা অবমাননাকর জীবন, লাঞ্ছনাকর মৃত্যু ও নিরাপত্তাহীন অবস্থানকে মেনে নিও না। আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুসরণ করেছি, আর মক্কাবাসীরা নবীর কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হক আদায়ের ব্যাপারে খিয়ানত করেছে।

"অতএব, হে আল্লাহ্! যে জাতি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের ওপর তোমার আযাব নাযিল কর। আর আমি তোমার পানাহ চাই, যাতে তারা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আমাকে বিপথগামী করতে না পারে।"

কুরায়শরা যেভাবে মুসলামানদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল তার উল্লেখ ও স্বজাতির কতিপয় ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস আরো একটি কবিতা রচনা করেন :

"আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলব না, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমার হৃদয় ও আংগুল অস্বীকার করছে। আর এমন লোকদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ কিভাবে হতে পারে, যারা তোমাদের সত্যের ওপর থাকতে এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করতে শিক্ষা দিয়েছে? তাদের (মুসলমানদের) পবিত্র স্বদেশ থেকে জিনের পূজারীরা বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা কঠিন বিপদাপদে নিপতিত হয়েছে। আদী ইব্ন সা'দ গোত্রে যদি তাকওয়া ও সম্প্রীতির আমানত থাকত, তাহলে আমি প্রত্যাশা করতাম যে, এ গুণ তোমাদের মাঝেও পাওয়া যাবে। আর সেই সত্তার শোকর আদায় করতাম, যাঁর থেকে কিছুর বিনিময়ে কিছুই চাওয়া যায় না।

"ভ্রষ্টা নারীদের সন্তানের পরিবর্তে আমাকে এমন কিছু সংখ্যক নওজোয়ান দেয়া হয়েছে—যারা দানশীল এবং অসহায় বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস অন্য একটি কবিতায় বলেন :

"কুরায়শের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ্র হক অস্বীকার করছে, যেমন আদ, মাদয়ান ও হিজরের অধিবাসীরা অস্বীকার করেছিল। যদি আমি (আল্লাহ্কে) ভয় না করি, তাহলে, প্রশস্ত যমীনে কিংবা সাগরে আমার স্থান হবে না। তবে সে যমীনে আমার স্থান হবে, যেখানে আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মদ (সা) রয়েছেন। আর বক্তব্য পেশের সুযোগ যখন এসেছে, তখন আমার মনে যা কিছু আছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছি।"

বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা) তাঁর ঐ কবিতার কারণে, (যাতে তিনি 'আব্রিক' শব্দ ব্যবহার করেছেন,) তাঁর নাম 'মুবরিক' হিসাবে মশহূর হয়ে যায়।

উমায়্যা ইব্ন খালাফ ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্কে ভর্ৎসনা করে উসমান ইব্ন মাযঊন নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি ছিলেন উমায়্যার চাচাতো ভাই এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। জাহিলী যুগে উমায়্যা তার গোত্রে খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল :

"হে তায়ম ইব্ন আমর ! ঐ ব্যক্তির জন্য তাজ্জব! যে আমার সংগে শত্রুতা পোষণ করে, অথচ তার ও আমার মাঝে রয়েছে লবণাক্ত ও মিষ্টি দু'সাগরের ব্যবধান (অর্থাৎ দুস্তর ব্যবধান)।

"তুমি কি নিরাপদে থাকার জন্য আমাকে মক্কা উপত্যকা থেকে বের করে দিলে, আর আমাকে আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত করলে, যাকে তুমি নিজে অপসন্দ কর?

"তুমি এমন সব তীর দুরস্ত কর, যেগুলো ঠিক করা তোমার অনুকূলে নয়। আর তুমি সে তীরগুলো কেটে ফেল, যেগুলো ঠিক করা তোমার জন্য খুবই উপকারী।

"তুমি শরীফ ও মর্যাদাবান লোকদের সংগে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছ, আর তুমি তাদের ধ্বংস করেছ, যাদের তুমি আশ্রয় নিতে।

"যখন তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হবে এবং অসৎ প্রকৃতির দুর্বল লোকেরা তোমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি কি করছিলে।"

এ কবিতায় উসমান যাকে তায়ম ইব্‌ন আমর বলে সম্বোধন করেছেন, সে জুমাহ গোত্রের। তার নাম ছিল তায়ম।

হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনতে কুরায়শ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় দূত প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীরা আবিসিনিয়ায় গিয়ে শান্তিতে বসবাস করছে এবং তারা সেখানে নিরাপদ আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থল পেয়ে গেছে, তখন তারা পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, তারা কুরায়শের দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নাজাশীর কাছে পাঠাবে, যাতে তিনি তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান। এভাবে আবার তাদের ধর্মের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করবে এবং যে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ আবাস তারা পেয়েছে, তা থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসবে। এ উদ্দেশ্যে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ ও আমর ইব্‌ন আস ইব্‌ন ওয়ায়লকে পাঠাল। তারা নাজাশী ও তাঁর উযীরদের (সেনাপতিদের) উপঢৌকন স্বরূপ দেয়ার জন্য এ দু'জনের কাছে প্রচুর সম্পদ জমা করল। তারপর তারা এ দু'ব্যক্তিকে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য নাজাশীর কাছে পাঠাল।

নাজাশীর উদ্দেশ্যে আবূ তালিবের কবিতা

আবূ তালিব যখন কুরায়শদের এ সিদ্ধান্ত ও উপঢৌকন সম্পর্কে চিন্তা করলেন, যা তারা এ দুই ব্যক্তিকে দিয়ে নাজাশীর কাছে পাঠিয়েছিল, তখন তিনি নাজাশীকে প্রতিবেশী (মুসলমান)-দের সাথে ভাল আচরণ করার ও বিপদে তাদের রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাঁর উদ্দেশে এ কবিতা রচনা করেন :

"হায়! যদি আমি জানতে পারতাম সুদূর প্রবাসে জা'ফর কেমন আছে, আর আমরই বা কেমন আছে, আর নিকট-আত্মীয়রাই চরম শত্রু হয়ে থাকে। নাজাশীর সদ্ব্যবহার কি জা'ফর ও তার সংগীরা পেয়েছে? না কোন ফিতনা সৃষ্টিকারী লোক এতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে? আপনি জেনে রাখুন যে, আপনি অতীব মহৎ ও মহানুভব। কাজেই আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ্ আপনাকে বদনাম থেকে হিফাযত করুন। আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ আপনাকে অনেক সম্মান দান করেছেন এবং আপনাকে তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের সকল উপায়-উপকরণ দিয়েছেন।

"আর আপনি জেনে রাখুন যে, আপনি এমন কল্যাণস্রোতের উৎস, যা থেকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়।"

নাজাশীর কাছে কুরায়শদের প্রেরিত দূতদ্বয় সম্পর্কে উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী আমাকে বলেছেন যে, তিনি আবূ বাকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম মাখযূমী থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সহধর্মিণী উম্মে সালামা বিন্‌ত আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগীরা থেকে এ ঘটনার বিবরণ শুনেছেন। উম্মে সালামা বলেন, আমরা যখন আবিসিনিয়ায় পৌঁছলাম, তখন নাজাশী আমাদের সংগে সর্বোত্তম প্রতিবেশীর মত ব্যবহার করলেন। আমরা নিরাপদে ধর্ম পালন করতে লাগলাম। আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম এমন নিরুপদ্রব পরিবেশে যে, কেউ আমাদের কোন কষ্ট দিত না এবং অপ্রিয় কথাও শুনতাম না। কুরায়শরা এ খবর জানতে পেরে পরামর্শ করে স্থির করল যে, আমাদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য নাজাশীর কাছে দু'জন বিচক্ষণ ব্যক্তি পাঠাবে। তারা মক্কার কিছু দুর্লভ বিলাস সামগ্রী নাজাশীর জন্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাবে বলেও সিদ্ধান্ত নিল। নাজাশীর কাছে মক্কার চামড়াই ছিল সবচেয়ে পসন্দনীয় জিনিস। তাই তারা তাঁর জন্য প্রচুর পরিমাণে চামড়া সংগ্রহ করল। এমনকি নাজাশীর সেনাপতিদের জন্য উপঢৌকন পাঠাতেও কার্পণ্য করল না। এরপর তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ এবং আমর ইব্‌ন আসকে ঐ সব উপঢৌকনসহ পাঠাল। তারা তাদের উভয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলল : নাজাশীর সংগে কথা বলার আগে প্রত্যেক সেনাপতিকে তার উপঢৌকন দিয়ে দিবে। তারপর নাজাশীর কাছে তাঁর উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দিবে। তারপর নাজাশীকে অনুরোধ করবে, তিনি যেন মুসলমানদের সংগে কোন আলাপ-আলোচনা করার আগেই তাদের তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন। তারা নাজাশীর কাছে উপনীত হল। (রাবী বলেন :) আর আমরা এ সময় পরম নিরাপদ বাসস্থানে উত্তম প্রতিবেশীর পাশে বসবাস করছিলাম। তারা প্রত্যেক সেনাপতিকে নাজাশীর সংগে কথা বলার আগেই উপঢৌকন দিয়ে দিল এবং প্রত্যেক সেনাপতিকে তারা এভাবে বলল : দেখুন, এই রাজার রাজ্যে আমাদের দেশের কিছু কমবয়স্ক নির্বোধ যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে। অপরদিকে তারা আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটা অভিনব ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। সে ধর্ম আমাদেরও অজানা, আপনাদেরও অপরিচিত। তাদের কাওমের সবচেয়ে গণ্যমান্য মুরব্বীরা আমাদেরকে আপনাদের রাজার কাছে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি যেন এদেরকে তাঁদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অতএব, আমরা যখন রাজার সংগে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করব, তখন আপনারা রাজাকে পরামর্শ দেবেন, তিনি যেন এদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেন এবং তাদের সংগে কোন কথা না বলেন।

কেননা তাদের সম্প্রদায়, তাদের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় অধিক জ্ঞান রাখে। (সেনাপতিরা) সবাই এতে সম্মতি জানাল। তারপর তারা উভয়ে নাজাশীর কাছে উপঢৌকন পেশ করল এবং তিনি তা তাদের থেকে গ্রহণ করলেন। তারপর এরা নাজাশীর সংগে এরূপ কথা বলল : "হে রাজা! আপনার দেশে আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু অজ্ঞ বোকা যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটা নুতন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। সে ধর্ম আপনার কাছে অজানা এবং আমাদের কাছেও। তাদের জাতির সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওদের ব্যাপারে আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। এমনকি

তাদের বাপ, চাচা, মামা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমাদের পাঠিয়েছে, যেন আপনি ওদেরকে তাদের কাছে ফেরত পাঠান। তারা ওদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানে ও ভালো বোঝে। আর তাদের দোষক্রটি সম্পর্কে তারা সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। রাবী বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবীআ ও আমর ইব্‌ন আসের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি অপসন্দনীয় ছিল, তা হলো, নাজাশী কর্তৃক মুসলমানদের বক্তব্য শোনা। রাবী বলেন : এ সময় রাজার পাশে উপবিষ্ট উযীররা বলল : "হে রাজা! ওরা দু'জন ঠিকই বলেছে। তাদের ব্যাপার তাদের জাতিই বোঝে এবং তাদের দোষক্রটি সম্পর্কে তারাই বেশি অবহিত। সুতরাং আপনি তাদেরকে এদের দু'জনের হাতে সমর্পণ করুন, যাতে তারা ওদের দেশ ও জাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" এ কথা শুনে নাজাশী রেগে গেলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, না। আমি এদের এ দু'জনের হাতে সোপর্দ করব না। একদল মানুষ আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করছে, আমার দেশে বসবাস করছে। অন্য কোন দেশে না গিয়ে আমার দেশে এসেছে। তাদেরকে আগে আমি ডাকব এবং জিজ্ঞেস করব যে, এই দুই ব্যক্তি যা বলছে, সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কি? যদি দেখা যায় যে, এরা দু'জন যে রকম বলছে, তারা সেই রকমই, তাহলে আমি এদের সকলকে তাদের হাতে সমর্পণ করব এবং তাদের দেশবাসীর কাছে ফেরত পাঠাব। আর যদি অন্য রকম হয়, তা হলে আমি তাদের এ দু'জনের হাত থেকে রক্ষা করব এবং যতদিন তারা আমার রাজ্যে শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে বাস করবে, ততদিন আমিও তাদের সাথে সদাচার করব।

নাজাশী ও মুহাজিরগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা

উম্মে সালামা (রা) বলেন : এরপর নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ডাকার জন্য লোক পাঠান। নাজাশীর দূত যখন তাঁদের কাছে পৌঁছল, তখন তাঁরা সবাই একত্রিত হলেন। রাজার কাছে গিয়ে তাঁদের কি বলতে হবে, তা নিয়ে তাঁরা পরামর্শ করলেন। তাঁরা স্থির করলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যা জানি এবং যা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই বলব, তাতে যা-ই হোক না কেন।"

যখন মুসলমানরা নাজাশীর দরবারে পৌঁছলেন, তখন তারা দেখলেন যে, নাজাশী তাঁর দরবারের যাজকদের উপস্থিত রেখেছেন। আর তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে রাজার সামনে খুলে রেখেছেন। নাজাশী মুসলমানদের প্রশ্ন করা শুরু করলেন : যে ধর্মের জন্য তোমরা তোমাদের জাতিকে ত্যাগ করেছ, সেটি কি? তোমরা তো আমার ধর্মেও দাখিল হওনি, আর প্রচলিত অন্য কোন ধর্মেও না।

রাবী বলেন : এর জবাবে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে বললেন : হে রাজা! আমরা অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম এবং মৃত জন্তু খেতাম। অশ্লীল কাজকর্ম করতাম এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম এবং আমাদের যারা সবল তারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত। এভাবেই চলছিল আমাদের জীবন। অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল

পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পবিত্রতা এবং সততার কথা জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। আর পাথর ও মূর্তির পূজা, যা আমরা করতাম এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা করত, তা বর্জন করি। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং হারাম কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীল আচরণ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করতে এবং সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদের আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তাঁর সংগে যেন কোন কিছুকে শরীক না করি। তিনি আমাদের সালাত আদায়ের, যাকাত প্রদানের এবং সাওম পালানের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন : এভাবে তিনি নাজাশীর সামনে ইসলামের বিধানগুলো এক এক করে তুলে ধরলেন। ফলে, আমরা তাঁর কথা মেনে নিলাম ও তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর কাছে যত বিধি-বিধান এলো, তার সবই আমরা অনুসরণ করলাম। আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলাম এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করলাম না। তিনি আমাদের জন্য যা হারাম ঘোষণা করলেন, আমরা তা হারাম হিসাবে মেনে নিলাম। আর তিনি আমাদের জন্য যা হালাল ঘোষণা করলেন, আমরা তা হালাল হিসাবে মেনে নিলাম। এ কারণে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল। তারা আমাদের শাস্তি দিল, নির্যাতন করল এবং আমাদের আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মূর্তি পূজার দিকে নেয়ার জন্য তারা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। আর সমস্ত ঘৃণ্য বস্তুকে যাতে আমরা হালাল মনে করি, সে জন্যও তারা আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। যখন তারা আমাদের ওপর দমন নীতি চালাল, যুলুম-নিপীড়ন করল, আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল এবং আমাদের ধর্ম পালনে বাধা দিতে লাগল, তখন আমরা আপনার দেশে চলে এলাম। অন্য কোন লোকের তুলনায় আমরা আপনাকে বেছে নিলাম। আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে আমরা পসন্দ করলাম। আর আমরা আশা করলাম যে, আপনার দেশে আমরা যুলুমের শিকার হব না।

রাবী বলেন : এ কথা শুনে নাজাশী তাঁকে বললেন, তোমাদের নবী যেসব বাণী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, তার কিছু কি তোমাদের কাছে আছে? জা'ফর (রা) তাঁকে বললেন, হ্যাঁ। নাজাশী বললেন, তা আমাকে পড়ে শোনাও। তখন জা'ফর (রা) নাজাশীকে সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনালেন। রাবী বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! নাজাশী তা শুনে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন এবং তাঁর দরবারে সমবেত যাজকরাও কাঁদতে কাঁদতে তাদের সামনে রক্ষিত ধর্মগ্রন্থ ভিজিয়ে ফেললেন। তারপর নাজাশী বললেন, "নিশ্চয়ই এ বাণী এবং ঈসা (আ) যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তা একই উৎস থেকে এসেছে। তোমরা দু'জন চলে যাও। আল্লাহ্ কসম! আমি এদেরকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব না এবং তারাও যেতে প্রস্তুত নয়।"

নাজাশীর সামনে ঈসা (আ) সম্পর্কে মুহাজিরদের অভিমত

উম্মে সালামা (রা) বলেন : মক্কার দূতদ্বয় নাজাশীর দরবার থেকে বের হওয়ার সময় তাদের একজন আমর ইব্‌ন আস বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আগামীকাল অবশ্যই তাঁর কাছে আসব এবং মুহাজিরদের জারিজুরি তাঁর কাছে ফাঁস করে দেব।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআ, যে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয় করত, সে বলল, আমাদের এমন কাজ করা উচিত হবে না। কেননা তারা আমাদের বিরোধিতা করলেও তাদের অনেক রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন মক্কায় রয়েছে। আমর ইব্‌ন আস বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নাজাশীকে অবশ্যই এ কথা জানাব যে, মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে নিছক একজন বান্দা বলে মনে করে (আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে না)। এরপর সে পরদিন নাজাশীর কাছে হাযির হয়ে বলল : "হে রাজা! এরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম সম্পর্কে খুবই মারাত্মক কথা বলে থাকে। অতএব আপনি তাদের ডেকে পাঠান এবং তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে কি বলে, তা জিজ্ঞেস করুন। তখন নাজাশী একজনকে তাঁদের কাছে পাঠালেন এবং এও জানালেন যে, ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের বক্তব্য জানার উদ্দেশ্যেই তাদের তলব করা হয়েছে। উম্মে সালামা বলেন : আবিসিনিয়ার মুসলিম মুহাজিরদের ওপর এমন দুর্যোগ আর কখনো আসেনি। তাই তখন সমস্ত মুহাজির একত্রিত হলেন এবং একে অপরকে বললেন, নাজাশী যখন তোমাদের কাছে ঈসা (আ) সম্পর্কে জানতে চাইবেন, তখন তোমরা কি বলবে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা) আমাদের কাছে যে খবর নিয়ে এসেছেন, আমরা তা-ই বলব। এতে যা হওয়ার হোক না কেন।

রাবী বলেন, এরপর তাঁরা যখন নাজাশীর দরবারে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম সম্পর্কে তোমরা কি বল? জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বললেন, আমাদের নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ ও তাঁর বাণী, যা আল্লাহ্ কুমারী মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এ কথা শুনে নাজাশী ভূমির ওপর হাত রাখলেন এবং সেখানে থেকে একখানা ক্ষুদ্র কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা বলেছ, তার সাথে ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের এই কাঠের টুকরোটি পরিমাণও ব্যবধান নেই। এ কথা শুনে নাজাশীর দরবারের উযীররা পরস্পরে ফিসফিস করে কানে কানে কি যেন বলল। নাজাশী বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যতই ফিসফিস কর, তাতে কিছুই যায় আসে না। হে মুহাজিরগণ! তোমরা নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে যাও। আমার দেশে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।" এরপর তিনি তিনবার ঘোষণা করলেন : "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে গালাগাল করবে, তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।" পুনরায় বললেন : "তোমাদের একটি লোককেও কষ্ট দিয়ে আমি যদি স্বর্ণের পাহাড়ও পেয়ে যাই, তথাপি আমি তা পসন্দ করব না।" তখন তিনি রাজ কর্মচারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : "এ দু'জন যেসব উপঢৌকন দিয়েছে, তা ওদের ফিরিয়ে দাও। আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যখন আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেননি। সুতরাং এ রাজ্যে আমার ঘুষ নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে মানুষের অন্যায় আব্দার রক্ষা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে এসব অবুঝ লোকের দাবি কিরূপ রক্ষা করতে পারি? রাবী বলেন : এরপর ঐ দূতদ্বয় তাঁর দরবার থেকে ধিকৃত অবস্থায় বেরুল এবং তাদের উপঢৌকনাদিও ফেরত দেয়া হল। আর আমরা তাঁর কাছে উত্তম প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করতে থাকলাম।

নাজাশীর বিজয়ে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ

উম্মে সালামা (রা) বলেন : আমরা যখন এরূপ নিরাপদ পরিবেশে অবস্থান করছিলাম, তখন হঠাৎ আবিসিনিয়ায় এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যে ঐ দেশটির রাজত্ব নিয়ে নাজাশীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র কসম! আমরা ঐ সময় যেরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো সেরূপ হইনি। আমাদের ভয় ছিল, ঐ লোকটি নাজাশীর ওপর বিজয়ী হলে সে নাজাশীর মত আমাদের অধিকার স্বীকার নাও করতে পারে। রাবী বলেন, নাজাশী সসৈন্যে তার মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা হলেন। উভয় পক্ষের মাঝখানে ছিল নীলনদ। রাবী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে বের হয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে আমাদের খবর দিতে পার? তখন যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) বললেন, আমি পারব। তাঁরা বললেন : তুমি পারবে? আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে কম বয়সের। তাঁরা একটি চামড়ার মশকে বাতাস ভরে যুবায়র (রা)-কে দিলেন, যা তিনি নিজের বুকের নিচে রাখলেন এবং এর ওপর ভর করে তিনি সাঁতার কেটে নীলনদের অপর পাড়ে পৌঁছলেন, যেখানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়েছিল। রাবী বলেন, এদিকে আমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করছিলাম, যাতে নাজাশী তাঁর শত্রুর ওপর জয়লাভ করতে পারেন এবং তাঁর দেশের ওপর তাঁর সার্বিক কর্তৃত্ব বহাল থাকে। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা যে খবরের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলাম, তা একটু পরেই পাওয়া গেল। সহসা যুবায়রকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি কাপড় উড়িয়ে বলছিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। নাজাশী বিজয়ী হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করেছেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাবী বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা ইতিপূর্বে আর কখনো এতো আনন্দিত হইনি।

রাবী বলেন : নাজাশী বিজয়ীর বেশে ফিরে আসলেন। আল্লাহ্ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করলেন এবং আবিসিনিয়ার ওপর তাঁর শাসনকে সুদৃঢ় করলেন। আর আমরা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর নিকট অতি সম্মানের সংগে অবস্থান করতে থাকি।

নাজাশী কর্তৃক আবিসিনিয়ার কর্তৃত্ব লাভের কাহিনী

(নাজাশী পিতার নিহত হওয়া এবং তাঁর চাচার রাজত্ব লাভ)

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটি আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) অবহিত করেন। তিনি বলেন : নাজাশীর এ কথাটার তাৎপর্য কি জান যে, "আল্লাহ্ আমাকে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সময় আমার কাছ থেকে ঘুষ নেননি। সুতরাং

আমার নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না এবং মানুষ আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাইত, আল্লাহ্ তা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে না বুঝে মানুষের কথা কেন মেনে নেব?" যুহরী (রা) বললেন, না। উরওয়া (রা) বললেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নাজাশীর পিতা ছিলেন সে সম্প্রদায়ের রাজা এবং নাজাশী ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না। নাজাশীর এক চাচা ছিল। যার বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তারা আবিসিনিয়ার রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবিসিনিয়ার জনগণ বলাবলি করল, আমরা যদি নাজাশীর পিতাকে হত্যা করি এবং তার ভাইকে সিংহাসনে বসাই, তাহলে তা উত্তম হবে। কেননা নাজাশী ছাড়া তার আর কোন সন্তান নেই, অথচ তাঁর ভাইয়ের বারটি ছেলে রয়েছে। এরা পরবর্তীতে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে এবং এভাবে আবিসিনিয়ার রাজত্ব দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। এরপর তারা একদিন অতি প্রত্যুষে নাজাশীর পিতার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করল এবং তাঁর ভাইকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল। এভাবে তারা কিছুকাল অতিবাহিত করল।

আবিসিনিয়াবাসী কর্তৃক নাজাশীকে বিক্রয়

এরপর নাজাশী তাঁর চাচার পরিবারে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ফলে তিনি তাঁর চাচার প্রশাসনের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং তাঁর সংগে সব জায়গায় যেতে থাকেন। আবিসিনিয়াবাসী চাচার ওপর তাঁর প্রভাব দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আল্লাহ্র কসম! এ ছেলেটি তো তার চাচার প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা আশংকা করছি যে, তার চাচা তাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেয় কিনা! তিনি যদি তাকে আমাদের রাজা বানান, তবে সে আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলবে। কারণ সে জানে যে, আমরাই তার পিতাকে হত্যা করেছি। এসব কথা ভেবেচিন্তে তারা নাজাশীর চাচার কাছে গেল এবং বলল : "হয় আপনি এ ছেলেটাকে হত্যা করুন, নয়তো তাকে আমাদের ভেতর থেকে বের করে দিন। কেননা সে বেঁচে থাকলে আমাদের প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে।"

নাজাশীর চাচা বললেন : তোমরা এ কী বলছ! সে দিন তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছ, আর আজ আমি তাকে হত্যা করব? বরং আমি তাকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছি। উম্মে সালামা (রা) বলেন : এরপর লোকেরা তাকে বাজারে নিয়ে গেল এবং একজন ব্যবসায়ীর কাছে ছয়শ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। ব্যবসায়ী লোকটি তাকে একটি নৌকায় নিয়ে রওয়ানা হল। ঐ দিন বিকালে আকাশে শরৎকালীন মেঘ পুঞ্জীভূত হল। নাজাশীর চাচা বৃষ্টির আশায় যখন সে মেঘের নীচে গেল, তখন হঠাৎ বজ্রপাতে তার মৃত্যু হল। রাবী বলেন : তখন আবিসিনিয়াবাসী হতবুদ্ধি হয়ে তার ছেলেদের কাছে গিয়ে দেখল যে, তারা সবাই অপদার্থ, এদের একজনও সুস্থ-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়। ফলে আবিসিনিয়ার শাসন ব্যবস্থায় বিশংখলা দেখা দিল।

নাজাশীর হাতে রাজত্ব সমর্পণ

দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তারা যখন সংকটের সম্মুখীন হল, তখন তারা পরস্পর বলতে লাগল : "আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা জেনে রাখ, যে লোকটিকে তোমরা বিক্রি করে ফেলেছ, সে-ই তোমাদের রাজা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। সে ছাড়া আর কেউ তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কাজেই তোমরা যদি আবিসিনিয়ার রাজত্বকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর, তাহলে তাকে এক্ষুণি খুঁজে আন। এরপর তারা তার সন্ধানে এবং যার কাছে তাকে বিক্রি করেছিল, তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে তারা তাকে পেল এবং সেই ব্যবসায়ীর কাছে থেকে ফিরিয়ে এনে তার মাথার মুকুট পরিয়ে দিল। আর তাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের শাসনভার তার ওপর ন্যস্ত করল।

নাজাশীর ক্রেতা ব্যবসায়ীটির ঘটনা

এরপর সেই ব্যবসায়ী আবিসিনিয়াবাসীর কাছে এল, যারা তার কছে নাজাশীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে বলল, হয় তোমরা আমার অর্থ ফেরত দেবে, নয় আমি নিজে এ ব্যাপারে নাজাশীর সাথে কথা বলব। তারা বলল, আমরা তোমাকে কিছুই দেব না। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমি তাঁর সংগে অবশ্যই কথা বলব।

তারা বলল, তা তোমার আর নাজাশীর ব্যাপার। রাবী বলেন, এরপর সে নাজাশীর কাছে এসে বলল, হে রাজা! আমি বাজারে একদল লোক থেকে ছয়শ দিরহামে অমুককে কিনেছি। তারা গোলামকে আমার হাতে সমর্পণ করে এবং দিরহাম নিয়ে নেয়। অবশেষে যখন আমি গোলামটিকে নিয়ে রওয়ানা হই, অমনি তারা গিয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং গোলামকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। আর দিরহামও তারা ফেরত দেয়নি। রাবী বলেন, তখন নাজাশী তাদের বললেন, হয় তোমরা তার দিরহাম দিবে, নচেৎ তার ক্রীত গোলাম ক্রেতার হাতে হাত রেখে যেখানে সে নিয়ে যায় সেখানে চলে যাবে। তখন তারা বলল, বরং আমরা তার দিরহাম দিয়ে দিচ্ছি। উম্মে সালামা (রা) বলেন : এজন্য নাজাশী বলতেন : "আল্লাহ্ যখন আমার রাজত্ব আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমার কাছ থেকে ঘুষ নেননি। কাজেই এ রাজ্যে আমার ঘুষ নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আর লোকেরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তা করেননি। কাজেই আমি আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে না বুঝে কেমনে মানুষের কথা মেনে নেব?" বস্তুত এটা ছিল স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে তাঁর অনমনীয়তা এবং স্বীয় শাসনে তাঁর ন্যায়বিচারের স্বাক্ষর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাজাশীর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের ওপর সর্বক্ষণ একটা আলো থাকতে দেখা গেছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ, তাঁর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়াবাসীর বিদ্রোহ ও তাঁর প্রতি গায়েবানা জানাযার সালাত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতার বরাতে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আবিসিনিয়াবাসী নাজাশীর কাছে জমায়েত হয়ে বলল : "তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ। এই বলে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তখন নাজাশী জা'ফর (রা) ও তাঁর সংগীদেরকে ডেকে তাদের জন্য কয়েকখানা নৌকার ব্যবস্থা করে বললেন : আপনারা এতে আরোহণ করুন এবং যেমন আছেন তেমন থাকুন (অর্থাৎ নৌকায় উঠে বসে থাকুন)। আমি যদি বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হই, তা হলে আপনারা নৌকা চালিয়ে যেখানে খুশি চলে যাবেন। আর যদি আমি জয়লাভ করি, তাহলে আপনারা এখানেই থাকবেন। এরপর তিনি একখানা কাগজে লিখলেন : "সে (নাজাশী) সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং সে এরূপও সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর রূহ এবং তাঁর প্রেরিত বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি এ কাগজকে তাঁর জামার ভেতরে ডান কাঁধের কাছে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি বিদ্রোহী হাবশীদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে বললেন : "হে আবিসিনিয়াবাসী! আমি কি তোমাদের শাসনের অধিক যোগ্য নই। তারা বলল হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমরা আমার স্বভাব-চরিত্র কেমন পেয়েছ? তারা বলল, উত্তম। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের হয়েছে কী? তারা বলল : তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং ঈসাকে নিছক একজন বান্দা বলে মনে কর। নাজাশী বললেন : আচ্ছা, তোমরা ঈসা সম্পর্কে কি বল? তারা বললো : আমরা বলি, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। তখন নাজাশী তাঁর বুকের ওপর জামায় হাত রেখে বললেন : সে (নাজাশী) সাক্ষ্য দেয় যে, 'ঈসা মারইয়ামের পুত্র। এরপর আর একটি কথাও তিনি বাড়ালেন না এবং যা কাগজে লিখেছিলেন, মনে মনে সেদিকেই ইংগিত করলেন। এতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। এ খবর নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছল। এরপর নাজাশী যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি তাঁর ওপর গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা চান।[১]

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবীআ যখন কুরায়শ নেতাদের কাছে ফিরে এল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের ফিরিয়ে আনার যে উদ্দেশ্যে তারা গিয়েছিল, তা সফল হল না; বরং নাজাশী তাদের অপ্রীতিকর অবস্থায় ফিরিয়ে দিল, আর উমর ইব্‌ন খাত্তাবের ন্যায় দুর্দান্ত সাহসী ও প্রতাপশালী ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করলেন—যার

১. হিজরী নবম সনের রজব মাসে নাজাশী ইন্তিকাল করেন। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মৃত্যুর খবর লোকদের জানান এবং যখন মিসরে খাটের উপর তার লাশ উঠানো হলো, তখন মদীনায় থেকেও তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর ওপর 'জান্নাতুল বাকীতে' গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন।

বিরোধিতা করতে কেউ সাহসী হল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর ও হামযার কারণে অধিকতর নিরাপত্তা লাভ করলেন। এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত সমস্ত কুরায়শের ওপর তাঁদের বিজয় সূচিত করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলতেন : উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে আমরা কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরায়শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝুঁকি নিয়ে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সংগে সালাত আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। বাক্কায়ী বলেন, মিসআর ইব্ন কুদাম আমাকে সা'দ ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি বিজয়। তাঁর হিজরত ছিল একটি সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত ছিল একটি রহমত। উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরায়শদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে কা'বার চত্বরে সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তাঁর সংগে সালাত আদায় করি।

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উম্মে আবদুল্লাহ বিনৃত আবূ হাসামার বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয়্যাশ ইব্ন রবীআ আমাকে আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রবীআর বরাতে তাঁর মাতা উম্মু আবদুল্লাহ্ বিনত আবূ হাসামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা একে একে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমির (রা) একটা পারিবারিক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সহসা উমর (রা) ইব্ন খাত্তাব এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, তখনো তিনি ছিলেন মুশরিক। উম্মু আবদুল্লাহ্ বলেন : আমরা তাঁর যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলাম। উমর বললেন, হে উম্মু আবদুল্লাহ্! আপনারা মনে হয় চলে যাচ্ছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ব। তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছ, অনেক নির্যাতন চালিয়েছ। আল্লাহ্ এ অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। উমর বললেন, "আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন।" তার কথায় মনে একটা সহানুভূতির ভাব দেখতে পেলাম, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। এরপর উমর ইব্ন খাত্তাব চলে গেলেন। তবে আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশ ত্যাগের খবরে তিনি মর্মাহত। রাবী বলেন, কিছুক্ষণ পর আমির (রা) প্রয়োজন সেরে ঘরে ফিরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম : হে আবদুল্লাহ্র বাবা! এইমাত্র উমর এসেছিল। আমাদের প্রতি তার সে কি সহানুভূতি ও উদ্বেগ, তা যদি তুমি দেখতে! আমির বললেন, তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করলেও, তুমি যাকে দেখেছ সে (খাত্তাবের ছেলে উমর) ইসলাম গ্রহণ করবে না। উম্মু আবদুল্লাহ্ বলেন, ইসলামের প্রতি উমরের যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং কঠোর মনোভাব দেখা যাচ্ছিল, তার কারণে আমির হতাশ হয়েই এরূপ কথা বলেছিলেন।

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেরেছি, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল নিম্নরূপ :

উমরের বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব ও তাঁর স্বামী সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি উমরের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। মক্কার আর এক ব্যক্তি নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নাহ্হামও একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের স্বগোত্রীয় অর্থাৎ বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যক্তি নিজ গোত্রের অত্যাচারের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন নি। খাব্বাব[১] ইব্‌ন আরাত গোপনে ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে তিনি কুরআন পড়াতেন। একদিন উমর ইব্‌ন খাত্তাব উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, প্রায় চল্লিশজন নারী ও পুরুষ সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটা ঘরে জমায়েত আছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক ইব্‌ন আবূ কুহাফা ও আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সহ এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংগে হিজরত করেন নি। পথিমধ্যে নাঈম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সংগে উমরের দেখা হল। তিনি তাকে বললেন : কোথায় চলেছ উমর? উমর বললেন : স্বধর্মত্যাগী মুহাম্মদের সন্ধানে চলেছি। যে কুরায়শ বংশে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের বুদ্ধিমানদের বোকা সাব্যস্ত করেছে, তাদের অনুসৃত ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে, আমি তাকে হত্যা করব। তখন নাঈম (রা) বললেন : উমর! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কি মনে কর, মুহাম্মদকে হত্যা করার পর বনূ আব্‌দ মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে, আর তুমি পৃথিবীর ওপর অবাধে বিচরণ করে বেড়াতে পারবে? তোমার কি উচিত নয়, আগে নিজের পরিবার-পরিজনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদের শোধরানো? তখন উমর বললেন : আমার পরিবার-পরিজনের কে? নাঈম (রা) বললেন : তোমরা ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর এবং তোমার বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছে। পারলে তুমি তাদের সামলাও। রাবী বলেন, তখন উমর তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। যখন তিনি তাঁদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাব্বাব ইব্‌নুল আরাতও ছিলেন। তিনি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ হাতে নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। এই অংশটিতে সূরা তা-হা লেখা ছিল। যখন উমরের পদধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন খাব্বাব (রা) ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করলেন। আর ফাতিমা (রা) কুরআনের অংশটি নিজের উরুর নীচে চাপা দিয়ে রাখলেন।

---

১. বনূ তামীম বংশোদ্ভূত এ সাহাবী জাহিলী যুগে তরবারি তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং খুযা'আ গোত্রের উম্মু আনমার বিন্‌ত সিবা' নাম্নী খুয'য়ী মহিলার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। (রওযুল উনুফ ; ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮ দ্র.)

ঘরের কাছাকাছি পৌঁছার পর উমর খাব্বাব (রা)-এর কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন : একটা দুর্বোধ্য বাণী আবৃত্তি করার আওয়াজ শুনছিলাম, ওটা কি? তাঁরা উভয়ে বললেন : না, আপনি কিছুই শোনেননি। উমর বললেন : নিশ্চয়ই শুনেছি। আর আল্লাহ্‌র কসম! এটাও জেনেছি যে, তোমরা দু'জনে মুহাম্মদের দীনের অনুসারী হয়ে গেছ। কথাটা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদ (রা)-কে প্রবলভাবে জাপটে ধরলেন। তাঁর বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকেও মেরে রক্তাক্ত করে দিলেন। এ কাণ্ড ঘটানোর পর তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি একযোগে তাঁকে বললেন : হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা করতে চান, করুন। উমর যখন দেখলেন, তার বোনের শরীর রক্তাক্ত, তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন। তিনি তাঁর বোনকে বললেন : আমাকে ঐ পুস্তিকাটি দাও, যা এইমাত্র তোমাদেরকে পড়তে শুনলাম। আমি একটু দেখব মুহাম্মদ কি জিনিস নিয়ে এসেছে। উমর লেখাপড়া জানতেন। তিনি এ কথা বললে তাঁর বোন তাঁকে বললেন : আমার ভয় হয়, ওটি তুমি নষ্ট করে ফেল কিনা। উমর বললেন : ভয় পেয়ো না। এরপর তিনি নিজের দেবদেবীর শপথ করে বললেন : তিনি তা পড়েই তাকে ফেরত দেবেন। উমরের এ কথা শুনে ফাতিমার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাঁকে বললেন : ভাইজান! আপনি যে অপবিত্র! কেননা আপনি এখনো মুশরিক। অথচ এ পবিত্র গ্রন্থকে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না।[১] উমর তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেলেন এবং গোসল করে এলেন। এবার ফাতিমা তাকে সহীফাখানি দিলেন। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। তিনি তা পড়লেন। প্রথম অংশটি পড়েই তিনি বললেন : আহ্ ! কী সুন্দর কথা! কী মহৎ বাণী! তাঁর এ উক্তি শুনে খাব্বাব (রা) তাঁর সামনে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাকে বললেন : হে উমর ! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে যে, আল্লাহ্ হয়ত আপনাকে তাঁর নবীর দাওয়াত গ্রহণের জন্য মনোনীত করেছেন। আমি গতকাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ দু'আ করতে শুনেছি : "হে আল্লাহ্ আপনি আবুল হিকাম ইব্‌ন হিশাম অথবা উমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন।" অতএব, হে উমর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তখন উমর তাঁকে বললেন : হে খাব্বাব! আমাকে মুহাম্মদের সন্ধান দাও। আমি তাঁর কাছে যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করব। খাব্বাব বললেন : তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট একটি বাড়িতে আছেন। সেখানে তাঁর সংগে তাঁর একদল সাহাবী রয়েছেন। উমর তার তরবারি আগের মতই খোলা অবস্থায় ধরে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর

---

১. সুহায়লী বলেন : উমর (রা)-কে কুরআন স্পর্শ করার পূর্বে গোসল করার জন্য তাঁর বোন ফাতিমা لا يمسه الا المطهرون 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না' বলে যে উক্তি করেছেন, অথচ এখানে ফেরেশতাদের প্রতি ইংগিত রয়েছে। কিন্তু এও ইংগিত রয়েছে যে, ফেরেশতাদের অনুসরণে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না।

সূরা আবাসায় (৮০ : ১৩-১৪)-ও এর ইংগিত রয়েছে। (রাওযুল উনুফ, খ. ২, পৃ. ৯৮-৯৯)।

তাছাড়া হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : لا يمس القرآن الا طاهرة (আবু দাউদের মারাসীল, অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা মর্মের হাদীস মুসলিম ও মু'আত্তায়ও রয়েছে)। (ইবন কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯)

সাহাবীদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী ভেতর থেকে দরজার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যে, উমর মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শংকিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ যে উমর ইব্ন খাত্তাব, একেবারে নগ্ন তরবারি হাতে! তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বললেন : ওকে ভেতরে আসার অনুমতি দিন। সে যদি কোন ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তবে আমরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করব। পক্ষান্তরে সে যদি কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তা হলে আমরা তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে ভেতরে আসতে দাও। উক্ত সাহাবী তাকে ভেতরে আসতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং হুজরায় একান্তে তার সাথে দেখা করলেন। তিনি (সা) উমরের কোমর ধরে অথবা যেখানে চাদরের দুই কোণ মিলিত হয়, সেখানটা ধরে তাকে প্রবল জোরে আকর্ষণ করলেন এবং বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার এখানে আগমন ঘটল কিভাবে? আল্লাহ্র কসম! আমার তো মনে হয়, আল্লাহ্ তোমাকে কোন বিপর্যয়ে না ফেলা পর্যন্ত তুমি ফিরবে না। উমর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার কাছে এসেছি, আল্লাহ্র ওপর, তাঁর রাসূলের উপর ও আপনার কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তার ওপর ঈমান আনার জন্য। রাবী বলেন : এ কথা শোনামাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন জোরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন যে, ঐ ঘরের ভেতরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে কয়জন সাহাবী ছিলেন, সবাই বুঝলেন যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যার যার জায়গায় চলে গেলেন। হামযা (রা)-এর পর উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে তাদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল। তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিফাযত করবেন এবং মুসলমানরা এ দু'জনের বদৌলতে শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের ভাষায় উপরে বর্ণিত হল।

উমর ইব্ন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আতা ও মুজাহিদের বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ মাক্কী তাঁর সংগী আতা, মুজাহিদ অথবা অন্যান্য বর্ণনাকারীদের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি নিজে এরূপ বলতেন : "আমি ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলাম। জাহিলী যুগে আমি মদের খুব ভক্ত ছিলাম। মদ পেলে খুবই আনন্দিত হতাম। আমাদের একটা মজলিস বসত, যেখানে কুরায়শ নেতারা একত্র হত। উমর ইব্ন আব্দ ইব্ন ইমরান মাখযূমীর বাড়ির নিকট হাযওয়ারা নামক স্থানে। রাবী বলেন, এক রাতে আমি ঐ আসরে আমার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু সেখানে তাদের কাউকেই পেলাম না। এরপর ভাবলাম, মক্কার অমুক মদ বিক্রেতার কাছে গেলে হয়ত মদ খেতে পারতাম। তার

উদ্দেশ্যে গেলাম কিন্তু তাকে পেলাম না। এরপর মনে মনে বললাম, কা'বা শরীফে গিয়ে যদি সাতবার অথবা সত্তরবার তওয়াফ করতাম তা মন্দ হয় না। অবশেষে আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করার জন্য মাসজিদুল হারামে উপনীত হলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি তখনো সিরিয়ার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এবং কা'বাকে নিজের ও সিরিয়ার মাঝখানে রাখতেন। রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝে তাঁর সালাত আদায়ের স্থান ছিল। রাবী বলেন : তাঁকে দেখেই আমি আপন মনে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আজকের রাতটা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আবৃত্তি শুনে কাটিয়ে দিতাম এবং তিনি কি বলেন তা যদি শুনতাম, তাহলেও একটা কাজ হত। কিন্তু সেই সাথে এটাও ভাবলাম যে, মুহাম্মদ (সা)-এর খুব কাছে গিয়ে যদি শুনি, তাহলে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন। তাই হাজরে আসওয়াদের দিক থেকে এলাম, কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ তখনো যথারীতি দাঁড়িয়ে সালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন। অবশেষে আমি তাঁর ঠিক সামনে, কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন কুরআন শুনলাম, তখন আমার মন নরম হয়ে গেল। আমি কেঁদে ফেললাম। আমার ওপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করল। রাসূলুল্লাহ্ সালাত শেষ করে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি যখন কা'বা থেকে ফিরে যেতেন, তখন তিনি ইব্‌ন আবূ হুসায়নের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতেন। এটা ছিল তাঁর যাতায়াতের পথ। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থিত দৌড়ের জায়গা অতিক্রম করতেন। সেখান থেকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং ইব্‌ন আযহার ইব্‌ন আবদ আওফ যুহরীর বাড়ির মাঝখান দিয়ে আখনাস ইব্‌ন শুরায়কের বাড়ি হয়ে নিজের বাড়িতে চলে যেতেন। 'দারুর রাকতায়' ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাড়ি। এ জায়গাটা ছিল আবূ সুফিয়ানের ছেলে মুআবিয়ার মালিকানাধীন। উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। যখন তিনি আব্বাসের বাড়ি ও ইব্‌ন আযহারের বাড়ির মাঝখানে পৌঁছলেন, তখন আমি তাঁকে পেয়ে গেলাম। আমার আওয়াজ শুনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি মনে করলেন যে, আমি তাঁকে কষ্ট দিতে এসেছি। তাই তিনি আমাকে একটা ধমক দিলেন। ধমক দিয়েই আবার জিজ্ঞেস করলেন : হে খাত্তাবের পুত্র! এ মুহূর্তে তুমি কি উদ্দেশ্য এসেছ? আমি বললাম : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাঁর কাছে যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, তার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যে। রাবী বলেন : এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন : "হে উমর! আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত করেছেন।" তারপর তিনি আমার বুকে হাত বুলালেন এবং আমি যাতে ইসলামের ওপর অবিচল থাকি, সেজন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম এবং তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উপরোক্ত ঘটনা দু'টির কোন্‌টি সঠিক, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

ইসলামের ওপর উমর (রা)-এর দৃঢ়তা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফে' ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার পিতা উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, কুরায়শের কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রচারমুখর? তাকে বলা হল, জামীল ইব্‌ন মা'মার জুম্‌হী। তিনি তৎক্ষণাৎ তার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি তাঁর পেছনে ছুটলাম এবং তিনি কি করেন তা দেখতে লাগলাম। তখন আমি বালক হলেও, যা কিছু দেখতাম সবই বুঝতে পারতাম। উমর (রা) জামীলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে জামীল! তুমি কি জান, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন কবূল করেছি?" ইব্‌ন উমর বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমার পিতা দ্বিতীয়বার এ কথা বলার আগেই জামিল তার চাদর গুটিয়ে হাঁটা শুরু করল। উমর (রা) তার পিছু পিছু চললেন। আমিও আমার পিতার পিছু পিছু চললাম। সে (জামীল) চলতে চলতে মাসজিদুল হারামের দরজার কাছে পৌঁছে বিকট চিৎকার করে বলল : "হে কুরায়শ জনমণ্ডলী শুনে নাও, উমর স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। এ সময় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্বরে তাদের আড্ডায় বসে ছিল। উমর (রা) তার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন : জামীল মিথ্যা বলেছে আমি ধর্মচ্যুত হইনি; তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। সংগে সংগে সকলে তাঁর দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে এলো। উমর (রা) ও কুরায়শদের মধ্যে দুপুর পর্যন্ত লড়াই চলল। রাবী বলেন : এক সময় উমর (রা) ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। কুরায়শরা তখনো তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। উমর (রা) বলতে লাগলেন : "তোমরা যা খুশি কর। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি তিনশ লোক হতাম, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য মক্কা ছেড়ে দিতাম অথবা তোমরা আমাদের জন্য মক্কা ছেড়ে দিতে।" রাবী বলেন : উভয় পক্ষ যখন এ পর্যায়ে, তখন সহসা সেখানে একজন প্রবীণ কুরায়শ সরদারের আবির্ভাব ঘটল, যার গায়ে মূল্যবান ইয়ামানী চাদর ও নকশাদার জামা ছিল। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? সকলে বলল : উমর স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বললেন : তাতে কি হয়েছে, থামো! একজন মানুষ নিজের ইচ্ছায় একটা জিনিস গ্রহণ করেছে, তোমরা তার কি করতে চাও? তোমরা কি ভেবেছ যে, বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব [উমর (রা)-এর গোত্র] তাদের সদস্যকে তোমাদের হাতে এভাবেই ছেড়ে দেবে? ওকে ছেড়ে দাও। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ কথার পর তারা গুটিয়ে নেয়া কাপড়ের মত নিজেদের ভাবাবেগকে সংযত করল। পরে মদীনায় হিজরত করার পর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলোম : আব্বা ! ঐ

বৃদ্ধটি কে ছিলেন, যিনি আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন বিক্ষুব্ধ জনতাকে ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি বললেন : হে আমার পুত্র! তিনি ছিলেন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহ্‌মী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন : হে আমার পিতা! আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন ক্ষুব্ধ জনতাকে যিনি ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দেন, তিনি কে ছিলেন? আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। উমর (রা) বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তিনি ছিলেন আস ইব্‌ন ওয়ায়ল। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান না দিন।[১]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা)-এর পরিবারের অথবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে কোন একজনের বরাতে আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস আমাকে বলেছেন যে, উমর (রা) বলেন : সেই রাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সবচেয়ে কট্টর দুশমন, আমি তার কাছে যাব এবং তাকে জানাব যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন : আমি ভেবে দেখলাম, সে তো আবূ জাহ্‌ল ছাড়া আর কেউ নয়। উল্লেখ্য যে, উমর (রা) ছিলেন আবূ জাহ্‌লের বোন হান্‌তামা বিন্‌ত হিশাম ইব্‌ন মুগীরার পুত্র। উমর (রা) বলেন : পরদিন সকালে আমি তার দরজায় গিয়ে করাঘাত করলাম। তখন আবূ জাহ্‌ল আমার কাছে বেরিয়ে এলো এবং বলল : আমার ভাগ্নেকে স্বাগতম! তুমি কি খবর নিয়ে এসেছ উমর? আমি বললাম : "আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তাও সত্য বলে মেনে নিয়েছি।" উমর (রা) বলেন : তখন সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলল, আল্লাহ্ তোমাকে এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ, তা বরবাদ করুন!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অ:সঃ—৩,২৫০

১. কারণ ইসলাম কবূল করা ব্যতীত ভাল কাজের প্রতিদান পাওয়া যায় না, আস ইব্‌ন ওয়ায়ল মুশরিক অবস্থায় এ কাজটি করেন এবং তিনি ইসলাম কবূল করেন নি।